MISS MARPLE

By Agatha Christee

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৪৯

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম / ১০/২এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ গোপাল পাল / স্টার প্রিন্টিং প্রেস / ২১এ, রাধানাথ বোস লেন, কল-৬

প্রচ্ছদ ঃ কুমারঅজিত

স্বর্গীয় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্বর্গীয়া নিভারাণী চট্টোপাধ্যায়
বাবা ও মা'র পুণ্যস্মৃতিতে

মুদ্রা
প্রচ্ছদ ঃ
বিহঙ্গ ১—১৭২
আশি ✻ খুনের ছক ১—২০৮

নিহত বিহঙ্গ

মিস মারপল—১

এক

এক স্বপ্নের জগতে ভেসে চলেছিলেন মিসেস ব্যাণ্টি। পুষ্প প্রদর্শনীতে তাঁর সুইট পী প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। যাজক মশাই ঝলমলে আলখিল্লা পরে গির্জায় পুরস্কার বিতরণ করছেন আর তাঁর স্ত্রী স্নানের পোশাকে ঘুর ঘুর করছেন। বাস্তবে যেমন হয়, ব্যাপারটিতে যাজক মশাইয়ের তেমন কোন চিত্তবিভ্রম ঘটল না স্বপ্ন বলে। স্বপ্নটা বেশ উপভোগ করে চলেছিলেন মিসেস ব্যাণ্টি। খুব ভোরের এই স্বপ্ন দারুণ ভাল লাগে তাঁর যতক্ষণ না ভোরের চা এসে পৌঁছয়। আধো ঘুম আর আধো জাগরণের মধ্যে কাজের লোকদের মৃদু কথা-বার্তা আর টুংটাং শব্দও তাঁর কানে আসছিল। কোথাও পরি-চারিকা পর্দা সরিয়ে দিতে রিংয়ের ধাতব শব্দ জেগে উঠছিল, রান্নাঘর থেকেও জেগে উঠছিল প্যান নাড়ানোর আওয়াজ। সদর দরজার ভারী হুড়কো টানার শব্দও ভেসে এল কানে।

আবার শুরু হতে চলেছে এক নতুন দিন। বিছানা ছেড়ে উঠার আগে ভোরের এই স্বপ্নে যতখানি পারা যায় মশগুল থাকতে চাইছিলেন মিসেস ব্যাণ্টি, কারণ স্বপ্নের ব্যঞ্জনা ততক্ষণে হালকা হতে শুরু করেছিল।

নিচে ড্রইং রুম থেকে জানালার খড়খড়ি টানার শব্দ জেগে উঠছিল। তিনি শুনেও যেন শুনছিলেন না। আরও আধঘণ্টা ধরে গৃহস্থালীর এমন চাপা পরিচিত শব্দ ভেসে আসতে থাকবে।

সব শেষে জেগে উঠবে বারান্দায় মাপা পদশব্দ, পোষাকের খসখস আও-য়াজের সঙ্গে মেশানো টেবিলের উপর চায়ের পাত্র নামিয়ে রাখার শব্দ। মেরী চায়ের পাত্র নামিয়ে এরপর জানালার পরদা টানতে চাইবে। ঘুমের মধ্যেই মিসেস ব্যাণ্টির ভ্রু কুঁচকে উঠল। ঘুমের মধ্যেই বিরক্তিকর কিছু একটা ঘটে চলেছে। বারান্দায় দ্রুত কোন পদশব্দ। অবচেতন মনে তার কান উদগ্রীব ছিল চায়ের কাপ-ডিশের শব্দের জন্য, কিন্তু সে শব্দ শোনা গেল না, পরিবর্তে দরজায় জেগে উঠল ঠুক ঠুক আওয়াজ। স্বপ্নের গভীরতা থেকে মিসেস ব্যাণ্টি আপনা থেকেই বলে উঠলেন, 'ভিতরে এস।' দরজা উন্মুক্ত হল, এবার শোনা যাবে পরদা টেনে দেয়ার শব্দ।

কিন্তু পরদা টানার কোন শব্দ জাগল না। হালকা নতুন আলোর পরদা ফুঁড়ে শুধু শোনা গেল মেরীর আর্ত কণ্ঠস্বর, 'ওহ্, মাদাম—মাদাম, লাইব্রেরী ঘরে একটা লাশ পড়ে আছে !' তারপর সে হিস্টিরিয়া রোগীর মত কান্না চাপার চেষ্টা করে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিছানায় উঠে বসলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। দুটো সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় জাগল—হয় তার স্বপ্নই বেয়ারা ভাবে বাঁক নিয়েছিল, না হয় মেরী সত্যিই ঘরে ঢুকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কথাটা উচ্চারণ করে !—লাইব্রেরীতে একটা লাশ। 'অসম্ভব', আপন মনেই বলে উঠলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।' কথাটা বললেও তাঁর কিন্তু মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখেননি তাঁর পরিচারিকা মেরী সত্যিই ঘরে ঢুকে ওই অবিশ্বাস্য কথাটা উচ্চারণ করেছে।

এক মিনিট ভেবে নিয়ে মিসেস ব্যাণ্ট্রি তাঁর পাশে নিদ্রিত স্বামীর শরীরে কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলে উঠলেন, 'আর্থার, আর্থার, ওঠ।' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি ঘুম জড়ানো স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

'উঠে পড়, আর্থার। মেরী কি বলল শুনেছ ?'

'খুবই স্বাভাবিক,' অস্পষ্ট স্বরে বললেন কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি। 'তোমার সঙ্গে আমি একমত, ডলি।' তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি এবার তাঁকে ঝাকুনি লাগালেন। 'তোমাকে শুনতেই হবে। মেরী বলছে লাইব্রেরীতে একটা লাশ রয়েছে।'

'অ্যাঁ, কি ?'

'লাইব্রেরীতে একটা লাশ।'

'কে বলল ?'

'মেরী।'

অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য এবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'বাজে কথা, শোনা ! তুমি স্বপ্ন দেখছিলে।'

'না, দেখিনি। প্রথমে আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু সত্যিই মেরী এসে কথাটা বলেছে।'

'মেরী এসে বলেছে লাইব্রেরীতে একটা লাশ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তা হতে পারে না,' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি বললেন।

'না—না, আমারও তাই মনে হয়,' সন্দিহান স্বরে উত্তর দিলেন মিসেস

ব্যাণ্ট্রি, 'কিন্তু তাহলে মেরী ওকথা বলল কেন ?'

'ও কখনই বলতে পারে না।'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'এসব তোমার মনের কল্পনা।'

'কক্ষণও আমার কল্পনা নয়।'

ঘুমের রেশ ততক্ষণে কর্ণেল ব্যাণ্ট্রির চোখ থেকে মুছে গিয়ে তিনি পুরোপুরি বাস্তবে পৌঁছে অবস্থা বিচার করতে তৈরি।

তিনি দয়ার্দ্র স্বরে বললেন, 'তুমি স্বপ্ন দেখেছ, ডলি।' 'ভাঙা দেশলাই কাঠির রহস্য' বলে যে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছিলে এসব তারই ফল। লাইব্রেরীতে এক সুন্দর মেয়ের লাশ পেয়েছিলেন লর্ড এজবাস্টন। বইতে এরকম লাশ অহরহ পাওয়া যায়। বাস্তব জীবনে এরকম আমি কোনদিন ঘটতে দেখিনি।

'এবার বোধ হয় পারবে,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'সে যাই হোক, আর্থার, এবার উঠে তোমাকে ব্যাপারটা দেখতে হবে।

'কিন্তু, আমি বলছি এটা স্বপ্ন। স্বপ্নকে মাঝে মাঝে জেগে উঠেও এরকম সত্যি মনে হয়, ডলি। এও তাই।'

'আমি একেবারে আলাদা একটা স্বপ্ন দেখছিলাম—একটা পুষ্প প্রদর্শনী হচ্ছে আর যাজক মশাইর স্ত্রী স্নানের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি কথাটা বলেই লাফিয়ে খাট থেকে নেমে জানালার পরদা সরিয়ে দিলেন। শরতের সোনালী রোদ্দুরে ঘর ভরে গেল। 'আমি এ স্বপ্নটা দেখিনি', দৃঢ় স্বরে বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'উঠে পড়, আর্থার, তারপর নিচে গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই কর।'

'তুমি বলছ নিচে গিয়ে জানতে চাইব লাইব্রেরীতে একটা লাশ আছে কিনা ? আহাম্মক বলেই সকলে ভাববে আমাকে।'

'তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে হবে না', মিসেস ব্যাণ্ট্রি উত্তর দিলেন। 'যদি কোন লাশ সত্যিই থাকে—অবশ্য মেরী যদি পাগল হয়ে ভুলভাল না দেখে থাকে, তাহলে আগেই ওরা সব কিছু তোমায় জানাবে। তোমাকে একটা কথাও বলতে হবে না।'

কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি গজগজ করতে করতে তাঁর ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দা পেরিয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। সিঁড়ির একেবারে শেষে বেশ কয়েকজন চাকর জটলা করছিল,

কয়েকজন ফুঁপিয়ে কাঁদতে চাইছিল। তাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এল সর্দার পরিচারক বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে, 'আপনি আসায় খুশি হলাম স্যার। আপনি না আসা পর্যন্ত কাউকে কিছু ছুঁতে দিই নি। এবার কি পুলিশে খবর দেব স্যার ?'

'তাদের খবর দেবে কেন ?'

বাটলার অনুযোগের দৃষ্টিতে লম্বা চেহারার পরিচারিকার দিকে একবার তাকাল। সে রাঁধুনীর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

'আমি ভেবেছিলাম স্যার, মেরী আপনাকে এর মধ্যে জানিয়েছে। ও জানিয়েছে বলেছিল।'

মেরী ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমি তো জানিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মাথা একেবারে ঠিক ছিল না তাই কি বলেছি জানি না। আমি ঠক ঠক করে কাঁপ-ছিলাম আর দারুণ বমি আসছিল আমার সব দেখে—ওঃ !'

মেরী আবার রাঁধুনী মিসেস একেলসের কাঁধে মাথা রেখে হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মত কাঁদতে শুরু করল। মিসেস একেলস সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল তাঁকে।

'ভয়ংকর ওই ব্যাপার আবিষ্কার করে মেরী একেবারে ভেঙে পড়েছিল, স্যার', বাটলার বোঝাতে চেষ্টা করল। 'রোজকার মত ও পরদা টেনে দেবার জন্য লাইব্রেরীতে ঢুকেছিল আর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল লাশের উপর।'

'তুমি বলতে চাও লাইব্রেরীতে—আমারই লাইব্রেরীতে একটা লাশ রয়েছে ?' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি কড়া স্বরে বললেন।

বাটলার গলা সাফ করে বলল, 'আপনি নিজেই একবার দেখে নিলে ভাল হয়, স্যার।'

'হ্যাল্লো', 'হ্যাল্লো, পুলিশ স্টেশন। হ্যাঁ, কে কথা বলছেন ?' পুলিশ কনস্টেবল পক একহাতে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে অন্য হাতে রিসিভার তুলে কথা বলছিল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গমিংটন হল। বলুন ?···ওহ, সুপ্রভাত, স্যার।' কনস্টেবল পকের কণ্ঠস্বর একটু বদলে গেল। কারণও ছিল। যার কাছ থেকে পুলিশের খেলাধুলার জন্য বেশ দরাজ সাহায্য পাওয়া যায় আর বিশেষ করে যিনি জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে খাতির না করলে চলে না। পক তাই বলে চলল, 'খুব দুঃখিত স্যার, আমি কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি—একটা লাশ বলছেন ?···হ্যাঁ···হ্যাঁ···আর একবার বলুন স্যার

…ঠিক আছে স্যার…এক তরুণী, তাকে চেনেন না বলছেন ?… বুঝেছি,স্যার…
সব কিছু আমার হাতেই ছেড়ে দিন এবার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কনস্টেবল পক শিস দিয়ে উঠল তারপর তার ঊর্ধতন অফিসারের নম্বর ডায়াল করতে লাগল। মিসেস পক রান্নাঘর থেকে মুখ তুলে তাকালেন। 'কি ব্যাপার ? কার ফোন ?' রান্নাঘর থেকে চমৎকার সুবাস ভেসে আসছিল মাংসভাজার।

'এমন অদ্ভুত কাণ্ডর কথা জীবনে শুনিনি,' তার স্বামী উত্তর দিল। 'গমিংটন হলে এক মহিলার লাশ পাওয়া গেছে। কর্ণেলের লাইব্রেরীতে।'

'খুন হয়েছে সে ?'

'গলা টিপে মেরেছে কেউ, বললেন।'

'মেয়েটি কে ?'

'কর্ণেল বলেছেন জীবনে কোনদিন তাকে দেখেন নি।'

'তাহলে সে ভদ্রলোকের লাইব্রেরীতে কি করছিল ?'

পুলিশ কনস্টেবল পক স্ত্রীর দিকে অনুযোগেব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিসিভার তুলে কথা বলতে লাগল। 'ইনস্পেক্টর স্ল্যাক বলছেন ? এই মাত্র খবর পেলাম আজ সকাল সওয়া সাতটা নাগাদ একটা মহিলার লাশ পাওয়া গেছে—।'

মিস মারপল যখন পোশাক বদলাচ্ছিলেন ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। ঝনঝন শব্দ কানে আসতে একটু অবাক না হয়ে পারলেন না তিনি। এরকম অসময়ে তার টেলিফোন আসা একটু অস্বাভাবিক। তার বাহুল্য বর্জিত অবিবাহিত জীবনে এরকম টেলিফোন আসা মানেই নানা ধরনের অজানা কিছুর সম্ভাবনা।

মিস মারপল তাই একটু আশ্চর্য হয়ে বাজতে থাকা টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'অবাক লাগছে কার এমন সময় টেলিফোন আসতে পারে ?'

সাধারণতঃ সকাল ন'টা থেকে সাড়ে ন'টাই গ্রামে পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময় আর কুশল সংবাদ নেয়ার সময়। সারাদিনের জন্য পরিকল্পনা ছকে নেয়া আমন্ত্রণ এই ধরনের নানা কাজের ছক তখনই তৈরি হয়। মাংসওয়ালা সাধারণতঃ কোন রকম ব্যবসায়িক ঝামেলা দেখা দিলে ন'টার আগেই ফোন করে। সারাদিনের মধ্যে মাঝে মাঝে দু একবার এরকম ফোন এলেও রাত

সাড়ে ন'টার পর ফোন করা বেশ খারাপ কাজ বলেই ভাবা হয়।

এটা অবশ্য খুব খাঁটি কথা যে মিস মারপলের ভাইপো যে একজন সাহিত্যিক, অতএব কিছুটা এলোমেলো কাজে অভ্যস্ত। সে প্রায়ই বেয়ারা সময়ে টেলিফোন করে। সে একবার ফোন করে প্রায় মাঝরাতের দশমিনিট আগে। তবে রেমণ্ড ওয়েস্টের ক্ষ্যাপামি যেমনই হোক ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা তার ধাতে নেই। আসলে সে বা মিস মারপলের অন্য জানাশোনা কেউ আটটার আগে সাধারণতঃ ফোন করে না। আটটা অবশ্য নয়, পৌনে আটটা। টেলিগ্রাম আসারও আগে, কারণ ডাকঘর আটটার আগে খোলে না। 'এটা নিশ্চয়ই ভুল নম্বর', আপন মনে মিস মারপল কথাটা বলে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনের আর্তনাদ বন্ধ করতেই তিনি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন। 'কে ?'

'কে কথা বলছ ? জেন ?'

বেশ অবাক হলেন মিস মারপল। 'হ্যাঁ, আমি জেন। খুব তাড়াতাড়ি উঠেছ মনে হচ্ছে, ডলি ?'

ওপাশ থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তেজিত মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'ভীষণ একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'ওহ, তাই নাকি।'

'আমাদের লাইব্রেরীতে একটা লাশ পাওয়া গেছে।'

মিস মারপলের মনে হল তার বন্ধু বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। তিনি তাই বললেন, 'একটা কি পাওয়া গেছে বললে ?'

'জানি কথাটা কারো গোড়ায় বিশ্বাস হতে চাইবে না। আমার ধারণা ছিল এরকম কিছু বইতেই ঘটে। আর্থার তো প্রথমে নিচে গিয়ে দেখতেই চায় নি।'

নিজেকে সামলে নিয়ে মিস মারপল বললেন, 'কিন্তু কার লাশ ওটা ?'

'এক সোনালী-চুল মেয়ের।'

'কার ?'

'বললাম তো, এক স্বর্ণকেশী মেয়ের। সেই বইয়ে যেমন পড়া যায়। অপূর্ব সুন্দরী। লাইব্রেরী ঘরে সে সটান মরে পড়ে আছে। সেইজন্যই তোমাকে তাড়াতাড়ি এখানে আসতে বলছি।'

'তোমার ইচ্ছে আমি যাই ?'

'হ্যাঁ, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একটু সন্দেহ জড়ানো গলায় মিস মারপল বললেন, 'তোমার ইচ্ছা হলে যেতে পারি তাতে যদি খুশি হও—।'

'না, না, সেজন্য নয়। লাশের ব্যাপারে তোমার তো দারুণ অভিজ্ঞতা, তাই।'

'ওহ, না, তেমন আর কি। আমি সফল হয়েছি একদম কেতাবী পথে।'

'তাহলেও তুমি খুন-খারাপির ব্যাপারে দারুণ। মেয়েটাকে কেউ খুন করছে গলা টিপে। আমার মনে হয় কারও বাড়িতে সত্যিকাব একটা খুন হলে বেশ উপভোগ করা যায়, তাই না? সেই জন্যই আমি চাই তুমি এসে খুনীকে খুঁজে বের করে রহস্যটা উদ্ধার কর। ব্যাপারটা বেশ উত্তেজনাকর, কি বল?'

'বেশ, প্রিয় ডলি, তোমার যদি কিছু সাহায্য হয় নিশ্চয়ই যাব।'

'দারুণ! আর্থারকে সামলানো যাচ্ছে না। ওর ধারণা আমার এ রকম উপভোগ করাটা ঠিক হচ্ছে না। এটা অবশ্য একদিক থেকে ঠিক নয়, তবে আমি তো মেয়েটাকে চিনি না—তুমি তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে সে যেন বাস্তবের কেউ নয়।'

একটু যেন পরিশ্রান্ত হয়েই মিস মারপল ব্যাণ্ট্রিদের গাড়ি থেকে নামলেন যোফার দরজা খুলে দিতে। কর্ণেল ব্যান্ট্রি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার মুখে মিস মারপলকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'মিস মারপল—ইয়ে, আপনি? খুব খুশি হলাম', কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি বললেন।

'আপনার স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন,' মিস মারপল বললেন।

'চমৎকার। ওর সঙ্গে একজন থাকা দরকার, না হলে ও ভেঙে পড়বে। ও অবশ্য সব ব্যাপারটা মোটামুটি সামলে নিয়েছে, তবে বলা তো যায় না—।'

ঠিক তখনই মিসেস ব্যাণ্ট্রি হাজির হয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'যাও, গিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে এস, আর্থার। মাংসভাজা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি ভেবেছিলাম ইনস্পেক্টর এসেছেন,' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি ব্যাখ্যা করলেন।

'তিনি এখনই এসে পড়বেন, তুমি এগোও', মিসেস ব্যাণ্ট্রি তাড়া লাগালেন। 'প্রাতরাশটা আগে দরকার সেজন্যই।'

'তোমারও দরকার ডলি। চল, এক সঙ্গে কিছু খেয়ে নিই।'

'আমিও এক মিনিটের মধ্যেই আসছি,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'তুমি যাও তো।' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি পোষা মুরগীর মত ঘরে ঢুকে যেতেই মিসেস

ব্যাণ্ট্রি বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বললেন, 'চল, জেন।'

পূব দিকে লম্বা বারান্দা দিয়ে বাড়ির মধ্যে চললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, পিছনে মিস মারপল। লাইব্রেরীর দরজায় পাহারা দিচ্ছিল কনস্টেবল পক। কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে সে মিসেস ব্যাণ্ট্রিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কারও ভিতরে ঢোকার হুকুম নেই, মাদাম। ইন্‌স্‌পেক্টরের আদেশ।'

'বাজে কথা ছাড়, পক,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'তুমি তো মিস মারপলকে চেনো ভাল করে।' কনস্টেবল পক সায় জানাতে মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'ওর লাশটা দেখা দরকার, খুব জরুরী। বোকামী করতে চেওনা, পক। তাছাড়া লাইব্রেরীটা আমাদের তাই না?'

কনস্টেবল পক এবার হার মানল। অভিজাত কর্তৃত্বের কাছে হার মানা ওর বিশেষত্ব বলা যায়। ইন্‌স্‌পেক্টর কথাটা না জানলেই হল। সে এবার দুজন মহিলাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'কোন কিছু স্পর্শ করা চলবে না দেখবেন।'

'নিশ্চয়ই কিছু স্পর্শ করছি না', অধৈর্য স্বরে বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি পককে, 'একথা আমরা জানি। তুমি নিজেই সঙ্গে থেকে দেখতে পার।'

কনস্টেবল পকেরও সেই ইচ্ছাই ছিল, সে তাই সঙ্গে চলল। মিসেস ব্যাণ্ট্রি এবার বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বন্ধুকে নিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকে পুরনো তার্চমলের চুল্লীর কাছে এসে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'ওই দেখ।'

মিস মারপল এবার বুঝলেন তার বন্ধু কেন বলেছিল মেয়েটি যেন বাস্তবের নয়। লাইব্রেরী ঘরখানা মালিকের বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে খাপখেয়েই যেন তৈরী। ঘরখানা বিশাল অথচ এলোমেলো আর অগোছালো ভাবেই সাজানো, কিছুটা যেন দৈন্যদশা গ্রস্ত। মস্ত এক টেবিলে সাজিয়ে রাখা ছিল পাইপ, বইপত্র আর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল। সামনেই একখানা বড় আরাম কেদারা। দেয়ালে ঝুলছিল বংশের পূর্বপুরুষদের কয়েকটা তৈলচিত্র আর কুৎসিত দর্শন দু-একটা জল রঙের ছবি। সম্ভবতঃ ভিক্টোরীয় যুগেরই হবে। একখানা ছিল হাস্যকর শিকারের ছবি। ঘরের কোণের দিকে রাখা ফুলদানীতে কিছু ফুল। সারা ঘরখানাই অন্ধকারাচ্ছন্ন আর অযত্নলালিত। এ ঘর যে বহু ব্যবহৃত আর ঐতিহ্যময় তার প্রমাণ চারদিকেই ছড়ানো।

চুল্লীর সামনে ভালুকের চামড়ার আস্তরণের উপর শুধু চোখে পড়ছিল অতিমাত্রায় নাটকীয়, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ অবাস্তব। অগ্নিশিখার মত একটি মেয়ের মৃতদেহ। মেয়েটির কপালের দুপাশে নেমে এসেছিল থোকা থোকা

কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটির কৃশ দেহে পিঠের দিকে উন্মুক্ত শ্বেত শুভ্র সাটিনের সান্ধ্য পোশাক। সারা মুখে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। স্ফীত, মৃত্যুনীল মুখে বিচিত্র অবাস্তব এক দৃশ্য জাগিয়ে তুলেছে পাউডারের প্রলেপ। চক্ষু পক্ষে লাগানো কাজল গড়িয়ে পড়েছে দুপাশের গালে, লাল লিপস্টিক রঞ্জিত মুখের গহ্বর বিরাট গর্তের মতই মনে হচ্ছিল। মেয়েটির হাত আর পায়ের নখ রক্তিম রঙে রাঙানো, পায়ে সস্তা রুপোলি চপ্পল। চটকদার, অগ্নিশিখার মত অথচ একান্ত সস্তা এক শরীরিনীর ওই দেহটা কর্ণেল ব্যাণ্ট্রির আরামপ্রদ লাইব্রেরীতে নেহাতই বেমানান।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি এবার বলে উঠলেন, 'যা বলেছি দেখছ, কেমন যেন অবাস্তব, সত্যি বলেই মনে হয় না।'

মিস মারপল আনমনে মাথা নোয়ালেন। তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে শায়িত দেহটাকে দেখছিলেন; শেষ পর্যন্ত শান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'খুবই অল্প বয়স।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়', কথাটা অন্য কেউ বলেছে বলে তিনি যেন আশ্চর্য হয়েছেন।

বাইরের কাঁকড় বিছানো পথে গাড়ির চাকার শব্দ হতেই কনস্টেবল পক দ্রুত বলে উঠল, 'বোধ হয় ইনস্পেক্টর এলেন।'

অভিজাত মানুষেরা বিপদে ফেলেন না, আপ্তবাক্য স্মরণ করেই মিসেস ব্যাণ্ট্রি সঙ্গে সঙ্গেই দরজার দিকে পা চালিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, পক, আমরা যাচ্ছি।' পকও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কোন রকমে তাড়াহুড়ো করে টোস্টের টুকরো আর মারমালেডের সঙ্গে এক কাপ কফি গলায় ঢেলে বাইরে তাকালেন কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি। গাড়ি থেকে এলাকার চিফ কনস্টেবল কর্ণেল মেলচেট আর তার সঙ্গে ইনস্পেক্টর স্ল্যাককে নামতে দেখে হাঁফ ছাড়লেন তিনি। মেলচেট কর্ণেলের বন্ধু। স্ল্যাককে তার কোনকালেই পছন্দ নয়—লোকটি চটপটে আর নামের সম্পূর্ণ বিপরীত, ওর সঙ্গে সব সময়েই যেন একটু তড়িঘড়ি ভাব জড়ানো থাকে। কাউকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করলে তাকে আমলই দিতে চায় না সে।

'সুপ্রভাত, ব্যাণ্ট্রি,' চিফ কনস্টেবল বললেন। 'ভাবলাম নিজেই চলে আসি। একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডই ঘটেছে মনে হচ্ছে।'

'এটা—এটা একদম অবিশ্বাস্য—অদ্ভুত,' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি বললেন।

'মেয়েটি কে কোন ধারণা আছে ?'

'কণামাত্রও না। জীবনে তাকে কোনদিন চোখে দেখিনি।'

'বাটলার কিছু জানে ?' স্ল্যাক প্রশ্ন করলেন।

'লরিমার আমার মতই হতবাক হয়ে গেছে!'

'আহ্! আশ্চর্য লাগছে,' স্ল্যাক বললেন।

কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি এবার বললেন, 'ডাইনিং কামরায় প্রাতরাশ রয়েছে একটু মুখে দেবে না কি, মেলচেট ?'

'না, না, কাজ শুরু করতে চাই এখনই। দু-এক মিনিটের মধ্যেই হেডক এসে যাবে···আহ, ওই যে সে এসে গেছে।'

বিরাট একখানা গাড়ি এসে থামতে নেমে এলেন বিশালদেহী ডঃ হেডক। তিনি আবার পুলিশ সার্জনও। দ্বিতীয় আর একটা গাড়ি থেকে নেমেছিল সাদা পোশাকে দুজন পুলিশ, তাদের একজনের হাতে ক্যামেরা।

'সব তৈরি তো ?' চিফ কনস্টেবল বললেন, 'ঠিক আছে আমরা এবার লাইব্রেরীতে যেতে পারি, স্ল্যাকও তাই বলেছে।'

কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী সকালে যখন বলল মেরী জানিয়েছে লাইব্রেরীতে একটা লাশ পড়ে আছে, আমি বিশ্বাস করতেই পারি নি।'

'না, না, সে-তো ঠিক কথাই বুঝতে পারছি। আশা করি তোমার স্ত্রী সেরকম দুশ্চিন্তায় পড়ে নি ?'

'সে সুন্দর সামলে নিয়েছে—সত্যিই চমৎকার। ওর সঙ্গে রয়েছেন মিস মারপল—গ্রামের সেই মহিলা জানো হয়তো।'

'মিস মারপল ?' চিফ কনস্টেবল একটু টান টান হয়ে গেলেন। 'তাকে ডেকে পাঠালেন কেন উনি ?'

'একজন মেয়ে সব সময়েই আর একজন মেয়েকেই খোঁজে—তোমার কি মনে হয় ?'

কর্ণেল মেলচেট চুমকুরি ছুঁড়ে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই এব্যাপারে কিছু বেসরকারী গোয়েন্দাগিরি করার ব্যবস্থা করছেন। মিস মারপলকে তো এলাকার স্থানীয় গোয়েন্দাই বলা চলে। একবার তো আমাদেরও টেক্কা দিয়েছিলেন, তাই না স্ল্যাক ?'

'সেটা অন্য রকম ব্যাপার ছিল,' স্ল্যাক জানালেন।

'কোন্ বিষয়ে অন্য রকম ?'

'সেটা স্থানীয় বিষয় ছিল, স্যর। বৃদ্ধা মহিলা গ্রামে যা ঘটে সেসব খবর রাখেন সেকথা সত্যি। তবে এ ব্যাপারে তিনি থৈ পাবেন না সেকথা বলতে পারি।'

মেলচেট শুষ্কস্বরে বললেন, 'তুমি নিজেও এ ব্যাপারে কিছু থৈ পাওনি বলেই মনে হয়, স্ল্যাক।'

'আহ্, একটু অপেক্ষা করে দেখুন, স্যর। রহস্যের তলায় পৌঁছতে আমার সময় লাগবে না।'

ডাইনিং কামরায় মিসেস ব্যাণ্ট্রি আর মিস মারপল তাদের প্রাতরাশ সেরে নিচ্ছিলেন ইতিমধ্যে। মিসেস ব্যাণ্ট্রি একটু ভেবে বলে উঠলেন, 'তারপর, জেন, কি রকম বুঝলে?'

মিস মারপল একটু অবাক হয়েই বন্ধুর দিকে তাকালেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি আশাভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তোমার একটা কথা মনে পড়ছে না, জেন?'

গ্রামের নানা তুচ্ছ ঘটনার জটিলতার মধ্য থেকে কার্যকারণ খুঁজে বের করার ক্ষমতায় মিস মারপল ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই-ভাবেই কোন এক ঘটনা থেকে অন্য কোন ঘটনায় আলোকপাত করায় তিনি পারদর্শিনী।

'না,' মিস মারপল চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন। এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। শুধু মিসেস চেট্টির ছোট মেয়ে এডির কথা মনে পড়ছে। এর অবশ্য কারণ হল বেচারি নখ কামড়াতে চাইত আর ওর সামনের দাঁত বেশ বেরিয়ে থাকত। এর বেশি কিছু না,' মিস মারপল একটু থেমে বললেন এবার, 'তাছাড়া এডি সস্তা জিনিস ভালবাসত।'

'ওর পোশাকের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ঝলমলে সাটিন, সস্তাদামের।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'জানি। নোংরা দোকানগুলোয় সব কিছু এক গিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দাঁড়াও—মিসেস চেট্টির মেয়ে সেই এডি'র কি হয়েছিল যেন?'

'কিছুই না। সে অন্য বাড়িতে চলে গিয়ে বেশ ভালই আছে মনে হয়,' মিস মারপল বললেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি বেশ আশাহত হলেন। গ্রামের সমান্তরাল কোন মিল

পাওয়া গেল না। তিনি বলে উঠলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না মেয়েটা আর্থারের লাইব্রেরীতে কি করছিল। পক বলেছে জোর করে কেউ জানালাটা খুলেছিল। মেয়েটা হয়তো কোন চোরের সঙ্গেই ঘরে ঢুকেছিল তারপর দুজনে ঝগড়া হয়—কিন্তু এটাও বিশ্বাস হয় না, তাই না?'

'চুরি করতে আসার মত পোশাক ওর দেহে ছিল না', মিস মারপল চিন্তিত ভাবে বললেন।

'না, তা ছিলনা। ওর পোশাক অনেকটা নাচের আসরের বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার মত। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও এরকম কিছু আসর ছিল বলে তো শুনিনি।'

'না—সেকথা ঠিক,' মিস মারপল চিন্তিত হয়ে আবার বললেন।

মিসেস ব্যান্ট্রি চেপে ধরলেন, 'তোমার মনে কিছু একটা রয়েছে, জেন।'

'মানে, আমি অবাক হচ্ছিলাম—।'

'কেন?'

'বেসিল ব্লেক।'

মিসেস ব্যান্ট্রি বলে উঠলেন, 'ওহ, না!' তারপর যেন ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, 'আমি ওর মাকে চিনি।'

দুই মহিলাই পরস্পরের দিকে তাকালেন। মিস মারপল দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালেন। 'তোমার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারছি।'

'সেলিনা ব্লেক খুব চমৎকার মহিলা বলে জানি। ওর লতার মত শরীরের খাঁজ সত্যিই দারুণ, আমি তো হিংসেয় সবুজ হয়ে যাই। তার উপর পোশাকের কাট-ছাঁটেও সে উদার।'

মিস মারপল অবশ্য মিসেস ব্লেকের পক্ষে ওই ওকালতি বিবেচনা করে বললেন, 'তবু যাই হোক নানা লোকে নানা কথা বলে।'

'ওহ, আমি তা জানি। আর্থার তো ওর ছেলের কথা উঠলে রাগে একেবারে নীল হয়ে যায়। সে সত্যিই আর্থারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। সেই থেকে আর্থার ওর সম্পর্কে কোন ভাল কথাও শুনতে চায় না। ও আবার আজকালকার ছেলেদের মত সকলের সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, এই রকম কিছু।' মিসেস ব্যান্ট্রি বলে চললেন, 'তার উপর ও যে ধরনের পোশাক পরে! লোকে বলে গ্রামের দিকে কে কি রকম পোশাক পরল তাতে কিছুই এসে যায় না। এমন বোকার মত কথা আর শুনিনি। আসলে গ্রামেই সব কিছু সকলের নজরে আসে।' একটু থামলেন

এবার মিসেস ব্যাণ্ট্রি, তারপর বললেন, 'বাচ্চা বয়সে ও কিন্তু ভারি সুন্দর ছিল।'

'গত রবিবার সোভিয়েটের খুনীর শিশু বয়সের চমৎকার একটা ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে,' মিস মারপল বললেন।

'ওহ্, জেন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবো না যে—।'

'না, না, ডলি আমি সেকথা বলিনি। একথা বললে আগেই কিছু ভেবে নেয়া হবে। আমি শুধু ওই অল্প বয়সী মেয়েটার এখানে আসার কথাই ভাবছিলাম। সেণ্ট মেরী মীড তো সে রকম বেড়াবার জায়গা নয়। এটা ভাবতে গিয়েই আমার বেসিল ব্লেকের কথাটা মনে পড়ে যায়, কারণ সে মাঝে মাঝে এ ধরনের অনুষ্ঠান করে। ওই সব অনুষ্ঠানে লণ্ডন আর স্টুডিও থেকে অনেকেই আসে—গত জুলাই মাসের কথা মনে পড়ে, ডলি? কি হৈ-হুল্লোর আর গান—সাংঘাতিক আওয়াজও ছিল—আর তারই সঙ্গে সকলের কি মাতলামি। পরদিন সকালে যে রকম কাচের ভাঙা টুকরো চোখে পড়েছিল সেটা অবিশ্বাস্য। বৃদ্ধা মিসেস বেরীর কাছ থেকে শুনেছিলাম স্নানের টবে নাকি একটা মেয়ে প্রায় কিছুই না পড়ে ঘুমিয়ে ছিল।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ওরা সকলে বোধ হয় সিনেমা জগতের লোক ছিল।'

'তাই বোধ হয়। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে—তুমিও বোধ হয় কথাটা শুনেছিলে যে বেসিল ব্লেক সপ্তাহের শেষে মাঝে মাঝেই এক সোনালী চুল তরুণীকে নিয়ে আসত।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'তুমি কি তাহলে মেয়েটাকে সে রকম কেউ বলেই ভাবছ?'

'শুধু ভাবছিলাম। অবশ্য মেয়েটিকে আমি সে ভাবে খুঁটিয়ে দেখিনি—কয়েকবার গাড়ি থেকে ওঠানামা করতে দেখেছিলাম। আর একবার কটেজের বাগানে তাকে দেখেছিলাম সে যখন এক ফালি জাঙ্গিয়া আর কাঁচুলি পরে রৌদ্রস্নান করছিল। ওর মুখখানা সেভাবে দেখিনি, তাছাড়া এই ধরনের মেয়েদের চুলের ছাঁট, নখ আর উগ্র প্রসাধনের জন্য আলাদা করে চেনাও শক্ত, সকলেই প্রায় এক রকম।'

'হ্যা, হতেও পারে। ধারণাটা হেলাফেলার নয়, জেন।'

দুই

কর্ণেল মেলচেট আর কর্ণেল ব্যাণ্ট্রিও ঠিক ওই সময় একটা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। চিফ কনস্টেবল মৃতদেহ দেখে নেয়ার পর তার অধস্তন কর্মচারীরা নিয়ম মাফিক তদন্তের কাজ শুরু করতে তিনি গৃহ-স্বামীকে নিয়ে তার পড়ার ঘরে বসেছিলেন। কর্ণেল মেলচেট কিছুটা খিটখিটে ধরনের মানুষ, আর অভ্যাস ছিল অনবরত তার ছোট করে ছাঁটা লাল গোঁফে তা দেয়া। কর্ণেল ব্যাণ্ট্রির দিকে তাকিয়ে একটু বিহ্বলভাবেই তিনি তাই করছিলেন আর চারপাশে নজর বুলিয়ে নিচ্ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন, 'শোন, ব্যাণ্ট্রি, চিন্তার পোকাটা আমার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা দরকার। তুমি ঠিক বলছ যে মেয়েটাকে একদম চেনোই না?'

অন্যজনের উত্তর প্রায় বিস্ফোরক বলেই মনে হল।

চিফ কনস্টেবল তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মেজাজ গরম কোর না, ব্যাণ্ট্রি, ব্যাপারটা এই ভাবে দেখ: এটা তোমার পক্ষে একটু বিসদৃশ হয়ে উঠতে পারে। বিবাহিত ভদ্রলোক, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, এই ধরনের কিছু। আমাদের নিজেদের মধ্যে বলছি, কেউ জানবে না, ব্যাণ্ট্রি, মেয়েটার সঙ্গে তোমার কোন রকম ইয়ে থাকলে এখনই বলে দেয়া ভাল। এ রকম কিছু থাকলে চেপে যাওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক, আমি হলেও তাই করতাম। তবে এটা ঠিক হবে না, এটা হত্যার ঘটানা। সমস্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তখন কেমন দাঁড়াবে একটু ভাবতে চেষ্টা কর। চুলোয় যাক—তুমি আবার ভেবে বস-না আমি ভাবছি তুমিই মেয়েটাকে গলা টিপে মেরেছ—এ ধরনের কিছু তুমি যে করতে পার না তা জানি। তবে যাই হোক একথা সত্যি যে মেয়েটা এই বাড়িতে এসেছিল। বলা যায় সে জোর করে কোন ভাবে বাড়িতে ঢুকে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই সময় কোন লোক তাকে অনুসরণ করে এখানে আসে আর ওকে খুন করে। এ রকম হওয়া সম্ভব, বুঝতে পারছ কি? আমার কথাটা ভেবে নিলেই বুঝবে।'

'মেয়েটাকে আমার জীবনে কখনও দেখিনি! আমি এ ধরনের মানুষ নই,' কর্ণেল ব্যাণ্ট্রি জবাব দিলেন।

'তাহলে ঠিক আছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছিনা। তুমি নামী ব্যক্তি।

তোমার কথা মেনে নিলেও—কথাটা হল, মেয়েটা তোমার বাড়িতে কি করছিল? সে যে এই এলাকার কেউ নয় সে কথা নিশ্চিত।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন,' ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলেন গৃহস্বামী।

'প্রশ্ন তবু একটাই, বন্ধু, সে তোমার লাইব্রেরীতে কি করছিল?'

'আমি জানব কি ভাবে? তাকে ডেকে পাঠাই নি।'

'না, না, সেকথা বলছিনা, তবে সে যে এসেছিল সেকথাও ঠিক। যতদূর মনে হচ্ছে সে তোমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। তুমি কোন বেয়ারা ধরনের চিঠি বা এই ধরনের কিছু পাওনি?'

'না, এরকম কিছু পাইনি।'

'কর্নেল মেলচেট হালকাভাবে প্রশ্ন করলেন, 'গত রাত্রিতে তুমি কি করেছিলে?'

'আমি 'রক্ষণশীল সমিতির' সভায় গিয়েছিলাম রাত ন'টার সময় মাচ বেনহ্যামে।'

'বাড়ি ফিরেছিল কটায়?'

'আমি মাচ বেনহ্যাম থেকে বেরিয়েছিলাম রাত ঠিক দশটার পর। বাড়ি ফেরার সময় একটু ঝামেলায় পড়েছিলাম, গাড়ির চাকা বদলাতে হয়। এরপর বাড়ি ফিরি প্রায় পৌনে বারোটার সময়।'

'সে সময় লাইব্রেরীতে ঢোকনি?'

'না।'

'আপশোষের কথা।'

'ক্লান্ত ছিলাম তাই সোজা শুতে গিয়েছিলাম।'

'কেউ তোমার জন্য জেগে ছিল?'

'না, আমি সব সময়ই ল্যাচ্‌কি সঙ্গে রাখি। লরিমার রাত এগারোটায় শুতে চলে যায়, অবশ্য অন্য কোন রকম হুকুম না দিলে।'

'লাইব্রেরী কে বন্ধ করে?'

'লরিমার। বছরের এরকম সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ও বন্ধ করে।'

'এ সময়ের পর সে আর ঘরটায় ঢোকে?'

'আমি বাইরে থাকলে নয়। ট্রেতে হুইস্কি আর গ্লাস বসিয়ে সে হলে রেখে যায়।'

'বুঝেছি। আর তোমার স্ত্রী?'

'আমি বাড়ি ফেরার সময় সে শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যার

দিকে সে হয়তো লাইব্রেরীতে ঢুকে থাকতে পাবে, অবশ্য আমি জানতে চাইনি।'

'ঠিক আছে সব ব্যাপারই আমরা জেনে নিতে পারব,' কর্ণেল মেলচেট বললেন। চাকরদের মধ্যে কেউ এতে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হয়?'

কর্নেল ব্যাণ্ট্রি মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি একথা বিশ্বাস করিনা। চাকর-বাকরদের সবাই অত্যন্ত ভদ্র বংশের। ওরা বহু বছর ধরে আছে।'

মেলচেট কথাটা স্বীকার করলেন। 'হ্যাঁ, ওরা এ ব্যাপারে কোন ভাবে জড়িত আছে মনে হয় না। দেখে শুনে যতদূর মনে হচ্ছে মেয়েটি শহর থেকেই এসেছিল—সম্ভবতঃ কোন তরুণের সঙ্গে। তবে তারা এ বাড়ীতে জোর করে কেন ঢুকেছিল সেকথাটাই—।'

বাধা দিলেন ব্যাণ্ট্রি। 'লণ্ডন। মনে হচ্ছে সেখান থেকেই এসে থাকবে। এখানে সেরকম কোন যাওয়া আসা—অন্ততঃ—।'

'কি হল, থেমে গেলে কেন, ব্যাণ্ট্রি?'

'যা ভেবেছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। 'বেসিল ব্লেক!'

'সে কে?'

'সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত এক অল্পবয়সী ছোকরা। পাকা বদমাইশ আর শয়তান। আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, যেহেতু ওর মা তার সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করছিল। আজকাল যেমন দেখা যায়, একেবারে অপদার্থ, কুলাঙ্গার ছোকরা—পিছনে লাথি মারতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। সে ল্যান-সহ্যাম রোডে একটা কটেজ নিয়ে আছে—কুৎসিত চেহারার একখানা আধুনিক বাড়ি সেটা। সে ওখানে মাঝে মাঝে পার্টি দেয়—সেখানে শোনা যায় শুধু প্রচণ্ড চিৎকার আর হৈ-হুল্লোড়, শুধু একদল হল্লাবাজের আড্ডা। তার উপর সে সেখানে সপ্তাহের শেষে সুন্দরী মেয়েদেরও নিয়ে আসে।'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ—এরকম একজনকে সে গত সপ্তাহের শেষে নিয়ে এসেছিল, এই রকম সোনালী চুল ছিল তার,' কর্ণেলের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'স্বর্ণকেশী?' চিন্তিত স্বরে বললেন কর্নেল মেলচেট।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলতে চাই মেলচেট, তুমি কি—?'

চিফ কনস্টেবল উত্তর দিলেন, 'সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে।

সেণ্ট মেরী মীডে এরকম কোন মেয়ের উপস্থিতির এও কারণ হতে পারে। আমার মনে হয় ওখানে গিয়ে ওই বেয়ার্ড—না ব্লেক—কি বললে নাম যেন—

তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ব্রেল—বেসিল ব্লেক।'

'সে এই সময় বাড়িতে থাকতে পারে বলে মনে হয়?' মেলচেট প্রশ্ন করলেন।

'দাঁড়াও ভেবে দেখি। আজ কি বার? শনিবার? শনিবার সে সকালের দিকে ওখানেই আসে।'

মেলচেট গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখা যাক ওকে পাই কিনা।'

কর্ণেল মেলচেট এরপর বিদায় নিলেন। তাঁর গন্তব্য এবার বেসিল ব্লেকের আস্তানার দিকে।

বেসিল ব্লেকের কটেজে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অঢেল আয়োজন ছিল। তবে বাইরে থেকে মনে হয় ভয়ংকর দর্শনকিছু টিউডর যুগের কাঠের খোলসের মধ্যেই ঢাকা সেটা। ডাকবিভাগের কর্মকর্তাদের আর বাড়ির দালাল উইলিয়াম বুকারের কাছে এর পরিচিতি ছিল 'চ্যাটস্ওয়াথ' হিসেবে। বেসিল আর বন্ধুদের কাছে অবশ্য কটেজের নাম 'দি পিরিয়ড পিস', আর সেণ্ট মেরী মীডের অধিবাসীদের কাছে 'বুকারের নতুন বাড়ী।' মূল গ্রাম থেকে কটেজের দূরত্ব প্রায় সিকি মাইলের মত। কটেজটা ছিল নতুন কয়েকখানা বাড়ির এলাকার মধ্যে। এটা কিনেছিলেন উদ্যমী মিঃ বুকার ব্লু বোরের ঠিক পরেই। কটেজের সামনের অংশটা ছিল এখনও পর্যন্ত বিনষ্ট না হয়ে যাওয়া গ্রাম্য পথের দিকে। পথ ধরে এগোলে প্রায় মাইল খানেক তফাতেই গমিংটন হল।

সেণ্ট মেরী মীড জুড়ে বেশ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল যখন সকলে জানতে পারে মিঃ বুকারের নতুন বাড়ি একজন চিত্রতারকা কিনেছেন। গ্রামের মানুষের উৎসাহের অবধি ছিলনা রুপোলি পরদার উপকথার ওই চরিত্রদের একবার চোখের দেখা দেখার জন্য। সকলে তাই উদ্গ্রীব হয়ে বাড়িটার উপর নজর রাখতে আরম্ভ করে দেয়। যতদূর জানা যায় একমাত্র বেসিল ব্লেককেই দেখতে পেয়েছিল গ্রামের উৎসাহীরা। আস্তে আস্তে আসল রহস্যটা প্রকাশ পেয়ে যায়। বেসিল ব্লেক রুপোলি পরদার অভিনেতা তো নয়ই এমন কি সাধারণ চরিত্রাভিনেতাও নয়। আসলে সে ঢের নিচের তলার লোক ব্রিটিশ নিউ এরা ফিল্ম কোম্পানীর সদর দপ্তর লেনভিল স্টুডিওতে মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব যাদের উপর সেখানে তার অবস্থান পনেরো নম্বরে।

গ্রামের তরুণীদের উৎসাহে এরপর ভাটা পড়ে যায় আর সেখানকার নজরদার 'নিন্দুক চিরঅবিবাহিতারা বেসিল ব্লেকের জীবনধারা দেখে কড়া সমালোচনা শুরু করে। একমাত্র ব্লুবোরের মালিকই বেসিল আর তার বন্ধুদের ব্যাপারে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। এর একটাই কারণ বেসিল ব্লেকের দলবল গ্রামে হাজির হওয়ার পর থেকে ব্লু বোরের রমরমা সীমাহীন।

পুলিশের গাড়িখানা এসে থামল মিঃ বুকারের কল্পনার ফসলের মরচে ধরা লোহার তৈরি গেটের সামনে, আর গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়লেন চিফ কনস্টেবল মেলচেট। মেলচেট বিতৃষ্ণার সঙ্গে চ্যাটস্‌ওয়ার্থের অতিমাত্রায় কাঠের কারুকার্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন। তিনি যা ভেবেছিলেন তার ঢের আগেই তৎপরতার সঙ্গে কেউ দরজা খুলল।

দরজা খুলেছিল এক তরুণ। তরুণের মাথায় প্রায় সোজা হয়ে ঝুলে পড়া কাঁধ অবধি কালো চুল, দেহে কমলা রঙের কর্ডুরয় ট্রাউজার আর হালকা নীল সার্ট। সে প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার? কি চাই?'

'আপনিই কি মিঃ বেসিল ব্লেক?'

'অবশ্যই আমি।'

'আপনার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলতে পারলে আনন্দিত হব। মিঃ ব্লেক', মেলচেট বললেন।

'আপনি কে?'

'আমি কর্নেল মেলচেট, এই কাউণ্টির চিফ কনস্টেবল।'

বেসিল ব্লেক উদ্ধত শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'অ—আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না। ভারি মজার ব্যাপার!'

কর্নেল মেলচেটের প্রতিক্রিয়া কর্ণেল ব্যাণ্ট্রির মতই হল। তার মনোভাব তিনি ভালই উপলব্ধি করলেন। কর্নেলের জুতোয় ডগা নিসপিস করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই।

নিজেকে সংযত করেই অবশ্য কর্নেল মেলচেট মোলায়েম স্বরে বললেন, 'আপনি বেশ সকালে ওঠেন মনে হচ্ছে?'

'মোটেই না। আমি এখনও শুতে যাই নি।'

'তাই বুঝি?'

'তবে আমি আশা করিনা আমি কখন শুতে যাই সেকথা জানতেই আপনি এতটা কষ্ট করেছেন, তবে করে থাকলে বলতে বাধ্য হচ্ছি জনসাধারণের

পয়সা ও সময় নষ্ট করায় আপনার অধিকার নেই। যাক আমার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলেন?'

কর্নেল মেলচেট গলা সাফ করে নিলেন, 'শুনেছি মিঃ ব্লেক, গত সপ্তাহের শেষে আপনার এখানে একজন অতিথি এসেছিলেন—একজন—মানে ইয়ে—একজন স্বর্ণকেশী তরুণী।'

বেসিল ব্লেক কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'গ্রামের বুড়ি মেনী বিড়ালগুলো আপনার কাছে গিয়েছিল বুঝি? আমার নৈতিক চরিত্রের কথা জানিয়েছে তারা? চুলোয় যাক, নৈতিক চরিত্র রক্ষার ভার পুলিশের নয়। আশা করি কথাটা জানা আছে আপনার।'

আপনার কথা মতই বলছি', 'কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আপনার নৈতিক চরিত্র নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি এক শোনালী চুলের—ইয়ে—সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে বলে—তাকে খুন করা হয়।"

'আশ্চর্য ব্যাপার!' ব্লেক হাঁ করে তাকাল।' 'কোথায়?'

'গমিংটন হলের লাইব্রেরীতে।'

'গমিংটনে? বুড়ো ব্যাণ্ট্রির বাড়িতে? ভারি অবাক কান্ড তা বলতেই হয়। শেষ পর্যন্ত বুড়ো ব্যাণ্ট্রির বাড়ির লাইব্রেরীতে! নোংরা একটা বুড়ো।'

কর্নেল মেলচেট কথাটায় রাগে প্রায় লাল হয়ে গেলেন। তিনি বেসিল ব্লেকের অভব্য হাসির উত্তরে চড়া' স্বরে উত্তর দিলেন, 'দয়া করে আপনার ভাষা সংবরণ করবেন, মিঃ ব্লেক; যাক, আমার জানার কামনা হল এ ব্যাপারে আপনি কোন আলোকপাত করতে পারেন কিনা।'

'অর্থাৎ আপনি জানতে এসেছেন যে আমি কোন স্বর্ণকেশীকে হারিয়েছি কিনা? বলুন, তাই কি? আমি কেন—হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, কি ব্যাপার?'

ঠিক ওই মুহূর্তে বাইরে কোন গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ি থেকে নেমে এল এক তরুণী ঢোলা সাদা কালো কোরাদার পাজামা পরিহিত অবস্থায়। তরুণী ঠোঁট রক্ত লাল লিপস্টিকে রাঙানো, চোখের লোম কালো কাজলে রঙ করা আর মাথায় একরাশ সোনালী চুল। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দরজার সামনে এসে সেটা সজোরে খুলে চিৎকার করে বলল, 'তুমি আমাকে ফেলে পালিয়ে এলে কেন?'

বেসিল ব্লেক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে এসে জুটেছ? তোমাকে

ফেলে আসব না কেন জানতে পারি? তোমাকে কেটে পড়তে বলেছিলাম অথচ তুমি তাতে রাজি হওনি।'

'তুমি বলেছ বলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে? তুমি বলার কে? আমি বেশ মজা উপভোগ করছিলাম।'

'হ্যাঁ, তা করছিলে বটে ওই নোংরা রোজেনবার্গের সঙ্গে। সে কেমন লোক তোমার ভালই জানা আছে আশা করি?'

'তুমি হিংসেয় জ্বলে মরেছিলে বলে এসব বলছ।'

'আর আত্মম্ভরিতা দেখিও না। আমি তেমন মেয়েকে ঘেন্না করি যে গেলার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না আর মধ্য ইউরোপের কোন বিরক্তিকর হতভাগাকে কাছে ঘুরঘুর করতে দেয়।'

'একদম বাজে কথা। আসলে তুমি নিজেই বেদম গিলছিলে আর কালোচুল ওই স্পেনীয় মেয়েটাকে নিয়ে স্ফূর্তিতে মেতে ছিলে।'

'তোমাকে কোন পার্টিতে নিয়ে গেলে আশা করি ভদ্রভাবে আচরণ করবে।'

'তোমার হুকুম মানতে আমি বাধ্য নই, এটাই শেষ কথা। তুমি বলেছিলে আমরা পার্টিতে যাওয়ার পর দুজনে এখানে চলে আসব। শেষ না হলে আমি আগে ভাগে কোন জায়গা থেকে চলে আসা পছন্দ করি না।'

'না, তা করনা, আর সেই কারণেই তোমাকে বলে এসেছিলাম। আমি এখানে আসতে চেয়েছিলাম তাই বলেও আসি। কোন আহাম্মক মেয়ের জন্য আমি হেদিয়ে মরি না।'

"আঃ কি সুন্দর, বিনয়ী ভদ্রলোক আমার!'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে এখানে অনুসরণ করে হাজির হয়েছ', বেসিল ব্লেক বলল।

'তোমার সম্পর্কে কি ভাবি সে কথাটাই বলতে এসেছিলাম।'

'আমার উপর কর্তৃত্ব ফলাবে বলে যদি ভেবে থাকো, খুকু তাহলে ভুল করছ।'

'আর তুমিও যদি ভেবে থাকো আমাকে হুকুম করে চালাবে তাহলে আর একবার ভেবে কাজ কোরো।'

দুজনে দুজনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। ঠিক ওই মুহূর্তেই কর্ণেল মেলচেট সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বেশ জোরে গলা সাফ করতে চাইলেন। বেসিল ব্লেক দ্রুত তার দিকে ঘুরে তাকাল। 'হ্যালো', আপনার

কথাটা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার এবার বোধহয় খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, কি বলেন? আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—ডিনা লী—কাউণ্টি পুলিশের কর্নেল সবজান্তা।...এবার, কর্ণেল, আপনি যখন দেখতে পেয়েছেন আমার স্বর্ণকেশী জ্বলজ্যান্ত এখানেই হাজির আছে, তখন আশা করি আপনি বিদায় নিয়ে বুড়ো ব্যাণ্ট্রির ফাঁপানো নাটুকেপনা নিয়েই মাথা ঘামাতে পারবেন। সুপ্রভাত।'

কর্নেল মেলচেট উত্তর দিলেন, 'আমার উপদেশ হল, ভবিষ্যতে আপনার জিভটা একটু সংযত রাখার চেষ্টা করবেন, না হলে নিশ্চিত ভাবেই দারুণ ঝামেলায় পড়তে পারেন।' চিফ কনস্টেবল একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে মুখ লাল করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তিন

কর্নেল মেলচেট তার মাচ বেনহ্যামের অফিস কামরায় বসে অধস্তন কর্মচারিদের তৈরি করা প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে চলেছিলেন—।

'...সবই বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, স্যার', ইনসপেক্টর স্ল্যাক কথা শেষ করলেন। 'মিসেস ব্যাণ্ট্রি নৈশভোজের পর লাইব্রেরীতে বসেছিলেন তারপর শুতে চলে যান রাত দশটার আগে। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার আগে আলো নিভিয়ে দিয়ে যান। মনে করা যেতে পারে এরপর কেউ আর ওই ঘরখানায় ঢোকেনি। চাকরবাকরেরা শুতে যায় সাড়ে দশটার সময়। তারপর লরিমার হলঘরে পানীয় আর গ্লাস রেখে পৌনে এগারোটায় শুতে যায়। সাধারণ-ভাবে কেউ কিছু শোনেনি, শুধু তৃতীয় পরিচারিকা ছাড়া, সে আবার অতিমাত্রায় নানাবিশব্দ শোনে। গোঁ গোঁ আওয়াজ, রক্তজল করা আর্তনাদ, ভয় জাগানো পদশব্দ তাছাড়া আরও কত কিছু হিসেব নেই। দ্বিতীয় পরিচারিকা, ওর সঙ্গে একই ঘরে যে থাকে, সে বলেছে অন্য মেয়েটি গভীর ভাবেই কণামাত্র শব্দ না করেই ঘুমোয় সারা রাত। এই ধরনের মানুষেরাই সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে করে তোলে।'

'জোর করে জানালা খোলার ব্যাপারটা কি রকম?' কর্নেল মেলচেট বললেন।

'আনাড়ী হাতের কাজ। সাইমন যা বলেছে তার মত হল একটা সাধারণ

বাটালি দিয়ে পাল্লা খোলা হয়েছিল যাতে তেমন শব্দ না হওয়ারই কথা। বাড়িতে কোন বাটালি পড়ে থাকা সম্ভব ছিল কিন্তু বহু খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অবশ্য যন্ত্রপাতির ব্যাপারে এরকম হতেও পারে স্বাভাবিকভাবে।'

'কোন চাকরবাকর কিছু জানে বলে মনে হয়?'

একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই স্ল্যাক বললেন, 'না, স্যর, আমার মনে হচ্ছেনা ওরা কিছু জানে। ওদের প্রত্যেককেই বেশ ঘাবড়ে গেছে আর ভেঙে পড়েছে বলেই মনে হয়। লরিমারের উপর আমার কিছু সন্দেহ ছিল—সে যেন কিছুটা স্বল্পভাষী আর চাপা, আশা করি কি বলতে চাই বুঝেছেন—তবে আমার মনে হয় না সে কিছু জানে।'

মেলচেট সায় দিলেন। তিনি লরিমারের চাপা স্বভাব নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাতে চাইলেন না। অতি তৎপর ইনসপেক্টর স্ল্যাক প্রায়শই যাদের তিনি জেরা করেন তাদের সম্পর্কে এই রকম ধারণাই করে থাকেন।

ইতিমধ্যে দরজা খুলে প্রবেশ করেছিলেন ডঃ হেডক।

তিনি বললেন, 'ভাবলাম আপনাকে ময়না তদন্তের বিষয় একটু জানিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই করেছেন। বলুন আপনার কথা শোনা যাক', মেলচেট বললেন।

'বেশি কিছু বলবার মত নেই। আপনার ধারণা মতই ঘটনা। শ্বাসরোধের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। মেয়েটির সাটিনের পোশাকের কোমরবন্ধ গলায় ফাঁস লাগিয়ে পিছনে টেনে এনে হত্যা করে আততায়ী। খুবই সহজ কাজ। এজন্য তেমন শক্তিরও দরকার ছিলনা—এ ধরনের ক্ষেত্রে কেউ আচমকা যদি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কোন রকম ধস্তাধস্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

'মৃত্যুর সময় কখন বলে মনে হয়?'

'ধরুন রাত দশটা থেকে মধ্যরাত্রি।'

'আর একটি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না?'

সামান্য হেসে মাথা ঝাঁকালেন ডঃ হেডক। 'আমার পেশাদারী জীবনে ঝুঁকি নিতে পারি না। এটুকু বলতে পারি রাত দশটার আগে নয় আর মধ্যরাত্রিরও পরে নয়।'

'আপনার নিজের মত কোন সময় বলে ভাবছেন?' কর্নেল তবু চাপ দিলেন।

'এটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। ঘরে চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল, তাই ঘর গরম ছিল—এর পরিপ্রেক্ষিতে রিগর মরটিস ও দেহ শক্ত হতে একটু দেরি হওয়া সম্ভব।'

'মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন ?'

'বেশি কিছু নয়', ডঃ হেডক বললেন। মেয়েটির বয়স অল্প—প্রায় সতেরো কি আঠারো বলেই মনে হয়। কোন কোন বিষয়ে কিছুটা অপ্রাপ্তবয়স্কা যদিও পেশীর গঠন চমৎকার। বেশ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বলেই মনে হয়। হ্যাঁ, একটা কথা, মেয়েটির কুমারীত্ব অটুট ছিল।' ডঃ হেডক কথা শেষ করে মাথা নুইয়ে বিদায় নিলেন।

কর্নেল মেলচেট ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন, 'তুমি নিঃসন্দেহ মেয়েটিকে আগে কখনও গমিংটনে দেখা যায় নি ?'

'চাকরবাকরেরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তারা কিছুটা বিতৃষ্ণ। এলাকায় তাকে কখনও দেখলে ওরা মনে রাখত বলেই জানিয়েছে।'

'আমিও তাই আশা করি', মেলচেট বললেন। 'এ ধরনের কাউকে দেখা গেলে এক মাইলের মধ্যেই আলোচনা চলতে পারত। ব্লেকের সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল তার কথা ভেবে দেখ।'

'আপশোষের কথা সে নয়', স্ল্যাক উত্তর দিলেন, 'তাহলে হয়তো কিছুটা অগ্রসর হতে পারতাম।'

'আমার বিশেষভাবেই মনে হচ্ছে মেয়েটা লণ্ডন থেকেই এই এলাকাতে এসেছিল', চিন্তান্বিতভাবে বললেন চিফ্ কনস্টেবল। 'স্থানীয় ভাবে কোন সূত্র মিলবে এ আশা আর করতে পারছি না। সেরকম ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে আমন্ত্রণ জানানোই ভাল হবে। একাজ তাদেরই উপযুক্ত, আমাদের নয়।'

'আমার মনে হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই মেয়েটা এখানে এসেছিল', স্ল্যাক বললেন। এর পরেই তিনি বললেন, 'আমার এও মনে হয় কর্নেল আর মিসেস ব্যান্ট্রি কিছু নিশ্চয়ই জানেন। অবশ্য আমি জানি তারা আপনার খুবই বন্ধু, স্যার—।'

কর্নেল মেলচেট স্ল্যাককে শীতল দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করলেন। তিনি কঠিন স্বরে বললেন, 'আমি প্রত্যেকটা সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছি। প্রতিটি সম্ভাবনা। আশা করি তুমি ইতিমধ্যে সমস্ত নিরুদ্দেশ হওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ ?'

স্ল্যাক সায় দিলেন। তিনি একখানা টাইপ করা কাগজ বের করে ধরলেন। 'এই দেখুন, মিসেস সণ্ডার্স', এক সপ্তাহ আগে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, গাঢ় রঙের চুল, নীল চোখ, বয়স ছত্রিশ। অতএব ইনি নন। যাই হোক, এখানকার সকলেই প্রায় জানে একমাত্র তার স্বামী ছাড়া যে তিনি লীডসের এক তরুণের সঙ্গে চলে গেছেন—লোকটা ব্যবসা করে। এছাড়া আছেন মিসেস বার্নার্ড—বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। পামেলা রীভস্, বয়স ষোল, গতরাত থেকে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ, গার্ল গাইড র‍্যালিতে অংশ নিয়েছে, গাঢ় বাদামী চুল। উচ্চতা পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি—।'

মেলচেট বিরক্ত স্বরে বললেন, 'বোকার মত বিবরণটা পড়তে যেয়োনা, স্ল্যাক। এই মেয়েটা কোন স্কুলের মেয়ে নয়। আমার মতে—', কথাটা শেষ করার আগেই টেলিফোন বেজে উঠতে বাধা পেলেন কর্নেল মেলচেট। তিনি রিসিভার তুলে নিলেন। 'হ্যাল্লো···হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাচ বেনহ্যাম পুলিশের সদর দপ্তর···কি বললেন ?···এক মিনিট ধরুন।' তিনি কথা শুনে দ্রুত লিখে চললেন। এরপর তিনি আবার কথা বলতে কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে গেল। 'রুবি কীন বয়স আঠারো, পেশায় পেশাদার নৃত্যশিল্পী, উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, পাতলা চেহারা, সোনালী চুল, নীল চোখ,নাকের ডগা উপর দিয়ে একটু বাঁকানো, যতদূর জানা গেছে সাদা সান্ধ্য পোশাক পরিহিত, পায়ে রুপোলি চপ্পল। ঠিক আছে ?···কি বললেন ?··· হ্যাঁ, কোনই সন্দেই নেই অবশ্যই বলতে পারি। আমি এখনই স্ল্যাককে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাঁর অধস্তন কর্মচারীর দিকে তাকালেন। 'আমার মনে হয় সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি এবার। ফোন এসেছিল গ্লেনসায়ার পুলিশের কাছ থেকে।' গ্লেনসায়ার পাশের এক কাউণ্টি জানেন স্ল্যাক। 'ডেনমাউথের ম্যাজেস্টিক হোটেল থেকে একটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে জানা গেছে।'

'ডেনমাউথ' ইন্সপেক্টর স্ল্যাক বলে উঠলেন। 'হুঁ, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তার জানা ছিল সমুদ্র উপকূলে ডেনমাউথ জায়গাটা তেমন দূরে নয়। জায়গাটা কিছুটা বিরাট জলাভূমিতে ঘেরা।

'জায়গাটা এখান থেকে মাত্র মাইল আঠারোর মতই হবে', চিফ কনস্টেবল বললেন এবার। 'মেয়েটি ওই ম্যাজেস্টিক হোটেলে নৃত্য পরিচালিকা গোছের কিছু ছিল। গতরাতে সে কাজে উপস্থিত হয়নি তাই হোটেলের কর্তৃপক্ষ খুবই বিরক্ত হয়। সে যখন সকালেও নিরুদ্দেশ হয়েই থাকে

তখনই অন্য মেয়েরা বা অন্য কেউ ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সব কথা পরিষ্কার বোঝা গেল না ; তুমি স্বয়ং এখনই ডেনমাউথ রওয়ানা হও, স্ল্যাক। সেখানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করবে।'

চার

তৎপরতা ব্যাপারটা চিরকালই স্ল্যাকের পছন্দ। দ্রুত গাড়িতে উঠে ছুটে যাওয়া, যে সময় মানুষ ভিড় করে তাকে নানা কথা বলতে উদগ্রীব তাদের কড়া ভাবে হাটিয়ে দিয়ে অত্যন্ত তাড়া আছে জানানো—এসবই ইন্‌স্‌পেক্টর স্ল্যাকের জীবন দর্শন। অতএব এর সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখেই তিনি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ডেনমাউথ পৌঁছেছিলেন, সদর দপ্তরে যোগাযোগ করেছিলেন, আর বিহ্বল আর ভেঙে পড়া হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। ম্যানেজারের ভেঙে পরা অসহায়ভাব দূর করতে তিনি বলেন 'প্রথমেই জানতে হবে ওই মেয়েটিই কিনা প্রধান কাজ হবে সেটাই', এবং এতে ম্যানেজার কতখানি স্বস্তি পেয়েছিলেন বলা শক্ত। এরপর তিনি ছুটেছিলেন মাচ বেনহ্যামের দিকে রুবি কীনের একজন নিকট-আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে। ডেনমাউথ থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে স্ল্যাক একটা ফোন করেছিলেন মাচ বেনহ্যামে, তাই চিফ কনস্টেবল তারই অপেক্ষায় বসেছিলেন যদিও স্ল্যাক যেভাবে মুখবন্ধ শুরু করেন অর্থাৎ, 'এ হল জোসি, স্যর' ও কথাই শুধু শোনার অপেক্ষায় নয়।

কথাটা শুনে কর্নেল মেলচেট শীতল দৃষ্টিতে তার অধস্তন অফিসারকে নিরীক্ষণ করলেন মাত্র। তাঁর ধারণা জন্মেছিল স্ল্যাক তার বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে বসেছে। অবস্থা সামলে নিল গাড়ি থেকে-যে নেমেছিল ইতিমধ্যে সেই তরুণী।

'পেশাদারী জগতে আমি ওই নামেই পরিচিত', তরুণী বলল তার মুক্তোর মত বড় বড় সুন্দর দাঁত বের করে ; 'আমি আর আমার সহকারী রেমন্ড আর জোসি' নামেই পরিচিত। সারা হোটেলে অবশ্য আমি শুধু জোসি নামেই পরিচিত। আমার আসল নাম হল জোসেফাইন টার্নার।'

কর্নেল মেলচেট এবার অবস্থা সামলে নিয়ে মিস টার্নারকে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ জানালেন আর সেই সঙ্গে পেশাদারী নজর বুলিয়ে তাকে

জরিপ করে নিতে চাইলেন। মেয়েটি সুরূপা, বয়স অবশ্য কুড়ির চেয়ে ত্রিশের কাছাকাছি বলেই মনে হয়। ওর বাইরের সৌন্দর্য যতটা না স্বাভাবিক তার চেয়েও বেশি কৌশলে তৈরি করা প্রসাধনের সহায়তা নিয়েই তৈরি বলে ধরে নেয়া চলে। মেয়েটিকে বেশ দক্ষ আর নম্রস্বভাবা বলেই মনে হয়, সাধারণ জ্ঞানও বেশ ভালই রয়েছে। তাকে সেই তথাকথিত দর্শনধারী রূপ সর্বস্ব আখ্যা দেওয়া চলে না, তাহলেও আকর্ষণ করার মত ওর যথেষ্ট বস্তুই আছে তাতেও সন্দেহ নেই। সে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই প্রসাধন ব্যবহার করেছে, দেহে গাঢ় রঙের চমৎকার দর্জির বানানো সুট। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন আর বিহ্বল মনে হলেও খুব-যে শোকগ্রস্ত মনে হয় না বলেই ভাবলেন কর্নেল মেলচেট।

চেয়ারে বসে টার্নার বলল, 'এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনাকে সত্যি বলে মানতে ইচ্ছে হয় না। আপনি কি সত্যিই মনে করেন ও রুবি ?'

'সে কথা আপনিই আমাদের বলতে পারেন বলে মনে হয়, মিস টার্নার। আমার ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার কাছে তেমন সুখকর হবে না।'

মিস টার্নার বেশ আতঙ্কের সঙ্গে বলল, তবে কি ওকে খুব ভয়ঙ্কর লাগছে ?'

'মানে, ব্যাপারটা আপনার কাছে অস্বস্তিকর আর শোকাবহ মনে হতে পারে' চিফ কনস্টেবল উত্তর দিলেন।

'আ—আপনি আমাকে এখনই দেখার জন্য বলছেন ?'

'সেটাই বোধ হয় ভাল হবে, মিস টার্নার। আসলে আমরা যতক্ষণ নিশ্চিত না হচ্ছি ততক্ষণ কোন প্রশ্ন করে লাভ নেই। তাই ব্যাপারটা মনে হয় মিটিয়ে ফেলাই ভাল। আপনার কি মনে হয় ?'

'সেটাই ভাল।'

এরপর সকলে মর্গে রওয়ানা হলেন। মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে জোসি বেরিয়ে আসার পর তাকে বেশ অসুস্থ বলে মনে হতে চাইছিল! সে কম্পিত-স্বরে বলল, 'ও যে রুবি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। বেচারি মেয়েটা! আমার শরীর ভয়ানক খারাপ লাগছে। আপনাদের—আপনাদের এখানে একটু জিন পাওয়া যাবে।' চারপাশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জোসি।

জিন অবশ্য পাওয়া গেল না তবে ব্র্যান্ডি পাওয়া গেলে বেশ কিছুটা পান করে অনেকটা সুস্থ হল জোসি।

ও এবার খোলাখুলিভাবেই বলল ; এরকম দৃশ্য দেখলে যে কোন মেয়েরই শরীর খারাপ লেগে গা গুলিয়ে ওঠে, তাই না? বেচারি ছোট্ট রুবি! পুরুষরা কি শয়তান বলুন তো?'

'আপনার বিশ্বাস এ কোন পুরুষেরই কাজ?' চিফ কনস্টেবল প্রশ্ন করলেন।

জোসি যেন কিছুটা হকচকিয়ে গেল। সে বলল, 'তা নয় বলছেন? মানে, আমি ভেবেছিলাম—খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছিল যে—'

'বিশেষ কোন পুরুষের কথা ভাবছিলেন আপনি?'

বেশ জোরে মাথা ঝাঁকাল জোসি। 'না, না, সেকথা ভাবিনি। এরকম কোন কিছু মাথায় আসেনি। এ খুবই স্বাভাবিক যে এমন কেউ থাকলে রুবি কখনও আমাকে বলতে চাইত না যদি—।'

'যদি কি?'

একটু ইতস্ততঃ করল জোসি। তারপর উত্তর দিল, 'মানে, সে যদি কোন পুরুষের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত।'

মেলচেট জোসিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে চাইলেন। তিনি অবশ্য অফিসে পৌঁছানোর আগে কিছু বললেন না।

অফিসে আসার পর তিনি বললেন, 'এবার শুনুন মিস টার্নার, আপনার কাছ থেকে যতটা জানা যায় আমি সব শুনতে চাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কোথা থেকে শুরু করব?'

'প্রথমে আমি মেয়েটির পুরো নাম আর ঠিকানা জানতে চাই, আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক আর ওর সম্পর্কে যা কিছু আপনার জানা আছে তার সব কিছু।'

সায় জানাল জোসেফাইন টার্নার। মেলচেট সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন যে সে কোনভাবেই শোকগ্রস্তা নয়। সে কিছুটা বিহ্বল আর বিব্রত, এর বেশি কিছু নয়।

এরপর তাড়াতাড়িই জোসি সব কথা বলা শুরু করল। 'ওর নাম রুবি কীন—এটা ওর পেশাদারী নাম অবশ্য। ওর আসল নাম হল রোজি লেডা। ওর মা ছিল আমার মায়ের মাসতুতো বোন। সারা জীবন ধরেই ওকে আমি চিনি, তবে সে রকমভাবে নয়, আশা করি ব্যাপারটা বুঝে নেবেন। আমার মাসতুতো পিসতুতো বোন অনেক আছে তাদের কেউ কেউ ব্যবসা জগতে রয়েছে কেউ রয়েছে মঞ্চে। রুবি নিজেকে নৃত্যশিল্পী হিসেবে তৈরি করার

চেষ্টা করছিল। সে গতবছরই ওই ধরনের একরকম কাজ পেয়েছিল। ব্যাপারটা তেমন ঐতিহ্যের নয়, তবে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভালই। এর পর থেকেই রুবি দক্ষিণ লণ্ডনের ব্রিক্সওয়েলের প্যালে দ্য ডান্স প্রতিষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীর জুড়ি হিসেবে যোগ দিয়ে কাজ করে আসছিল। জায়গাটা ভারি সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত আর তারা যে মেয়েরা কাজ করে তাদের যথেষ্ট ভালভাবেই রাখে। তবে সেখানে পয়সা-কড়ি বিশেষ নেই,' জোসি থামলে কর্ণেল মেলচেট সায় জানালেন।

জোসি টার্নার নিজের কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করল, 'এবার এখানেই আমি এসে পোঁছই। আমি ডেনমাউথে ম্যাজেস্টিক হোটেলে তিন বছর ধরে নৃত্য আর ব্রিজ খেলার আয়োজক হিসেবে কাজ করে আসছিলাম। এই কাজটা বেশ ভালই, টাকা-পয়সাও বেশ ভালই পাওয়া যায় আর কাজটাও খুব আনন্দের। এখানকার কাজ হল অতিথিরা এলে তাদের দেখাশোনা করা। অবশ্যই তাদের যাচাই করে দেখা প্রথম কাজ—কেউ কেউ একা থাকতে চায় আবার অনেকে একাকীত্বে ভোগেন আর হৈ হৈ ইত্যাদিতে আনন্দ পেতে চান। আপনার কাজ হল সঠিক লোকদের বেছে নিয়ে জুডি বেঁধে দেয়া এইসব আর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জোড়া বেঁধে নাচের ব্যবস্থা করা। কাজটা তেমন কঠিন নয়, এরজন্য শুধু কিছুটা কৌশল আর অভিজ্ঞতা দরকার।'

মেলচেট এবারও মাথা নুইয়ে সায় জানালেন। তাঁর মনে হল মেয়েটি নিজের কাজে যোগ্যতার পরিচয় দেয়ারই উপযুক্ত। ওর মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্বের ভাব আছে আর তার সঙ্গে বেশ অভিজ্ঞ কৌশলী বুদ্ধিও আছে অথচ নয় সে।

'তাছাড়া', জোসি বলে চলল, 'আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় রেমণ্ডের সঙ্গে প্রদর্শনী নাচেও অংশ নিই। ও হল রেমণ্ড ষ্টার বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় আর নৃত্য বিশারদ। তারপর, হল কি, গত গ্রীষ্মকালে পাহাড়ি ঝরনায় স্নান করতে গিয়ে একদিন পা পিছলে পড়ে যাই আর আমার পায়ের গোড়ালি মচকে যায় দারুণভাবে।'

মেলচেট লক্ষ্য করেছিলেন টার্নার হাঁটার সময় একটু খুঁড়িয়ে চলেছিল।

জোসি আবার কথা শুরু করল, 'পা মচকে যাওয়াতে আমার নাচ বন্ধ রাখতে হয় বাধ্য হয়ে আর তাতে বেশ ঝামেলা উপস্থিত হয়। হোটেলে আমার বদলে অন্য কাউকে নেয়া হোক আমি একেবারেই চাইনি। এটা হলে

বেশ একটা বিপদের ভয় থাকে—', এক মিনিটের জন্য জোসির নরম নীলাভ চোখের তারা কঠিন আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ওকে মনে হতে লাগল একজ মেয়ে তার জীবনরক্ষা আর অস্তিত্বের লড়াই করে চলেছে। এরপর ও আবা কথার জের টেনে বলে চলল, 'এতে কারো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। আমার তখনই রুবির কথা মনে পড়ে যায় আর আমি ম্যানেজারকে বলি যে ওকেই এখানে নিয়ে আসতে পারি। ও আসলেও আমি আয়োজক হিসেবে আর ব্রিজ খেলার ব্যবস্থাপনায় ও অন্যান্য কাজে থেকে যাব। রুবি শুধু নাচবে। ব্যাপারটা কিছুটা পরিবারের মধ্যেই রেখে দেয়ার মত বলা যায়।' মেলচেট কথাটা বুঝেছেন জানালেন।

'যাই হোক ম্যানেজার রাজি হলেন আর আমিও রুবিকে টেলিগ্রাম করে আসতে বলে দিলাম', জোসি বলে চলল, 'রুবি তারপর এসেও গিয়েছিল। এটা ওর কাছে মস্ত একটা সুযোগ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ও যা করেছিল তার চেয়ে এটা ঢের ভাল কাজ। এ ঘটনা ঘটে প্রায় একমাস আগে।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। সে কাজে সফল হয়?'

'ওহ্, হ্যাঁ, তা হয়', জোসি প্রায় অবহেলার ভঙ্গীতে বলল। সে বেশ চালিয়ে নিচ্ছিল। অবশ্য ও আমার মত নাচতে পারত না তবে রেমণ্ড খুব পাকা মানুষ, সে রুবিকে বেশ কৌশলে চালিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাছাড়া রুবি দেখতেও সুন্দরী। ওর চেহারাটা বেশ পাতলা আর ফর্সা, একটু বাচ্চার মত ভাব। ও একটু বেশি রকম প্রসাধন ব্যবহার করত—ওকে বারবার সেকথা বলতাম আমি। কিন্তু এই মেয়েরা কেমন তা হয়তো জানেন। ওর বয়স ছিল মাত্র আঠারো, এরকম বয়সের মেয়েরা একাজ একটু বেশি করেই থাকে। ম্যাজেস্টিকে এ ধরনের ব্যাপার আবার পছন্দ করা হয় না, কারণ এ হোটেল খুব অভিজাত। আমি প্রায়ই ওকে সাবধান করে কম প্রসাধন ব্যবহার করার জন্য বলতাম।'

'সকলে তাকে পছন্দ করত?' মেলচেট প্রশ্ন করলেন।

'ও হ্যাঁ; তবে মনে রাখবেন, রুবি তেমন মিশুকে প্রকৃতির ছিল না। একটু বোকাবোকা গোছেরই ছিল ও। ও অল্প বয়সের কারো বদলে বয়স্কদের সঙ্গে ভাল মানিয়ে নিতে পারত।'

'ওর বিশেষ কোন বন্ধু ছিল?'

মেলচেটের দৃষ্টি উপলব্ধি করল টার্নার। 'যা ভাবছেন ঠিক সেরকম ছিল

না। অথবা বলা যায় আমার জানা ছিল না। আমি আগেই বলেছি থাকলেও আমায় বলতে চাইত না।'

মেলচেটের মনে হল কেন বলতে চাইত না এ কথাটাই। জোসিকে দেখে খুব একজন নীতিপরায়ণ বলে কখনও মনে হয় না। তবে কর্ণেল বললেন, 'আপনার মাসতুতো বোনকে শেষ কখন দেখেছিলেন বলবেন ?'

'গত রাত্তিরেই দেখছিলাম। ও আর রেমণ্ড দুটো প্রদর্শনী নাচে অংশ নিয়েছিল। প্রথমবার ওরা নেচেছিল সাড়ে দশটায় আর পরেরটা প্রায় মাঝ-রাতে। প্রথম নাচটা ওরা শেষ করেছিল। এরপর আমি লক্ষ্য করি রুবি হোটেলে থাকে এমন একজন তরুণের সঙ্গে নাচছে। আমি তখন লাউঞ্জে কয়েকজনের জন্য ব্রিজ খেলছিলাম। লাউঞ্জ আর বলরুমের মাঝামাঝি একটা কাচের আড়াল দেয়া আছে। ওখান থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম। ওকে ওই শেষবার দেখি। প্রায় মাঝরাতের পর রেমণ্ড প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে বলে রুবি কোথায় গেছে ও খুঁজে পাচ্ছে না, নাচের সময়ও হয়ে গেছে। আমি প্রচণ্ড বিরক্ত হই, বুঝতেই পারছেন। ওই বয়সের মেয়েরা এরকম ছেলেমানুষী করে বলেই কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে যায় তার পরে চাকরিটাও হারায়। আমি রেমণ্ডকে নিয়ে রুবির ঘরে গেলাম, এবার কিন্তু সে ঘরে ছিল না। দেখে এটুকু বুঝলাম ও পোশাক বদলেছিল যে পোশাক পরে নাচে অংশ নিয়েছিল সেই হালকা গোলাপী ফোলানো স্কার্ট চেয়ারের উপর পড়ে ছিল। সাধারণতঃ ও একই পোশাকই পড়ে থাকত,সাধারণতঃ বিশেষ নাচের রাত নাহলে—এরকম থাকে বুধবার।'

মেলচেট চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন।

জোসি আবার বলে চলল, 'আমার কোন ধারণাই ছিল না সে কোথায় যেতে পারে। আরও একবার গান হয়ে গেল তবুও রুবি ফেরেনি দেখে রেমণ্ডকে বললাম আমিই বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে প্রদর্শনী নাচে অংশ নেব। এমন নাচ বেছে নিলাম যেটাতে আমার গোড়ালিতে তেমন চাপ পড়বেনা আর নাচও হবে অল্প সময়ের, তাসত্বেও গোড়ালি বেশ ব্যথা হয়েছে। সকালবেলা দেখ-লাম অনেকখানি ফুলেছে। রুবি এর পরেও এলনা। ওর জন্য প্রায় দুটো পর্যন্ত বসে রইলাম। ওর উপর প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে গিয়েছিলাম।'

এর গলার স্বর একটু কেঁপে উঠতে মেলচেট বুঝতে পারলেন জোসি সত্যিই ক্রুদ্ধ। এক মুহূর্তের জন্য তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তার কেমন মনে হল ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছু একটা অকথিত রয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'তারপর আজ সকালে রুবি কীন যখন ফিরল না আর তার বিছানাতেও শুতে দেখা যায়নি, তখনই আপনি পুলিশে গেলেন ?' তিনি অবশ্য স্ল্যাকের টেলিফোন থেকে জেনেছিলেন ব্যাপারটা তা ছিল না। তাই তিনি জানতে চাইছিলেন এ বিষয়ে যোশেফাইন টার্নারের বক্তব্য কি।

জোসি ইতস্ততঃ করল না। ও বলল, 'না, আমি যাই নি।'

'কেন, মিস টার্নার ?'

জোসি বলল, 'আমাকে আমার চাকরি নিয়ে ভাবতে হয়! কোন হোটেল যা চায় না তা হল প্রথমেই কোন কলঙ্ক—বিশেষতঃ যাতে পুলিশ আসতে পারে। আমি একেবারেই ভাবিনি রুবির কিছু হয়েছিল। এক মিনিটের জন্যও ভাবিনি! আমি ভেবেছিলাম সে কোন ছেলের পাল্লায় পড়ে বোকার মত কাজ করে বসেছে। আমি ভেবেছিলাম ও ঠিকই এসে পড়বে, আর আসার পর ওকে বেশ ভাল রকম বকুনি লাগাব তাও ঠিক। আঠারো বছরের মেয়েগুলো এই রকম বোকাই হয়।'

মেলচেট তার কাগজে নজর দেয়ার ভাব দেখালেন। 'আহ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি কোন এক মিঃ জেফারসন পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। হোটেলে যেসব অতিথি আছেন তাদেরই একজন তিনি ?'

যোসেফাইন টার্নার উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

কর্নেল মেলচেট প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ জেফারসনের এরকম কাজ করার উদ্দেশ্য কি ?'

জোসি ওর জ্যাকেটের বোতাম নাড়াচাড়া করতে চাইছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ওর ব্যবহার কিছুটা আড়ষ্ট। কর্নেল মেলচেটের আবার মনে হল কিছু গোপন করতে চাইছে জোসি।

একটু রাগত ভাবে জোসি বলল, 'উনি পঙ্গু মানুষ। তিনি যে-কোন কিছু ঘটলেই অস্থির হয়ে পড়েন। পঙ্গু বলেই এরকম মনে হয়।'

মেলচেট প্রসঙ্গ বদল করলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'যে তরুণের সঙ্গে আপনার বোনকে শেষ নাচতে দেখেন সে কে ?'

'তার নাম বার্টলেট। গত দশদিন ধরেই সে হোটেলে রয়েছে।'

'ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল ?'

'তেমন কিছু না, যতদূর জানি। অন্ততঃ আর কিছু জানিনা', জোসির কণ্ঠস্বরে আবার ঝাঁঝ দেখা দিল।

'তার বক্তব্য কি রকম ?'

'সে বলেছে রুবি নাচের পর নিজের ঘরে পাউডার মাখার জন্য চলে গিয়েছিল।'

'যেসময় সে পোশাক বদলাতে যায় ?'

'আমার তাই ধারণা।'

'শেষ এই কথাটাই আপনার জানা আছে ? এরপরেই সে আচমকা—।'

'অদৃশ্য হয়ে যায়,' জোসি বলে উঠল। 'তাই ঘটেছিল।'

'মিস কীন সেণ্ট মেরী মীডে কাউকে চিনতেন ? বা কাছাকাছি জায়গায় অন্য কাউকে ?'

'সে কথা আমার জানা নেই। ও হয়তো চিনত। কারণ একথা নিশ্চয়ই জানেন বহু অল্পবয়সের ছেলেই ডেনমাউথে ম্যাজেস্টিক হোটেলে আসে কাছাকাছি সমস্ত জায়গা থেকে। ওরা কোথায় থাকে তারা না বললে আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'আপনার মাসতুতো বোনকে কখনও গমিংটনের নাম বলতে শুনেছিলেন ?'

'গমিংটন ?' জোসি স্বভাবতই একটু বিহ্বল মনে হল।

'গমিংটন হল।'

মাথা ঝাঁকাল, 'কোনদিনই নামটা শুনিনি।' ওর কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় সত্যতা মেশানো আছে। এতে কিছুটা অনুসন্ধিৎসাও জড়ানো ছিল।

'গমিংটন হলেই ওর মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল,' কর্নেল মেলচেট বললেন।

'গমিংটন হলে ?' জোসি হাঁ করে তাকাল। 'কি আশ্চর্য ব্যাপার !'

মেলচেট ভাবলেন আশ্চর্য তো অবশ্যই। তিনি এবার জোসিকে বললেন, 'আপনি কর্নেল ব্যাণ্ট্রি বলে কাউকে চেনেন ?'

এবারও মাথা ঝাঁকাল জোসি।

'বা মিঃ বেসিল ব্লেক বলে কাউকে ?'

একটু চিন্তা করল জোসি, তারপর বলল, 'নামটা বেশ চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, নামটা শুনেছি, তবে তার সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না।'

অতি পরিশ্রমী ইন্‌স্‌পেক্টর স্ল্যাক তার ঊর্ধতন অফিসারের দিকে নিজের নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে এগিয়ে ধরলেন। চিফ কনষ্টেবলের মুখ একটু লাল হয়ে গেল। কাগজে পেন্সিলে লেখা ছিল ঃ 'কর্নেল ব্যাণ্ট্রি গত সপ্তাহে ম্যাজেস্টিক হোটেলে নৈশভোজ সেরেছিলেন।' মেলচেট মুখ তুলে

সরাসরি স্ল্যাকের চোখে চোখ রাখলেন। স্ল্যাক খুবই পরিশ্রমী আর ঈর্ষাপরায়ণ অফিসার, মেলচেট তাকে খুবই অপছন্দ করেন তাহলেও এই চ্যালেঞ্জ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ইন্‌স্‌পেক্টর অত্যন্ত কৌশলে নির্বাক থেকেই তাঁকে তাঁর নিজের শ্রেণীর মানুষটিকে—তার স্কুলের বন্ধুকে —আড়ালের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চাইছে।

কর্নেল মেলচেট এবার জোসির দিকে তাকালেন। 'মিস টার্নার, আমার ইচ্ছা আপনি যদি আমার সঙ্গে একবার গমিংটন হলে যেতে পারেন তাহলে ভাল হয়।' শান্ত আর অগ্রাহ্য করার ভঙ্গীতে জোসির রাজি হওয়ার উত্তর শুনে তিনি ইন্‌স্‌পেক্টর স্ল্যাকের দিকে তাকালেন।

পাঁচ

সেন্ট মেরী মীড যেন সকাল থেকেই টগবগ করে ফুটছিল, এমন উত্তেজনা এগ্রামে বহুকাল ঘটেনি। রসালো খবরটা প্রথম রটিয়ে ছিলেন তীক্ষ্ণনাসা খিটখিটে মেজাজের চিরকুমারী মিস ওয়েদারবি। তিনি তাঁর পড়শী আর বন্ধু মিস হার্টনেলের বাড়িতে গিয়ে বললেন, 'এত ভোরে এসে পড়লাম, কিছু মনে কোর না, কারণ ভাবলাম খবরটা তুমি বোধ হয় এখনও শোননি।'

'কোন্ খবর?' মিস হার্টনেল জানতে চাইলেন। মহিলার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা আর গম্ভীর, দরিদ্র শিশুদের অক্লান্ত ভাবেই দেখাশোনা করেন তিনি, তারা যতই তাকে এড়াতে ব্যস্ত থাকুক।

'খবর হল, আজ সকালে কর্নেল ব্যান্ট্রির লাইব্রেরীতে এক তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

'কর্নেল ব্যান্ট্রির লাইব্রেরীতে?'

'হ্যাঁ। সাংঘাতিক ব্যাপার না?'

'আহা, বেচারি স্ত্রীর কথা ভাবছি!' মিস হার্টনেল তাঁর চাপা মানসিক আনন্দ গোপন করতে চেয়েও পারছিলেন না।

'সত্যিই তাই', মিস ওয়েদারবি বললেন। 'সে কিছু জানত বলে অবশ্য মনে হয় না।'

মিস হার্টনেল একথায় নিন্দুকের ভূমিকা নিলেন, 'ও নিজের বাগান নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামায়, স্বামীর দিকে নজরই নেই। যেকোন পুরুষের উপর

সব সময়েই নজর রাখা দরকার—এক মুহূর্তও তাদের চোখের আড়াল করা উচিত নয়', কড়াস্বরে কথাটা শেষ করলেন মিস হার্টনেল।

'সেকথা তো জানি। কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড এটা।'

'ভাবছি জেন মারপল এটা জানার পর কি বলবে? তোমার কি মনে হয় সে কিছু জানে? এসব ব্যাপারে ওর যেরকম তীক্ষ্ণ নজর।'

'জেন মারপল ইতিমধ্যে গমিংটনে পৌঁছে গেছে।'

'বল কি? আজ সকালেই?'

'খুব ভোরে। প্রাতরাশেরও আগে।'

'কি কান্ড! আমার কি মনে হয় শুনবে—মানে আমি যা ভাবছি তা হল ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। আমরা সবাই জানি জেন সব ব্যাপারেই ওর নাক গলায়, তবে আমার মনে হয় এটা করা খুবই অশোভন কাজ!'

'ওহ, আসলে মিসেস ব্যাণ্ট্রিই ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন।'

'মিসেস ব্যাণ্ট্রি ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, মানে, ওর জন্য গাড়ি আসে, মাসওয়েল চালাচ্ছিল।'

'তাই নাকি? আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি।'

খবরটা হজম করার জন্যই কয়েক মিনিটের নীরবতা নেমে এল। তারপর মিস হার্টনেল প্রশ্ন করলেন, 'দেহটা কার?'

'তোমার মনে আছে বেসিল ব্লেকের সঙ্গে ভয়ানক যে মেয়েমানুষটা আসত?'

'সেই পারক্সাইডের রঙ ভয়ঙ্কর মেয়েটা?' মিস হার্টনেল একটু সেকেলে-পন্থী। পারক্সাইড থেকে প্ল্যাটিনামে তিনি পৌঁছতে পারেন নি এখনও। 'যে মেয়েটা বাগানে প্রায় কিছু না পরে শুয়ে থাকত?'

'হ্যাঁ। ও কার্পেটের উপর পড়েছিল। কেউ তাকে গলা টিপেই মেরেছিল!'

'কিন্তু—কিন্তু গমিংটনে কেন?'

মিস ওয়েদারবি অর্থবহ ভাবে সায় দিলেন। 'তাছাড়া কর্নেল ব্যাণ্ট্রির—।'

মিস হার্টনেল শুধু বলে উঠলেন, 'ওহ'!'

একটু নীরবতা নামল এবার। দুই মহিলা ভালই জানতেন গ্রামে বেশ নতুন আর মুখরোচক এই কলঙ্কজনক ঘটনা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। 'কি বদ মেয়েছেলে।' মিস হার্টনেল বলে উঠলেন।

'যা বলেছ। বোধ হয় কেউ ত্যাগ করেছিল বলেই মনে হয়।'

'আর কর্নেল ব্যাণ্ট্রি—তার মত এমন একজন শান্ত মানুষ—।'

মিস ওয়েদারবি রহস্যময় ভাবে বললেন, 'এই সব শান্ত চরিত্রের মানুষই সবচেয়ে খারাপ হয়। জেন মারপলও তাই বলে।'

মিসেস প্রাইস রিডলে খবরটা সবার শেষে শুনেছিলেন। তিনি এক ধনী আর কর্তৃত্বপরায়ণা বিধবা মহিলা, থাকেন গির্জার পাশেই মস্ত একটা বাড়িতে। তাকে খবর এনে দিয়েছিল তারই কিশোরী পরিচারিকা ক্লারা।

'কোন মেয়েছেলে বলতে চাও, ক্লারা? কর্নেল ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরীর কার্পেটের উপর সে পড়ে ছিল?'

'হ্যাঁ, মা। আর সবাই বলছে তার গায়ে নাকি কিছুই ছিল না, মা। একদম উদোম।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লারা, বুঝেছি—আর অত করে বোঝাতে হবেনা।'

'না মা, কিন্তু মা, ওরা প্রথমে ভেবেছিল মেয়েটা হল সেই মিঃ ব্লেকের সেই মেয়ে মানুষ যে সপ্তাহের শেষে তার সঙ্গে মিঃ বুকারের বাড়িতে আসত। কিন্তু এখন সকলে বলছে ও হল অন্য মেয়ে। মাছওয়ালার ছেলে বলছিল যে কর্নেল ব্যাণ্ট্রি যে এতে জড়িত তা ভাবতেই পারেনি—রবিবার তিনি যেরকম—।'

'পৃথিবীতে এরকম খারাপ কাজ ঢের আছে, ক্লারা,' মিসেস প্রাইস রিডলে বললেন। 'এ সব দেখে একটু শেখার চেষ্টা কোরো।'

'হ্যাঁ, মা। যে বাড়িতে কোন ভদ্রলোক আছেন আমার মা আমাকে সে বাড়িতে কাজ করতে দেন না।'

'ঠিক আছে, ক্লারা, এখন এস,' মিসেস রিডলে বললেন।

গির্জা প্রায় মিসেস প্রাইস রিডলের বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরত্বে। মিসেস প্রাইস রিডলের ভাগ্য ভালই কারণ যাজক মশাই তাঁর পাঠাগারেই ছিলেন। যাজক ভদ্রলোক মাঝবয়সী, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। যেকোন ঘটনার কথা সবশেষেই তাঁর কানে পৌঁছয়।

'এমন ভয়ানক কাণ্ড,' দ্রুত ছুটে আসার জন্য একটু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন মিসেস প্রাইস রিডলে। 'আমার মনে হল আপনার পরামর্শ নেয়া উচিত আমার, তাই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম।'

মিঃ ক্লিমেণ্ট বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'কেন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'কিছু ঘটেছে নাকি!' নাটকীয়ভাবে কথাটার প্রতিধ্বনি তুললেন মিসেস প্রাইস রিডলে। 'কি জঘন্য কেচ্ছা! আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। ত্যাগ করা একজন মেয়ে মানুষ, একেবারে উদোম, 'কর্নেল ব্যাণ্টির লাইব্রেরিতে কার্পেটের উপর তাকে কেউ গলা টিপে মেরেছে।'

যাজক মশাই প্রায় হাঁ হয়ে গেলেন। তিনি শুধু বললেন, 'আপনি—আপনার শরীর ভাল আছে তো?'

'আপনি যে বিশ্বাস করবেন না তা আর আশ্চর্য কি! আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে! কি ভণ্ডামি লোকটার! এত বছর ধরে কি অবাক কাণ্ড!'

'দয়া করে সব খুলে বলুন তো শুনি।'

মিসেস প্রাইস রিডলে গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন। তাঁর গল্প শেষ হলে রেভারেণ্ড মিঃ ক্লিমেণ্ট নরম স্বরে বললেন, 'কিন্তু এতে তো কর্নেল ব্যাণ্ট্রি যে এর সঙ্গে জড়িত তাতো মনে হচ্ছে না।'

'উঃ, মিঃ ক্লিমেণ্ট, আপনি দুনিয়ার কোন খবরই রাখেন না। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলছি। গত বৃহস্পতিবার—নাকি তার আগের বৃহস্পতিবারই হবে, কিছু যায় আসেনা—আমি সস্তাভাড়ায় লণ্ডন যাচ্ছিলাম। কর্নেল ব্যাণ্ট্রিও ওই গাড়িতে ছিলেন। আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল তিনি বেশ আনমনা। আর সারাক্ষণ তিনি টাইমস কাগজের আড়ালে নিজেকে যেন লুকিয়ে রেখেছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি বোধ হয় কথা বলতে চাইছিলেন না।' যাজক মশাই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন বোঝানোর জন্যই মাথা নাড়লেন।

'প্যাডিংটনে আমি বিদায় জানালাম, তিনি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বাসে করেই অক্সফোর্ড স্ট্রীটে যাব ঠিক করেছিলাম। তিনি অবশ্য একটা ট্যাক্সিতে চড়েছিলেন। ড্রাইভারকে তিনি কোথায় যেতে বলেছিলেন জানেন?'

মিঃ ক্লিমেণ্ট অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে তাকালেন।

'সেণ্ট জনস্ উডের এক ঠিকানায়।' মিসেস প্রাইস রিডলে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে তাকালেন।

মিঃ ক্লিমেণ্ট অবশ্য আদৌ বুঝলেন না কিছুই।

'আমার মনে হয় এটাতেই সব প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে,' মিসেস প্রাইস রিডলে বললেন।

গমিংটনে মিসেস ব্যাণ্ট্রি আর মিস মারপল ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন।

'ওরা যে মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গেছে তাতে সত্যিই ভাল লাগছে', মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'কারও বাড়িতে এরকম লাশ পড়ে থাকা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়।'

সায় জানালেন মিস মারপল। 'সেটা জানি, ডলি। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি।'

'না, বুঝতে পারবে না,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি উত্তর দিলেন। 'নিজের বাড়িতে এরকম একটা লাশ না পেলে বুঝতে পারা যায় না। মনে পড়ছে একবার তোমার পাশের বাড়িতে এরকম ঘটেছিল, তবে পাশের বাড়ি আর নিজের বাড়ি এক নয়। আমি শুধু ভাবছি আর্থারের লাইব্রেরীর উপর বিতৃষ্ণা না জন্মায়। ওই ঘরে আমরা এত বসি! তোমার কোন কাজ রয়েছে নাকি, জেন?

মিস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।

'ভাবছি এখানে যখন করার মত আপাতত কিছু নেই একটু বাড়ি যাই।'

'এখনই যেও না', মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'যারা আঙুলের ছাপ নিতে এসেছিল তারা আর ফটোগ্রাফাররা চলে গেছে, বাকি বেশির ভাগ পুলিশও তাই। তবু আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই সেটা এড়াতে চাও না!'

তখনই টেলিফোন বেজে উঠতে মিসেস ব্যাণ্ট্রি উঠে গিয়ে রিসিভার তুললেন। একটু পরেই উজ্জ্বল হয়ে ফিরলেন তিনি।

'বলেছিলাম না কিছু একটা ঘটবে, আর তাই হয়েছে। কর্নেল মেলচেট ফোন করছিলেন। তিনি বেচারি ওই মেয়েটার মাসতুতো বোনকে নিয়ে আসছেন এখানে।'

'অবাক লাগছে ওকে কেন আনছেন?' মিস মারপল বললেন।

'ওহ, আমার মনে হয় কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে দেখানোর জন্যই।'

'এর চেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে', মিস মারপল বললেন।

'কি বলতে চাইছ, জেন?'

'মানে, আমার ধারণা কর্নেল মেলচেট চাইছেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রিকে মেয়েটা একবার দেখুক।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'যদি সে ওকে চিনতে পারে সেজন্য?

ও হ্যাঁ—ওরা অবশ্যই আর্থারকে সন্দেহ করবে।'

'আমারও সেই ভয়।'

'আর্থার যেন এই ঘটনায় জড়িত আছে, আশ্চর্য !'

মিস মারপল চুপ করেই রইলেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি অনুযোগের ভঙ্গীতে তাকালেন তার দিকে।

'তুমি সেই যাচ্ছেতাই রকমের বুড়োদের কথাই ভাবছ যারা কাজের মেয়েদের সঙ্গে নটখট করে। আর্থার কখনও সেরকম নয়।'

'না, না, তা অবশ্য নন।'

'না, সত্যিই সে ও রকম মানুষ নয়। শুধু মাঝে মাঝে যেসব সুন্দরী মেয়ে টেনিস খেলতে আসে তাদের বেলায় ও কেমন বোকা বোকা হয়ে পড়ে। একটু মোটা বুদ্ধি আর কাকা জেঠার মত ভাব জাগে ওর। এতে কোন কিছু দোষের নেই। আর ও করবেই বা না কেন? তাছাড়া, আমাদের এমন সুন্দর বাগান রয়েছে', মিসেস ব্যাণ্ট্রি কি ভেবে যেন বললেন।

মিস মারপল হাসলেন। 'এ নিয়ে চিন্তা কোরনা, ডলি,' তিনি বললেন।

'না, সেকথা ভাবছি না। তবে একটু ভাবনা হয় বৈকি। আর্থারও একটু ভাবনায় পড়েছে। ও একটু ভেঙেও পড়েছে। পুলিশ এসে সব ঘাঁটাঘাঁটি করে ঘুরেছে। আর্থার তাই খামার বাড়িতে গেছে, সে ওখানে শুয়োরের দেখা-শোনা করছে, এতে ওর মন শান্ত হবে…হ্যাল্লো, এই যে ওরা এসে গেছে।'

চিফ কনস্টেবলের গাড়ি ইতিমধ্যে থেমেছিল। কর্নেল মেলচেট নেমে এলেন, তার সঙ্গে বেশ স্মার্ট একটি তরুণী।

'এ হল মিস টার্নার, মিসেস ব্যাণ্ট্রি। নিহত মেয়েটির ইনি হলেন—ইয়ে, মাসতুতো বোন।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি ওর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনার পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

যোসেফাইন টার্নার সরলভাবে উত্তর দিল, 'ওহ, হ্যাঁ। সত্যি বলে ভাবতে পারছিনা। একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি যোসির সঙ্গে মিস মারপলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মেলচেট বললেন, 'আপনার কর্তা বাড়ি আছেন ?'

'ও একটা খামারে গেছে। এখনই ফিরে আসবেন।'

'ওহ,' মেলচেট কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি যোসিকে বললেন, 'কোথায় ব্যাপারটা ঘটেছিল আপনি

দেখবেন ? না, ইচ্ছে নেই ?'

যোসি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'একটু দেখলে ভাল হয়।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি লাইব্রেরীর দিকে তাকে নিয়ে এগোলে মেলচেট আর মিস মারপল সঙ্গে চললেন।

'ও ওখানে পড়েছিল,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি নাটকীয় ভঙ্গীতে কার্পেটটা ইংগিত করলেন।

'ওহ্!' যোশি প্রায় কেঁপে উঠল। তাকে একটু বিহ্বল দেখাল। ভ্রূ কুঁচকে ও বলল, 'ব্যাপারটা একদম বুঝতে পারছি না। এর মানে কি ?'

'আমরাও পারিনি,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন।

যোসি আস্তে আস্তে বলল, 'এরকম জায়গা ঠিক—,' মাঝপথেই থেমে গেল ও।

মিস মারপল ওর কথার খেই ধরে বললেন, 'আর সেই জন্যই ব্যাপারটা এত আগ্রহ জাগাতে চাইছে।'

'বলুন, মিস মারপল এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনার ব্যাখ্যা কি রকম,' কর্নেল মেলচেট বললেন।

'ওহ, হ্যাঁ, একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি সেকথা ঠিক,' মিস মারপল বললেন। সেটা সত্যিই হতেও পারে। তবে এটা শুধু আমার নিজের ধারণা। টমি বণ্ড আর আমাদের নতুন স্কুল শিক্ষয়িত্রী মিসেস মার্টিনের কথা। মিসেস মার্টিন দেয়াল ঘড়িতে দম দিতে গেলে সেটা থেকে একটা ব্যাঙ বেরিয়ে এসেছিল।'

যোসেফাইন একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সকলে ঘর ছেড়ে বাইরে এলে ও মিসেস ব্যাণ্ট্রিকে চাপা গলায় বলল, 'ওনার কি মাথায় একটু ছিট আছে ?'

'না, তা নিশ্চয়ই নেই,' অনিচ্ছুকভাবে মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন।

যোসি বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ভাবলাম তিনি নিজেকে ব্যাঙের মত কিছু বললেন।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই পাশের দরজা দিয়ে ঢুকছিলেন গৃহস্বামী কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। মেলচেট তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যোসেফাইন টার্নারকে লক্ষ্য করে চলেছিলেন তার পরিচয় দিয়ে। কিন্তু ওর মুখে চিনতে পারার মত কোন ভাব জেগে উঠল না ; মেলচেট পরম নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। স্ল্যাকের কুৎসিত ইঙ্গিতের জন্য তাকে অভিশাপ করা উচিত।

যোসি ইতিমধ্যে মিসেস ব্যাণ্ট্রির প্রশ্নের জবাবে রুবী কীনের অদৃশ্য

হওয়ার কথা শোনাচ্ছিল।

'এটা আপনাদের খুবই চিন্তায় ফেলেছিল, তাই না!' তিনি বললেন।

'আর তা সত্ত্বেও আপনি পুলিশে খবর দিলেন', মিস মারপল বললেন। 'মাপ করবেন, ব্যাপারটা একটু বেশি রকম তাড়াতাড়ি বলে মনে হয় না!'

যোসি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বলল, 'ওহ, আমি তো খবর দিই নি। মিঃ জেফারসন খবর দিয়েছিলেন।'

মিসেস ব্যান্ট্রি বলে উঠলেন, 'মিঃ জেফারসন?'

'হ্যাঁ, তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু।'

'কনওয়ে জেফারসন নন তো? আমি তো তাকে ভালই চিনি। তিনি আমাদের বহুকালের বন্ধু···আর্থার, শোন। কনওয়ে জেফারসন ম্যাজেস্টিক হোটেলে আছেন। আর তিনিই পুলিশে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন। এটা সমাপতন কি বল?'

যোসেফাইন টার্নার বলে উঠল, 'গত গ্রীষ্মেও মিঃ জেফারসন ওখানে ছিলেন।'

'ভাবো একবার! আর আমরা জানতেই পারিনি। বহুদিন তাকে দেখিনি', তিনি যোসির দিকে তাকালেন। 'উনি—উনি আজকাল কেমন আছেন?'

একটু ভাবল যোসি। 'আমার মনে হয় খুব ভাল আছেন—খুবই ভাল তিনি। মানে, উনি যেরকম মজার মজার কথা সব সময়েই বলেন।'

'তার পরিবারের সবাই ওখানেই আছেন?'

'মিঃ গ্যাসকেলের কথা বলছেন? আর ছোট মিসেস জেফারসন? আর পিটার? হ্যাঁ, তারা সবাই আছেন।'

যোসেফাইন টার্নারের খোলাখুলি আকর্ষণীয় ব্যবহারের মধ্যে যেন কিছুটা নিষিদ্ধ একটা ভাব গোপন ছিল। সে যখন জেফারসনদের সম্পর্কে কথা বলল তার গলায় কিছু কৃত্রিমতাই ফুটে উঠতে চাইছিল।

মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন, 'তারা দুজনেই খুব চমৎকার মানুষ, তাই না? বিশেষ করে ছোটদের কথাই বলছি।'

যোসি কিছুটা অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিল, 'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই তারা এরকম। আমি—আমরা—হ্যাঁ, ওরা তাই।'

চিফ কনস্টেবল কর্নেল মেলচেট বিদায় নিলে মিসেস ব্যান্ট্রি জানালা

দিয়ে একটু তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ও কথাটা বলে কি বোঝাতে চাইল বুঝতে পারছিস। সত্যিই ওরা তাই—। তোমার কি মনে হয় না, জেন, এর মধ্যে কিছু একটা আছে?'

মিস মার্পল সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'ওহ, হ্যাঁ আমারও মনে হচ্ছে এর মধ্যে সত্যিই কিছু একটা আছে। এটা নিয়ে ভুল করার কিছু নেই। জেফারসনদের কথা উঠতেই ওর হাবভাব কেমন বদলে গিয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত ও বেশ স্বাভাবিক ছিল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি হতে পারে, জেন?'

'সেটা কি তুমিও বোধ হয় জানো, ডলি। আমার যা মনে হয় কিছু একটা এর মধ্যে রয়েছে যা ওই মেয়েটার মনকে একটু নাড়া দিয়েছে। তাছাড়া আর একটা কথাও আছে। তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে, তুমি যখন ওকে জিজ্ঞাসা করলে মৃত মেয়েটি নিরুদ্দেশ হওয়ায় ও ভাবনায় পড়েছে কিনা। ও উত্তর দেয় ওর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। ওকে সত্যিই ক্রুদ্ধ লাগছিল, খুবই ক্রুদ্ধ! এই বিষয়টাই আমার কাছে বেশ একটু ভাববার মত লাগছে।' আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—হয়তো ভুলও হতে পারে—যে এটাই মৃতার জন্য ওর একমাত্র প্রতিক্রিয়া। মেয়েটির জন্য কণামাত্র সহানুভূতিও ওর নেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ওর মনে একটুও দুঃখ নেই। তবে আমি এসে নিশ্চিত জানি যে ওই মেয়েটি, মানে রুবি কীনের কথা চিন্তা করলেই ও রেগে ওঠে। এ ব্যাপারে তাই সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় হল: কেন?'

'সেটা আমরা ঠিক জানতে পারব।' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন। 'আমরা ডেনমাউথে যাব আর ম্যাজেস্টিক হোটেলে থাকব—হ্যাঁ, জেন, তুমিও যাবে। আমার স্নায়ুগুলোর একটু নাড়াচাড়া দরকার, এখানে যা ব্যাপার ঘটে গেছে। ম্যাজেস্টিকে কয়েকটা দিন কাটানোই দরকার। সেখানে কনওয়ে জেফারসনের কাছে তোমায় পরিচয়ও করিয়ে দেব, দেখবে ভারি ভাল মানুষ তিনি। ওর জীবনে দুঃখের একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কল্পনার আনা যাবে না এমন শোকের ব্যাপার। ওঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। তাদের খুবই ভালবাসতেন উনি। দুজনেই বিবাহিত। তা হলেও বেশির ভাগই ওরা বাড়িতেই থাকত। পুত্রবধূও ভারি ভাল মেয়ে ছিল, দুজনের মধ্যে ভাবও ছিল যথেষ্ট। ওরা একবার ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরে আসার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ওরা সকলেই মারা যায়। পাইলট, মিসেস জেফারসন, রোজামণ্ড আর ফ্র্যাঙ্ক। কনওয়ের পা দুটো এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে

যায় যে দুটো পাই কেটে বাদ দিতে হয়। অথচ ওঁর কি মনের জোর—দারুণ প্রশংসনীয়। উনি খুবই কাজের মানুষ ছিলেন অথচ এখন একেবারে পঙ্গু, তবে তাঁর কোন রকম অভিযোগ নেই এ নিয়ে। ওঁর পুত্রবধূ ওঁর সঙ্গেই থাকে। ফ্র্যাঙ্ক জেফারসন ওকে যখন বিয়ে করেছিল ও ছিল বিধবা—প্রথম পক্ষের এক ছেলে ছিল ওর—পিটার কারমোডি। ওরা দুজনেই কনওয়ের সঙ্গে থাকে। এ ছাড়া আছে মার্ক গ্যাসকেল, রোজামণ্ডের স্বামী। সেও প্রায়ই ওখানে থাকে। সব ব্যাপারটাই মস্ত একটা ট্র্যাজেডি।'

'আর এর উপর এখনও একটা ট্র্যাজেডি—ঘটে গেল,' মিস মার্পল বললেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে এর সঙ্গে তো মিঃ জেফারসনের কোন সম্পর্ক নেই।'

'নেই কি ?' মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'ভুলে যেওনা মিঃ জেফারসনই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলেন। সত্যিই, জেন ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে।'

ছয়

কর্নেল মেলচেট কথা বলেছিলেন খুবই বিব্রত হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্লেনসায়ার পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার আর অপরিহার্য ইনসপেক্টর স্ল্যাক—শেষোক্ত ব্যক্তিটি চিফ কনস্টেবলের ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে হস্তক্ষেপ করে সেটার দখল নেয়াতে বেশ হতাশ। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার প্রায় অশ্রুসিক্ত মিঃ প্রেসকটের সঙ্গে বেশ সদয় ব্যবহারই করতে চাইছিলেন। কর্নেল মেলচেট অবশ্য কিছুটা নির্মম ভঙ্গীতেই তার মুখোমুখি। তার মতে 'গড়িয়ে পরা দুধ নিয়ে ভেবে লাভ নেই।' তিনি কড়া স্বরে বললেন, 'মেয়েটি মারা গেছে—তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। আপনার ভাগ্য ভাল তাকে আপনার হোটেলে মারা হয়নি। এর ফলে ঘটনাটা অন্য এক কাউণ্টির এলাকায় পড়েছে ফলে আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনামে তেমন আঘাত লাগছে না। তবে কিছু তদন্ত করতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি তা শেষ করা যায় ততই ভাল। আপনি আমাদের বিশ্বাস করে আস্থা রাখতে পারেন। তাই বলছি আজেবাজে বিষয় বাদ দিয়ে আসল

কথায় আসুন। এই মেয়েটি সম্পর্কে আপনি সঠিক কি জানেন সব খুলে বলুন।'

'আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানিনা—একেবারে কিছুই না। ওকে এনেছিল যোসি।'

'যোসি এখানে অনেকদিন রয়েছে ?

'দু বছর—না, তিন বছর।'

'আপনি ওকে পছন্দ করেন ?'

'হ্যাঁ। যোশি ভাল মেয়ে—খুবই ভাল। খুব কাজের মেয়ে। সে লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে আর সমস্ত নিখুঁত ভাবেই করতে দক্ষ। বিশেষ করে ঝগড়া মিটিয়ে দিতে সে খুবই ওস্তাদ। ব্রিজ খেলা খুবই স্পর্শকাতর খেলা।'

কর্নেল মেলচেট সায় দিলেন। তাঁর নিজের স্ত্রী ব্রিজ খুবই ভাল বাসলেও খেলোয়াড় হিসেবে অতি খারাপ।

মিঃ প্রেসকট বলে চললেন, 'যোশি সব রকম তিক্ততা বেশ সুন্দরভাবে সামলাতে পারে। সে লোকজনকে শান্ত করতে দক্ষ—মানে, ও বেশ মিষ্ট-ভাষিণী আর দৃঢ়চেতাও। 'বুঝবেন আশা করি।'

আবার মেলচেট মাথা নোয়ালেন। আবার তার মনে পড়ে গেল যোসেফাইন টার্নারকে দেখে কার কথা তার মনে পড়ছে। প্রসাধন আর ফিটফাট চালচলন সত্বেও ওর মধ্যে কিছুটা নার্শারী গভর্ণেসের ছায়া বা আদল ফুটে উঠছে।

'আমি ওর উপর খুবই নির্ভর করি', ম্যানেজার মিঃ প্রেসকট বলে চললেন আবার; তার হাবেভাবে কিছুটা দুঃখিত ভাব। 'ও কেন যে পিছল পাথুরে জায়গায় বোকার মত খেলতে গিয়েছিল যে কথাই ভাবছি। আমাদের এখানে চমৎকার উপকূল রয়েছে। সেখানেও কেন স্নান করল না ? পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোড়ালি মচকানোর কি দরকার ছিল ? এটা আমার পক্ষে একেবারেই ভাল হয়নি। আমি তাকে টাকা দিই নাচার জন্য আর ব্রিজ খেলার জন্য আর সেই সঙ্গে সকলকে হাসিখুশি রাখতে, পাহাড়ে গিয়ে নাচানাচি করে পা মচকাতে নয়। যারা নাচে তাদের নিজের গোড়ালি সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত, কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় তাদের। আমি এমন ঘটনায় খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম। হোটেলের পক্ষে ব্যাপারটা খুব খারাপ।'

মেলচেট তার কথা আর এগোতে দিলেন না। তিনি বললেন, 'এরপর সেই প্রস্তাব দিয়েছিল মেয়েটিকে—মানে, ওর ওই মাসতুতো বোনকে আনার জন্য, তাই তো ?'

প্রেসকট গজগজ করে স্বীকার করলেন। 'হ্যাঁ তাই হয়েছিল প্রস্তাবটা খুবই ভাল বলে ভেবেছিলাম। মনে রাখবেন, আমি এজন্য কোন বাড়তি খরচ করতে রাজি হয়নি। যোসি নিজের খরচে ওটা করতে পারে বলেছিলাম, মাইনের ব্যাপারও ওদের নিজেদের মধ্যে ঠিক করার কথাও জানিয়ে দিই। শেষ পর্যন্ত তাই ওরা করেছিল। মেয়েটার সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না।'

'তবে সে ভালই মনে হয়েছিল আপনার ?'

'ওহ, হ্যাঁ, ওর কাজে কোন রকম ত্রুটি দেখিনি—দেখতেও মন্দ ছিলনা সে। বয়সও কম ছিল, তবে পোশাক আর প্রসাধনের ব্যাপারে একটু শক্ত চটকদার। কিন্তু মেয়েটির চালচলন খারাপ ছিল তা বলতে চাইনা—বেশ শান্ত, ব্যবহারও ভাল ছিল। মেয়েটা নাচতও ভাল। লোকে তাকে পছন্দ করত।'

'যে সুন্দরী ছিল ?' কর্নেল মেলচেট প্রশ্ন করলেন।

মৃতার নীল হয়ে ফুলে থাকা মুখ দেখে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুবই কঠিন ছিল। মিঃ প্রেসকট কিছুক্ষণ ভাবতে চাইলেন, তারপর বললেন, 'বেশ ফর্সা, মাঝামাঝি রকম। একটু চটুল বলতে পারেন। ভাল প্রসাধন ব্যবহার না করলে চলনসই লাগত। তবে যাই হোক ও নিজেকে দর্শনীয় করে তুলতে পারত।"

'ওর পিছনে অল্পবয়সের ছেলেরা ঘোরাঘুরি করত ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পেরেছি, স্যর', মিঃ প্রেসকট একটু উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে উঠলেন। 'আমি কোনদিন অবশ্য কিছু দেখিনি। অন্ততঃ নজরে পড়ার মত কিছু দেখিনি। দু'একটা ছেলেকে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করতে চোখে পড়েছে, তবে সেসব সাময়িক বলেই ভেবেছিলাম। তবে এরকম কেউ তাকে শ্বাসরোধ করবে তা ভাবা যায়না বলতে পারি। বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে মেয়েটা চমৎকারভাবে মানিয়ে চলতে পারত, ওর মধ্যে বেশ একটা মিষ্টি ভাব ছিল। বেশ বাচ্চা বাচ্চা একটা ভাবই হবে। এই কারণে বয়স্করা ওকে ভালবাসত। তাদের বেশ মজা লাগত।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেফারসন তার গভীর বিষাদমাখা গলায় বলে

উঠলেন, 'যেমন মিঃ জেফারসন ?'

সায় জানালেন ম্যানেজার। 'হ্যাঁ তা বলতে পারেন। মিঃ জেফারসনের কথাই প্রথমে বলতে যাচ্ছিলাম। ও তাঁর কাছে আর তাঁর পরিবারের অনেকের সঙ্গে বহু সময় কাটাত। মিঃ জেফারসন ওকে মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মিঃ জেফারসন কিশোরীদের খুবই ভালবাসেন আর তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহারও করে থাকেন। অবশ্য এ নিয়ে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি হোক আমি তা চাই না। মিঃ জেফারসন পঙ্গু মানুষ, বেশি ঘোরাঘুরিও করতে পারেন না, একমাত্র হুইল চেয়ারে যতখানি চলাফেরা করা চলে। তবে তাঁর বিশেষত্ব হল তিনি এই ধরনের অল্পবয়সী মেয়েদের জীবন উপভোগ করতে দেখে আনন্দ লাভ করেন, তাদের টেনিস খেলতে দেখতে আর স্নান করতে দেখে খুশি হতে চান। মাঝে মাঝে এখানে তাদের জন্য পার্টিও দিয়ে থাকেন। তিনি যৌবনকে ভালবাসেন, কোন তিক্ততা তাঁর পছন্দ নয়। হয়তো এরকম কিছুই তাঁর পক্ষে ভাল। উনি খুবই জনপ্রিয় একজন মানুষ আর আমার মতে অত্যন্ত সৎ চরিত্রের ভদ্রলোক।'

মেলচেট প্রশ্ন করলেন, 'তিনি ওই রুবি কীনের প্রতি খুবই আগ্রহ দেখাতে চাইতেন ?'

'ওর কথা তার বেশ ভাল লাগত বলেই মনে হয়।'

'ওঁর পরিবারের লোকজনও এটা পছন্দ করতেন ?'

'তারাও সকলে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন।'

হার্পার বললেন, 'আর রুবি কীনের অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে তিনিই পুলিশে জানিয়ে ছিলেন ?'

তিনি কথাটাতে কিছু গুরুত্ব দিতে চাইলেও ম্যানেজার মিঃ প্রেসকট কিছুটা অনুযোগের স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমার জায়গায় যদি একবার নিজেকে বসিয়ে নিতে পারেন, মিঃ হার্পার! আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে। মিঃ জেফারসন ঝড়ের মতই আমার কামরায় আসেন। তিনি জানান মেয়েটা রাতে তার বিছানায় শোয়নি। গতরাতে নাচেও অংশ নেয়নি। নিশ্চয়ই সে কোথাও গাড়িতে চড়ে গিয়ে কোন দুর্ঘটনায় পড়ে থাকতে পারে; এখনই পুলিশে খবর পাঠানো দরকার আর খবর দেয়া দরকার। ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন আর বেশ ক্রুদ্ধ। তিনি আমার ঘরে বসে তখনই পুলিশে ফোন করে সব কথা জানিয়ে দেন।'

'মিস টার্নারের সঙ্গে কথা না বলেই ?'

'যোসি ব্যাপারটা তেমন ভালভাবে নেয় নি। এটা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম। সব ব্যাপারটা নিয়ে সে বেশ বিরক্ত তা ভালই টের পাই। তবে তার কিই বা বলার ছিল, বলুন ?'

'আমার মনে হয়,' মেলচেট বললেন, 'আমরা এবার মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হয়···কি বল, হার্পার ?'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার সায় দিলেন। মিঃ প্রেসকট এবার উঠে তাদের কনওয়ে জেফারসনের সুইটে নিয়ে চললেন। সমুদ্রের দিকে ফেরানো দোতলায় কনওয়ে জেফারসনের সুইট।

মেলচেট হালকাস্বরে বললেন, 'এ জায়গাটা তার পক্ষে বোধ হয় ভালই, তাই না ? উনি খুবই পয়সাওয়ালা মানুষ কি ?'

'খুবই অর্থবান বলেই জানি। এখানে তিনি যখন আসেন অর্থের ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না। সবচেয়ে ভাল ঘরগুলোই তিনি দখল করেন, খাওয়া-দাওয়াও উঁচুমানের, দামী মদ—সব উঁচুদরের জিনিসই তাঁর পছন্দ।'

সায় জানালেন কর্নেল মেলচেট। মিঃ প্রেসকট বাইরের দরজায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে ভিতর থেকে কোন মহিলার কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'ভিতরে আসুন।'

ম্যানেজার ভিতরে ঢুকতে বাকিরা তাঁর অনুসরণ করলেন। মিঃ প্রেসকট কথা বললে তার গলায় কিছুটা মাপ চাইবার ভঙ্গী প্রকাশ পেল।

তিনি বললেন, 'আপনাদের বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইছি, মিসেস জেফারসন। তবে এই ভদ্রলোকেরা পুলিশ থেকে এসেছেন। এঁরা হলেন কর্নেল মেলচেট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার, ইনসপেক্টর—ইনসপেক্টর স্ল্যাক—আর ইনি মিসেস জেফারসন।'

মিসেস জেফারসন জানালার কাছে বসেছিলেন, তিনি ম্যানেজারের কথায় মাথা ফিরিয়ে তাকালেন আর পরিচয় দেয়া হলে মাথা নোয়ালেন।

খুবই সাদাসিধে ভদ্রমহিলা, কর্নেল মেলচেট মিসেস জেফারসনকে দেখে এই ধারণাই করলেন। কিন্তু মহিলার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি জেগে উঠতেই তিনি তাঁর মত পাল্টালেন। ভদ্রমহিলার খুবই লক্ষণীয় আকর্ষক আর সহানুভূতিময় কণ্ঠস্বর ছিল। আর লক্ষ্য করার মত হল তার দুটো চোখ—পরিষ্কার দুটো বাদামী চোখ – সত্যিই সুন্দর। দেহে তার পরিচ্ছন্ন শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে যেন মানানসই পোশাক। মেলচেটের মনে হল মহিলার

বয়স হয়তো পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে।

মিসেস জেফারসন বললেন, 'আমার শ্বশুর এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন। তিনি তেমন সবল নন, তার উপর এই ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাতও পেয়েছেন। ডাক্তার ডেকে পাঠাতে হয়, তিনি ওঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। তিনি জেগে উঠলে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। ইতিমধ্যে যদি দরকার মনে করেন আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি। বসবেন না আপনারা?'

মিঃ প্রেসকট পালিয়ে যেতে পারলে বোধ হয় বাঁচেন এরকম ভাব করে বললেন, 'তাহলে—ইয়ে—স্যর, আপনারা এবার কথা বলুন, আমার তো আর করার নেই, তাই—।'

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন এবার।

তিনি দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলে আবহাওয়া যেন বেশ সহজ আর সামাজিক পরিচয়ের মতই মনে হল। অ্যাডিলেড জেফারসনের মধ্যে বেশ সহজ আবহাওয়া গড়ে তোলার সহজাত এক ক্ষমতা ছিল। তিনি এমনই একজন মহিলা যিনি খুব আকর্ষক কাথাবার্তা বলায় অবশ্য তেমন অভ্যস্ত নন তবে অন্য মানুষদের বেশ সহজ করে তুলে তাদের কথাবার্তায় প্ররোচিত করার মত শক্তি ছিল তার।

তার মধ্যে সেই ভাবনারই প্রকাশ দেখা গেল তিনি যখন বললেন, 'এই ঘটনাটা আমাদের সবার মনেই দারুণ একটা দাগ কটেছে। আমরা ওই বেচারি মেয়েটিকে প্রায়ই দেখতাম জেনেছেন হয়তো। ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আমার শ্বশুর খুবই ভেঙে পড়েছেন এই শোকবহুল ঘটনায়। তিনি রুবি কীনকে খুবই ভালবাসতেন।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আমরা যতদূর জেনেছি মিঃ জেফারসনেই ওর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন।'

মেলচেট দেখতে চাইছিলেন এ কথায় মিসেস জেফারসনের কি প্রতিক্রিয়া ঘটে। সামান্য একটু বিরক্তি—অতি সামান্য একটু বিরক্তি ভাব ফুটে উঠল কিনা বুঝলেন না তিনি। তবে কিছু একটা যে ছিল তাতে তার সন্দেহ রইল না। মিসেস জেফারসন নিশ্চিতভাবেই এক অপ্রীতিকর কাজ করার জন্যই বোধ হয় নিজেকে তৈরি করে নিতে চাইছিলেন কথা বলার আগে।

মিসেস জেফারসন এবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমার শ্বশুরই ওই খবর জানিয়ে

ছিলেন পুলিশে। উনি. পঙ্গু তাই অতি সহজে আর অকারণেই একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। আমরা তাকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি এমন ভাবনার কিছু নেই, এরকম ভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, আর মেয়েটিও নিজে হয়তো পুলিশে খরর দেয়া ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারে। তবু তিনি চাপ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেখা গেল উনিই ঠিক, আমাদেরই ভয়ানক ভুল হয়েছিল।'

মেলচেট প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা রুবি কীনকে কতখানি জানতেন, মিসেস জেফারসন ?'

একটু ভাবলেন ভদ্রমহিলা। 'সে কথা অবশ্য বলা কঠিন। আমার শ্বশুর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের খুবই পছন্দ করেন, তারা কাছে থাকলে তিনি আনন্দ পান। রুবি তার কাছে বেশ নতুন ধরনের মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি খুব মজা পেতেন আর ওর কথাবার্তায় আমোদ পেতেন। সে হোটেলে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটাত। আর আমার শ্বশুর মশাইও তাকে মাঝে মাঝে গাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।'

মিসেস জেফারসনের কণ্ঠস্বরে কোন বিশেষ তারতম্য ধরা না পড়লেও কর্নেল মেলচেটের নিশ্চিতভাবেই মনে হল মহিলা ইচ্ছে করলে আরও অনেক কথাই বলতে পারতেন। তিনি শুধু বললেন, 'গতকাল রাত্রির ঘটনা একবার খুলে বলতে পারেন ?'

'নিশ্চয়ই, তবে কাজে লাগতে পারে এমন কিছু এতে পাবেন বলে মনে হয়না। ও নাচ আরম্ভ হওয়ার পরেও আমাদের এখানে থেকে গিয়েছিল। আমরা পরে ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করেছিলাম তবে আমরা মার্কের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম—মার্ক গ্যাসবেলের জন্য। মার্ক হল আমার নন্দাই—তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার শ্বশুর মিঃ জেফারসনের মেয়ের। মার্কের কিছু জরুরী চিঠি লেখার ছিল। আমরা যোসির অপেক্ষাতেও ছিলাম। সে আমাদের চার নম্বর সঙ্গী হত।'

'ওরকম কি প্রায়ই ঘটত ?'

'হ্যাঁ, তা প্রায়ই হত। ও একজন প্রথম শ্রেণীর ব্রিজ খেলোয়াড় আর উঁচুদরেরও। আমার শ্বশুর নিজে অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড় আর সেইজন্য যখনই পারতেন যোশির খোঁজ করে তাকে চতুর্থজন হিসেবে পেতে চাইতেন, আর বাইরের কাউকে না ডেকে এটাই তাঁর পছন্দ। স্বভাবিকভাবেই, তাই তাকে অন্য কোন খেলোয়াড় জোগাড় করতে হত বলে সে নিজে খেলাতে অংশ

নিতে পারত না। তবে সুযোগ পেলেই যোসি খেলায় অংশ নিত—'

সামান্য হাসি জাগল মিসেস জেফারসনের ঠোঁটে। তিনি এবার বললেন, 'ব্যাপারটা হল আমার শ্বশুর এই হোটেলে বহু টাকাই ঢালেন, তাই হোটেল কর্তৃপক্ষও একটু সুবিধা দিতে কার্পণ্য করেন না, তারা তাই যোসির খেলাতে আপত্তি জানাতে চাননা বরং খুশি মনেই আমাদের সাহায্য করেন।'

মেলচেট প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যোসিকে পছন্দ করেন?'

"হ্যাঁ করি। ও সব সময়েই বেশ হাসিখুশি থাকে আর বেশ প্রফুল্লও, মেয়েটা খুবই পরিশ্রম করে আর নিজের কাজে আনন্দ পায় বলেই মনে হয় আমার। ও বেশ বুদ্ধিমতী তবে তেমন বেশি কিছু নয় আর—আর কোন ব্যাপারে ওর রেখে-ঢেকে কথা বলার অভ্যাস নেই। ও বেশ স্বাভাবিক আর ওর মধ্যে কোন রকম মলিনতা নেই।'

'বলে যান, মিসেস জেফারসন।'

'যা বলছিলাম, যোসি ব্রিজ খেলার চতুর্থজনের খোঁজ করছিল। মার্ক লেখায় ব্যস্ত ছিল বলে শেষ পর্যন্ত রুবিই আমাদের সঙ্গে থেকে নানা রকম কথাবার্তায় মশগুল থেকে যায়। এরপর যোশি এলে রুবি উঠে যায় রেমণ্ডের সঙ্গে ওর নাচে অংশ নিতে। রেমণ্ড পেশাদার নৃত্যশিল্পী আর টেনিস খেলোয়াড়। ও আমাদের কাছে ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণ পরে, ঠিক যখন মার্কও এসে পড়ে। তারপর সে একজন তরুণের সঙ্গে নাচতে চলে গেলে আমরা চারজন ব্রিজ খেলা আরম্ভ করি। মিসেস জেফারসন চুপ করে সামান্য অসহায়তার ভাব প্রকাশ করলেন। 'আমি এটুকুই জানি! আমি এক ঝলকমাত্র তাকে দেখেছিলাম, সে নাচছিল, কিন্তু ব্রিজ খুবই মনঃসংযোগের খেলা, তাই আমি কাচের ওই পার্টিশানের এধারে বলরুমের দিকে বলতে গেলে প্রায় চোখই আর তুলিনি। তারপর প্রায় মাঝরাতে রেমণ্ড যোসির কাছে এসেছিল, তাকে তখন খুবই ভেঙে পড়েছে মনে হয় আমার। যোসিকে ও প্রশ্ন করেছিল যে রুবি কোথায়? যোসি ওকে স্বাভাবিকভাবেই থামিয়ে দেয়, কিন্তু—।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার বাধা দিয়ে তার সেই শান্ত গলায় বললেন, "স্বাভাবিকভাবেই, বলছেন কেন মিসেস জেফারসন?'

'মানে—,'একটু ইতস্ততঃ করলেন ভদ্রমহিলা। মেলচেটের মনে হল যেন একটু নিভে গেছেন। তিনি বলে চললেন তারপর, 'যোশি চাইতো না মেয়েটির ওই সাময়িক না-থাকার ব্যাপারটা নিয়ে হৈ হৈ হোক। সে তাই

বলে রুবি হয়তো ওর শোবার ঘরেই গেছে। রুবির জন্য যোসি নিজেকে কিছুটা দায়িত্বশীল ভাবতে চাইত। ও আবার জানাল রুবি নাকি বলেছিল ওর মাথাব্যথা করছিল কিছুক্ষণ আগে। আমার অবশ্য মনে হয় না কথাটা ঠিক। যোসি কথাটা বলেছিল অজুহাত তৈরির জন্যই। একথায় রেমণ্ড চলে যায় আর সে রুবির ঘরে টেলিফোন করে, তবে আপাত দৃষ্টিতে কোন সাড়া পায়নি সে। ও তাই এরপর দারুণ মেজাজ গরম করে ফিরে আসে। যোসি ওর সঙ্গে গিয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা চালায়। এরপর শেষ পর্যন্ত যোসিই রেমণ্ডের সঙ্গে নাচে অংশ নেয়। তবে এভাবে নাচে অংশ নেয়ার কাজটা যোসির পক্ষে একেবারেই ঠিক হয়নি কারণ ওর মচকানো গোড়ালিতে বেশ ভাল রকম চাপ লেগেছিল এতে। নাচ শেষ করে যোসি আমাদের কাছে ফিরে আসে আর মিঃ জেফারসনকে শান্ত করার জন্য চেষ্টাও করতে থাকে। উনি ইতিমধ্যে খুবই উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন এই ঘটনায়। আমরা তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে শুতে যেতে অনুরোধ করছিলাম। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি রুবি নিশ্চয়ই গাড়িতে কোন জায়গায় গিয়ে টায়ার ফেটে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছে। তিনি এরপর শুতে গেলেন আর সকালে তার উত্তেজনা খুবই বেড়ে উঠেছিল' ; একটু থামলেন মিসেস জেফারসন। 'বাকি কথা তো আপনারা জানেন।'

'ধন্যবাদ, মিসেস জেফারসন,' কর্নেল মেলচেট বললেন। 'এবার আপনাকে অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার কোন ধারণা আছে একাজ কে করে থাকতে পারে ?'

মিসেস জেফারসন সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন। 'আমার কণামাত্রও ধারণা নেই। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আপনাদের কোন রকম সাহায্যই করতে পারব না।'

মেলচেট তবু চাপ দিতে চাইলেন। 'মেয়েটি কোনদিন কিছু বলেনি ? কোন ঈর্ষার ব্যাপারে কিছু ? কোন মানুষ যার সম্বন্ধে ওর কোন ভয় ছিল ? বা কারও সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা ?'

অ্যাডিলেড জেফারসন প্রতি প্রশ্নের জবাবেই মাথা বাঁকালেন। তিনি আর কিছু যে বলতে পারবেন না সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার প্রস্তাব করলেন তরুণ জর্জ বার্টলেটকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য তারপর মিঃ জেফারসনের সঙ্গে ফিরে এসে দেখা করা যেতে পারে। কর্নেল মেলচেট এ প্রস্তাবে সায় দিতে তিনজনেই বেরিয়ে

এলেন। মিসেস জেফারসন কথা দিলেন মিঃ জেফারসনের ঘুম ভাঙা মাত্রই তাঁদের খবর পাঠাবেন।

'ভদ্রমহিলা খুবই অমায়িক', দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন মেলচেট।

'খুবই চমৎকার মহিলা', সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বললেন।

সাত

জর্জ বার্টলেট একটু কৃশ চেহারার, ছিপছিপে তরুণ, গলার হনু ওর খুবই প্রকট আর সে কথা বলতে গেলে আসল বক্তব্য প্রকাশে প্রায় সফল না হয়ে একটু এলোমেলো হয়ে যায়। সে এমনই দোনমনা অবস্থায় ছিল যে তার কাছ থেকে পরিষ্কার কোন বক্তব্য জেনে নেয়া খুবই কঠিন বলেই মনে হল।

'খুবই সাংঘাতিক, কি বলুন! শুধু রবিবারের কাগজেই এরকম ঘটনার কথা থাকে', বার্টলেট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জানান। 'এমন ঘটনা যে সত্যি সত্যি হয় এমন ধারণা আমার একদম ছিলনা, জানেন?'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ, কথাটা যে মিথ্যে নয় তা বলতে পারি, মিঃ বার্টলেট', সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বললেন।

'না, না, অবশ্যই নয়। তবু সব ব্যাপারটাই কেমন যেন মনে হচ্ছে। তার উপর এখান থেকে এত মাইল দূরে সেই কোন এক গ্রামের বাড়িতে ঘটনাটা ঘটল, আশ্চর্য তাইনা। এমন ঘটনা তো আশে পাশে সব জায়গায় এক রকম আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে, বলতে পারেন তাই তো?'

এবার হাল ধরলেন স্বয়ং কর্নেল মেলচেট। 'যে মেয়েটি মারা গেছে তাকে কি রকম চিনতেন আপনি, মিঃ বার্টলেট?'

জর্জ বার্টলেট বেশ ভয় পেয়েছে বলেই মনে হল। সে বলে উঠল, 'ওর—ইয়ে—আঃ—আমি তেমন চিনতাম না, স্যার। মানে, স্যার, খুব ভাল চিনতাম না। দু'একবার ওর সঙ্গে নেচেছিলাম, টেনিসও কখনও কখনও খেলেছি, সে খুবই কম—এমনই, স্যার।'

'যতদূর আমরা জানতে পেরেছি, রুবি কীনকে আপনিই শেষ বারের মত জীবিত দেখেছিলেন গতকাল রাত্রিতে?'

'মনে হচ্ছে তাই। কেমন যেন মারাত্মক শোনাচ্ছে কথাটা, তাই না? কিন্তু আমি যখন তাকে দেখি সে বেশ ভালই ছিল—একদম স্বাভাবিক।'

'সেটা কটার সময় মিঃ বার্টলেট ?'

'মানে, কি বলি, সময়ের ব্যাপার আমার তেমন মনে থাকে না। তখন খুব একটা রাত হয়নি এটুকু মনে পড়ছে।'

'আপনি তার সঙ্গে নাচে অংশ নিয়েছিলেন ?' কর্নেল মেলচেট প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, তা করেছিলাম এক হিসেবে—ও, হ্যাঁ, নেচেছিলাম। তা প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি হবে হয়তো। আপনাদের কিইবা বলব। ওই পেশাদার নাচিয়ের সঙ্গে ওর নাচ শেষ হলে তারপরই এটা হয়েছিল। রাত দশটা কি—না, বোধ হয় এগারোটাই হবে—আমার ঠিক মনে নেই।'

'সময় নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। সেটা আমরা জানতে পারব। আমাদের দয়া করে বলুন ঠিক কি ঘটেছিল।'

'মানে, আমরা নাচে অংশ নিয়ে ছিলাম তা তো জানেন। তা আমি ভাল নাচিয়ে নই এটাও ঠিক।'

'আপনি কি রকম নাচেন তাতে কিছু যায় আসে না, মিঃ বার্টলেট।' জর্জ বার্টলেট ভয়ার্ত চোখ তুলে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে শুরু করল, 'না—না—ইয়ে—তা নয়, সত্যিই তো। যা বলছিলাম, আমরা বেশ কয়েক পাক নেচেছিলাম আর ও হাই তুলছিল। যা বললাম নাচটা আমার তেমন আসেনা—তাহলেও এতে অংশ না নিয়েও পারিনা, ঠিক বুঝবেন। তবু নাচতে নাচতে যখন বুঝলাম আবার থামা দরকার তখনই তাই করলাম, ব্যাস্ এটুকুই।'

'তাকে শেষ কখন দেখেছিলেন ?'

'ও এরপর উপরে উঠে গিয়েছিল।'

'সে কারো সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেনি ? বা গাড়িতে কোথাও যাওয়ার কথা ? বা, কারো সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে এমন কিছু ?' কর্নেল মেলচেট প্রায় কষ্ট করেই চলনসই ভাষায় কথাটা বললেন।

মাথা ঝাঁকাল বার্টলেট। 'আমাকে ও কিছু বলেনি', ওকে একটু বিষাদগ্রস্ত মনে হল। 'ও শুধু আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে গিয়েছিল।'

'তার ব্যবহার কি রকম লেগেছিল আপনার ? মানে, কোনো রকম উদ্বিগ্ন, অন্যমনস্ক বা মানসিক কোন রকম কিছু তার মধ্যে ছিল কিনা ?

একটু ভাবল জর্জ বার্টলেট। তারপর সে মাথা ঝাঁকাল। 'না, তবে তাকে একটু ক্লান্ত লেগেছিল। ও হাই তুলেছিল মাঝে মাঝে, এর বেশি

কিছু দেখিনি।

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আপনি এরপর কি করেছিলেন, মিঃ বার্টলেট ?'

'ইয়ে মানে ?'

'রুবি কীন আপনার কাছ থেকে চেলে গেলে আপনি কি করলেন ?' জর্জ বার্টলেট হাঁ হয়ে গেল। 'আমি ? দাঁড়ান, দেখতে দিন। আমি কি করেছিলাম ?'

'আপনি তাই আমাদের জানাবেন বলেই অপেক্ষা করছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই। এই সব খুঁটিনাটি কথা মনে রাখা বড় কঠিন কাজ। দারুণ ভেবে নিই। আমি বার-এ গিয়ে যদি এক পাত্র পানীয় নিয়ে খেয়ে থাকি তাহলেও আশ্চর্য হব না।'

'আপনি কি বার-এ গিয়ে একপাত্র পানীয় নিয়ে ছিলেন, ভাল করে ভেবে বলার চেষ্টা করুন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো করেছিলাম। আমি পানীয় নিয়ে খেয়েছিলাম। ঠিক তখন-কিনা মনে পড়ছে না। একটু ঘুরে এসেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। একটু খোলা হাওয়ায় যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে বেশ গুমোট থাকে, তাই বাইরের হাওয়ায় যেতে ইচ্ছে হল। বাইরে বেশ ভাল লাগছিল। ঠিক তাই করি মনে পড়ছে। খানিকটা এদিকে ওদিকে ঘুরে তারপর এসে এক পাত্র পানীয় নিয়েছিলাম আর তারপর আবার নাচের ঘরে ঢুকি। আমার কাজ তো তেমন ছিল না। তখন ওই মেয়েটাকে দেখলাম—হ্যাঁ, কি যেন নাম—হ্যাঁ, যোসি—সে তখন নাচছিল। ও নাচছিল ওই টেনিস খেলে যে তার সঙ্গে। ওর তো জানতাম পায়ের গোড়ালি না কি যেন মচকে গিয়েছিল।'

'তার মানে বোঝা গেল আপনি মাঝরাত্রির কাছাকাছি ফিরে আসেন। আপনি কি বোঝাতে চাইছেন বাইরে প্রায় এক ঘণ্টার মতই ঘুরে বেরিয়ে ছিলেন ?'

'মানে, আগেই তো বললাম একটু পান করেছিলাম। আর—আর—নানা রকম কথা ভাবছিলাম।'

বার্টলেটের কথা যেন আরও অবিশ্বাস্য মনে হতে চাইল। কর্নেল মেলচেট কড়া গলায় বললেন, 'কি কথা ভাবছিলেন আপনি ?'

'সে সব মনে নেই। অনেক রকম কথা', বার্টলেট অস্পষ্ট স্বরে বলল।

'আপনার কোন গাড়ি আছে, মিঃ বার্টলেট ?'

'ও হ্যাঁ, আমার গাড়ি আছে।'

'গাড়িটা কোথায় ছিল? হোটেলের গ্যারেজে?'

'না, না, সেটা রাখা থাকে চত্বরে। ভেবেছিলাম একপাক ঘুরে আসব।'

'হয়তো একপাক ঘুরেও এসেছিলেন?'

'না, না, শপথ করেই বলছি আমি ঘুরতে বেরোই নি।'

'ধরুন, আপনি মিস কীনকে নিয়েই এক পাক ঘুরে এসেছিলেন?'

'ওহ শুনন, এসবের উদ্দেশ্য কি বলুন তো? কি সমস্ত বলতে চাইছেন আপনারা? আমি কখনই ওর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাইনি। আমি শপথ করে বলেছি—।'

'ধন্যবাদ, মিঃ বার্টলেট। আপাতত আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, আপাতত—', কথাটা আরও একবার উচ্চারণ করলেন কর্নেল মেলচেট বেশ জোর দিয়ে।

তারা বিদায় নিলে বার্টলেট অবিশ্বাসভরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'মাথামোটা গর্দভ', কর্নেল মেলচেট মন্তব্য করলেন। 'নাকি সব সাজানো ও আদৌ তা নয়?'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হার্পার মাথা ঝাঁকালেন। 'এখনও ঢের পথ পাড়ি দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

আট

নৈশ প্রহরীরা বারম্যানের কেউই বিশেষ সাহায্য করতে পারল না। নৈশ প্রহরী শুধু মাঝরাত্রির পর রুবি কীনের ঘরে ফোন করে কোন উত্তর না পাওয়ার কথাটা মনে করতে পারল। সে মিঃ বার্টলেটকে হোটেলের বাইরে যেতে বা ঢুকতে দেখেনি। রাতটা খুবই চমৎকার থাকায় বহু মানুষই বিশেষতঃ অনেক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হোটেলে দরজার সংখ্যাও ঢের, বিশেষ করে বারান্দার দিকে বেশ কিছু দরজা রয়েছে, প্রধান হল ঘরেও একটা রয়েছে। লোকটি নিশ্চিত করেই জানাল রুবি কীন কখনই প্রধান দরজা দিয়ে বাইরে যায় নি, তবে সে যদি তার দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে থাকে তাহলে বারান্দায় তার ঘরের সামনেই যে সিঁড়ি সেটা দিয়েও সে বেরিয়ে যেতে পারে। খুব সহজেই সে ওই সিঁড়ি বেয়ে কারও

চোখে না পড়ে অনায়াসে বাইরে চলে যেতে পারে। রাত দুটোয় নাচ বন্ধ হওয়ার আগে এই দরজা বন্ধ করা হয় না।

বারম্যানের মনে ছিল মিঃ বার্টলেট আগের সন্ধ্যায় বার-এউপস্থিত ছিলেন, তবে কটার সময় তার মনে পড়ছে না। সন্ধ্যার মাঝামাঝি কোন সময় হয়তো হতে পারে বলেই তার মনে হয়। মিঃ বার্টলেট দেয়ালের কাছে বেশ মনমরা হয়ে বসেছিলেন। তিনি কতক্ষণ বসেছিলেন সে কথা ওর মনে নেই, মনে রাখা কঠিনও কারণ বহু লোকজন বার-এ যাতায়াত করে চলেছিল। সে মিঃ বার্টলেটকে দেখলেও কটার সময় তাকে সে দেখে হলফ করে বলতে পারছে না।

কর্নেল ও তার সঙ্গী বার থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় বছর নয়ের একটি ছেলের সামনে পড়ে গেলেন। ছেলেটি তাদের দেখেই খুব উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলতে আরম্ভ করল। 'আচ্ছা, আপনারা কি গোয়েন্দা? আমি পিটার কারমেসি। আমার দাদু মিঃ জেফারসনই রুবির জন্য পুলিশে টেলিফোন করেছিলেন। আচ্ছা, বলুন তো, আপনারা কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছেন? আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি বলে রাগ করবেন না তো আমার উপর?'

কর্নেল মেলচেট বোধ হয় কোন উত্তর দেবেন বলে মনে ভেবে নিচ্ছিলেন কিন্তু তার কথা বলার আগেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার বাধা দিলেন। তিনি বেশ খুশি হওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে খোকা, আমরা রাগ করিনি। তোমার গোয়েন্দাদের ভাল লাগে বুঝি?'

'হ্যা, আমার খুব ভাল লাগে গোয়েন্দা কাহিনী। আপনারা গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে ভালবাসেন? আমি খুব ভালবাসি। আমি সব গোয়েন্দা-কাহিনীই পড়ি। আমার কাছে ডরোথি সেয়ার্স, আগাথা ক্রিষ্টি, আর জন ডিকসন কার আর এইচ. সি. বেইলির সই আছে। আচ্ছা এই খুনের কথা খবরের কাগজে ছাপা হবে?'

'হ্যাঁ, সব খবরের কাগজেই ছাপা হবে,' 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার গম্ভীর হয়ে বললেন।

'জানেন তো আমি সামনের সপ্তাহে স্কুলে যাব আর আমি তখন সকলকে বলব মেয়েটাকে চিনতাম—খুব ভাল করে চিনতাম।'

'তাকে কেমন লাগত তোমার বল তো?'

একটু ভাবল পিটার। 'ওকে আমার খুব ভাল লাগত না। আমার

মনে হতো খুব বোকার মত একটা মেয়ে। মা আর মার্ক কাকাও ওকে একদম দেখতে পারত না। ওকে কেবল ভালবাসত দাদু। দাদু কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন আপনাদের বলা হয়নি। এডওয়ার্ড'স আপনাদের খুঁজছে।'

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট পিটারকে উৎসাহ দিতেই বলে উঠলেন, 'তাহলে তোমার মা আর মার্ক কাকা রুবি কীনকে দেখতে পারতেন না। কেন দেখতে পারতেন না জান?'

'ওঃ, তা আমি জানিনা। রুবি খালি খালি সব ব্যাপারে মাথা গলাত। আর দাদু ওকে নিয়ে খুব হৈ হৈ করতেন এটাও তারা ভালবাসত না।' পিটার বেশ খুশি মনে বলল: "ওযে মরে গেছে সেজন্য তারা খুব খুশি।'

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট বেশ চিন্তিতভাবে পিটারের দিকে তাকালেন। তিনি এবার বললেন, 'তাদের এরকম কথা বলতে শুনেছ, নাকি?'

'না, ঠিক তা শুনিনি। মার্ক কাকা বলেছিলেন, 'যাক গে ওর হাত থেকে তো বাঁচা গেল', বললেন "হ্যাঁ কিন্তু এমন ভয়ানক ভাবে হল,' আর মার্ক কাকা বললেন যে এনিয়ে ভণ্ডামি করার কোন মানে হয় না।"

কর্নেল মেলচেট আর হার্পার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ঠিক তখনই নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো নীল সার্জের সুট পরিহিত একজন লোক এগিয়ে এল তাদের দিকে।

'মাপ করবেন, ভদ্রমহোদয়রা, আমি মিঃ জেফারসনের ভ্যালে। মিঃ জেফারসন ঘুম থেকে উঠে আপনাদের খোঁজে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে আছেন।'

এরপর তারা আরও একবার কনওয়ে জেফারসনের সুইটে উপস্থিত হলেন। বসবার ঘরে অ্যাডিলেড জেফারসন এক দীর্ঘকায় অস্থিরচিত্ত গোছের মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। লোকটি অস্থিরভাবে ঘরে পায়চারি করছিল। আগন্তুকদের দেখে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'ওহ, আপনারা এসে পড়েছেন দেখে খুশী হলাম', ভদ্রলোক বলে উঠলেন। 'আমার শ্বশুর আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। কথাবার্তার সময় তাঁকে একটু শান্ত রাখলে ভাল হয়, দেখবেন। তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নয়। আশ্চর্য লাগছে যে এই ঘটনার আঘাতে তিনি মারা পড়েন নি।'

হার্পার বললেন, 'আমাদের জানা ছিল না তাঁর স্বাস্থ্য এতটাই খারাপ।'

'উনি কথাটা নিজেই জানেন না,' মার্ক গ্যাসকেল বললেন। ওর 'হার্ট' খুবই খারাপ। ডাক্তার অ্যাডিলডকে সাবধান করে দিয়েছেন কোনভাবেই তাকে যেন উত্তেজিত বা রাগতে দেয়া না হয়। তিনি প্রায় জানিয়ে দিয়েছেন যে-কোন মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যেতে পারে তাই না, অ্যাডি?'

মিসেস জেফারসন সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তিনি যে এতদিন বেঁচে রয়েছেন সেটাই আশ্চর্য।'

মেলচেট শুষ্ক স্বরে বললেন, 'খুন' ব্যাপারটা খুব আরামপ্রদ কোন কিছু নয়। যতখানি সাবধানতা সম্ভব আমরা তা গ্রহণ করব.' তিনি কথা বলার ফাঁকে মার্ক গ্যাসকেলকে জরিপ করে নিতে চাইছিলেন। তার মনে লোকটি সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা জন্মাল না। দুঃসাহসী, অবিবেচক বাজপাখির মত একটা মুখ। নিজের পথেই চলতে অভ্যস্ত মানুষের এক প্রতিচ্ছবিই ওর মধ্যে ফুটে উঠেছে, মেয়েরা এই ধরনের পুরুষকেই পছন্দ করে। 'তবে এ ধরনের মানুষকে আমি অন্তত বিশ্বাস করতে রাজি নই.' কর্নেল নিজের মনে বলে উঠলেন। বিবেকবর্জিত—ঠিক এই বিশেষণই ওর উপযুক্ত। এমন চরিত্রের মানুষ যে কোন কাজই সম্ভবতঃ করতে সক্ষম।

সমুদ্র চোখে পড়ে এমন এক বিশাল শয়নকক্ষেই কনওয়ে জেফারসন জানালার সামনে তার হুইল চেয়ারে বসে ছিলেন। কনওয়ে জেফারসনের সঙ্গে একই কামরায় যে কেউ থাকলে সে মানুষটির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব টের না পেয়ে থাকতে পারে না। একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে অন্যকে। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক তার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই বিয়োগান্ত দুর্ঘটনা তাকে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিলেও তার সমস্ত শক্তি যেন আরও বেশি মাত্র কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে অন্য ভাবে। তার মাথার আকৃতি সুন্দর, লাল চুলে সামান্য শুভ্রতার ছোপ। মুখে কঠিনতা থাকলেও সেখানে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠেছে ক্ষমতার প্রকাশ, ত্বক কিছুটা রোদে পোড়া তামাটে রঙের, চোখে তীক্ষ্ন নীলাভ দ্যুতি। তার শরীরে রোগ বা দুর্বলতার কণামাত্রও প্রমাণ চোখে পড়ে না। তার মুখের গভীর রেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ যন্ত্রণার ছায়া, সে রেখার মাঝখানে অসুস্থতার লক্ষণ অমিল। মানুষটি কোনভাবেই ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চান না বরং তাকে গ্রহণ করে জয়ের দিকেই অগ্রসর হতে চান।

তিনি আগন্তুকদের দেখে বললেন, 'আপনারা এসেছেন দেখে আনন্দিত

হয়েছি।' তার চোখ দ্রুত সকলকে একবার জরিপ করে নিতে চাইল। তিনি একবার বললেন কর্নেল মেলচেটের দিকে তাকিয়ে, 'আপনি র‍্যাডফোর্ড-সায়ারের চিফ কনস্টেবল? ঠিক বলেছি? আর আপনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার? বসুন, বসুন। পাশের টেবিলে সিগারেট রয়েছে।'

কর্নেল মেলচেট ও হার্পার ধন্যবাদ জানিয়ে বসলেন।

মেলচেট বললেন, 'আমার ধারণা, মিঃ জেফারসন, আপনি মৃত মেয়েটি সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিলেন; তাই না?'

দ্রুত একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল কনওয়ে জেফারসনের মুখে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা সকলেই একথা আপনাদের জানিয়েছে। না, এর মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই। আমার পরিবারের লোকজন কতটা আপনাদের বলেছে, কর্নেল?' প্রশ্নটা করে তিনি দুজনের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকালেন।

মেলচেটই উত্তর দিলেন। 'মিসেস জেফারসন আমাদের শুধু বলেছেন মেয়েটির কথাবার্তায় আপনি আমোদ পেতে অভ্যস্ত ছিলেন আর সে কিছুটা আশ্রিতা হয়ে পড়েছিল। মিঃ গ্যাসবেলের সঙ্গে আধ ডজনের বেশি কথা হয়তো বলিনি।'

কনওয়ে জেফারসন হাসলেন। 'অ্যাডি খুবই বিবেচক, ওর মঙ্গল হোক। মার্কের অবশ্য অনেক বেশি স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয়, মেলচেট, সমস্ত কথা পরিষ্কার করেই আপনাদের জানানো দরকার। এটা দরকার যাতে আপনারা আমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন। আর তাই শুরু করতে গিয়ে প্রয়োজন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ঘটনাকে আবার মনে করা। আট বছর আগে আমি আমার স্ত্রীকে হারাই, তার সঙ্গে আরও হারাই আমার ছেলে আর মেয়েকেও এক বিরাট বিমান দুর্ঘটনায়। সেই সময় থেকে আমি বেঁচে আছি জীবনের অর্ধেকটাই হারিয়ে—তবে আমি আমার শারীরিক অসহায়তার কথা বলছিনা! আমি একজন সাংসারিক মানুষ ছিলাম। আমার পুত্রবধূ আর জামাই আমার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারই করে। তারা যতখানি সম্ভব আমার রক্তের সম্পর্ক হয়ে ওঠারই চেষ্টা করে। তবে কিছুদিন হল উপলব্ধি করছি হাজার হোক তাদেরও তো নিজেদের জীবন হিসাবে কিছু আছে। তাই অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি স্বভাবতই একজন নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ে উঠেছি। আর তাই আমার ভাল লাগে সেই অল্পবয়স্কদের। তাদের

সঙ্গ আমি উপভোগ করি, আনন্দ লাভ করি। মাঝে দু'একবার ভেবেছি কোন মেয়ে বা ছেলেকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করব। গত এক মাস যাবৎ যে কচি মেয়েটি মারা গেছে তার সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।... দারুণ স্বাভাবিক ছিল মেয়েটা—সম্পূর্ণ সরল। সে নিজের জীবন আর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শোনাত—এসব ওর এক ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে মূকাভিনয়ের অভিজ্ঞতা, বাবা মার কথা তারা যখন এক সস্তার বাড়িতে থাকতেন। আমি যে জীবনে অভ্যস্ত তার তুলনা এজীবন হতে আলাদা ছিল। অথচ কোন অভিযোগ ছিলনা, কোনভাবেই জঘন্য বলেও মনে কোন ভাবের উদয় হয়নি তার। একান্ত স্বাভাবিক, অভিযোগহীন এক কঠিন পরিশ্রমী শিশু, সম্পূর্ণ অমলিন আর সুন্দর। সে হয়তো কোন লেডি ছিলনা, তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অশ্লীলতা ওর মধ্যে ছিলনা—কথাটা খারাপ মনে হলেও বলি। সে কোনভাবেই মহিলাদের মত ছিল না। আমি তাই রুবির প্রতি ক্রমশই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাকে স্নেহ করতে শুরু করেছিলাম। শুনুন, ভদ্রমহোদয়েরা, আমি তাকে আইনসিদ্ধ ভাবেই দত্তক নেব ঠিক করেছিলাম। আইনের সাহায্যে সে আমার মেয়ে হতে চলেছিল। আশা করি একথা শোনার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন তার জন্য আমার এই দুশ্চিন্তার কারণ কি, আর সে হারিয়ে গেছে শুনে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তার উদ্দেশ্যই বা কি।'

একটু নীরবতা নেমে এল এবার। এবার সুপারিশ্টেন্ডেন্ট হার্পারই কথার উত্তর দিলেন। তিনি যে স্বরে কথা বললেন তাতে কোন রকম অপরাধ গ্রহণ করা চলেনা। 'আপনার কাছে জানতে পারি কি এ ব্যাপারে আপনার পুত্রবধূ আর জামাইয়ের বক্তব্য কি?'

জেফারসন দ্রুত জবাব দিলেন, 'তাদের বলার কি থাকতে পারে? তারা হয়তো ব্যাপারটা তেমন ভালভাবে নেয় নি। এ ধরনের কাজে স্বভাবতই কিছুটা গোঁড়ামির ব্যাপার থাকা সম্ভব। তবে তারা চমৎকার ব্যবহারই করে—হ্যাঁ, চমৎকার। আমার ছেলে ফ্র্যাঙ্ক যখন বিয়ে করেছিল আমি আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেকটাই তাকে তখনই দিয়ে দিয়েছিলাম। এই ধরনের কাজেই আমার বিশ্বাস। নিজের মৃত্যু পর্যন্ত সন্তানদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত নয়। তাদের টাকার প্রয়োজন তাদের যৌবনেই, মধ্যবয়স্ক হয়ে পড়ার পরে নয়। ঠিক ওই ভাবেই আমার মেয়ে রোজামন্ড এক দরিদ্রকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, আমি তার নামে অনেক টাকা লিখে দিয়েছিলাম।

তার মৃত্যুতে সে টাকা বর্তায় তার স্বামীতে। অতএব দেখছেন। অর্থকরী দিক থেকে সব ব্যাপারটাই অনেক সরল।'

'বুঝেছি, মিঃ জেফারসন', হার্পার বললেন।

তবু তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ছিল যে কনওয়ে জেফারসন সেটাই আঁকড়ে ধরে বললেন, 'তবে আপনি এটা মেনে নিতে পারছেন না, কেমন?'

'কথাটা আমার পক্ষে বলা শোভন হবেনা, স্যর, তবে পরিবারের কেউ কেউ এ জিনিস মেনে ঠিক ব্যবহার করে না।'

'আপনি বেঠিক বলছেন তা বলতে পারব না, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তবে আপনার মনে রাখা দরকার মিঃ গ্যাসবেল আর মিসেস জেফারসন আমার পরিবারের কেউ নয়। তাদের সঙ্গে আমার কোন রকম রক্তের সম্পর্ক নেই।"

'হ্যাঁ, এতে ব্যাপারটা অন্যভাবে নেয়া যেতে পারে', সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করলেন।

এক মুহূর্তের জন্য কনওয়ে জেফারসনের চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি বললেন, 'তাতে একথা অবশ্য বোঝায় না যে তারা আমাকে বোকা বুড়ো বলে ভাবেনি। এ রকম ভেবে নেয়াই সাধারণভাবে গড়পড়তা মানুষের কাজ। তবে আমি বোকার মত কাজ করিনি। আমি মানুষের চরিত্র বিচার করতে জানি। শিক্ষা আর একটু মাজাঘসা করতে পারলেই রুবি কীন যে কোন জায়গাতেই নিজেকে জাহির করতে পারত।

মেলচেট বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে আমরা বোধ হয় একটু অনধিকার চর্চা করে বড় বেশি নাক গলাতে চাইছি। তবে সমস্ত বিষয় জানা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি মেয়েটির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করতে চলেছিলেন—অর্থাৎ তার নামে টাকা রাখতে চলেছিলেন—কিন্তু কাজটা কখনও আপনি করেন নি, তাই না?'

জেফারসন বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি—মেয়েটির মৃত্যুতে কারও লাভ হতে পারে। তবে কারও লাভ হবে না। কারণ দত্তক গ্রহণের প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা সবে করা হচ্ছিল, আর সে কাজ এখনও হয়নি।'

মেলচেট আস্তে আস্তে বললেন, 'তাহলে আপনার যদি কিছু হয়—?' তিনি কথাটা শেষ না করে প্রশ্নের অবস্থাতেই রেখে দিলেন।

কনওয়ে জেফারসন তখনই উত্তর দিলেন, 'আমার কিছুই হবে না।

আমি পঙ্গু, একেবারে তা নই। ডাক্তাররা যদিও নানা রকম কথা বলতে চান আর বাড়াবাড়ি না করার কথাও বলে থাকেন। বাড়াবাড়ি! আমার শরীরে এখনও তাজা ঘোড়ার মত শক্তি আছে। তা সত্ত্বেও জীবনের অসাড়-তার কথা আমি যে জানিনা তাও নয়। আমার ভাল করেই জানা আছে খুব শক্তিমান লোকের জীবনেও আচমকা মৃত্যু আসতে পারে—বিশেষ করে আজকের দিনের পথ দুর্ঘটনার জন্য। তবে এ ব্যাপারেও আমি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। দশদিন আগে একটা নতুন উইল করেছি আমি।'

'নতুন উইল করেছেন?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার সামনে ঝুঁকে বললেন।

'আমি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড রুবি কীনের জন্য ট্রাস্ট করে তাদের হাতে দিয়েছি। সে পঁচিশ বছর বয়স হলে এর অধিকারী হত।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পারের চোখ খুলে গেল। মেলচেটেরও তাই হল।

হার্পার অবাক হয়েই বললেন, 'এ যে অনেক টাকা; মিঃ জেফারসন।'

'আজকের দিনে তা বলতে পারেন।'

'আর এত টাকা আপনি এমন একজনকে দিচ্ছেন যার সঙ্গে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই আপনার পরিচয়?'

কনওয়ে জেফারসনের নীলাভ চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। 'বারবার এই একই কথা আমাকে বলতে হবে? আমার নিজের রক্ত-মাংসের সম্পর্কে কেউই নেই—কোন ভাইপো ভাইঝি বা দূর সম্পর্কেরও কেউ নেই। আমি আমার অর্থ কোন ব্যক্তিকেই দিতে ইচ্ছুক।'

তিনি হেসে উঠলেন। 'সিণ্ডেরেলা রাতারাতি রাজকন্যায় পরিণত। রূপকথার ঠাকুরমার বদলে এক ঠাকুরদা। কেন হতে পারে না এ রকম? এ আমার টাকা। সবই আমার উপার্জন করা।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আর কোন টাকা কাউকে দিয়েছেন?'

'আমার ভ্যালে এডওয়ার্ডসকে সামান্য অর্থ দিয়েছি, আর বাকি টাকা সমানভাবে মার্ক আর অ্যাডিকে।'

'মাপ করবেন—মানে, এটা কি অনেক টাকা?'

'সম্ভবতঃ না। ঠিক কত হবে বলা কঠিন। লগ্নীতে রাখা টাকার হেরফের হতে পারে। মৃত্যুকর আর অন্যান্য খরচ বাদ দিলে আমার মনে হয় টাকাটা পাঁচ থেকে দশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যেই হবে।'

'বুঝেছি।'

আপনারা এ যেন ভাববেন তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি আগেই বলেছি আমার ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় আমি আমার সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছি। আমার নিজের জন্য খুব সামান্য টাকাই রেখেছিলাম। কিন্তু—কিন্তু ওই বিয়োগান্ত ঘটনার পর আমি চাইছিলাম কোন ব্যাপারে আমার মন লাগাতে। আমি তাই ব্যবসা করতে আরম্ভ করেছিলাম। লন্ডনে আমার বাড়িতে একটা ব্যক্তিগত লাইন বসিয়ে আমার শোবার ঘরের সঙ্গে অফিসের যোগাযোগের ব্যবস্থা করি। আমি খুবই পরিশ্রম করা শুরু করি। কোন ভাবনার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়ে যাই এতে—আমি ভাবতে পারছিলাম আমাকে দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ জয় করে নিতে পারেনি। আমি কাজের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম—।' জেফারসনের কণ্ঠস্বর গভীর খাজে নেমে এল, তিনি প্রায় স্বগতোক্তিই করে চললেন এরপর—, 'ভাগ্যের খেয়ালী আচরণে, আমি যা করতে চেয়েছি তাতেই সোনা ফলতে শুরু করে! আমার সবচেয়ে অবাস্তব লগ্নীও দারুণ সফলতা এনে দেয়। যদি জুয়া খেলে থাকি তাতে আমি বিজয়ী। যা কিছু স্পর্শ করেছি তাই হয়ে গেছে সোনা। এ হয়তো ভাগ্যেরই পরিহাস, বিধাতা হয়তো আমাকে অন্যভাবে পুষিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

যন্ত্রণাক্লিষ্টতা আবার তার মুখে রেখা জাগিয়ে তুলতে চাইল। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ক্লান্ত হাসি হাসলেন।

'অতএব আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রুবিকে আমি যে টাকা দিয়েছি সে টাকা সম্পূর্ণই আমার, আমার যেমন ইচ্ছে হয়েছে সে ভাবেই ব্যয় করতে চেয়েছি।'—

মেলচেট তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, এ কথা কখনই মনে করবেন না আমরা এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছি।'

কনওয়ে জেফারসন বললেন, 'ভাল। এ বার আমি আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য আপনাদের অনুমতি পেলেই। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্বন্ধে আমি সব জানতে চাই। আমি যতদূর জানি যে রুবি—ছোট্ট রুবিকে এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরের একটা বাড়িতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। গমিংটন হলে।'

জেফারসন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, 'গমিংটন? কিন্তু সে তো—।'

'কর্নেল ব্যান্ট্রির বাড়ি।'

'ব্যাণ্ট্রি? আর্থার ব্যাণ্ট্রি? কিন্তু তিনি তো আমার পরিচিত। তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকেও চিনি। কয়েক বছর আগে বিদেশে দেখেছি। আমার জানাই ছিলনা তাঁরা এই এলাকাতেই থাকেন। আরে, তাইতো—', তিনি কথা শেষ করলেন না।

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হার্পার নম্রস্বরে বলে উঠলেন, 'কর্নেল ব্যাণ্ট্রি গত সপ্তাহের মঙ্গলবার এই হোটেলেই নৈশভোজে বসেছিলেন। আপনি তাঁকে দেখেন নি?'

'মঙ্গলবার? মঙ্গলবার? না, আমাদের ফিরতে দেরি হয়। আমরা হার্ডেন হেড-এ গিয়েছিলাম আর পথেই নৈশভোজ সেরে নিয়েছিলাম।'

মেলচেট বললেন, 'রুবি কীন আপনার কাছে ব্যাণ্ট্রিদের উল্লেখ করেনি?'

জেফারসন মাথা ঝাঁকালেন। 'না। কখনই ও উল্লেখ করেনি। আমার বিশ্বাস হয় না ও তাদের চিনত। নিশ্চয়ই ও চিনত না। ও থিয়েটারের বা ওই দলের লোকজন ছাড়া আর কাউকেই চিনত না', একটু থেমে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ব্যাণ্ট্রি এ ব্যাপারে কি বলেছেন?'

'তিনি ব্যাপারটা আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারেন নি। গতরাতে তিনি রক্ষণশীলদের এক সভায় ছিলেন। মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে আজই সকালে। তিনি জানিয়েছেন মেয়েটিকে তিনি সারা জীবনে কখনও দেখেননি।'

জেফারসন সায় দিলেন। তিনি বললেনঃ 'ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য-জনক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হার্পার গলা সাফ করে বললেন, 'আপনার কি ধারণা আছে, স্যর, একাজ কে করে থাকতে পারে?'

'হা ভগবান, সত্যিই যদি তা জানতাম!' তার কপালের শিরা উঁচু হয়ে উঠল। 'অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়! এমন ঘটনা না ঘটলে ভাবতে পারতাম না এরকম ঘটতে পারে।'

'ওর আগের অতীত জীবনে পরিচিত কোন বন্ধু ছিল বা কোন পুরুষ বা কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছিল তাকে?'

'এরকম কেউ ছিল আমি বিশ্বাস করি না। থাকলে সে আমাকে অবশ্যই বলত। নিয়মিত কোন ছেলে-বন্ধু ওর ছিল না। সে নিজে একথা আমাকে বলেছিল।'

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মনে মনে ভাবলেন 'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস সে এ কথাই আপনাকে বলেছে। আপাতত অন্যটাই মেনে নিতে হবে।'

কনওয়ে জেফারসন এবার বললেন, 'আমার ধারণা রুবির পিছনে কোন একজন ঘোরাঘুরি করে থাকলে যোসিই সে কথা ভাল জানবে। সে কোন সাহায্য করতে পারেনি ?'

'সে বলেছে না।'

জেফারসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আমি না ভেবে পারছিনা এ কোন উন্মাদেরই কাজ। যে রকম নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, বিশেষতঃ কোন গ্রামের বাড়িতে জোর করে ঢুকে। সমগ্র ব্যাপারটাই যেন কোন রকম যোগসূত্রহীন আর অর্থহীন। এমন মানুষ অবশ্য আছে, বাইরে থেকে যাদের সুস্থ মনে হয়, যারা মেয়েদের ফাঁদে ফেলে, কখনও বাচ্চাদেরও, তাদের তারা খুনও করে।'

হার্পার বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ, এরকম ঘটনা ঘটে, তবে এরকম কেউ এই এলাকায় আছে বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি।'

জেফারসন বললেন, 'রুবির সঙ্গে কখনও দেখেছি এমন সব পুরুষদের কথা আমি ভেবে দেখেছি। এখানকার বা বাইরের কোন অতিথি—যেসব পুরুষদের সঙ্গে সে নাচে অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের সকলকেই নিরীহ ভদ্রলোক বলেই আমার মনে হয়েছে—সাধারণ সমস্ত মানুষ। রুবির কোন বিশেষ বন্ধু কেউ ছিলনা।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের মুখ ভাবলেশহীন হয়েই রইল, তবে কনওয়ে জেফারসনের অলক্ষ্যে সেখানে জেগে ছিল আশার কোন ঝিলিক। এটা হওয়া খুবই সম্ভব যে রুবি কীনের এমন কোন বিশেষ পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে যা কনওয়ে জেফারসন আদৌ জানতেন না। যদিও তিনি কথাটা বললেন না।

চিফ্ কনস্টেবল তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরলেন তারপর উঠে পড়লেন। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, মিঃ জেফারসন। আপাততঃ এটুকুই থাক।'

জেফারসন বললেন, 'আপনারা কতখানি এগোলেন আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন আশা করি ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমরা।'

দুজন এবার বেরিয়ে এলেন। কনওয়ে জেফারসন তাঁর চেয়ারে এলিয়ে বসলেন। তাঁর চোখের পাতা বুজে এল, নীলাভ দুটো চোখ যেন শান্ত, সমাহিত। তাঁকে আচমকা দারুণ ক্লান্ত মনে হল। তারপর দু এক মিনিট

কেটে গেলে তার চোখের পাতা নড়ে উঠল। তিনি তাঁর ভ্যালেকে ডাকলেন, 'এডওয়ার্ডস্ ?'

পাশের কামরা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল এডওয়ার্ডস্। এডওয়ার্ডস তার প্রভুকে যেভাবে জানে অন্য কেউই তা জানে না। অন্যরা, তার কাছের লোকজন জানত শুধু তার ক্ষমতার কথা, এডওয়ার্ডস্। জানত তাঁর দুর্বলতার কথা। সে কনওয়ে জেফারসনকে ক্লান্ত হতে দেখেছে, দেখেছে হতাশ আর জীবন সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়তে, আচমকা তার পঙ্গুত্ব আর একাকীত্ব সম্পর্কে পরাজিত বোধ করতে।

'বলুন, স্যর ?' এডওয়ার্ডস্ বলল।

জেফারসন বললেন, 'স্যর হেনরি ক্লিদারিংকে যোগাযোগ কর। তিনি মেলবোর্ন অ্যাবাসে রয়েছেন। তাকে জানাও আমার হয়ে যে তিনি যদি পারেন তাহলে যেন আগামীকালের বদলে আজই এখানে আসেন। তাকে জানিও ব্যাপারটা ভয়ানক জরুরী।'

নয়

কনওয়ে জেফারসনের ঘরের দরজার বাইরে আসার পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বলে উঠলেন, 'আর যা কিছু হোক আমরা খুনের একটা কারণ খুঁজে পেলাম, স্যর।'

'হুম্', মেলচেট বললেন। 'পঞ্চাশহাজার পাউণ্ড, অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ, স্যার। এর চেয়ে ঢের কম টাকার জন্যও বহু খুনের ঘটনা দেখা গেছে।'

'হ্যাঁ, তা গেছে, তবে—।'

কর্নেল মেলচেট কথাটা অসমাপ্ত রেখে দিলেও হার্পার কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। 'আপনি এ ক্ষেত্রে তা হয়নি বলেই ভাবতে চাইছেন! অবশ্য, অবস্থার মাপকাঠিতে আমিও মেনে নিতে পারছিনা। তা হলেও সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তা করতে হবে।'

হার্পার বলে চললেন, 'মিঃ জেফারসন যা বলছেন তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে মিঃ গ্যাসকেল আর মিসেস জেফারসন যথেষ্ট ভাল ভাবেই উপকৃত

হয়েছেন, তাঁদের আয়ও কম হবে না, তাই মনে হয় এই জন্য এরকম নির্মম হত্যাকাণ্ড তাঁরা করতে পারেন না।'

'কথাটা ঠিক। তা সত্ত্বেও তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ওই গ্যাসকেলকে আমার তেমন পছন্দ হয়নি—দেখলে খুবই কঠিন আর বিবেকবর্জিত পুরুষ বলেই মনে হয় তাঁকে—তবে এটা হচ্ছে বলেই যে তাঁকে খুনী বলতে হবে সেটা একটু বাড়াবাড়ি হতে পারে।'

'হ্যাঁ, স্যর, যা বলছিলাম, ওদের দুজনের কেউ খুশী বলে মনে হয় না, তা ছাড়া যোসি যা বলেছে তাতে আমি বুঝতে পারছি না সেটা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব। তারা দুজনেই এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ব্রিজ খেলেছিল। না, আমার মনে হয় অন্য এক সম্ভাবনাই অনেক বেশি।'

মেলচেট বললেন, 'রুবি কীনের সেই ছেলে বন্ধু ?'

'হ্যাঁ, সেই, স্যর। কোন অপরিপক্ক তরুণ, তেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলে ভাবিনা। আমার ধারণা এমন কোন লোক যাকে রুবি এখানে আসার আগে থেকে জানত। এই দত্তক নেবার ব্যাপারটা সে যদি জেনে গিয়ে থাকে তাহলে সে বুঝেছিল সব সম্পর্কের সেখানেই ইতি। লোকটা বুঝতে পেরে যায় যে রুবিকে হারাতে চলেছে। সে অন্য এক জীবনে প্রবেশ করতে যাওয়ায়, তাই সে রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসে। সে রুবিকে গত রাতে একবার তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বলে, তখনই তার সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, লোকটার মাথা গরম হয়ে যায় আর সে তাকে খুন করে।'

'কিন্তু রুবির দেহ ব্যান্ট্রির লাইব্রেরী ঘরে গেল কি করে ?'

'ওর একটা উত্তর আছে মনে হয়। ধরুন, তারা কোন মোটর গাড়িতেই বাইরে গিয়েছিল। খুন করার পরেই লোকটা ভাবে সে কি করে বসেছে, রাগের মাথায়, তখন তার একমাত্র চিন্তা জন্ম নেয় দেহটা নিয়ে কি করা যায়। ধরুণ, তারা ওই সময় একটা মস্ত বড় বাড়ির সামনেই এসে পৌঁছেছিল। লোকটার মাথায় তখন খেলে গিয়েছিল দেহটা যদি ওই বাড়িতেই পাওয়া যায় তাহলে যে রকম হৈ চৈ হবে তাতে ওর দিকে কারও নজর পড়ার সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়ে যাবে। রুবির শরীর তেমন ভারী ছিল না, সে তাই সহজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারত তাকে। গাড়িতে একটা বাটালি ছিল। সে তাই দিয়ে একটা জানালাও খুলে ফেলে তার

দহটা একটা ঘরে কার্পেটে ফেলে রাখে। শ্বাসরোধের ঘটনা বলে কোন রকম রক্তপাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন গাড়িতে থাকেনি যাতে সে ধরা পড়তে পারে। আমি কি বলতে চাই বুঝতে পেরেছেন, স্যর?'

'হ্যাঁ, হার্পার, এরকম অবশ্যই ঘটে থাকা সম্ভব। তবে আরও একটা কাজ করা বাকি আছে।'

'কি বললেন, স্যর? ওহ, ঠিক আছে, স্যর', সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কৌশলে মেলচেটের রসিকতার তারিফ করলেন, তবে কর্নেলের ফরাসী ভাষার চমৎকারিত্বের জন্য তিনি আসল কথাটা প্রায় ধরতে পারেন নি।

'ওহ - ইয়ে—স্যর—আপনাদের সঙ্গে এক মিনিট একটু কথা বলতে পারব?' জর্জ বার্টলেটই দুজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে।

কর্নেল মেলচেট আদাপেই বার্টলেটকে তেমন ভালচোখে দেখেন নি। তিনি উদগ্রীব ছিলেন স্ল্যাক রুবি কীনের ঘরে তদন্ত চালিয়ে তার পরিচারিকাকে জেরা কতটা এগোতে পেরেছে তাই জানতে।

তিনি তাই কড়া গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার—কি হয়েছে?'

তরুণ মিঃ বার্টলেট একটু কোঁকিয়ে গিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। সে কয়েকবার কথা বলতে গিয়েও পারল না, তাকে লাগছিল অনেকটা খাবি খেতে থাকা মাছের মত। শেষ পর্যন্ত বেশ কষ্ট করেই সে বলল, 'মানে—ইয়ে—এটা বোধ হয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্যর। ভাবলাম আপনাদের জানানো দরকার। মানে, আমার গাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তার মানে, কি বলতে চাইছেন আপনার গাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না?'

তোতলাতে শুরু করল বার্টলেট। সে কোন রকমে জানাল যে গাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন গাড়িটা চুরি গেছে?'

জর্জ বার্টলেট কৃতজ্ঞভঙ্গীতে হার্পারের শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাবে বলল, 'মানে, ইয়ে ঘটনাটা সেই রকমই। বলুন কথাটা ঠিক বলা শক্ত নয়? মানে কেউ হয়তো গাড়িটা নিয়ে এক পাক ঘুরে আসতে যেতে পারে, তার হয়তো কোন বদ মতলব না থাকতেও পারে, ওই আর কি।'

'গাড়িটা শেষ কখন দেখেছেন, মিঃ বার্টলেট?'

'মানে, আমি সেটাই ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বলুন তো কিছু, মনে করা কাজটা কি রকম যেন কঠিন, তাই না ?'

কর্নেল মেলচেট ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'সাধারণ একটু বুদ্ধি যার থাকে তার কাছে কঠিন নয়। আমার যতদূর মনে পড়ছে আপনি বলেছিলেন গাড়িটা গতরাতে চত্বরে রাখা ছিল।'

বেশ সাহস করেই মিঃ বার্টলেট জবাব দিল, 'ঠিক তাই। তাই তো ?'

'তাই তো' মানে কি বলতে চাইছেন ? আপনিই তো বলেছেন গাড়ি ওখানেই ছিল।'

'মানে, আমি ভেবেছিলাম ওখানে ছিল। মানে, আমি শুধু এই রকম ভেবেছিলাম, আমি গিয়ে তা দেখিনি, বুঝলেন না ?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কর্নেল। কোন রকমে তিনি নিজের ধৈর্যের বাঁধ ঠেকাতে চাইলেন। 'ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেয়া যাক। আপনি শেষবার ঠিক কখন আপনার গাড়ি দেখেছিলেন ? গাড়িটা কি ধরনের ?'

'মিনোয়ান চোদ্দ।'

'শেষ বার কখন ওটা দেখেছিলেন ?'

জর্জ বার্টলেটের কণ্ঠাস্থি ওঠানামা করতে শুরু করল। 'মানে, সে কথাটাই মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। গতকাল মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে নিয়ে এসেছিলাম। তারপর বিকেলে এক পাক ঘুরতে বেরোব ভেবেছিলাম ; কিন্তু যে জন্যই হোক—কথাটা জানেন তো—ঘুমোতে চলে গিয়েছিলাম। তারপর চা পানের পর স্কোয়াস খেলেছিলাম, শেষকালে স্নান করি।'

'গাড়িটা তখন হোটেলের চত্বরে ছিল ?'

'তাই তো জানতাম। মানে, ওখানে গাড়িটা রেখেছিলাম। জানেন বোধ হয় মনে ভেবেছিলাম কাউকে নিয়ে নৈশভোজের পর এক পাক ঘুরে আসি। কিন্তু তা করিনি। গাড়িটা নিয়ে আর বেরোনো হল না। সন্ধ্যাটায় আমার ভাগ্য ভাল ছিল না।'

হার্পার বললেন, 'তাহলেও আপনি যতদূর জানতেন গাড়িটা সেখানেই ছিল ?'

'হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক। মানে, আমি তো সেটাই রেখেছিলাম। কি বলেন ?'

'ওটা সেখানে না থাকলে আপনার নজরে পড়ত ?'

মিঃ বার্টলেট মাথা ঝাঁকাল। 'এমনভাবে নজরে পড়ত না। কত গাড়ি

যাওয়া-আসা করছিল। তার মধ্যে অনেক মিসোয়ানও ছিল।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট সায় দিলেন। এরই মাঝখানে তিনি ক্ষণিকের জন্য জানালা দিয়ে তাকালেন। এই মুহূর্তে চত্বরে কম করেও অন্ততঃ আটখানা মিসোয়ান ১৪ রাখা ছিল—সাম্প্রতিক কালে এটাই সবচেয়ে সস্তার গাড়ি।

'রাত্রিবেলা গাড়ি অন্য জায়গায় রাখার অভ্যাস নেই আপনার?' কর্নেল মেলচেট প্রশ্ন করলেন।

'এ নিয়ে কখনই মাথা ঘামাইনি,' বার্টলেট জানাল। 'আবহাওয়া তো বেশ চমৎকার, তাই গাড়িটা গ্যারেজে রাখিনা, বড্ড ঝামেলা হয়।'

কর্নেল মেলচেটকে লক্ষ্য করে এবার হার্পার বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমি উপরে দেখা করব স্যর। আমি একবার সার্জেন্ট হিগিন্সকে জানিয়ে আসি সে যাতে মিঃ বার্টলেটের কথাগুলো লিখে নেয়।'

'ঠিক আছে, আর্থার।'

বার্টলেট ক্ষীণস্বরে বলল, 'এই জন্যই আপনাদের জানালাম, স্যর। যদি দরকারী বলে ভাবেন। এমন তো হতেও পারে।'

মিঃ প্রেসকট অতিরিক্ত ওই নাচিয়ের জন্য থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খাওয়া যেমনই হোক থাকার ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ হোটেলে। যোসেফাইন টার্নার আর রুবি কীন হোটেলের বারান্দার শেষ প্রান্তে খুবই নোংরা আর সরু একখানা ঘরে থাকত। ঘরখানা নেহাতই ছোট, উত্তরমুখো ঘরটা হোটেলের পিছনের অংশে। ঘরে চোখে পড়ে এমনই সব টুকিটাকি আসবাবপত্র যা হয়তো একদিন সেরা সুইটগুলোর বিলাসী উপকরণ হিসেবেই শোভা পেয়ে চলত। তারপর হোটেলটার যখন আধুনিকীকরণ হয় আর শোবার ঘরগুলোতে দেয়ালে আঁটা আলমারী ইত্যাদি বানানো হয় কাপড় জামা রাখার জন্য, তখনই দামী মেহগনী কাঠের আর ভিক্টোরীয় যুগের আলমারীর স্থান বদল ঘটে। এসব আসবাবের জায়গা হয় শেষ পর্যন্ত হোটেলে থাকা এখানকার সব কর্মচারিদের ঘরে, বা মরশুমের সময় যেসব অতিথিরা আসেন তাদের ঘরে, হোটেল যখন জমজমাট।

মেলচেট আর হার্পার ঘরে ঢুকেই স্পষ্টই বুঝতে পারলেন রুবি কীনের ঘরের অবস্থান এমনই যে তার পক্ষে হোটেলের কারও নজরে না পড়ে সহজেই বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তার অন্তর্ধানের বিষয়ে এটা যে কোন আলোকপাতে সক্ষম হচ্ছেনা সেটাই দুর্ভাগ্যজনক। বারান্দার একেবারে শেষ

প্রান্তে থাকা একটা সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল চোখে পড়ে না নিচের তলার এমন একটা বারান্দা পর্যন্ত। এখানে ছিল একটা কাচের দরজা যেটার মধ্য দিয়ে হোটেলের পাশের সিঁড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায়। এখান থেকে কোন কিছু চোখে পড়েনা আর, লোকে তেমন ব্যবহারও করেনা। এখান থেকে যে কেউ হোটেলের সামনের চত্বরে পেঁছিতে পারে যা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সরু গলিতে পেঁছিতে পারে, যার সঙ্গে প্রধান রাস্তার যোগ ছিল। রাস্তাটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো অসমান হওয়ায় লোক চলাচল প্রায় নেই।

ইনস্পেক্টর ইতিমধ্যে পরিচারিকাদের তাড়া লাগিয়ে রুবি কীনের ঘরে সূত্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। পুলিশ এক হিসেবে কিছুটা ভাগ্যবান কারণ গতরাত্রির পর ঘরটা একইভাবে পড়ে ছিল। রুবি কীনের খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ছিল না। স্ল্যাক আবিষ্কার করলেন সে প্রায় বেলা দশটা থেকে সাড়ে দশটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের জন্য ঘণ্টা বাজাত। এর পরিণতিতে কনওয়ে জেফারসন যেহেতু খুব সকালেই ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন সেই কারণে পরিচারিকারা রুবি কীনের ঘরে ঢোকেনি, ঘরটা তাই যেমন ছিল তেমনই থেকে গেছে। আসলে তারা বারান্দাতেই আসেনি। মরসুমের অন্য সময়ে বাকি ঘরগুলো সাফাই না করে একইভাবে রেখে দেয়া হয়। সেগুলো সপ্তাহে মাত্র একবার সাফাই করা হয়।

স্ল্যাক ব্যাখ্যা করে জানালেন, 'এটা একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এতে বুঝতে পারা যাচ্ছে আমাদের কিছু খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা পেয়ে যেতাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে রকম কোন কিছুই পাওয়া যায় নি।'

গ্লেনসায়ার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘরখানায় আঙুলের ছাপ খুঁজে পেতে চেষ্টা চালায়, তবে কাজে লাগতে পারে সেরকম কিছুই ঘরে মেলেনি। ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল রুবি, যোসি আর দুজন পরিচারিকার হাতের ছাপ— তাদের একজন সকালে কাজ করে অন্যজন বিকেলের সিফ্টে। এছাড়া কয়েকটা ছাপ পাওয়া গেছে রেমণ্ডস্টারের, এগুলোর উপস্থিতি সম্পর্কে সে জানিয়েছে যোসির সঙ্গে এ ঘরে রুবির খোঁজে এসেছিল সে যখন সন্ধ্যায় নাচের জন্য উপস্থিত হয়নি।

কোণের দিকে রাখা বিরাট মেহগনী কাঠের ডেস্কের পায়রার খোপে পাওয়া গেছিল একরাশ চিঠি। স্ল্যাক খুবই সতর্কভাবে চিঠিগুলো উল্টে-

পাল্টে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন, তবে এগুলোর মধ্যে কাজে লাগতে পারে এমন কিছুই পাননি। বিল, রসিদ, নাটকের প্রোগ্রাম, সিনেমার হ্যান্ডবিল, খবরের কাগজের কাটা টুকরো, পত্রিকার পাতা থেকে কেটে রাখা রূপচর্চার সঙ্কেত এই সবই ছিল। চিঠিপত্রের মধ্যে কয়েকখানা ছিল লিল নামে একজনের কাছথেকে, সম্ভবতঃ সে রুবির কোন বন্ধু প্যালেস দ্য ডান্সেইযে থাকে। চিঠিতে যা ছিল তা হল পুরনো কোন ঘটনার স্মৃতিচারণ। সে কোনটাতে লিখেছিল 'তোমার অভাব বেশি করেই বোধ করি। মিঃ ফাইন্ডিসন প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন! তুমি চলে যাওয়ায় তরুণ রেগ মে'কে নিয়ে মেতে উঠেছে। বার্নি প্রায়ই তোমার কথা জানতে চায়। সব ব্যাপারই আগের মত চলেছে। বুড়ো গ্রাউসার মেয়েদের সঙ্গে সেই আগের মতই নোংরামো করে। সে অ্যাডাকে বেশ বকাবকি করেছে একজনের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে বলে।'

স্ল্যাক সব কটা নামই সতর্কভাবে খাতায় লিখে নিয়েছেন। এদের সকলের সম্পর্কেই খোঁজখবর নেয়া হবে; আর বলা যায় না, দরকারী কোন তথ্য এগুলো থেকে মিলতেও পারে। এ ছাড়া ঘরখানায় কার্যকর কিছু পাওয়া যায়নি।

ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা ছিল একটা ফোমের গোলাপী নাচের ফ্রক, যেটা রুবি সন্ধ্যার দিকে পরেছিল। মেঝের উপর অযত্নে ছুঁড়ে ফেলে রাখা ছিল এক জোড়া উঁচু হিলের জুতো। দুটো সিল্কের মোজা পাকানো অবস্থায় রাখা ছিল মেঝের উপর। মেলচেটের মনে পড়ল মৃতার পায়ে কোন মোজা ছিল না তার পা খালিই ছিল। স্ল্যাক পরে জেনেছিলেন এরকমই অভ্যাস ছিল রুবির। সে মোজা না পরে বরং পায়ে মেকআপ করত, ক্বচিৎ কখনও নাচের সময় সে মোজা ব্যবহার করত, এটা সম্ভবতঃ খরচ কমানোর জন্যই। আলমারীর পাল্লা খোলাই ছিল, সেখানে সাজানো বেশ কিছু ঝলমলে সান্ধ্য পোশাক আর নিচে সাজানো সারি দিয়ে রাখা জুতো। কাপড়ের ঝুড়িতে ছিল কিছু ব্যবহার করা অন্তর্বাস, কিছু কাটা নখের টুকরো, ময়লা মুখ পরিষ্কার করা তুলো আর রুজ আর নেল-পালিশ মাখা তুলোর টুকরো—সবই বাজে কাগজের ঝুড়িতে রাখা—সবই অতি সাধারণ সব কিছু। সব কিছুই চোখের সামনে স্পষ্ট। রুবি খুব তাড়াতাড়ি করে উপরে এসে জামাকাপড় বদল করে তারপর আবার দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে—কিন্তু কোথায়?

যোসেফাইন টানার, রুবির জীবন আর বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে যার সবই জেনে রাখা স্বাভাবিক, কোন সাহায্য করতে পারেনি। তবে, স্ল্যাকের মনে হল এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্ল্যাক এবার কর্নেলকে বললেন, 'আপনি আমাকে যা বললেন সেকথা সত্যি হলে—মানে, এই দত্তক নেয়ার বিষয়। আমার ধারণা যোসির পক্ষে রুবির ওইভাবে সব পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে সরে আসা মেনে নেয়া কঠিনই ছিল। সে ব্যাপারটায় বাধা দিতে চাইতে পারত। আমি যে রকম দেখছি এই পঙ্গু ভদ্রলোক রুবি কীনের মধ্যে অতি মিষ্টি স্বভাবের আর সরলতার প্রতিমূর্তি কোন মেয়ের ছবি দেখে প্রায় মেতে উঠেছিলেন। এখন, যদি ধরে নেয়া যায় রুবির একজন বেয়ারা স্বভাবের ছেলে বন্ধু ছিল—তার পক্ষেও তেমন ভাল ব্যাপার না হওয়াই সম্ভব ছিল। তাই রুবির কাজই হতে পারে তাকে একেবারে আড়ালে রাখার চেষ্টা করা। যোসি মেয়েটার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না—অন্ততঃ তার পরিচিত বন্ধু বা এ ধরনের কারও সম্পর্কে। তবে একটা বিষয়ে সে দৃঢ়—সে কোনও ভাবেই রুবিকে কোন অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দিতে রাজি ছিল না। তাই যুক্তির দিক থেকে এটা মানা দরকার যে রুবি বেশ ধূর্ত গোছের মেয়ে তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়! সে কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার বিষয় সম্পূর্ণ গোপন রাখতে পেরেছিল। যোসি যেন এ ব্যাপারে কিছু না জানতে পারে সে নিয়ে সে সতর্ক ছিল। কেননা তা না হলে যোসি নিশ্চয়ই ওকে বলত, 'না, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।' তবে আপনি তো জানেন মেয়েদের স্বভাব যেমন—বিশেষ করে তারা অল্প বয়সী হয়—কড়া ধাতের ছেলেদের ব্যাপারে তারা অন্যদের একদম ফাঁকা বাঁধিয়ে ছাড়তে পারে। রুবি তার সঙ্গে দেখা করতে তৈরি। লোকটা এখানে এসে পৌঁছল, তারপর দত্তকের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হল আর সে ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করে বসল।'

'আমি আশা রাখি তোমার কথাই ঠিক, স্ল্যাক', কর্নেল মেলচেট স্ল্যাকের অপ্রীতিকরভাবে সমস্ত কিছু বক্তব্য জাহির করা সম্পর্কে নিজের বিরক্তি গোপন রেখে উত্তর দিলেন "তাই যদি হয়, তাহলে সেই বদ বন্ধুর হদিশ আর পরিচয় আমরা সহজেই বের করতে পারব আশা করি।'

'ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন, স্যর', স্ল্যাক তার স্বাভাবিক আত্ম-বিশ্বাস জাহির করতে চেয়ে জানাল। 'আমি ওই লিলি বলে মেয়েটাকে

প্যালেস দ্য ডান্সে গিয়ে একেবারে ভিতর থেকে টেনে বের করব। আসল সত্য জেনে নিতে আর দেরি হবে না।'

কর্নেল মেলচেট একটু আশ্চর্য হয়েই ভাবলেন সত্যিই কাজটা তারা পারবেন কিনা। স্ল্যাকের উৎসাহ আর কাজকর্মে তিনি প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

স্ল্যাক সোৎসাহে আবার বলে চলল, 'একজনের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারেন, স্যর। সেই লোকটা হল ওই নৃত্য আর টেনিস শিল্পী। সে মেয়েটার সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছে তাই আমার দৃঢ় ধারণা যে তাকে যোসির চেয়ে ঢের বেশি চিনতে পারে। এটাও আশা করা যায় রুবি কীন তার কাছেই একটু মুখ আলগা করতে পারে।'

'আমি এ ব্যাপারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পারের সঙ্গে এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি ; কর্নেল মেলচেট বললেন।

'খুবই ভাল হয়েছে, স্যর। আমি এর মধ্যে পরিচারিকাদের খুবই ভাল-ভাবে জেরা করেছি। তারা কিছুই জানে না। যতদূর আবিষ্কার করেছি তাতে মনে হয় ওরা ওই দুজনকে তেমন ভাল চোখে দেখত না। যতদূর পারা যায় ওরা তাদের কাজ এড়াতে চাইত। একজন পরিচারিকা গতকাল সন্ধ্যায় ৭টার সময় শেষবার ওই ঘরে গিয়ে জানালার পরদা টেনে ঘরখানা সামান্য সাফ করেও ছিল। পাশেই একটা বাথরুম রয়েছে, ইচ্ছে হলে দেখে নিতে পারেন।'

বাথরুমটা ছিল রুবি কীনের ঘর আর যোসির সামান্য বড় আকারের ঘরের মাঝখানে। বাথরুমে অবশ্য কোন সূত্র মিলল না। কর্নেল মেলচেট সামান্য আশ্চর্য হলেন মেয়েদের রূপচর্চায় তারা যে পরিমাণ প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারে তার নিদর্শন বাথরুমে দেখে। তাকের উপর সারিবদ্ধভাবে রাখা মুখের ক্রীমের শিশি, অন্য নানা ধরনের ক্রীম। এলোমেলো করে এরই সঙ্গে ছড়ানো নানা রঙের লিপস্টিক ; চুলের লোশান আর কেশ পরিচর্যার নানা জিনিস, কাজল, মাসকারা ইত্যাদিও, অন্ততঃ বারো রকমের নখ পালিশ, পাউডার, নানা রকমের তুলো, ময়লা তুলোর পাউডার মাখার পাফ। আরও কত প্রসাধনী সামগ্রী তার হিসাব নেই। কর্নেল মেলচেট অবাক হয়ে আপন মনেই প্রায় বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য কাণ্ড, মেয়েরা এতসব ব্যবহার করে?'

ইন্সপেক্টর স্ল্যাক, যার সব কিছুই জানা তাকে ওয়াকিবহাল করে তুলতেই বললেন, 'ব্যক্তিগত জীবনে, স্যর, বলতে গেলে একজন মহিলা সাধারণতঃ দুটো

আলাদা রঙই ব্যবহার করেন। একটা সকালের জন্য অন্যটা বিকেলের। তারা বেশ ভাল করেই জানেন কোনটা তাঁদের মানায়—সেটাই তারা ব্যবহার করেন। তবে এই সব পেশাদার মেয়েরা আবার নানা পরিবর্তনই পছন্দ করে। যেমন ধরুন, স্যর, তারা কখনও প্রদর্শনী নাচে অংশ নেয়, আবার কখনও কোন সন্ধ্যায় উন্দাম ট্যাঙ্গো নাচে, কোন রাতে আবার পুরনো ভিক্টোরীয় আমলের নাচে, কখনও আবার অ্যাপাচে বা সাধারণ বল নাচ। এইসব নাচের প্রত্যেকটাতেই আলাদা আলাদা মেকআপ দরকার হয়।'

'ঈশ্বরের দোহাই', কর্নেল বলে উঠলেন। 'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যারা এইসব ক্রীম আর জিনিসগুলো তৈরি করে তারা কোটি কোটি টাকাই মুনাফা করে।'

'সহজ পথের টাকা যাই বলুন,' স্ল্যাক বললেন। 'তবে এ টাকার কিছু বিজ্ঞাপনের চমকে খরচ করাও দরকার অবশ্য।'

কর্নেল মেলচেট এবার যুগযুগান্ত ব্যাপী রমণীর রূপচর্চার আশ্চর্যজনক বিষয় ত্যাগ করে অন্যদিকেই মনোনিবেশ করতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'এখনও সেই নাচিয়ে লোকটাকে বাজিয়ে দেখা বাকি। তোমারই পায়রা সে, সুপারিন্টিডেন্ট।'

'তাই তো ভাবছি, স্যর।'

তারা সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় হার্পার বললেন, 'একটা কথা, স্যর। ওই বার্টলেটকে আপনার কি রকম মনে হল ?'

'ওর গাড়ির ব্যাপারে ? আমার মনে হচ্ছে, হার্পার, ওই ছোকরার উপর একটু নজর রাখা ভাল। ওর গল্পের মাথা-মুণ্ডু নেই। যদি এমন হয় সে সত্যিই রুবি কীনকে নিয়ে গতরাতে ঘুরতে বেরিয়েছিল ?'

দশ

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের কাজ সামান্য ধীরগতির অথচ সুন্দর আর সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। এ ধরনের মামলায় যেখানে দুটো আলাদা কাউন্টির পুলিশকে মিলেমিশে কাজ করতে হয় সেখানে কাজ করা সত্যিই কিছুটা কঠিন। তিনি চিফ কনস্টেবল কর্নেল মেলচেটকে শ্রদ্ধা করেন একজন অত্যন্ত দক্ষ আর সৎ অফিসার হিসেবে। তবে এক্ষেত্রে তিনি নিজে জেরা করতে পারায় খুবই সন্তুষ্ট বোধ করেছেন। এক সঙ্গে বেশি এগোনো তার মনঃপূতে

নয়। প্রথমতঃ শুধু সাধারণ নিয়মমাফিক জেরা। এর ফলে যাকে জেরা করা হয় সে বেশ সহজ বোধ করে আর এর পরিণতিতে পরের প্রশ্নোত্তরের সময় তারা বেশ অসতর্ক হয়ে যায়।

হার্পার ইতিমধ্যেই রেমণ্ডণ্টারকে জানতেন। তাকে কয়েকবার তিনি দেখেছিলেন। খুবই সুদর্শন চেহারা, দীর্ঘকায়, পেটানো চেহারা, ক্ষিপ্রগতি, চমৎকার সাঁদা দাঁত আর আর রোদে পোড়া তামাটে মুখ। গায়ের রঙ গাঢ় আর চকচকে। তার ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ, সুন্দর অমায়িক ব্যবহার। আর তার ফলে হোটেলেও সকলের প্রিয়।

হার্পার তাকে জেরা করতে চাইলে সে বলল, 'ভয় হচ্ছে, সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, আপনাকে খুব বেশি কিছু সাহায্য করতে পারব না এ ব্যাপারে। আমি রুবিকে ভালভাবেই চিনতাম অবশ্যই। সে এখানে প্রায় একমাসের উপর ছিল, আমরা একসঙ্গে নাচের মহলাও দিয়েছি। তবে আমার বলার মত তেমন বিশেষ কিছু নেই। সে বেশ ভাল স্বভাবের মেয়ে, তবে একটু বোকা গোছের।'

'আমি যা জানতে চাই তা হল তার বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে। যেমন তার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব।'

'বুঝতে পারছি। আসলে, এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। হোটেলের কিছু তরুণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা একটু আধটু অবশ্য ছিল, তবে তেমন বিশেষ নজরে পড়ার মত নয়। তাকে মোটামুটি ওই জেফারসন পরিবারই প্রায় দখল করে রেখেছিল।'

'হ্যাঁ, জেফারসন পরিবার', হার্পার চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে বললেন। তিনি কৌশলী দৃষ্টিতে রেমন্ডের দিকে তাকাতে চাইলেন। 'এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি রকম, মিঃ ষ্টার?'

রেমণ্ডণ্টার ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কোন্ ব্যাপার?'

হার্পার বললেন, 'আপনি জানতেন কি যে মিঃ জেফারসন রুবি কীনকে দত্তক নিতে চলেছিলেন? আর তা আইনী মতেই?'

ব্যাপারটা নতুন কিছু বলেই মনে হল রেমণ্ডণ্টারের কাছে। সে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে শিস দিয়ে উঠল। 'খুদে দুষ্টু! যাই বলুন বুড়ো পাঠার মত পাঠা হয় না।'

'ব্যাপারটা আপনার শুধু এরকমই লাগছে?'

'মানে, এরকম কথা শুনে লোকে আর কিইবা বলতে পারে? বুড়ো যদি

কাউকে সত্যিই দত্তক নিতে চাইছিলেন তাহলে নিজের শ্রেণীর কাউকে নিলেই তো ভাল হত।'

'রুবি কখনও এ ব্যাপারে কোন কথা আপনাকে বলেনি ?'

'না, সে কখনও বলেনি। তবে বুঝতে পেরেছিলাম সে কোন ব্যাপারে বেশ খুশি তবে আমি জানতাম না সেটা কি হতে পারে।'

'আর যোসি ?'

'ওহ, আমার মনে হয় কি হতে চলেছে যোসি বোধ হয় তার কোন আঁচ পেয়ে থাকতে পারে। এমনও হতে পারে এরকম কিছু বোধ হয় সে'ই পাকিয়ে তোলে। যোসি বোকা নয়। ওর মাথায় বেশ ভাল রকম ঘিলু রয়েছে। চালু মেয়ে সে।'

হার্পার সায় দিলেন। যোসিই রুবি কীনকে এখানে এনেছিল। এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে যোসিই রুবির সঙ্গে জেফারসন পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তোলার প্রধান হোতা। এটা তাই স্বাভাবিক যে রুবিকে যখন নাচের জন্য পাওয়া গেল না তখন সে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় আর কনওয়ে জেফারসন রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যোসি নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। হার্পার তাই বললেন, 'রুবি কোন কথা গোপন রাখতে পারে বলে ভাবেন আপনি ?'

'বেশির ভাগ মেয়ের মতই—ওর কোন বন্ধুর কথা সে আদৌ বলতে চাইত না।'

'সে কি কোনদিন কিছু বলেছিল—যা কিছু হোক—তার কোন বন্ধু সম্পর্কে কোন কথা ? যেমন তার আগের জীবনের কেউ—সে কোনদিন এখানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছে, যার সঙ্গে তার কোন ঝামেলা চলেছিল ? কি ধরনের ব্যাপার বলতে চাইছি আশাকরি আন্দাজ করেছেন ?'

'বুঝতে পারছি ভালভাবেই। আসলে, আমার যতদূর জানা আছে এরকম কেউ কখনই ছিলনা। অন্ততঃ সে যা বলেছিল তা থেকে বুঝতে পারিনি।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার। এবার দয়া করে বলুন গত সন্ধ্যায় আপনি কিভাবে সময় কাটিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয়ই,' রেমন্ডস্টার জানাল। 'রুবি আর আমি এক সঙ্গে আমাদের সাড়ে দশটার নাচে অংশ নিয়েছিলাম।'

'সে সময় তার মধ্যে কোন রকম চঞ্চলতা বা এ ধরনের কিছু লক্ষ্য করেন নি ?' হার্পার জানতে চাইলেন।

একটু ভেবে নিল রেমণ্ড। 'আমার তা মনে হয়নি। পরে কি হয়েছিল তা আমি লক্ষ্য করিনি। আমার নিজের জুরীকে দেখার কাজ আমার মাথায় পাক খাচ্ছিল। আমি এটা অবশ্য লক্ষ্য করি সে বলরুমে ছিলনা। মাঝ-রাত নেমে এলেও ও ফেরেনি। আমি খুবই বিরক্ত হয়ে যোসির কাছে ওর কথা জানার জন্য যাই। যোসি তখন জেফারসনদের সঙ্গে ব্রিজ খেলায় মত্ত ছিল। তারও কোন রকম ধারণা ছিলনা রুবি কোথায় থাকতে পারে। আমার মনে হয়েছিল রুবি নেই শুনে বেশ চমকে উঠেছিল যোসি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম সে বেশ উদ্বিগ্ন নজর মেলে মিঃ জেফারসনের দিকে একবার তাকিয়েছিল। আমি এরপর ব্যাণ্ডকে আরও একবার নাচের বাজনা চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানাই—তারপর অফিসে গিয়ে বলি রুবির ঘরে একবার ফোন করে দেখতে। ফোন করলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। আমি আবার যোসির কাছে যাই। ও বলেছিল রুবি হয়তো ওর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বোকার মতই ছিল কথাটা যদিও, তবে কথাটা ও জেফারসনদের লক্ষ্য করে বলেছিল অবশ্যই! যোসি উঠে আমাকে বলে আমরা দুজনে গিয়ে ওর ঘর দেখে আসব।'

হার্পার বললেন, 'হ্যাঁ, মিঃ স্টার। তবে আমি জানতে চাই যোসি আপনার সঙ্গে যখন এসেছিল তখন কি বলে সে?

'আমার যতদূর মনে পড়েছে, ও খুবই রেগে উঠেছিল। ও বলে, 'আকাট মুর্খ একটা! এরকম করা কখনও উচিত হয়নি ওর। ওর সব ভবিষ্যত সুযোগ এতে নষ্ট হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে কে ছিল, জানো তুমি?'

'আমি ওকে বলি, আমার কোন ধারণাই নেই। শেষবার তাকে যখন দেখি সে তরুণ ওই বার্টলেটের সঙ্গে নাচছিল। যোসি উত্তরে বলে, 'সে কখনই তার সঙ্গে থাকতে পারে না। ওর মতলবটা কি? সে নিশ্চয়ই সেই ফিল্মের লোকটার কাছে যায়নি?'

হার্পার তীব্রস্বরে বললেন, 'ফিল্মের লোক? কে তিনি?'

রেমণ্ড উত্তরে বলল, 'আমি লোকটার নাম জানি না। সে এখানে কোন-দিন থাকেনি। অদ্ভুত রকম দেখতে লোকটা—কালো চুল, কেমন যেন নাটুকে। শুনেছি ফিল্ম জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে লোকটা—সেই রকমই সে নাকি রুবিকে বলেছিল। এখানে সে দু একবার নৈশভোজে এসেছে, তারপর রুবির সঙ্গে নেচেওছিল। তবে আমার মনে হয় রুবি তাকে তেমন ভাল চিনত মনে হয় না। এই জন্যই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম

রুবি যখন তার নাম করল। আমি উত্তরে জানাই যে সে আজ রাত এখানে এসেছিল বলে মনে হয় না। যোসি বলে, 'যাই হোক, ও নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে রাত্তিরে বেরিয়েছে। কিন্তু জেফারসনদের কি যে বলি?' আমি উত্তরে বলি, 'এ ব্যাপারে জেফারসনদের বলার কি আছে?' যোসি তাতে বলে বলার ছিল! ও আরও বলে রুবিকে ও কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেনা ও যদি সব কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়।

'তারপর আমরা রুবির ঘরে যাই। সে ঘরে ছিলনা অবশ্যই, তবে সে ঘরে ঢুকেছিল কারণ সে যে পোশাক পরে ছিল সেটা একটা চেয়ারের উপর পড়েছিল। যোসি ওরু আলমারী খুলে দেখেছিল, তারপর বলেছিল ওর মনে হচ্ছে রুবি তার পুরনো পোশাকটা পরে বেরিয়েছে। সাধারণত রুবি পোশাক বদলে ওর কালো সাটিনের পোশাকটাই স্প্যানিস নাচের জন্য পড়ত। ইতিমধ্যে আমারও দারুণ রাগ হয়ে গিয়েছিল যেভাবে ও আমাকে ডুবিয়েছিল সেকথা ভেবে। যোসি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়ে বলে রুবির বদলে ও আমার সঙ্গে নাচে অংশ নেবে যাতে প্রেসকট আমাদের উপর না ক্ষেপে যায়। যোসি এরপর চলে গিয়ে ওর পোশাক বদলে নেয় আর তারপর আমিও নিচে চলে গিয়ে দুজনে ট্যাঙ্গো নাচে অংশ নিই। এ নাচে কলাকৌশল একটু বেশি থাকলেও খুব দৃষ্টিনন্দন—এনাচে গোড়ালিতে তেমন চাপও পড়ে না। যোসি একটু কষ্ট পাচ্ছিল সেটা ওর মুখ দেখেও টের পেয়েছিলাম। এরপর ও আমায় বলে ওকে জেফারসনদের একটু শান্ত করার জন্য সাহায্য করতে। ও জানায় ব্যাপারটা খুবই দরকার। তারপর আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ওকে তেমন সাহায্য করি।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার সায় দিলেন। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ মিঃ ষ্টার।' তিনি স্বগতোক্তি করতে চাইলেন 'খুব দরকার তো নিশ্চয়ই। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড কমকথা নয়।' তিনি রেমণ্ডষ্টারকে দর্শনীয় পদক্ষেপে চলে যেতে লক্ষ্য করলেন।

রেমণ্ড ষ্টার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় একটা ব্যাগ ভর্তি টেনিসবল আর র‍্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে মিসেস জেফারসনের সঙ্গে টেনিস কোর্টের দিকে এগোল।

'মাপ করবেন, স্যর,' সার্জেন্ট হিগিনস একটু হাঁফাতে হাঁফাতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের পাশে এসে বসলেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার নানা চিন্তায় বিভোর থাকার জন্য যেন চমকে

উঠে তাকালেন।

হিগিনস বললেন, 'হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার জন্য এইমাত্র খবর এসেছে, স্যর। কিছু লোক আজ সকালে এক জায়গায় আগুনের একটা শিখা দেখতে পায়। আধঘণ্টা আগে তারা একটা খাতের কাছে একখানা পোড়া গাড়ি দেখতে পেয়েছে—ভেনস্ খাতের কাছাকাছি—এখান থেকে প্রায় দু মাইল দূরে। গাড়ির ভিতরে আগুনে ঝলসে যাওয়া একটা দেহও আছে।'

হার্পারের ভারি চেহারায় যেন দোলা লাগল। তিনি এবার বলে উঠলেন, গ্লেনসায়ারে এ সমস্ত কি হচ্ছে? খুন জখমের মড়ক লেগেছে? গাড়ির নম্বরটা দেখতে পেয়েছে তারা?'

'না, স্যর। তবে গাড়ির ইঞ্জিনের নম্বর দেখে আমরা সনাক্ত করতে পারব নিশ্চয়ই। একটা মিনোয়ান ১৪ বলেই ওদের ধারণা।'

এগার

স্যর হেনরি ক্লিদারিং ম্যাজেস্টিক হোটেলের লাউঞ্জ পেরিয়ে যাবার সময় উপস্থিত অতিথিদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। নানা কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি হাঁটছিলেন। জীবন যে রকম, তার মনের অবচেতন কোণে কেন যেন সামান্য অস্বস্তি জেগে উঠতে চাইছিল। প্রকাশ হওয়ার জন্য সেটা যেন অপেক্ষা করে চলেছে।

স্যর হেনরি দোতলায় ওঠার সময় অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন কি এমন ব্যাপার ঘটল যার জন্য তার বন্ধু এত জরুরী তলব করে ডেকে পাঠিয়েছে তাঁকে। জরুরী তলব পাঠিয়ে ডেকে পাঠানোর মত মানুষ তো কনওয়ে জেফারসন নয়। নিশ্চয়ই সচরাচর যা ঘটে না এমন কোন কিছুই ঘটেছে ভাবলেন স্যর হেনরি।

জেফারসন কোন ঢাকঢাক গুড়গুড় করলেন না। তিনি বন্ধুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আঃ তুমি এসেছ দেখে খুশি হলাম···এডওয়ার্ড'স,'স্যর হেনরিকে একটু পানীয় দাও, কে আছ···বোস। তুমি বোধহয় কিছু শোনোনি, তাই না? খবরের কাগজে কিছু বেরোয়নি?'

স্যর হেনরি মাথা ঝাঁকালেন, তাঁর আগ্রহ বেড়ে উঠল। 'কি ব্যাপার?'

'খুন হল সেই ব্যাপার। আর আমি এর মধ্যে জড়িত, এবং তার সঙ্গে তোমার বন্ধু সেই ব্যাসিল-রাও।'

'আর্থার আর ডলি ব্যান্ট্রি ?' ক্লিদারিংয়ের গলায় চরম অবিশ্বাস ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ, কারণ লাশটা তাদের বাড়িতেই পাওয়া গেছে।'

এবার কনওয়ে জেফারসন বেশ পরিষ্কার করে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ বন্ধুকে শোনালেন। স্যার হেনরি ক্লিদারিংও বাধা না দিয়ে সমস্ত মন দিয়ে শুনে গেলেন। দুজন পুরুষই যে কোন বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য সহজেই বুঝে নিতে সক্ষম ছিলেন। স্যার হেনরি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার হিসেবে চাকরি করার সময় দ্রুত যে-কোন বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কনওয়ে জেফারসনের কথা শেষ হওয়ার পর স্যার হেনরি বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ব্যান্ট্রিরা এ ব্যাপারে আসছে কিভাবে তোমার ধারণায় ?'

'সেটাই আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে,' কনওয়ে জেফারসন উত্তর দিলেন। দেখ, হেনরি, সব দেখেশুনে আমার কেমন মনে হচ্ছে তাদের এ ব্যাপারে জড়িয়ে থাকা সম্ভব। এটুকু আমার মনে জেগেছে। তাদের একজনও, যত-শুনেছি মেয়েটাকে আগে কখনও দেখেনি। অন্ততঃ এরকমই তারা বলেছে. কথা বিশ্বাস না করারও কোন কারণ থাকতে পারে না। তাদের পক্ষে ওকে চেনাই বরং অসম্ভব। তাহলে কি এটা সম্ভব নয় যে মেয়েটাকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার দেহ ইচ্ছাকৃতভাবেই ওদের বাড়িতে রেখে দেওয়া হয় ?'

ক্লিদারিং বললেন, 'সেটা অবশ্য সুদূর কোন কল্পনা বলেই আমার মনে হয়।'

'কিন্তু হতেও পারে,' অন্যজন তবু বললেন।

'হ্যাঁ, তা পারে তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু তুমি আমাকে এ ব্যাপারে কি করতে বলছ ?'

কনওয়ে জেফারসন তিক্তস্বরে বললেন, 'আমি চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়েছি। আমি ব্যাপারটা গোপন রাখি স্বীকার করতে চাইনা—কিন্তু এখন সেটাই উপলব্ধি করে চলেছি। আমি কোথাও গিয়ে কিছু দেখতে পারিনা, ইচ্ছানুযায়ী কোন প্রশ্নও করতে পারি না, কিছু পরীক্ষাও করতে পারি না। সারাদিন এখানে থেকে শুধু অপেক্ষায় থাকি দয়া করে পুলিশ যদি খবর আমাকে জানায় সেই জন্য। একটা কথা, হেনরি, তুমি কি র্যাডফোর্ডশয়ারের চিফ কনস্টেবল মেলচেটকে চেনো ?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।' কোন স্মৃতির কণা যেন নাড়া দিল

স্যর হেনারর মাস্তষ্কে। লাউঞ্জ পেরিয়ে আসার সময় তার চোখে পড়েছিল কোন মুখ আর চেহারা। সটান মেরুদণ্ড কোন বৃদ্ধা যার মুখ কেমন যেন পরিচিত। এর সঙ্গে শেষবার তিনি যখন মেলচেটকে দেখেছিলেন তারই কোন সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বললেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি কোন বেসরকারী গোয়েন্দা হিসাবে কাজ চালাব? এটাতো আমার লাইন নয়।'

জেফারসন বললেন, 'কিন্তু তুমি অপেশাদার নও, এটাও ঠিক।'

'তবু আমি পেশাদারও এখন নই। আমি ইতিমধ্যেই অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে।'

জেফারসন বললেন, 'তাতে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়েছে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি যদি এখনও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে থাকতাম তাহলে এতে মাথা গলাতে পারতাম না? সে কথা অবশ্য ঠিক।'

'এবং এর ফলে তোমার অভিজ্ঞতা তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু আগ্রহ প্রকাশে বাধা দেবে না বরং তোমার সাহায্য খুবই প্রার্থনীয় বলে সকলে ধরে নেবে,' জেফারসন বললেন।

ক্লিদারিং আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রথাগত ভাবে একথা স্বীকার্য তা ঠিক। কিন্তু তুমি আসলে কি চাও, কনওয়ে? তুমি জানতে চাও মেয়েটিকে কে খুন করেছে, এই তো?'

'ঠিক সেটাই।'

'তোমার নিজের এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।'

'কিছু মাত্র না।'

স্যর হেনরি ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি হয়তো আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে চাইবে না, তবে ঠিক এই মুহূর্তে হোটেলের লাউঞ্জে এমন একজন বসে আছেন যিনি এই ধরনের রহস্য সমাধানে একজন পাকা জহুরী। এমন কেউ যিনি এ কাজে আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। আর তাছাড়াও সম্ভবতঃ স্থানীয় ব্যাপারে তার অনেক বেশি খবরও জানা সম্ভব।'

'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'নিচে লাউঞ্জের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে, বাঁ দিক থেকে তৃতীয় থামের পাশে মিষ্টি, সমাহিত, অবিবাহিতা সুলভ মুখশ্রী একজন বসে আছেন। তার মন এমনই সেখানে এমন কোন শক্তি আছে যার সাহায্যে তিনি মানুষের দুবৃত্তির খবর টেনে বের করতে পারেন আর তিনি সেটা করেন প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই। তার নাম মিস মারপল। তিনি থাকেন

এখান থেকে এক মাইল দূরে সেণ্ট মেরী মিড গ্রামে, গামহ্যেন থেকে বায় দূরত্ব আধ মাইল। তিনি ব্যাণ্টিদের বন্ধু আর যেখানে কোন অপরাধের গন্ধ থাকে তার চেয়ে যোগ্য আর কেউই নেই, কনওয়ে।'

কনওয়ে জেফারসন তাঁর পুরু ভ্রূ তুলে বন্ধুর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ভারি গলায় বললেন, 'তুমি ঠাট্টা করছ হেনরি।'

'না, ঠাট্টা করছি না। তুমি এই মাত্র মেলচেটের কথা বললে তাই মনে পড়ে গেল। শেষবার মেলচেটের সঙ্গে আমার দেখা হয় এক গ্রামের বিয়োগান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কোন একটি মেয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে বলে ভাবা হয়েছিল। পুলিশ অবশ্য ঠিকই সন্দেহ করেছিল ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয়, খুন। পুলিশ এটাও সন্দেহ করে খুন কে করে থাকতে পারে। আমার কাছে তখন একরাশ দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তা নিয়ে এলেন মিস মারপল। তিনি বললেন তার ভয় হচ্ছে পুলিশ ভুল লোককেই ফাঁসি দিতে চলেছে। তার কাছে এ ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তবে তিনি জানেন খুন কে করেছে। তিনি খুনীর নাম লিখে একটা কাগজ আমাকে দিলেন। আর—আর, জেফার-সন, তিনি যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক।'

কনওয়ে জেফারসনের ভ্রূ নিচে নেমে এল। তিনি এবার অবিশ্বাসের স্বরে কিছু শব্দ করলেন।

'মেয়েদের সজ্ঞাত শক্তি বলতে চাও?' সন্দেহের স্বরে বলতে চাইলেন তিনি।

'না, তিনি একথা বলতে চান না। তার কথায় এটা হল বিশেষ ধরনের জ্ঞান।'

'একথা বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছেন?'

'তোমার জানা থাকতে পারে, জেফারসন, এরকম কিছু আমরাও পুলিশী তদন্তে কাজে লাগাই। ধরো, কোন চুরি হল, আর আমরা ভালই জানি এ কাজ কে বা কারা করে থাকতে পারে—অর্থাৎ চেনা যে সব লোক আছে, তাদের মধ্যে হয়তো কেউ। বিশেষ কোন চোর কোন পদ্ধতিতে চুরি করে আমাদের জানা থাকে এসব ক্ষেত্রে। মিস মারপলের বেশ কিছুটা এই ধরনের গ্রামীণ সমান্ত-রাল জীবনের ধ্যান-ধারণা আছে, তা যতই তুচ্ছ হোক। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন থেকেই তিনি একই ধরনের ঘটনার নানা উদাহরণ খুঁজে পান।'

জেফারসন সন্দেহের সুরে বললেন, 'তিনি এমন কোন মেয়ের সম্পর্কে

কিই বা জানবেন যে সারাজীবন এক নাটুকে জগতের সঙ্গে কাটিয়েছে আর গ্রামে কোন দিন যে বাস করেনি ?'

'আমার মনে হয়,' স্যর হেনরি ক্লিদারিং দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এ ব্যাপারে তার কোন ধারণা নিশ্চয়ই থাকবে।'

স্যর হেনরিকে আসতে দেখে মিস মারপল খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন, 'ওহ্, স্যর হেনরি, সত্যিই আমার ভাগ্য দারুণ ভাল, আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হল।'

স্যর হেনরিও কম যান না। তিনি বললেন, 'আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে।'

মিস মারপল একটু লাল হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার তুলনা হয় না।'

'আপনি এখানেই আছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, আমরা এরকমই করছি।'

'আমরা মানে ?'

'মিসেস ব্যান্ট্রিও আছেন,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিস মারপল। 'কিন্তু, আপনি কি এখনও শোনেন নি—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি শুনেছেন। ভয়ানক ঘটনা, কি বলুন ?'

'ডলি ব্যান্ট্রি এখানে কি করছে ? ওর স্বামীও আছেন ?'

'না, স্বাভাবিকভাবেই দুজনের প্রতিক্রিয়া এ ঘটনায় একেবারে আলাদা। বেচারি কর্নেল ব্যান্ট্রি নিজের পড়ার ঘরেই নিজেকে আটকে রাখেন বা মাঝে মাঝে কোন খামারে চলে যান, এরকম ঘটনা ঘটলে। তিনি অনেকটা কচ্ছপের মত, নিজের মাথা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে ভাবেন কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ডলি অবশ্য একেবারে অন্যরকম।'

'ডলি আসলে বেশ উপভোগ করছে পুরো ব্যাপারটা ? তাই তো ?' স্যর হেনরি বন্ধুদের জানেন বলে কথাটা বললেন।

'মানে, হ্যাঁ—অনেকটা তাই, বেচারি।'

'এবং সে আপনাকেও নিয়ে এসেছে যাতে তার হয়ে টুপির মধ্য থেকে আপনি খরগোসটা বের করে দেন।'

মিস মারপল মাপাস্বরে বললেন, 'ডলি ভেবেছিল একটু জায়গা বদলালে ভাল হবে আর সে একা আসতে চায়নি।' মিস মারপল তাকালে তার চোখে সামান্য ঝিলিক খেলে গেল। 'তবে আপনি যেভাবে বললেন কথাটা তাই।

কিন্তু আমার কাছে খুবই বিড়ম্বনা কারণ সত্যিই আমি কোন কাজের নই।'

'কিছু ভেবেছেন ? গ্রামে এরকম কোন কিছু ?'

'সব ব্যাপারটা এখনও ভাল করে জানি না।'

'সে ঘাটতি আমি পুষিয়ে দিতে পারি। আমি আপনাকে পরামর্শ দেবার জন্যই নিতে এসেছি, মিস মারপল।'

স্যর হেনরি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করে গেলেন। মিস মারপল গভীর মনোযোগ দিয়ে সেসব শুনে গেলেন। তিনি শেষকালে বললেন, 'বেচারি মিঃ জেফারসন। কি দুঃখজনক কাহিনী। কি ভয়ানক দুর্ঘটনা যে ঘটে যায়। এ ভাবে তার পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা যেন বেশি নিষ্ঠুরতা, বরং তিনিও যদি দুর্ঘটনায় মারা যেতেন।'

'হ্যাঁ, বাস্তবিকই তাই। আর এই জন্যই তার সব বন্ধুরা তার এই অনমনীয় মনোভাবের সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণা আর আঘাত সহ্য করে পঙ্গুত্ব নিয়ে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে তার প্রশংসা করে।'

'হ্যাঁ, সত্যিই তুলনাহীন।'

'যে ব্যাপারটা আমি শুধু বুঝতে পারছি না তাহল হঠাৎ ওর ওই মেয়েটির জন্য এরকম স্নেহপ্রবন হয়ে ওঠা। হয়তো মেয়েটার কোন বিশেষত্ব থাকা সম্ভব।'

'সম্ভবত না,' মিস মারপল শান্তস্বরে বললেন।

'আপনার তা মনে হচ্ছে না ?' স্যর হেনরি বললেন।

'আমার মনে হয় না মেয়েটির গুণের বিষয় এতে আসে।'

স্যর হেনরি বললেন, 'কিন্তু জেফারসন এরকম কদর্য চরিত্রের মানুষ নন।'
'ওহ, না, না!' মিস মারপল প্রায় গোলাপী হয়ে গেলেন। 'আমি কখনই এরকম কোন ইঙ্গিত করতে চাইনি। আমি যা বলতে চাইছিলাম আসলে তাহল—তিনি এমন একটি ছোট সুন্দর মেয়েকে চাইছিলেন যে তারই মেয়ের জায়গা নিতে পারে, তারপর ওই মেয়েটি সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে যোগ্য করার চেষ্টা চালায়। একটু খারাপ লাগবে হয়তো কথাটা জানি, তবে আমি এ রকম বহু ঘটনা দেখেছি। যেমন মিঃ হারবটলসের চাকরানী। খুবই সাধারণ মেয়েটি, চমৎকার মধুর স্বভাব। ভদ্রলোকের বোন একজন মৃত্যু পথযাত্রী আত্মীয়ের সেবা করার জন্য চলে গিয়েছিলেন আর তিনি যখন ফিরে এলেন দেখতে পেলেন মেয়েটা একদম বদলে গিয়েছে। সে ড্রয়িংরুমে বসে হেসে হেসে কথা বলেছিল, মাথায় টুপি বা কোমরে অ্যাপ্রন

ছিল না ওর। মিস হারবটল বেশ কড়া স্বরে এসব কি জানতে চেয়েছিলেন। মেয়েটা একেবারে অগ্রাহ্য করেই কথাবার্তা চালিয়ে যায়। তারপর মিঃ হারবটল যখন জানালেন মেয়েটা বহুদিন বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করেছে তাই তিনি ভেবেছেন অন্য কিছু ব্যবস্থা করবেন, তখন তার বোন একেবারে হতভম্ব।

'তারপর এ ব্যাপারটা সারা গ্রামে যা কলঙ্ক ছড়ালো তা আর বলার নয়, বেচারি মিস হারবটলকে বাড়ি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ইস্টবোর্নে খুবই কষ্টকর ভাবে ছোট একখানা বাড়িতে থাকতে হল। লোকে অনেক কথা বলে তবে আমার মনে হয় না এদুটোর মধ্যে কোন মিল আছে। ব্যাপারটা খুবই সরল, ভদ্রলোক বোধ হয় চেয়েছিলেন অল্পবয়সী কোন একটি মেয়ের সঙ্গ, যে তাকে মজার কথা বলে আনন্দ দিতে পারত সব সময়। নিজের বোন হয়তো সব সময় খবরদারী করে তার ভুল ধরতে চাইত. সেক্ষেত্রে খরচ হয়তো সংসারে ঢের কমই হত, তবু।'

একটু নীরবতার পর মিস মারপল বললেন, 'এছাড়াও আবার ছিলেন মিঃ ব্যাজার যার ওষুধের দোকান ছিল। যে মেয়েটি প্রসাধন বিভাগে কাজ করত তাকে নিয়ে নানা কথা রটেছিল। তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন যে তিনি ওই মেয়েটিকে নিজেদের মেয়ের মত বাড়িতেই রাখতে চান। অবশ্য মিসেস ব্যাজার কথা সেভাবে দেখতে রাজি হননি।'

স্যর হেনরি বললেন, 'মেয়েটি যদি তার সমাজের কেউ হত—কোন বন্ধুর সন্তান বা—।'

মিস মারপল বাধা দিলেন, 'না, না, তাহলে তার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা তেমন সুখকর হত না। এটা অনেকটা রাজা বক্ষেচুয়া আর ভিখারিনীর মত। আপনি সত্যিই যদি কোন একাকীত্বে ভুগে চলা বৃদ্ধ হন, আর যদি আপনার পরিবারের সকলে আপনাকে অবহেলা করে চলে—, 'একটু থামলেন মিস মারপল তারপর বলে চললেন, 'সে ক্ষেত্রে এমন কারো সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুললে যে আপনার সদাশয়তায় মুগ্ধ হবে—অতি নাটকীয় মনে হলেও এটা ঢের বেশি কাজের হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেকে আপনি অনেক মহান বা উদার বলে ভাবতে পারেন—দয়ালু রাজার মতই! যে দয়ার পাত্রী হবে সে নিশ্চয়ই প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর সেটাও আপনার মন আনন্দে উদ্বেল করে তুলতে পারবে। মিঃ ব্যাজার দোকানের সেই মেয়েটিকে নানা রকম দামী উপহার দিয়ে প্রায় কিনে ফেলেছিলেন—একটা

হীরের বালা, আর খুবই দামী একটা রেডিও-গ্রামোফোনও দিয়েছিলেন। নিজের জমানো টাকার অনেকটাই তাকে খরচ করতে হয় এজন্য। যাই হোক, মিঃ ব্যাজার মিস হারবটলের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন—এসব ক্ষেত্রে বিয়ে অবশ্য সহায়ক হয়—তিনি কয়েকটা ব্যাপার খোঁজ করে জেনে ফেলেন। এরপর মিঃ ব্যাজার যখন দেখলেন সেই মেয়েটি আবার এক অত্যন্ত কুরুচিকর এক ছোকরার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে চলেছে,—ছোকরা আবার ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে জড়িত ছিল—মেয়েটি তাকে টাকা দিতেই হীরের বালা বাঁধা রাখে। ভদ্রলোক এতে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়ায় সব সম্পর্ক ওখানেই একেবারে চুকে গিয়েছিল। তিনি মিসেস ব্যাজারকে পরের বড়দিনে একটা হীরের আংটি উপহার দিয়েছিলেন।'

মিস মারপলের বিচক্ষণ চোখের দৃষ্টি স্যর হেনরির চোখে পড়ল। তিনি আশ্চর্য হলেন মিস মারপল কি তাকে কোন ইঙ্গিত করতে চাইলেন?

স্যর হেনরি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন রুবি কীনের জীবনে যদি কোন তরুণ কেউ থাকত, তাহলে তার প্রতি আমার বন্ধুর মনোভাব অন্যরকম হতে পারত?'

'এটা হওয়া সম্ভব ছিল,' মিস মারপল বললেন। 'আমার মনে হয় দু এক বছরের মধ্যেই তিনি ওর বিয়ের ব্যবস্থাও করার কথা ভাবতে পারতেন—আবার হয়তো তা নাও পারতেন কারণ পুরুষরা একটু স্বার্থপর। তবে আমার ঠিকই ধারণা যে রুবি কীনের জীবনে যদি তরুণ থেকে থাকত তাহলে সে সেকথা গোপন রাখতেই চাইত।'

'আর তরুণও এটা ভালভাবে গ্রহণ করত না?' স্যর হেনরি উত্তর দিলেন।

'সম্ভবতঃ এটা খুবই সাধারণ সমাধান। আমার মনে পড়ছে যে রুবি কীনের মাসতুতো বোনকে, যে আজ সকালে গমিংটনে ছিল, খুব ক্রুদ্ধ মনে হয়েছিল রুবি কীনের উপর। আপনি আমাকে যা বলেছেন তাতেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোন সন্দেহ নেই সে এই ব্যাপারে বেশী ভাল কিছু লাভ করারই আশায় ছিল।'

'বেশ নিষ্ঠুর চরিত্রের অধিকারিণী, কি বলেন?'

'না, একথা বললে বড় বেশি রকম বলা হবে মনে হয়।' বেচারীকে জীবন ধারণের জন্য আয় করতে হত, আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না সে আবেগে জর্জরিত হবে যেহেতু একজন ভাল অবস্থার পুরুষ ও মহিলা—

মিঃ গ্যাসকেল ও মিসেস জেফারসন সম্পর্কে যেমন জানিয়েছেন আপনি—তাদের আরও বেশ কিছু ভালরকম অর্থ হাত ছাড়া হতে চলেছিল যে টাকায় তাদের নৈতিক কোন অধিকার নেই। আমি বলতে চাই মিস টার্নার একজন ভাল মেজাজ, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের, অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণী, কড়া ধাতের আর জীবন উপভোগেও তৈরি মেয়ে। অনেকটা সেই রুটিওয়ালার মেয়ে যেসি গোল্ডেনের মত,' মিস মারপল বললেন।

'তার কি হয়েছিল ?' জানতে চাইছিলেন স্যর হেনরি।

'সে এক নার্শারী গভর্নেসের শিক্ষা নিয়েছিল আর বিয়ে করে সেই বাড়ির ছেলেকে; ছেলেটি ভারত থেকে ছুটি কাটাতে বাড়ি এসেছিল। আমার বিশ্বাস সে স্ত্রী হিসেবে বেশ ভালই হয়।'

স্যর হেনরি এবার এইসব ছোটখাটো আশ্চর্য ঘটনার বাইরে আসার জন্যই নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বললেন, 'আপনার কি মনে হয় আমার বন্ধু কনওয়ে জেফারসনের এই ধরনের—মানে আপনার কথা মত ওই 'কয়েচুয়া' জটিলতা আচমকা গড়ে ওঠার কোন কারণ আছে ?'

'হ্যাঁ, থাকতে পারে।'

'কিভাবে ?'

একটু ইতস্ততঃ করে মিস মারপল বললেন, 'আমার ধারণা—এটা আমারই ব্যক্তিগত ধারণা অবশ্যই—যে খুব সম্ভব তাঁর জামাতা আর পুত্রবধূ আবার বিয়ে করতে চেয়ে থাকতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই তাঁর তাতে আপত্তির কারণ থাকবে না ?'

'ওহ না, আপত্তি নয়। তবে আপনাকে এ ব্যাপারটা তাঁরই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তার জীবনে বিরাট এক আঘাত আর বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যায়, এটা ওদের জীবনেও আসে। তিনজন শোকার্ত মানুষ একই বাড়িতে বাস করে চলেছিলেন আর তাঁদের মধ্যে যোগসূত্রও ওই বিয়োগান্ত ঘটনা। তবে সময় হল সবচেয়ে বড় আঘাত নিবারক, আমার মা একথাই বলতেন। সময়ের মত কিছু নেই। মিঃ গ্যাসকেল আর মিসেস জেফারসনের বয়স কম। নিজের অজ্ঞাতেই তারা হয়তো বা কিছু অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছিলেন তাদের অতীত জীবনের দুঃখের যোগসূত্রে এভাবে গ্রথিত থাকার জন্য। আর তাই এই ধরনের কিছু উপলব্ধি করার ফলেই বৃদ্ধ মিঃ জেফারসন হয়তো কিছু অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। উৎসের কারণ না বুঝেই তিনি টের পেয়েছিলেন হঠাৎই কোনরকম সহানুভূতির অভাব। সাধারণতঃ এমনই

হয়। ভদ্রলোকেরা সবসময়েই অবহেলিত বলে ভাবেন। মিঃ হারটনের বেলায় মিস হারবটল প্রায় বাইরে যেতেন। আর মিঃ ব্যাজারের ক্ষেত্রে মিসেস ব্যাজারের আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল তিনি যেতেন আত্মা নামানোতে অংশ নিতে।'

'আমি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি,' স্যর হেনরি একটু অসন্তোষের স্বরে বলে উঠলেন, 'আপনি যেভাবে সব পুরুষকেই এক গোত্রে ফেললেন তা আমার পছন্দ নয়।'

মিস মারপল দুঃখিত ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকালেন, 'মানুষের স্বভাব সব জায়গাতেই সমান, স্যর হেনরি।'

স্যর হেনরি তিক্ত স্বরে বললেন, 'মিঃ হারবটল! মিঃ ব্যাজার আর বেচারা কনওয়ে জেফারসন। আমি ব্যক্তিগত বিষয় টেনে আনা খুবই অপছন্দ করি, কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই আপনার গ্রামের কোথাও এ রকম একই ধরনের ব্যাপার চোখে পড়েছে কিনা আপনার?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছে, যেমন ব্রিগমের ব্যাপারটা।'

'ব্রিগম কে?'

'সে ছিল ওল্ড হলের প্রধান মালী। এর মত ভালো লোক পাওয়া যায় নি। অন্য সব মালীরা কখন কাজে ফাঁকি দিচ্ছে ও ঠিক জানত। অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল ওর। ও সবদিক সামলাতো মাত্র তিনজন লোক আর একটা ছেলেকে দিয়ে। ছজন লোক দিয়ে যা হত না ও বাগানটা ঝকঝকে রাখত ওই তিনজনকে দিয়ে। সে সুইটপীর জন্য বেশ কয়েকবার পুরস্কারও পায়। এখন অবশ্য সে অবসর নিয়েছে।'

'আমার মত,' স্যর হেনরি বললেন।

'তবে লোক পছন্দ হলে সে এখনও কিছু কাজ করে।'

'আহ!' স্যর হেনরি বললেন। 'এবারেও সেই আমার মত। আমিও এখন এটাই করছি। কাজ করছি। একজন বন্ধুকে সাহায্য করার কাজ।'

'দুজন বন্ধুর।'

'দুজন?' স্যর হেনরি একটু ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন।

মিস মারপল বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি মিঃ জেফারসনের কথা ভাবছিলেন। তবে আমি তার কথা ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম কর্নেল আর মিসেস ব্যান্ট্রির কথা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি,' তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন। 'এই জন্যই কি আপনি

ডলি ব্যাণ্ট্রিকে বেচারী বলেছিলেন একেবারে কথা শুরুর সময় ?'

'হ্যাঁ। সে এখনও সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি। একথা আমি জানি কারণ আমার অভিজ্ঞতা বড্ড বেশি। এবার বুঝেছেন, স্যার হেনরি। আমার তাই মনে হয়েছে এমন কোন এক সম্ভাবনা রয়েছে যে এই ধরনের অপরাধের হয়তো কোনদিন সমাধান হবে না। এটা অনেকটা ব্রাইটনের সেই ট্রাঙ্ক হত্যাকান্ডর মত। আর তা যদি হয় তাহলে সেটা ব্যাণ্ট্রিদের পক্ষে ভয়ানক রকম ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। কর্নেল ব্যাণ্ট্রি অন্যান্য সব অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের মত খুবই অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। জনগণের মতামতের সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া খুবই প্রবল। গোড়ার দিকে তিনি হয়তো এটা লক্ষ্য করবেন না কিন্তু এরপর তা তাঁকে প্রায় চেপে ধরতে শুরু করবে। কখনও এখানে আবার কখনও সেখানে কিছু ঘটবে, অনেক সময় তাঁর আমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাখ্যান করবে, তারপর আস্তে আস্তে নানা ওজোর আপত্তির জন্ম হবে আর ধীরে ধীরে তার উপর এর প্রভাব পড়তেও আরম্ভ করবে। এবারই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইবেন খোলসের মধ্যে, আর হয়ে যাবেন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত আর দুঃখী।'

'আপনার কথা যে সঠিক অনুধাবন করেছি, মিস মারপল, তা আমাকে প্রথমে বুঝে নিতে দিন। আপনি বলতে চাইছেন যে যেহেতু মৃতদেহটা তারই লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে, লোকে ভাবতে চাইবে ও ঘটনায় তার কোন-না কোন রকম হাতছিল, এই তো ?'

'নিশ্চয়ই লোকে এই রকমই বলাবলি করবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে লোকে এরকম ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে। পরে এটা আরও বাড়তে চাইবে। এর পরিণতিতে লোকে ব্যান্ট্রিদের ভীষণভাবে এড়িয়ে চলতে চাইবে। আর ঠিক এই জন্যই সত্য প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত দরকার, এইজন্যই আমি ডলির সঙ্গে এখানে আসতে রাজি হয়েছি। খোলাখুলি কোন অভিযোগ করা এক কথা, আর এরকম হলে একজন যোদ্ধা তার মুখোমুখি হতে পারে। সে ক্রুদ্ধ হয় আর লড়াই করার একটা সুযোগও তার থাকে। অন্যাদিকে এই চাপা ফিসফিসানি মানুষকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ওটা তাই ওদের দুজনকেই গুঁড়িয়ে দেবে। তাই দেখতে পাচ্ছেন, স্যার হেনরি, আমাদের আসল সত্য খুঁজে পেতেই হবে।'

স্যার হেনরি বললেন, 'আপনার কোন ধারণা আছে মৃতদেহটা ওদের বাড়িতে কেন পাওয়া গেল ? এর নিশ্চয়ই কোন ব্যাখ্যা আছে ? কোন

যোগসূত্রও থাকা সম্ভব ?'

'ওহ, অবশ্যই।'

'মেয়েটিকে শেষবারের মত এখানে দেখা গিয়েছিল রাত এগারোটার বিশ মিনিট আগে। ডাক্তারি সাক্ষ্য অনুযায়ী তার মৃত্যু ঘটে মাঝ রাতের কাছাকাছি। গমিংটন এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। এই পথের প্রথম ষোল মাইল বেশ ভাল, তারপর প্রধান রাজপথ ছাড়ালে রাস্তা ভাল নয়। খুব শক্তিশালী গোছের গাড়িতে এপথ হয়তো আধ ঘণ্টায় পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাধারণভাবে গাড়ি চলে ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল। কিন্তু কথা হল কেউ তাকে এখানে খুন করে তার দেহটা গমিংটনে নিয়ে যাবে কেন বা তাকে গমিংটনে নিয়ে গিয়েই বা খুন করবে কেন, এ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আপনার মাথায় ঢুকবে না, কেন না ব্যাপারটা মোটেই তা হয়নি।'

'আপনি কি বলতে চান কোন লোক তাকে গাড়িতে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর খুন করে তারপর তাকে পথে কোন পছন্দসই বাড়ি পেয়ে তার মধ্যে দেহটা ফেলে রাখতে চায় ?'

স্যর হেনরি বললেন।

মিস মারপল বললেন, 'আমার মনে হয় না এরকম কোন কিছু ঘটেছিল। আমার ধারণা এজন্য খুব গোপন একটা মতলব গড়ে তোলা হয়েছিল। আসলে যা ঘটে তা হল পরিকল্পনাটা ভেস্তে গিয়েছিল।'

স্যর হেনরি অবাক হয়ে তাকালেন। তিনি বললেন, 'পরিকল্পনা ভেস্তে যায় কেন ?'

মিস মারপল কিছুটা মাপ চাইবার ভঙ্গীতে বললেন, 'ও ধরনের অদ্ভূত ব্যাপার কখনও কখনও ঘটে, তাই না ? আমি যদি বলি এই বিশেষ পরিকল্পনাটা ভেস্তে গিয়েছিল কারণ মানুষ বড় বেশি ভুলপ্রবণ আর অনুভূতিও তাদের ে াালো। লোকে যেমন মনে ভাবে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি, তাহলে আমার কথা যুক্তিপূর্ণ মনে হবেনা, কি বলুন ? তবে আমার এরকমই মনে হয় আর—', আচমকা চুপ করে গেলেন মিস মারপল। 'ওই যে মিসেস ব্যান্ট্রি এসে গেছেন।'

বারো

মিসেস ব্যাণ্ট্রি অ্যাডিলেড জেফারসনের সঙ্গে ছিলেন। তিনি স্যর হেনরির কাছে এগিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমিই,' বলে মিসেস ব্যাণ্ট্রির দুই হাত নিজের মুঠোয় নিলেন স্যর হেনরি। 'এই ঘটনার কথা শুনে আমি যে কতখানি দুশ্চিন্তায় পড়েছি তা বলবার নয়, মিসেস বি।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি যন্ত্রের মত বলে উঠলেন, 'আমাকে মিসেস বি বলবেন না। আর্থার এখানে নেই। সে সব ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বের বলে ভাবছে। মিস মারপল আর আমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যই এসেছি। আপনি মিসেস জেফারসনকে চেনেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা পরিচিত।'

স্যর হেনরি করমর্দন করলেন।

অ্যাডিলেড জেফারসন বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমার শ্বশুরের দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।'

'শুনে খুশি হলাম। ওঁর সম্পর্কে আমাদের খুবই উদ্বেগ রয়েছে। ওঁর ভয়ানক আঘাত লেগেছে।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'চলুন, বারান্দায় গিয়ে একটু পানীয় নিয়ে কথা বলা যাক।'

চারজন এবার বেরিয়ে সেদিকে গিয়ে মার্ক গ্যাসকেলের সঙ্গে যোগ দিলেন। গ্যাসকেল বারান্দায় একাই বসেছিলেন কোণের দিকে।

সাধারণ দু-একটা কথাবার্তার পর পানীয় এসে পেঁছলে মিসেস ব্যাণ্ট্রি প্রচণ্ড উৎসাহে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আক্রমণ করলেন, 'এবার আমরা ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারি। আমি বলতে চাই এখানে আমরা যারা আছি তারা সকলেই পুরানো বন্ধু—শুধু মিস মারপল ছাড়া, আর তিনি অপরাধের ব্যাপারে সব জানেন। তাছাড়া তিনি সাহায্য করতে চান।'

মার্ক গ্যাসকেল মিস মারপলের দিকে একটু বিহ্বল হয়ে তাকালেন। সে সন্দেহের সুরে বলল, 'আপনি—ইয়ে—আপনি কি গোয়েন্দা গল্প লেখেন?' ওর ধারণায় গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন একমাত্র তারাই যারা

লিখতে পারেন বলে মনে হয় না। মিস মারপলকে তার অবিবাহিতা সুলভ প্রধান যুগোপযোগী পোষাকে এমনই কেউ বলে ওর মনে হল।

'ওহ্, না, আমি সেরকম চালাকচতুর নই,' মিস মারপল বললেন।

'উনি অসাধারণ,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'আমি এই মুহূর্তে বোঝাতে পারব না, তবে উনি হলেন···এবার, অ্যাডি, আমি সব ব্যাপারটা জানতে চাই। এই মেয়েটা আসলে কি রকম ছিল ?'

'কি যে বলি—,' অ্যাডিলেড জেফারসন একটু থেমে একবার মার্ককে লক্ষ্য করে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'আপনি যা সোজাসুজি বলেন—।'

'তুমি তাকে পছন্দ করতে ?'

'না, আমি পছন্দ করতাম না।'

'ও সত্যিকার কেমন ধরনের ছিল ?' মিসেস ব্যাণ্ট্রি এবার তাকালেন মার্ক গ্যাসকেলের দিকে।

মার্ক ইচ্ছাকৃতভাবে বলল, 'সাধারণ মাপের সোনার তাল খুঁজে ফেরা গোছের। কায়দাটা ওর ভালই রপ্ত ছিল। জেফকে বঁড়শিতে ভাল করেই গেঁথেছিল।' দুজনেই তাদের শ্বশুরকে জেফ বলেই সম্বোধন করে।

স্যর হেনরি তিক্তভাবে লক্ষ্য করলেন মার্ক গ্যাসকেলকে। তার মনে জাগল 'অসাধারণ কথাবার্তা এতটা স্পষ্টভাষী হওয়া ঠিক নয়।'

তার আগাগোড়াই মার্ক গ্যাসকেলকে পছন্দ হয়নি। লোকটার আকর্ষণী শক্তি আছে, তবে বিশ্বাস করা চলে না—বড় বেশি কথা বলে, বেশি রকম অহংকারী—আস্থা রাখা যায় না। স্যর হেনরির মাঝে মাঝে অবাক লাগে কনওয়ে জেফারসনও এরকম ভাবেন কিনা।

'কিন্তু আপনারা কি কিছু করতে পারতেন না ?' মিসেস ব্যাণ্ট্রি প্রশ্ন করলেন।

মার্ক শুষ্কস্বরে বলল। 'হয়তো পারতাম, সময় মত যদি টের পেতাম।' মার্ক অ্যাডিলেডের দিকে চকিত দৃষ্টি মেলে তাকালে সে একটু লাল হয়ে উঠল। সে দৃষ্টিতে কিছুটা অনুযোগ মেশানো ছিল।

অ্যাডিলেড বললেন, 'মার্ক ভাবে কি হতে যাচ্ছে আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'বুড়ো খোকাকে তুমি বড় বেশি একা রেখে ভুল করেছ, অ্যাডি। টেনিস আর এইসবে বড় বেশি মন দিয়েছ।'

'যাই হোক, আমারও একটু ব্যায়াম দরকার ছিল,' মার্জনা চাইবার স্বরে বললেন অ্যাডিলেড।' তবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে—।'

'না,' মার্ক বলল, 'আমাদের দুজনের কেউই কথাটা স্বপ্নেও ভাবিনি। জেফ বরাবরই খুব ঠান্ডা মাথার বুদ্ধিমান বুড়ো খোকা—'

মিস মারপল এবার কথাবার্তায় অংশ নিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোকেরা কিন্তু যেমন দেখায় সেরকম ঠাণ্ডা মাথার মানুষ নন।' মিস্ মারপল তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বিপরীত মেরুর মানুষদের যেন বুনো জন্তুর মতই মনে করে কথাটা বললেন।

'আমার মনে হয় আপনার কথা ঠিকই,' মার্ক বলল। 'দুর্ভাগ্যবশতঃ, মিস মারপল, এটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা শুধু আশ্চর্য না হয়ে পারিনি বুড়ো ওই রকম নীরস আর সস্তা মেয়ের কৌশলে ভুলে কি দেখলেন। তবে আমরা জেফকে হাসিখুশি রাখতেই চেষ্টা করেছি। আমরা তোই ভেবেছিলাম মেয়েটার মধ্যে দোষের মত বা ক্ষতিকর কিছু নেই। ক্ষতিকর কিছু নেই, তাই বটে! ইচ্ছে ছিল ওর ঘাড় মুচড়ে দিই।'

'মার্ক,' অ্যাডি বললেন, 'কথাবার্তা একটু সমঝে বলার চেষ্টা কর।'

মার্ক ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'মনে হয় তাই করা উচিত। না হলে লোকে হয়তো ভাবতে চাইবে আমি সত্যিই মেয়েটার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছি। তা যাহোক, আমি বোধ হয় সন্দেহের তালিকাতেই আছি। মেয়েটার মৃত্যু যদি কেউ সত্যি চেয়ে থাকে তাহলে তারা হল অ্যাডি আর আমি।'

'মার্ক', মিসেস জেফারসন হাসি আর রাগ মেশানো স্বরে বলে উঠলেন, 'এ ধরনের কথা বলো না দয়া করে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মার্ক গ্যাসকেল শান্ত হয়ে বলল। তবে আমি মনের কথা সাফ সাফ বলে ফেলি এই আমার দোষ। আমাদের শ্বশুর মশায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ওই অশিক্ষিত হাবাগবা খুদে শয়তানীকে দিতে যাচ্ছিলেন, ভাবুন!'

'মার্ক, এভাবে কখনই বলা উচিত নয়, সে মারা গেছে!'

'হ্যাঁ, সে মরেছে, বেচারী শয়তানী। তবে প্রকৃতি তাকে যা যা দিয়েছিল সেগুলো সে ব্যবহার করবে-নাই-বা কেন। আমি এসব বিচারের কে? জীবনে খারাপ পথে কাজ তো কম করিনি। না, আমাদের বলা উচিত এরকম মতলব ফেঁদে বসার অধিকার রুবির ছিল, আর আমরা হলাম গবেট, তাড়াতাড়ি ওর দাবার খুঁটি হইনি বলে।'

স্যার হেনরি বলে উঠলেন, 'কনওয়ে যখন আপনাদের জানান তিনি মেয়েটিকে দত্তক নিতে চলেছেন তখন আপনারা কি বলেছিলেন ?'

মার্ক হাত ছুঁড়ে বলল, 'আমরা কি বলতে পারতাম ? অ্যাডি সব সময়েই ভালমানুষ পুত্রবধূ তাই সে চমৎকার ভাবেই নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ রেখেছিল। বেশ সাহসী ভঙ্গীতেই সব মেনে নেয়। আমিও ওর ভঙ্গী নকল করার চেষ্টা চালাই।'

'আমি হলে কিছু বলতাম!' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বলে উঠলেন।

'যাই বলুন, সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের আপত্তি জানানোর অধিকার ছিল না। টাকাটা জেফের। আমরা তার রক্তের সম্পর্কে কেউ নই। তিনি চিরকাল আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে এসেছেন। তাই হাত কামড়ানো ছাড়া আমাদের করার কিছুই ছিল না,' একটু পুরনো কথা ভাবতে চাইল মার্ক। 'তবে ওই খুদে রুবিকে আমরা ভাল চোখে দেখিনি।'

অ্যাডিলেড জেফারসন বললেন, 'শুধু মেয়েটা যদি অন্য কোন ধরনের মেয়ে হত। জেফের দুজন ধর্মসন্তান ছিল, জানেন বোধ হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি হত—অন্ততঃ তাহলেও আমরা বুঝতাম,' অ্যাডিলেড কিছুটা তিক্ততার সঙ্গে জানালেন। 'তাছাড়া জেফ পিটারকেও বেশ পছন্দ করেন।'

'নিশ্চয়ই,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'আমি জানতাম পিটার তোমার প্রথম স্বামীর ছেলে, তবু ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার খালি মনে হত পিটার মিঃ জেফারসনেরই নাতি।'

'আমিও তাই ভাবতাম,' অ্যাডিলেড বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে মিস মারপল ওর দিকে তাকালেন।

'সবই যোসির দোষ,' মার্ক বলে উঠল। 'যোসিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল।'

অ্যাডিলেড বললেন! 'ওহ, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না এরকম ও করেছিল ইচ্ছে করেই ? তুমি যোসিকে বরাবর পছন্দ করে আসছ।'

'হ্যাঁ, ওকে পছন্দ করি। ভাবতাম ও বেশ মজার মেয়ে।'

'মেয়েটাকে এখানে আনা নিছক দুর্ঘটনাই বলতে পারা যায়।'

'যোসির মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, দারুণ মেয়ে ও।'

'হ্যাঁ, তবুও ওর কি ব্যাপারটা আঁচ করা উচিত ছিলনা ?'

মার্ক বলল, 'না, সেটা সে পারত না। এটা স্বীকার করতে হবে। আমি কখনই বলতে পারব না সেই সব মতলব এঁটেছিল। তবে আমার সন্দেহ নেই

ও সব ব্যাপারটা পাকাপাকি হওয়ার ঢের আগেই ও টের পেয়েছিল বাতাস কোনদিকে বইছে, তবে ও চুপচাপই ছিল।'

অ্যাডিলেড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার মনে হয় এ জন্য তাকে দোষ দেবে না কেউ।'

মার্ক বলল, 'কেউ কোন কিছুর জন্যই কাউকে দোষ দেয় না।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি প্রশ্ন করলেন, 'রুবি কীন কি খুব সুন্দরী ছিল?'

মার্ক প্রায় অবাক হয়ে তাকাল। 'আমার ধারণা আপনি দেখেছেন—,'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ওহ্, হ্যাঁ, আমি ওকে দেখেছি—মানে ওর দেহটা। তবে ওকে গলাটিপে মারা হয়েছিল, তাই কারো পক্ষে বলা শক্ত যে—' একটু কেঁপে উঠলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

মার্ক চিন্তিতভাবে বলল, 'আমার মনে হয় না ও খুব সুন্দরী ছিল। কোন প্রসাধন ছাড়া তো কখনই নয়। অনেকটা বেজির মত ছোট্ট মুখ, চিবুক প্রায় ছিলই না, বড় বড় কোদাল দাঁত, চোখে পড়েনা এমন নাক—।'

'শুনেই গা ঘিনঘিন করছে,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি মন্তব্য করলেন।

'ওহ্ না, তা বলা ঠিক হবে না। যা বললাম একটু মেকআপ করে নিলে ভালই লাগত ওকে···তাই নয়, অ্যাডি?'

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক, অনেকটা চকোলেটের বাক্সর মত, গোলাপী আর সাদা রঙের খেলা। তবে চোখদুটো নীল আর সুন্দর ছিল।'

'হ্যাঁ, নিষ্পাপ দৃষ্টি আর ঘন কালো করে কাজল মাখানো চোখের পাতা নীল দিগন্ত ফুঁড়ে। ওর চুল অবশ্যই ব্লিচ করা ছিল। এও সত্যি, যখন কথাটা ভাবি রঙের ব্যাপারে—কৃত্রিম রঙের ক্ষেত্রে যদিও—ওর সঙ্গে আমার স্ত্রী রোজামণ্ডের যেন কি রকম মিল ছিল। আমার নিশ্চয়ই এটাই ঠিক বলে মনে হয় বুড়োর এই জন্যেই ওর প্রতি টান ছিল।' ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'যাহোক, ঘটনাটা খুবই বাজে। সবচেয়ে ভয়ানক হল অ্যাডি আর আমি খুশি না হয়েও পারছিনা মেয়েটা মারা যাওয়ায়।' এবার অ্যাডিলেড জেফারসন ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে উঠলে মার্ক বাধা দিল তাকে, 'এতে কোন লাভ নেই, অ্যাডি। তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি। আমারও একই রকম হচ্ছে, তবে আমি কোন ভান করিনা। তবে একই সঙ্গে, কি বলতে চাই নিশ্চয়ই বুঝবেন, আমি সত্যিই পুরো ব্যাপারটার জন্য জেফকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এটা তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। আমি—,' মার্ক থেমে দরজার বাইরে লাউঞ্জ আর তার পাশের সিঁড়ির দিকে তাকাল। 'আরে,

আরে, দেখ কে এসেছে…। তুমি কি রকম অবিবেকি মেয়ে মানুষ একবার দেখ, অ্যাডি।'

মিসেস জেফারসন কাঁধের পাশ দিয়ে তাকালেন। অস্ফুট একটা শব্দ করে তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন, মুখে রঙের ছোপ। তিনি দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন একজন দীর্ঘকায় মাঝবয়সী, পাতলা বাদামী মুখ মানুষের দিকে, ভদ্রলোক কিছুটা অস্থির হয়ে তাকাচ্ছিলেন।

মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন, 'হুগো ম্যাকলীন বলে মনে হয় না?'

মার্ক গ্যাসকেল বলল, 'অবশ্যই হুগো ম্যাকলীন ওরফে উইলিয়াম ডবিন।'

মিসেস ব্যান্ট্রি বিড়বিড় করে বললেন, 'উনি খুবই বিশ্বস্ত, তাই না?'

'একেবারে পোষাকুকুরের মত,' মার্ক বলল। 'অ্যাডি একটু সিস দিলেই হল হুগো পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকলেও লাফাতে লাফাতে ছুটে আসবে। ওর সব সময় আশা অ্যাডি ওকে একদিন বিয়ে করবে। আমি ভাবি সত্যিই করবে কি না।'

মিস মারপল উজ্জ্বল মুখে ওদের লক্ষ্য করে বললেন, 'বুঝেছি। একটু রোমান্সের ব্যাপার?'

'বলতে পারেন আদ্যিকালের মত,' মার্ক জানাল। 'এ ব্যাপার বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। অ্যাডি ওই ধরনেরই স্ত্রীলোক।' একটু চিন্তিত-ভাবে ও বলল। 'আমার মনে হয় অ্যাডি ওকে আজই সকালে টেলিফোন করেছিল। যদিও করার কথা ও আমায় বলেছিল।'

এডওয়ার্ড সন্ত্রস্তভাবে বারান্দা দিয়ে এসে মার্কের পাশে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'মাপ করবেন, স্যার, মিঃ জেফারসন আপনাকে এখনই একবার ডাকছেন।'

'বল, এখনই আসছি,' মার্ক প্রায় লাফিয়ে উঠল। উপস্থিত সকলকে ও বলল, 'আপনাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে।'

মার্ক বিদায় নিতে মিস মাপরল চিন্তিতভাবে অ্যাডিলেড জেফারসনকে তার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বললেন, 'আমি ভাবছি উনি খুবই স্নেহময়ী মা।'

'ওহ, নিশ্চয়ই ও তাই,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন। 'ও পিটারকে খুবই ভালবাসে।'

'উনি যেমন ধরনের স্ত্রীলোক,' মিস মারপল বললেন, 'তাতে সবাই তাকে

ভালবাসবে। এমন ধরনের মেয়ে যে বারবার বিয়ে করতে পারে। আমি অবশ্য কোন পুরুষের জন্য স্ত্রীলোক বলছি না—সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।'

'আপনি কি বলতে চান সেটা বুঝেছি,' স্যর হেনরি বললেন।

'আপনারা দুজনেই যা বলছেন তাতে মনে হয় ও একজন ভাল 'শ্রোতা,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন।

স্যর হেনরী হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, 'আর মার্ক গ্যাসকেল?'

'আহ,' মিস মারপল বললেন। 'উনি কিছুটা হীনমনা মানুষ।'

'গ্রামের কোন সমান্তরাল উদাহরণ দিতে পারেন?'

'পারি।' যেমন ধরুন, স্থপতি মিঃ কারগিল। তিনি লোককে বোকা বানিয়ে তাদের বাড়িতে অনেক কিছুই করিয়ে ছিলেন যা তারা চায় নি। আর এসব কাজে কতটাকা নিয়েছেন। তবে এত টাকা কেন নিয়েছিলেন বেশ সুন্দর বুঝিয়ে দিতে পারতেন। নীচুমনের মানুষ। তিনি বিয়ে করেছিলেন আসলে টাকাকে। মিঃ গ্যাসকেলও ঠিক তাই, আমার ধারণা।'

'আপনার তাকে পছন্দ নয়?'

'হ্যাঁ, আমি পছন্দ করি। বেশির ভাগ মেয়েই তাই করবে। তবে ও আমায় দলে টানতে পারবে না। আমার ধারণা ও খুবই আকর্ষক এক পুরুষ। তবে একটু হয়তো বুদ্ধির ঘাটতি রয়েছে, যে ভাবে ও কথা বলে তাতেই মনে হয়।'

'বুদ্ধিহীন কথাটাই ঠিক,' স্যর হেনরি বললেন। 'সতর্ক না হলে এক-দিন ও বিপদে পড়বে।' সাদা ফ্ল্যানেলের পোশাক পরিহিত এক তরুণ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় এসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে অ্যাডিলেড জেফারসন আর হুগো ম্যাকলীনের দিকে তাকাল। 'এবং ইনি হলেন 'ফক্স', যাকে আমরা স্বার্থজড়িত পার্টি বলতে পারি। ও আবার টেনিস ও নৃত্যে পেশাদার রেমন্ড স্টার, রুবি কীনের জুড়ি।'

মিস মারপল সাগ্রহে তার দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'ওকে দেখতে খুবই সুপুরুষ বলতেই হবে।'

'আমারও সেই রকম ধারণা।'

'অবাস্তব কথা বলবেন না, স্যর হেনরি,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন। 'এতে ভাববার কিছু নেই। ও দেখতে ভালই।'

মিস মারপল আস্তে আস্তে শুধু বললেন, 'মিসেস জেফারসন বোধ হয় টেনিস খেলা শিখছেন বললেন।'

'তোমার এ কথার কোন উদ্দেশ্য আছে জেন, না নেই ?'

এত সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় পেলেন না মিস মারপল। বাচ্চা কারমেলি বারান্দা থেকে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

সে স্যর হেনরিকে বলল, 'আচ্ছা, আপনিও কি একজন গোয়েন্দা? আপনাকে ওই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম—ওই মোটা লোকটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই, তাই না?'

'ঠিক বলেছ—খোকা।'

'আমাকে কে যেন বলেছে আপনি লণ্ডনের একজন মস্ত বড় গোয়েন্দা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মাথা বা ওই রকম কি যেন।'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মাথা বইয়ে সব কাজেই হেরে যান, তাই না?'

'না, না, আজকাল তা হয় না। পুলিশকে নিয়ে ঠাট্টা একদম সেকেলে ব্যাপার। কে খুন করেছে জানতে পেরেছ নাকি?'

'এখনও পারিনি তো।'

'তুমি খুব মজা পাচ্ছ এ ব্যাপারে, পিটার?' মিসেস ব্যাণ্ট্রি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, একটু পাচ্ছি। একটু অন্য রকম লাগছে কিনা। আমি খালি খুঁজছি যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়, কিন্তু ভাগ্য ভাল নয় বলে পাই নি। তাহলেও একটা স্মৃতিচিহ্ন পেয়েছি। দেখবেন আপনারা? ভাবুন, মা ওটা ফেলে দিতে বলেছিলেন। আমার মনে হয় বাবা-মা'রা মাঝে মাঝে যেন কেমন হয়ে যায়।' পিটার ওর পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করল। দেশলাইটা এবার টেনে খুলে সে ওর মহামূল্যবান জিনিসটা দেখাতে চাইল। 'দেখছেন, এটা একটা নখের টুকরো। সেই মেয়েটার নখ। আমি এটাতে লেবেল সেঁটে রাখব 'খুন হওয়া মেয়ের 'নখ' বলে আর স্কুলেও সবাইকে দেখাব। এটা দারুণ একটা স্মৃতিচিহ্ন, তাই না?'

'এটা কোথায় পেলে তুমি?' মিস মারপল জানতে চাইলেন।

'যাই বলুন, আমার খুব ভাগ্য। কারণ আমি তো তখন জানতাম না ও খুন হবে গত রাত্তিরে। গতকাল রাত্তিরে ডিনারের ঠিক আগে ব্যাপারটা হল। রুবির নখ যোসির শালে আটকে গিয়েছিল আর তাই ওটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। মা ওটা কেটে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে নখের টুকরোটা দিয়ে বাজে কাগজের ঝোরায় ফেলে দিতে বলেছিলেন, আমিও তাই করব ভেবেও নিজের পকেটে রেখে দিই। আজ সকালে মনে পড়তেই দেখতে গেলাম নখটা'এখনও

পকেটে আছে কিনা, ওটা সত্যিই তাই ছিল। তাই বেশ একটা স্মৃতি-চিহ্ন হল ওটা।'

'উঃ কি বিশ্রী ব্যাপার,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন।

পিটার নরম গলায় বলল, 'আপনি বুঝি তাই ভাবছেন?'

'আর কোন স্মৃতিচিহ্ন পেয়েছ?' স্যর হেনরি বললেন।

'তা ঠিক জানিনা। আর একটা জিনিসও পেয়েছি, সেটাও হতে পারে।

'কি জিনিস বলে দাও তো।'

পিটার একটু ভাবনা নিয়ে তাকাল তার দিকে, তারপর সে একটা খাম বের করল। তারপর খামের মধ্য থেকে সে বের করল অনেকটা বাদামী ফিতের মত একটা 'জিনিস। 'এটা সেই জর্জ বার্টলেট নামের লোকটার জুতোর ফিতে,' পিটার বোঝাতে লাগল। 'দরজার সামনে এটা পড়ে থাকতে দেখে তুলে রেখেছি পরে যদি কাজে লাগে তাই।'

'পরে কি কাজে লাগতে পারে?'

'ধরুন, সেই যদি কোন কারণে খুনী হয়। সেই শেষবার মেয়েটিকে দেখেছিল, ওর চালচলনও কেমন যেন সন্দেহজনক···কিন্তু ডিনারের সময় হয়ে গেছে না? আমার দারুণ খিদে পেয়েছে, আমি যাই। আরে ওই তো হুগো কাকা এসেছেন। মা হুগোকাকাকে আসতে বলেছিলেন জানতাম তো। মা ঝামেলায় পড়লেই তাঁকে ডেকে পাঠান যে। ওইতো যোসিও এসে গেছে···হাই যোসি।'

যোসেফাইন টার্নার বারান্দা পেরিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মিসেস ব্যাণ্ট্রি আর মিস মারপলকে দেখে একটু কেমন চমকে গেল।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি নরম স্বরে বললেন, 'কেমন আছেন, মিস টার্নার? আমরা একটু গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি এখানে।'

যোসি একটু অপরাধীর মত চারপাশে দৃষ্টি মেলল। তারপর চাপাস্বরে বলল, 'ভয়ানক কাণ্ড। অনেকেই ব্যাপারটা এখনও তো জানে না, মানে, খবরের কাগজে বের হয়নি। আমার ধারণা এরপরেই সবাই নানা রকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করবে আমাকে। এমন বিসদৃশ ব্যাপার। কি যে আমার বলা উচিত তাও জানি না।'

ওর চিন্তিত দৃষ্টি এবার পড়ল মিস মারপলের উপর।

মিস মারপল বললেন, 'হ্যাঁ, অবস্থাটা আপনার পক্ষে একটু অস্বস্তিকর হবে বুঝতে পারছি।'

এই সহানুভূতি যোসিকে একটু চাঙ্গা করতে চাইল। ও বলল, 'মিঃ প্রোটকট আমাকে বললেন, 'এ নিয়ে কোন কথা বলতে যেও না।' একথা বলা সহজ, সবাই আমাকেই নিশ্চয়ই প্রশ্ন করে সব জানতে চাইবে। আমি তো তাদের মনে আঘাত দিতে পারব না, কি বলেন? মিঃ প্রোটকট বললেন, 'তিনি আশা করেন আমি আগের মতই সব কিছু চালিয়ে নিতে পারব, তিনি এনিয়ে তেমন খুশি নন, তাই আমার যথাসাধ্যই আমি করব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না সব দোষটাই কেবল:আমারই-বা হবে কেন?'

স্যর হেনরি বললেন, 'আপনাকে খোলাখুলি একটা প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবেন না তো?'

'ওহ্ না, আপনার যা মনে হয় জিজ্ঞাসা করুন,' যোসি কিছুটা অখুশি হয়ে বলল।

'আপনার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে মিসেস জেফারসন আর মিঃ গ্যাসকেলের কোন তিক্ততা জন্মেছিল?'

'এই খুনের ব্যাপারে বলছেন?'

'না, আমি খুনের কথা বলছি না।'

যোসি দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়াচাড়া করে চলল। ও একটু রাগতঃ স্বরে বলল, 'ধরে নিন, জন্মেছিল আবার জন্মায় নি। ওদের কেউই আমাকে কিছু বলেন নি। তবে আমি জানি তারা ব্যাপারটার জন্য আমাকেই দায়ী করছেন—মানে, মিঃ জেফারসনের রুবির উপর যে রকম টান গড়ে উঠেছিল সেজন্য। এটা আমার দোষ নয়, বলুন? এরকম কিছু তো হতেই পারে—আমি আগে থেকে এমন কোন কিছু ঘটতে পারে বলে একটুও আঁচ করতে পারিনি। আমি—আমি একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।' যোসির গলায় প্রায় সত্যি-কার আন্তরিকতা ফুটে উঠল।

স্যর হেনরি দয়ার্দ্র স্বরে বললেন, 'আমি নিশ্চয় জানি সেই রকমই হয়েছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা ঘটে গেল তারপর?'

যোসি চিবুক তুলে তাকাল, 'এটা একরকম ভাগ্য নয় কি? প্রত্যেকেরই এরকম ভাগ্যের সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে,' ও একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল কিছুটা উদ্ধত, সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে, তারপর বারান্দা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল।

পিটার বেশ জ্ঞানগর্ভ স্বরে বলল, 'ও খুন করেছে আমার মনে হচ্ছে না।'

মিস মার্পল আপন মনেই প্রায় বললেন, 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার এই

নখটা। অনেকক্ষণ থেকেই ভাবনায় পড়েছিলাম এটা নিয়ে—মেয়েটার এরকম নখ কেন ছিল?'

'নখ?' স্যর হেনরি বললেন।

'মৃত মেয়েটির নখের কথা বলছেন উনি,' ব্যাখ্যা করলেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'ওর নখ খুব ছোট করে কাটা ছিল, জেনও তাই বলছে। তবে এরকম কেন হল সেটাই আশ্চর্য। এধরনের মেয়েদের বড় নখ রাখা থাকে।'

মিস মারপল বললেন, 'তবে ওর একটা নখ যদি ভেঙে গিয়ে থাকত তাহলে ও হয়তো বাকিগুলোও সমান করে কেটে মানানসই করে নিয়ে থাকতে পারে। ওর ঘরে কি আরও কাটা নখের টুকরো পাওয়া গেছে তাই ভাবছি?'

স্যর হেনরি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, 'তিনি বললেন, 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার এদিকে এলে প্রশ্ন করব তাঁকে।'

'কোথা থেকে ফিরে এলে?' মিসেস ব্যান্ট্রি প্রশ্ন করলেন। 'তিনি কি গমিংটনে গেছেন আবার?'

স্যর হেনরি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, সেখানে নয়। আর একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। একটা খনিতে জ্বলন্ত একখানা গাড়ি দেখা গেছে।'

মিস মারপল প্রায় শ্বাসবন্ধ করে তাকালেন। 'গাড়িতে কেউ ছিল?'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ছিল।'

মিস মারপল চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় দেহটা বোধ হয় সেই গার্ল গাইডের নিরুদ্দেশ—পেশেন্স—না, পামেলা রীভস ওর নাম।'

স্যর হেনরি অবাক হয়ে তাকালেন, 'আশ্চর্য কাণ্ড। আপনি এ কথা বলছেন কেন?'

মিস মারপল একটু গোলাপী হয়ে গেলেন। 'মানে, রেডিওতে শুনলাম গতরাত থেকে মেয়েটা বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। ওর বাড়ি হল ডেনলে ভেল-এ—জায়গাটা এখান থেকে তেমন দূরে নয়। আর তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল গার্ল গাইড র‍্যালিতে ডেনবারি ডাউনে। সেটাও খুবই কাছে। আসলে তাকে ডেনমাউথ হয়েই বাড়ি ফিরতে হব। তাই ব্যাপার ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে দেখেছেন? তার মানে আমি বলতে চাই সে এমন কিছু দেখেছিল—বা শুনেছিল যা তার করার কথা ছিল না। তাই যদি হয় তাহলে অবশ্যই সে খুনীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল আর তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ে। এই দুটো জিনিস পরস্পরের সঙ্গে জোরা বুঝতে পারছেন এবার?'

স্যর হেনরি উত্তর দিতে তার গলা সামান্য কেঁপে উঠল। 'আপনি বলছেন এটা দু নম্বর খুন?'

'নয় কেন?' মিস মারপলের স্থির শান্ত চোখ পড়ল স্যর হেনরির চোখের উপর। কেউ যখন কেন একটা খুন করে বসে তখন দ্বিতীয় একটা খুনে তার হাত কাঁপেনা, নয়কি? এমন কি হয়তো তৃতীয় খুনের জন্যও না।'

'তৃতীয় খুন? আপনি নিশ্চয়ই ইঙ্গিত করতে চাননা তৃতীয় একটা খুনও হতে পারে?'

'আমার মনে হয় সেটাও সম্ভব। হ্যাঁ, খুবই সম্ভব।'

'মিস মারপল,' স্যর হেনরি বলে উঠলেন, 'আপনি আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনার এ কথাও কি জানা আছে কে খুন হতে পারে?'

মিস মারপল বললেন, 'খুব ভালই জানা আছে।'

তের

কর্নেল মেলচেট আর সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হার্পার পরস্পরের দিকে তাকালেন। হার্পার মাচ বেনহ্যামে পরামর্শ করতে এসেছিলেন।

মেলচেট গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যাক, আমরা কোথায় পৌঁছেছি সেটা বোঝা গেল—আসলে কোথাও পৌঁছাই নি!'

'কোথাও পৌঁছই নি বলাই ভাল, স্যর।'

'আমাদের দুটো মৃত্যু বিবেচনা করে দেখতে হবে,' মেলচেট বললেন। 'দুটো খুন। রুবি কীন আর ওই বাচ্চা মেয়েটা পামেলা রীভস। বেচারাকে ভাল করে সনাক্ত করাও গেলনা, তবে চেনা গেছে। একটা জুতো পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল আর সেটা যে ওর সনাক্ত করা গেছে, আর পাওয়া গেছে ওর গার্ল পোশাকের একটা বোতাম। নৃশংস, ভয়ঙ্কর কাজ, সুপারিণ্টেন্ডেন্ট।' সুপারিণ্টেন্ডেন্ট হার্পার অত্যন্ত শান্তস্বরে বললেন, আপনার কথা ঠিক, স্যর।'

'আমি খুশি যে হ্যাডক জানিয়েছে মেয়েটা গাড়িতে আগুন লাগার আগেই মারা গিয়েছিল। যেভাবে তার দেহ গাড়ির মধ্যে পড়েছিল তাতেই একথা প্রমাণ হয়। সম্ভবতঃ মাথায় আঘাত করা হয়, বেচারি।'

'বা শ্বাসরোধ করাও হয়ে থাকতে পারে।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

'এরকম খুন হতে দেখা গেছে, স্যর।'

'আমি জানি। মেয়েটার বাবা-মার সঙ্গে আমি দেখা করেছি। বিশেষ করে বেচারি মেয়েটার মায়ের সঙ্গে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার সব ব্যাপারটা। এখন আমাদের যা ঠিক করতে হবে তা হল—এই দুটো খুনের মধ্যে কোন রকম যোগসূত্র আছে কিনা?'

হার্পার আঙুলে গুনে চললেন। 'মেয়েটি ডেনবারি ডাউনসে গার্ল গাইড র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিল। ওর সঙ্গী জানিয়েছে সে স্বাভাবিক আর হাসি-খুশি ছিল। বাকি তিনজন সাথীর সঙ্গে সে মেডচেণ্টারের বাসে ওঠেনি। ও জানিয়েছিল তাদের যে সে উলওয়ার্থে যাওয়ার জন্য ডেনমাউথে যাবে আর সেখান থেকে বাসে ফিরবে। এটা হতে পারত—ডেনমাউথে উলওয়ার্থ বিরাট কিছু—মেয়েটা একটু পিছিয়ে পড়া গ্রাম এলাকায় থাকত আর শহরে যাওয়ার তেমন সুযোগও পেত না। ডেনমাউথে যাওয়ার প্রধান পথ নিচুপথে বেশ কিছু ঘুরপাক খেয়েই এগিয়ে গেছে। পামেলা রীভস সর্টকাট করতেই দুটো মাঠের মধ্য দিয়ে গলি আর ফুটপাথ ধরে এগিয়ে সোজা যেতে চেয়েছিল যাতে ডেনমাউথে ম্যাজেস্টিক হোটেলের কাছে গিয়ে পড়ে। ওই গলিটা হোটেলের পশ্চিম দিক ঘেঁসেই চলে গেছে। এটা তাই সম্ভব যে সে কিছু শুনে বা দেখে থাকতে পারে—এমন কিছু যা রুবি কীনের সঙ্গে জড়িত—যা খুনীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত—যেমন ধরুন, কেউ হয়তো বলছিল সে ওই সন্ধ্যায় রুবী কীনের সঙ্গে এগারোটায় দেখা করবে। সেই লোকটা বুঝতে পারে স্কুলের মেয়েটা কথাটা শুনে ফেলেছে তাই সে তাকে চুপ করিয়ে দেয়।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'এতে ধরে নেওয়া হবে, হার্পার, যে রুবি কীনের খুন আচমকা করা হয়, পূর্বকল্পিত নয়।'

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট হার্পার স্বীকার করলেন। 'আমার বিশ্বাস তাই, স্যর। মনে হচ্ছে হয়তো আবার ঠিক উল্টো—আচমকা কোন নৃশংসতা, কোন উত্তেজনার বা ঈর্ষার প্রকোপ—তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। আমি বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে এই বাচ্চা মেয়েটার খুনের কি কারণ দেখাতে পারবেন। সে যদি সত্যিই কোন অপরাধ প্রত্যক্ষ করে থাকে সেটা ঘটেছিল রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি—আর তার পক্ষে অত রাত্রিতে ম্যাজেস্টিক হোটেলের কাছে কি করার থাকতে পারত? তাছাড়া রাত ন'টা থেকেই তার বাবা-মা ওর বাড়ি না ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।'

'এছাড়া আর যা হতে পারে তা হল মেয়েটি ডেনমাউথে কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকতে পারে যাকে তার বাড়ির কেউ বা বন্ধুরা চিনত না, আর ওর মৃত্যু রুবি কীনের মৃত্যুর সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়।'

'হ্যাঁ স্যর, আর আমি এরকম কিছু বিশ্বাস করি না। ভেবে দেখুন, বৃদ্ধা মিস মারপলও কি রকম শুনেই দুটোর মাঝখানে যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন গাড়ির মধ্যে ওই দেহটা গার্ল গাইড মেয়েটির কিনা। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা। এধরনের বয়স্কা মহিলারা এমনই হন কখনও কখনও। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ঠিক জায়গায় আঙুল রেখেছেন।'

'মিস মারপল একাজ আগেও অনেকবার করেছেন', কর্ণেল মেলচেট শুষ্কস্বরে বললেন।

'আর তাছাড়া, স্যর ওই গাড়ির ব্যাপার। আমার মনে হয় এটাতেই ওর মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই ম্যাজেস্টিক হোটেলকে যুক্ত করছে। গাড়িটা মিঃ জর্জ বার্টলেটের'।

আবার দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ল।

মেলচেট বললেন, 'জর্জ বার্টলেট? হতে পারে! তোমার ধারণা কি?'

হার্পার এবারেও সুশৃংখলভাবে নানা সূত্র বলে ফেলেন। 'রুবি কীনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল জর্জ বার্টলেটের সঙ্গে। সে বলেছে সে রুবি কীনের ঘরে গিয়েছিল—যে পোশাক রুবি পড়েছিল সেটা ঘরেই পাওয়া যাওয়াতে ওর কথার প্রমাণ মেলে—কিন্তু সে সত্যিই নিজের ঘরে যায় কিনা আর তা বার্টলেটের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার জন্যই কি? ওরা বাইরে যাবে বলে কি আগেই ঠিক করে রেখেছিল? ধরুন, এটা নিয়ে কি তারা ডিনারের আগে আলোচনাও করেছিল—আর ওদের কথাবার্তা কি পামেলা রীভস শুনে ফেলে?'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'ও ওর গাড়ি হারানোর কথা পরদিন সকালের আগে জানায় নি, আর সে এ ব্যাপারে যা কিছু বলে সবই অস্পষ্ট। সে এমন ভাব করছিল যেন গাড়িটা সে শেষ কখন দেখেছিল মনে করতে পারছিল না।'

'এটা ওর চালাকিও হতে পারে, স্যর। আমি যেমন দেখছি, হয় খুবই অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ নিজেকে গাধা বলে দেখাতে চাইছে, বা এটাও সম্ভব সে —সে সত্যিই একটা গাধা।'

'আমাদের যা চাই তাহল মোটিভ,' মেলচেট বললেন। যা দেখা যাচ্ছে রুবী কীনকে খুন করার তার কোন মোটিভ নেই।'

'হ্যাঁ, আর এখানেই প্রত্যেকবার পৌঁছে আমরা আটকে যাচ্ছি। মোটিভ। প্যালে দ্য ডান্স থেকে পাওয়া সমস্ত রিপোর্টই নঙর্থক বলে শুনেছি।'

'সম্পূর্ণ নঙর্থক। রুবি কীনের বিশেষ কোন ছেলে বন্ধু ছিলনা। স্ল্যাক এ ব্যাপারে আগাগোড়া তদন্ত করে দেখেছে। স্ল্যাককে এজন্য ওর পাওনা কৃতিত্ব দিতেই হবে। এ বিষয়ে সে দক্ষ।'

'একথা ঠিক, স্যর। ও সত্যিই দক্ষ।'

'যদি কোন কিছু খুঁজে বের করার থাকত তাহলে সে নিশ্চয়ই তা বের করত। কিন্তু ওখানে কিছুই নেই। ও রুবির সব সময়ের নাচের সঙ্গীদের নাম সংগ্রহ করেছে—সকলের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের সবই ঠিক ছিল। অতি নিরীহ তারা—প্রত্যেকেই ওই রাতের নির্দিষ্ট সময়ের অ্যালিবাই দিতে পেরেছে।'

'আহ!' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বলে উঠলেন, 'অ্যালিবাই। এটাই আমাদের প্রধান বাধা।'

মেলচেট তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তাই মনে হচ্ছে তোমার? তদন্তের এ দিকটা আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, স্যর। নিখুঁত ভাবেই বিষয়টা দেখেছি। এ ব্যাপারে লণ্ডনেও আমরা সাহায্যের আশ্বাস চেয়েছি।'

'কি রকম?'

'মিঃ কনওয়ে জেফারসন হয়তো ভাবতে পারেন মিঃ গ্যাসকেল আর তরুণী মিসেস জেফারসন বেশ সচ্ছলতার মধ্যেই রয়েছেন, তবে আসল ব্যাপারটা তা নয়। তারা দুজনেই অত্যন্ত দুঃসময়ের মাঝখান দিয়ে চলেছেন।'

'কথাটা সত্যি?'

'সম্পূর্ণ সত্যি, স্যর। মিঃ কনওয়ে জেফারসন যেমন বলেছেন তিনি বেশ মোটা টাকা তাঁর ছেলে আর মেয়ের বিয়ের সময়ে তাদের দিয়েছিলেন। এ ঘটনা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগের। মিঃ ফ্র্যাঙ্ক জেফারসন ভাবতেন তিনি ভাল লগ্নীর ব্যাপারে খুবই ওস্তাদ। তিনি অবশ্য পুরোপুরি ঝুঁকি সম্পন্ন লগ্নী করেননি, তবে তার ভাগ্য ভাল ছিলনা তাই বেশ কয়েকবারই খুবই খারাপ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন। তার সম্পদ আর টাকাকড়ি বেশ ধারাবাহিক ভাবে শেষ হয়ে যেতে থাকে। আমি আরও বলতে চাই যে

মিসেস জেফারসনের পক্ষেও দুকূল সামলানো বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল, ছেলেকে ভাল স্কুলে পাঠানোও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু তিনি তার শ্বশুরের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান নি ?'

'না, স্যার। আমি যতদূর জানতে পেরেছি তিনি শ্বশুরের সঙ্গেই আছেন আর তার ফলে তাঁর নিজস্ব কোন বাড়ির বা সাংসারিক খরচ নেই।'

'আর মিঃ জেফারসনের স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে তাঁর দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার সম্ভবনা কম ?'

'তাই, স্যার। এখন মিঃ মার্ক গ্যাসকেলের বিষয় বলছি। তিনি পুরো-পুরি একজন জুয়াড়ী তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীর টাকা উড়িয়ে দিতে তার তেমন সময় লাগেনি। ইদানীং তিনি বেশ ভাল মতই অর্থাভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তার এখন অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন, এবং বেশ ভাল পরিমাণেই।'

'লোকটার হাবভাব আমার ভাল লেগেছে বলতে পারছি না,' কর্নেল মেলচেট বললেন। 'জংলী স্বভাবের মানুষ বলেই আমার মনে হয়েছে। তাছাড়া ওর মোটিভও আছে তাও ঠিক। মেয়েটাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড তার ভাগে পড়ত, সেটা নেহাত হেলাফেলার নয়। হ্যাঁ, এটা মোটিভ হতে পারে অবশ্যই।'

'ওদের দুজনেরই মোটিভ ছিল।'

'আমি মিসেস জেফারসনকে ধরছি না।'

'না, স্যার, আমি জানি তা ধরছেন না। তাছাড়া যেমনই হোক, তাদের দুজনেরই অ্যালিবাই আছে। তারা কাজটা করতে পারেন না, এরকমই।'

'তুমি ওদের দুজনেরই ওই রাতের চালচলন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করেছ ?'

'হ্যাঁ, স্যার, করেছি। প্রথমে মিঃ গ্যাসকেলের কথাই ধরুন। তিনি তাঁর শ্বশুর আর মিসেস জেফারসনের সঙ্গে ডিনার শেষ করেন তারপর তাঁদের সঙ্গে পরে কফিও পান করেন আর সে সময় তাদের সঙ্গে রুবি কীনও যোগ দেয়। তিনি বলেছেন তারপর তিনি কয়েকখানা চিঠি লেখার ছিল বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন। আসলে তিনি তাঁর গাড়ি নিয়ে একপাক ঘুরে আসতে গিয়েছিলেন সমুদ্রের ধারে। তিনি আমাকে বলেছেন বেশ স্পষ্ট করেই যে সারা সন্ধ্যা ব্রিজ খেলে কাটাতে তাঁর ভাল লাগেনি। বৃদ্ধ জেফারসন ব্রিজ খেলায় প্রায় পাগল। তিনি তাই চিঠি লেখার ওজোর তুলেছিলেন। রুবি কীন বাকিদের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল। মার্ক গ্যাসকেল

যখন ফিরে এসেছিলেন তখন রুবি কীন রেমণ্ডের সঙ্গে নাচছিল। নাচের পর রুবি এসে তাদের সঙ্গে একটু পান করে তারপর সে তরুণ বার্টলেটের সঙ্গে চলে যায় আর তারপর গ্যাসকেল আর অন্যেরা তাস বেঁটে সঙ্গী ঠিক করে ব্রিজ খেলা আরম্ভ করে। সময়টা ছিল তখন এগারোটা বাজতে বিশ মিনিট, তিনি মধ্য রাতের আগে টেবিল ছেড়ে ওঠেন নি। এটা একদম ঠিক, স্যার। প্রত্যেকেই তাই বলেছে—পরিবারের সবাই, ওয়েটারেরা, প্রত্যেকেই। অতএব তিনি এটা করতে পারেন না। আর এই সঙ্গে মিসেস জেফারসনের অ্যালি-বাইও একই। তিনিও টেবিল ছেড়ে ওঠেননি। তাই তাদের বাদ দেয়া যেতে পারে—দুজনকেই।'

কর্নেল মেলচেট পিছনে হেলান দিয়ে টেবিলে কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে টুকটুক শব্দ করে চলেছিলেন।

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হার্পার বললেন, 'এটা হতে পারে মেয়েটিকে যদি মধ্য-রাত্রির আগেই খুন করা হয়ে থাকে।'

'হেডক বলছে তাই করা হয়েছিল। পুলিশের কাজে সে অত্যন্ত দক্ষ। সে কোন কিছু বললে সেটাই হয়।'

'এর কারণও থাকতে পারে—স্বাস্থ্য, শারীরিক বা এই রকম কিছু।'

'আমি তাকে একথা জিজ্ঞেস করব,' মেলচেট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টেলি-ফোন রিসিভার তুলে একটা নম্বর চাইলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'হেডক এখন ফিরেছে মনে হয়। এখন, যদি ধরা যায় যে মেয়েটিকে মাঝরাতের পরেই খুন করা হয়—।'

হার্পার বললেন, 'তাহলে একটা সুযোগ হতে পারে। এরপর বেশ কিছু আসা-যাওয়ার ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা ধরে নিতে পারি যে গ্যাসকেল মেয়েটাকে বাইরে কোথাও তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল—ধরা যাক রাত বারোটা বিশ মিনিট নাগাদ। সে দু এক মিনিট গা ঢাকা দেয়, মেয়েটাকে গলা টিপে মারে, তারপর ফিরে আসে আর এরপর মেয়েটার দেহ পাচার করে —সেটা সে করে ভোরের দিকে।'

মেলচেট বললেন, 'গাড়িতে দেহটা কুড়ি মাইল নিয়ে গিয়ে সেটা সে ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরীতে রাখার ব্যবস্থা করে? না, এরকম কাহিনী মেনে নেয়া যায় না।'

'না, তা নয় সে কথা ঠিক।' সুপারিণ্টেন্ডেন্ট হার্পার স্বীকার করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। মেলচেট রিসিভার তুললেন।

'হ্যালো, হ্যাডক বলছ ?' রুবি কীনের বিষয়ে একটু কথা ছিল। তাকে কোন ভাবে মাঝরাত্রির পর খুন করা হয়ে থাকতে পারে ?'

'আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি তাকে হত্যা করা হয় রাত দশটা থেকে মধ্যরাত্রির মধ্যে।'

'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যায় কি ?'

'না, ইচ্ছে মত এগিয়ে নেয়া যায় না। আমি যখন জানিয়েছি সে মধ্যরাত্রির আগে মারা গিয়েছিল তখন জানবেন সে সেই সময়েই মারা যায়। ডাক্তারি সাক্ষ্যে মাথা গলাতে বা তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো নিশ্চয়ই, তবে ওই যে বলে কোন রকম শারীরবৃত্তীয় কোন কিছুর জন্য—। কি বলতে চাই আশাকরি বুঝতে পারছ ?'

'আমি শুধু জানি আপনি কি বলছেন তা আপনার নিজেরই জানা নেই। মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, কোন রকম অস্বাভাবিকত্ব ওর ছিল না, আর আমি একথা বলছি না যে শুধু একজন হতভাগ্যের গলায় দড়ি পড়িয়ে দেবার জন্যই সে মারা যায় যে হতভাগ্যকে আপনারা পুলিশওয়ালারা ফাঁসাতে তৎপর। শুনুন, কোন প্রতিবাদ করবেন না। আমি আপনাদের কাজের ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর, শুনে রাখুন, মেয়েটি স্ব-ইচ্ছায় শ্বাসরুদ্ধ হয় নি, তাকে প্রথমে মাদকে আচ্ছন্ন করা হয়েছিল। খুব শক্তিশালী কোন মাদক। তাকে গলা টিপে মারা হয়, তবে আগে মাদক প্রয়োগ করা হয়।' হ্যাডক ফোন ছেড়ে দিলেন এবার।

মেলচেট গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাহলে এই হল আসল ঘটনা।'

হার্পার বললেন, 'ভেবেছিলাম নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে একজনকে নিয়ে শুরু করব, সেটা আর হল না।'

'কি ব্যাপার ? কে সে ?'

'সত্যি বললে সে আপনারই পায়রা, স্যার, নাম বেসিল ব্লেক। গসিংটন হলের কাছেই থাকে সে।'

'অভদ্র ছোকরা।' কর্নেল-এর ভ্রু কুঁচকে গেল বেসিল ব্লেকের অভদ্রজনিত কর্কশ ব্যবহারের কথাটা মনে পড়তে। 'সে এ ব্যাপারে কি ভাবে জড়িত আছে মনে কর ?'

'মনে হচ্ছে সে রুবি কীনকে চিনত। প্রায়ই সে ম্যাজেস্টিক হোটেলে ডিনারে আসত, মেয়েটার সঙ্গে সে নাচেও অংশ নিয়েছে। আপনার কি মনে আছে যোসি রেমন্ডকে কি বলেছিল যখন রুবি নিরুদ্দিষ্ট বলে জানা যায় ?'

সে বলেছিল, 'সে ওই ফিল্মের লোকটার কাছে যায়নি তো ?' আমি জানতে পারছি সে বেসিল ব্লেকের কথাই বলেছিল। জানেন হয়তো সে লেনভিল স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত। যোসি কখনই একথা বলত না যদি না সে জানত রুবির বেসিল ব্লেকের দিকে টান ছিল।'

'খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। হার্পার। বেশি রকম উৎসাহ ব্যঞ্জক।'

'শুনলে যেমন মনে হয় আসলে না, স্যার। বেসিল ব্লেক ওই রাত্রিতে স্টুডিওর এক পার্টিতে ছিল। কি ধরনের পার্টি বোধ হয় জানেন। শুরু হয় আটটার সময় ককটেল দিয়ে আর চলে যতক্ষণ না বাতাস ভারি হয়ে সকলেই প্রায় বেহুঁস হয়ে যায়। ইনসপেক্টর শ্ল্যাকের কথায় জানা গেছে, তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সে মাঝরাত্রির কাছাকাছি পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মাঝরাত্রির কাছাকাছি রুবি কীন মারা যায়।'

'ওর কথা কেউ সমর্থন করছে ?'

'বেশির ভাগই মনে হয়, স্যার, প্রায় বেহুঁস ছিল—ইয়ে—বাঙলোয় যে তরুণী রয়েছে, নাম ডিনা লী, সে বলেছে ওর মন্তব্য ঠিক।

'তাতে কিছুই বোঝা যায় না।'

'না, স্যার, তা হয়তো নয়। পার্টির অন্য সব লোকজন যে বক্তব্য রেখেছে তাতে মিঃ ব্লেকের বক্তব্য ঠিক বলেই মানতে হয়—যদিও কিছু সময়ের হেরফের চোখে পড়ে।'

'সেই স্টুডিও কোথায় ?'

'লেনভিল-এ, স্যার, লণ্ডনের ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

'হুস্—তার মানে এখান থেকেও দূরত্ব প্রায় একই।'

'হ্যাঁ—স্যার।'

কর্নেল মেলচেট নাক চুলকালেন। তিনি অখুশি স্বরে বলে উঠলেন: মনে হচ্ছে লোকটাকে বাদ দিতে পারি।'

'তাই তো মনে হয়, স্যার। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে সে রুবি কীনের প্রতি অনুরক্ত ছিল। আসলে—' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার একটু কাশলেন—'যা দেখা গেছে সে তার নিজের তরুণী বান্ধবীকে নিয়েই ব্যস্ত।'

মেলচেট বললেন, 'আমাদের সামনে শুধু রয়েছে অচেনা সেই 'এক'—অর্থাৎ—সেই খুনী—সে এতই অজানা অচেনা কেউ যে স্ল্যাক তার কিছুমাত্রও আঁচ করতে পারেনি। বা যদি ধরা যায় জেফারসনের জামাই, যে মেয়েটাকে খুন করতে চেয়ে থাকতে পারত, তবে সে কোন রকম সুযোগ পায়নি।

জেফারসনের পুত্রবধূর ক্ষেত্রেও একই কথা। বা জর্জ বার্টলেট, যার অ্যালিবাই রয়েছে, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কোন মোটিভ নেই। অথবা এই তরুণ রেক, যারও অ্যালিবাই আছে কিন্তু মোটিভ নেই। এই হল সব সন্দেহ-ভাজন। আমার মনে হয় ওই নৃত্যশিল্পী রেমন্ডস্টারকে একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। তার কারণ সে মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাল রকম মিশত।'

হার্পার আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না যে' মেয়েটার দিকে তেমন নজর দিতে চেয়েছে—না হলে ধরতে হবে সে অসম্ভব ভাল অভিনেতা। আর তারই সঙ্গে বাস্তবে তারও জোরালো অ্যালিবাই রয়েছে। সে রাত এগারোটা বাজার বিশ মিনিট আগে থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত চোখের নাগালেই ছিল। সে সেই সময় বেশ কিছু সঙ্গী নিয়ে নাচে অংশ নেয়। আমার মনে হয়না তার বিরুদ্ধে আমরা কোন অভিযোগ তৈরি করতে পারব।'

'আসল কথা তাহলে,' কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আমরা কারও বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে পারছি না।'

'জর্জ বার্টলেটই আমাদের একমাত্র আশা', হার্পার উত্তর দিলেন। 'শুধু তার মোটিভ কি হতে পারে যদি জানতে পারি।'

'ওর বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, স্যর। একমাত্র সন্তান। মায়ের কাছে মানুষ। একবছর আগে তার হাতে প্রচুর টাকা আসে। সেসব তাড়াতাড়ি উড়িয়েও দিয়েছে। তবে হিংস্রপ্রকৃতির মানুষ নয়, বরং কিছুটা দুর্বল চরিত্রের।'

'মানসিক হতে পারে', মেলচেট আশান্বিত স্বরে বললেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার সায় জানালেন। তিনি বললেন, 'আপনার কি এরকম মনে হয়েছে পুরো ঘটনাটা এই রকম কিছু?'

'কোন উন্মাদ অপরাধী বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, স্যর। মেয়েদের শ্বাসরোধ করে খুন করে বেড়ায় এরকম কারো কথা অবশ্য শোনা গেছে। ডাক্তাররা এর বড় একটা নামও দিয়েছেন।'

'এরকম হলে আমাদের সমস্যা মেটে,' মেলচেট বললেন।

'এর মধ্যে একটা বিষয় আমার ভাল লাগছে না,' হার্পার বললেন।

'কি সেটা?'

'ব্যাপারটা যেন বড় বেশি সহজ।'

'হুম্—হ্যাঁ, কথাটা হয়তো ঠিকই। তাই গোড়ায় যা বলছিলাম আমরা তাহলে কোথায় পৌঁছলাম?

'কোথাও না বলাই বোধহয় ঠিক, স্যর ?' হার্পার বললেন।

চৌদ্দ

কনওয়ে জেফারসন ঘুমের মধ্যে একটু নড়ে উঠে টান হয়ে গেলেন। তাঁর দুটো হাত সটান, দীর্ঘ, শক্তিতে ভরপুর দুটো হাত। এই হাতের মধ্যেই তার সমস্ত শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল সেই দুর্ঘটনার পর। পরদার মধ্য দিয়ে ভোরের আলো স্নিগ্ধ ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। নিজের মনেই হাসলেন কনওয়ে জেফারসন। বরাবর রাতের বিশ্রাম শেষে তিনি এই রকমই সুখী, সতেজ আর কর্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে জেগে ওঠেন, তার কর্মশক্তি আবার ফিরে আসে। আরও একটা দিন। তিনি তাই একটা মিনিট চুপচাপ শুয়ে রইলেন, তারপর পাশে রাখা বিশেষ একটা ঘণ্টার বোতাম টিপলেন। আচমকা তখনই তার মধ্যে স্মৃতির একটা ঢেউ খেলে গেল। তার খাস পরিচারক এডওয়ার্ড'স নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দক্ষতার সঙ্গে ঘরে ঢুকলে তার কানে এল প্রভুর মুখনিঃসৃত মৃদু আর্তনাদ।

এডওয়ার্ড'স পরদায় হাত রেখে ঘুরে তাকাল, 'কোন ব্যথা বোধ করছেন স্যর ?'

কনওয়ে জেফারসন একটু রূঢ় স্বরে বললেন, 'না। নিজের কাজ কর, পরদা টেনে দাও।'

সকালের আলোয় ঘর ভরে উঠল। এডওয়ার্ড'স উপলব্ধি করেই প্রভুর দিকে তাকাল না।

গম্ভীর মুখে কনওয়ে জেফারসন নানা কথা ভেবে চলেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল আবার রুবির সুন্দর অথচ নীরস মুখখানা। শুধু তাঁর মনে 'নীরস' বিশেষণটা তিনি ব্যবহার করলেন না। গতকাল রাত্রিতে তিনি হয়তো বলতেন 'নিষ্পাপ'। এক সরল, নিষ্পাপ শিশু। কিন্তু এখন ? কনওয়ে জেফারসন চেপে ধরতে চাইছিল গভীর ক্লান্তি। তিনি চোখ মুছলেন। অস্পষ্ট স্বরে তিনি শুধু একবার বলে উঠলেন, 'মার্গারেট।' ও নাম তার মৃতা স্ত্রীর।

'আপনার বন্ধুকে আমার বেশ লেগেছে,' অ্যাডিলেড জেফারসন মিসেস ব্যান্ট্রিকে বললেন।

দ্‌জনে বারান্দায় বসে ছিলেন তখন।

'জেন মারপল খ্‌বই অসাধারণ মহিলা,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি উত্তর দিলেন।

'তাছাড়া খ্‌বই অমায়িক,' হেসে বললেন অ্যাডি।

'লোকে তাকে কুৎসা রটনাকারী বলে,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'তবে তিনি আসলে তা নন।'

'মান্‌ষের চরিত্র সম্পর্কে একট্‌ নিচ্‌ ধারণা আছে তাঁর এই তো?'

'তা বলতে পারেন।'

'এটা একরকম একট্‌ হালকা করেছে সব কিছ্‌,' অ্যাডিলেড জেফারসন বললেন, 'যে রকম ব্যাপাব ঘটে গেছে।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

অ্যাডিলেড জেফারসন ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এত বেশী রকম উঁচুমানের আলোচনা—অশোভন বিষয় নিয়ে আদর্শ তৈরী করার চেষ্টা!'

'তার মানে আপনি বলছেন র্‌বি কীন?'

অ্যাডি সায় দিলেন। 'আমি ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাইনা। ওর মধ্যে কোন দোষের কিছ্‌ ছিলনা। বেচারি প্‌ঁচকে ইঁদ্‌রেরই মত যা ওর ইচ্ছে তার জন্যই চেষ্টা চালিয়েছিল। ও খারাপ ছিল না। অতি সাধারণ একট্‌ বোকা আর ভালমান্‌ষ, তবে একট্‌ ধান্দাবাজ। আমি একথা কখনই ভাবিনা—ও কোন পরিকল্পনা বা মতলব ভাঁজার কাজ করেছিল। আসলে এটাই হওয়া সম্ভব, ও স্‌যোগ দেখে সেটা কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ও বেশ ভালই জানত কোন বৃদ্ধ একাকীত্বে ভ্‌লে চলা মান্‌ষের কাছে কিভাবে আদায় করতে হয়।'

'আমার মনে হয় কনওয়ে সত্যিই একাকীত্বে ভুগত,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি চিন্তিত স্বরে বললেন।

অ্যাডি একট্‌ অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসলেন। তিনি বললেন, 'তিনি এই গ্রীষ্মে সেই রকমই ছিলেন।' একট্‌ চুপ করে থাকার পর তিনি এবার ফেটে পড়লেন, 'মার্ক ভাবে সবই আমার দোষ! হয়তো তাই, আমার জানা নেই।' আবার কিছ্‌ক্ষণ চুপ করে কিছ্‌ ভাবতে চাইলেন অ্যাডি, তারপর কিছ্‌ বলার তাগিদেই আবার ম্‌খ খ্‌ললেন একান্ত যেন অনিচ্ছা নিয়ে, 'আমি—আমি এমন অদ্ভুত জীবন কাটিয়ে এসেছি। আমার প্রথম স্বামী মাইক কারমোডী আমাদের বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়—তার মৃত্যুতে আমি একদম ভেঙে পড়েছিলাম। ওর মৃত্যুর পরেই পিটারের জন্ম হয়। ফ্র্যাঙ্ক জেফারসন

ছিল মাইকের দারুণ বন্ধু, তাই তার সঙ্গে খুব দেখা হত আমার। সে পিটারের ধর্মপিতা হয়েছিল—মাইকের এরকমই ইচ্ছা ছিল। ওকে আমার খুব ভাল লাগত—কিন্তু, ওহ! ওর জন্যও আমার কেবলই দুঃখ হয়।'

'দুঃখ হয়?' মিসেস ব্যান্ট্রির আগ্রহ জেগে উঠল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে কথাটা। ফ্র্যাংক চিরকালই যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। ওর বাবা-মা ওর প্রতি যে ব্যবহার করতেন তার চেয়ে ভাল আর হতে পারে না। আর তবু—ঠিক কিভাবে বলব? —বৃদ্ধ মিঃ জেফারসনের ব্যক্তিত্ব এত বেশি। আপনি যদি এর আওতায় থাকেন তাহলে কিছুতেই আপনার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারবে না। ফ্র্যাংকও এটা বুঝতে পারত।

'আমরা যখন বিয়ে করি ও খুবই সুখী হয়েছিল—দারুণ সুখী। মিঃ জেফারসনও খুবই সদাশয়তা দেখিয়েছিলেন। তিনি ফ্র্যাংকের নামে বেশ ভাল টাকা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন ছেলেরা স্বাধীন থাকুক সেটাই তাঁর ইচ্ছে—তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাদের অপেক্ষায় না থাকতে হয়। এটা তাঁর খুবই ভাল দিক—এও সদাশয়তা। তবে কাজটা যেন আচমকা ঘটেছিল। তাঁর উচিত ছিল ফ্র্যাংককে একটু একটু করে ওই স্বাধীনতায় রপ্ত করা।

'বিষয়টা ফ্র্যাংকের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। সে ওর বাবার মতই ভাল হতে চেয়েছিল। টাকাকড়ি আর ব্যবসাতে ওই রকম চালাক দূরদর্শী আর সফল। অবশ্যই সে তা হতে পারেনি। তবে সে টাকা নিয়ে ফাটকা খেলেনি, কিন্তু ভুল জায়গায় আর বেঠিক সময়েই ও টাকা লগ্নী করে বসে। এটা কত ভয় জাগানো ব্যাপার হয়তো জানেন আপনি, টাকা-পয়সা কিভাবে একটু বুদ্ধি না থাকলে কত দ্রুত উড়ে যেতে পারে। যতই ও ডুবছিল ততই ও নতুন করে সব ফিরে পেতে চেষ্টা করেছিল ভাল করে লগ্নী করে। তাই অবস্থাটা খারাপ থেকে খারাপের পথেই চলে যায়।'

'কিন্তু···,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন, 'কনওয়ে কি তাকে পরামর্শ দিতে পারত না?'

'ফ্র্যাঙ্ক এ পরামর্শ চায়নি। ও যা চেয়েছিল তা হল সবই ও নিজের মত অনুযায়ী করবে। তাই আমরা কখনই মিঃ জেফারসনকে কিছু জানতে দিইনি। ফ্র্যাংক যখন মারা যায় তখন অতি সামান্য কিছুই অবশিষ্ট ছিল, আমার জন্য সামান্য আয়। আর আমি—আমিও একথা ওর বাবাকে জানতে

দিতে চাইনি। আশা করি বুঝবেন—এটা, এটার অর্থ হত ফ্র্যাংকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ফ্র্যাঙ্ক এটা ঘৃণা করত। মিঃ জেফারসন দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর ধারণা করে নিয়েছিলেন আমি বেশ সচ্ছল এক বিধবা। আমিও তার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করিনি। এটার সঙ্গে আমার আত্মসম্মান জড়িত ছিল। উনি জানতেন টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক, তবে তার বোধ হয় ধারণা ছিল আমি কিছুটা ব্যয়কুণ্ঠ। আর তাছাড়া আমি আর পিটার গোড়া থেকেই তার কাছে এক সঙ্গে বাস করছি আর আমাদের সাংসারিক সব খরচই তাঁর ছিল। তাই আমাকে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি।' আস্তে আস্তে বললেন অ্যাডিলেড। 'গত সব কটা বছর আমরা একই পরিবারের বলে থেকে আসছি, আর—আর, আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকতে পারেন আমি তাঁর কাছে ফ্র্যাঙ্কের বিধবা নই, আমি ফ্র্যাংকের স্ত্রী।'

মিসেস ব্যান্ট্রি এর অন্তর্নিহিত অর্থটা ধরতে পেরেই বলে উঠলেন, 'তার মানে বলতে চাও তিনি তাদের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেন নি?'

'না। উনি চমৎকার মানুষ। তবে তিনি তার সেই ভয়ংকর বিয়োগান্ত ঘটনাকে জয় করেছেন মৃত্যুকে স্বীকার করতে না চেয়ে। মার্ক তাই রোজামণ্ডের স্বামী আর আমি ফ্র্যাঙ্কের স্ত্রী আর যদিও ফ্র্যাংক আর রোজামণ্ড শরীরীভাবে এখানে উপস্থিত নেই তবুও তাদের অস্তিত্ব আমাদের কাছে রয়ে গেছে।'

মিসেস ব্যান্ট্রি মৃদুস্বরে বললেন, 'এ বিশ্বাসের এক চমৎকার জয়।'

'হ্যাঁ, সেকথা আমি জানি। এভাবেই আমাদের জীবন কেটে চলেছে, দিনের পর দিন বছরের পর বছর। কিন্তু আচমকা যেন এই গ্রীষ্মে আমার মধ্যে কি একটা ঘটে গেল। আমার—আমি কেমন বিদ্রোহ করতে চাইলাম। একথা বলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ তা জানি, তবু কেন জানিনা আমার ফ্র্যাঙ্কের কথা ভেবে চলতে ইচ্ছে হল না। যে সব চিরকালের মতই শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমার ভালবাসা আর ওর সাহচর্য আর ওর মৃত্যুর জন্য আমার শোক। এ এমন একটা কিছু যার আগেই অস্তিত্ব ছিল কিন্তু এখন আর নেই।'

'এ কথা বুঝিয়ে বলা খুবই খারাপ ব্যাপার। এ হল অনেকটা শ্লেটের মত, সমস্ত লেখা নিঃশেষে মুছে ফেলা আর তারপর নতুন করে শুরু করা। আমি আবার আমার সেই অ্যাডির সত্তাকে ফিরে পেতে চাইছিলাম—যে অ্যাডি

এখনও যৌবন হারিয়ে ফেলেনি, এখনও সে সতেজ, যে এখনও খেলায় অংশ নিতে পারে, যে টেনিস খেলা আর নাচে অংশ নিতে পারে—তার দরকার এক-জন সঙ্গী। এমন কি হুগোও—আপনি হুগো ম্যাকলীনকে চেনেন?—সুন্দর পুরুষ সে, আর সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। তবে অবশ্যই কখনই এটা নিয়ে ভাবিনি তেমন করে, তবু এই গ্রীষ্মে এ নিয়ে বেশ একটু ভেবেছিলাম—তেমন করে নয়, একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে।' অ্যাডি থেমে একটু মাথা ঝাঁকালেন। 'তারপর আমার ধারণা হল ব্যাপারটা সত্যি। আমি হয়তো জেফকে অবহেলা করেছি। কিন্তু সত্যি অবহেলা করিনি তবে আমার মন আর চিন্তা ওঁর সঙ্গে থাকেনি। তারপর যখন দেখলাম রুবি তাঁকে বেশ খুশি করতে পেরেছে আমিও বেশ আনন্দিত হয়ে পড়ি। এতে আমি কিছু স্বাধীন ভাবে আমার কাজ করার সুবিধা পেয়ে যাই। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—কখনই এটা মনে আসেনি আমার যে তিনি ওকে এমন ভাবে গদগদ হয়ে আঁকড়ে ধরবেন!'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি প্রশ্ন করলেন, 'এটা কখন আবিষ্কার করলে?'

'আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম—একদম হতভম্ব! আর সত্যি বললে আমার যথেষ্ট রাগও হয়েছিল।'

'আমি হলেও আমার রাগ হত,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বলে উঠলেন।

'তাছাড়া পিটারও ছিল,' অ্যাডিলেড বলে চললেন। 'পিটারের সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করছে জেফের উপর। জেফ বাস্তবে পিটারকে নাতির মতই প্রায় দেখে আসছেন, তবে ওতো তাঁর সত্যিই নাতি নয়। তার সঙ্গে পিটারের কোন সম্পর্কই নেই। তবু চিন্তা করেছি পিটার প্রায় কিছু পাবে না উত্তরা-ধিকারী হিসাবে।' অ্যাডিলেড জেফারসনের সুন্দর নমনীয় হাত কেমন কঠিন হয়ে উঠল।

'এই রকমই সব ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছিল। ওই বিচ্ছিরি ধান্দাবাজ মেয়েটা খুদে! ওহ, আমি বোধ হয় ওকে খুন করে ফেলতে পারতাম।'

আচমকা থেমে গেলেন অ্যাডিলেড জেফারসন। তার সুন্দর চোখ মিসেস ব্যাণ্ট্রির দিকে কাতরতা মাখানো অনুনয়ের দৃষ্টি মেলে ধরেছিল। তিনি বললেন, 'কি ভয়ানক কথা বললাম!'

তাদের পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে হুগো ম্যাকলীন জানতে চাইলেন, 'কি ভয়ানক কথা?'

'বোস, হ্যুগো। তোমার সঙ্গে মিসেস ব্যান্ট্রির পরিচয় আছে, তাই না ?'

ম্যাকলীন ইতিমধ্যেই মিসেস ব্যান্ট্রিকে দেখে মাথা নুইয়ে ছিলেন। তিনি ধীর সংযত ভাবে বললেন, 'কি ভয়ানক কথা বলছিলে ?'

অ্যাডি জেফারসন বললেন, 'যে আমি রুবি কীনকে খুন করে ফেলতে পারতাম।'

দু-এক মিনিট চিন্তা করে হ্যুগো ম্যাকলীন বললেন, 'না, আমি হলে একথা বলতাম না। তোমায় সকলে ভুল বুঝতে পারে।' ওর সুন্দর ধূসর চোখ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। তোমার ভেবে-চিন্তে পা ফেলা দরকার, অ্যাডি।' ওর কণ্ঠস্বরে সতর্কবাণীর আভাস।

একটু পরে মিস মারপল হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে যখন মিসেস ব্যান্ট্রির সঙ্গে যোগ দিলেন, হ্যুগো ম্যাকলীন আর অ্যাডিলেড জেফারসন সমুদ্রের দিকের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

মিস মারপল বসে বললেন, 'হ্যুগো ম্যাকলীন খুবই অনুরাগী পুরুষ।'

'বহু বছর ধরেই ও তাই আছে, আশ্চর্য পুরুষ মানুষ।'

'জানি। ঠিক মেজর বেরীর মত। সে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিধবার পিছনে দশ বছর ঘুরেছিল। মহিলার বন্ধুদের কাছে এটা বেশ মজার ব্যাপার হয়েও ওঠে। শেষ পর্যন্ত মহিলা ধরা দেয়, তবে দুর্ভাগ্যের কথা, ওদের বিয়ে হওয়ার দশ দিন আগে মহিলা সোফারের সঙ্গে পালিয়ে যান। চমৎকার মহিলা, ভারি হিসেবী। তবুও এমনই ঘটেছিল।'

'মানুষ অনেক সময়েই অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বসে,' মিসেস ব্যান্ট্রি স্বীকার করলেন। 'ভাবছিলাম একটু আগে তুমি এখানে থাকলে ভাল হত, জেন। অ্যাডি জেফারসন একক্ষণ ওর নিজের সব কথা আমাকে বলছিল— কিভাবে ওর স্বামী তার সমস্ত টাকা-পয়সা হারিয়েছিল, তবে একথা তারা জেফারসনকে টের পেতে দেয় নি। আর তারপর এই গ্রীষ্মের সময় ওর কাছে সব অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল—।'

মিস মারপল একথায় সায় দিলেন। 'হ্যাঁ। উনি বিদ্রোহ করে বসেন মনে হয়, আর সেটা অতীতের বাতাবরণে বাস করে যেতে হয়েছে বলে। আসলে সব কিছুরই একটা সময় থাকে। তুমি বাড়িতে সারা জীবন জানালার খড়খড়ি ফেলে বসে থাকতে পারো না। আমার মনে হয় মিসেস জেফারসন সেই খড়খড়ি তুলে দিয়ে নিজের বৈধব্যের পোশাক বদলে ফেলেছিলেন, আর স্বভাবতই মিঃ জেফারসন তা পছন্দ করেন নি। তিনি ভেবে

নিয়েছিলেন তাকে অবহেলা করা হয়েছে, তবে আমার ধারণা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি মিসেস জেফারসনকে ওই পরিণতির দিকে ঠেলে দেবার দায়িত্ব কার। তাহলে এটা তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। আর এরপর ঠিক যা হয়, ঠিক বুড়ো মিঃ ব্যাজারের মত যখন তার স্ত্রী আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মেতে উঠেছিলেন। এবার যা ঘটে গিয়েছিল অবস্থা তার অনুকূল ছিল। যে কোন সুন্দরী তরুণীই, যার কথা শোনার ধৈর্য থাকত সেই সেটা কাজে লাগাতে পারত!'

'তোমার কি মনে হয়,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন, 'ওর ওই মাসতুতো না পিসতুতো বোন, যোসি, ইচ্ছে করেই ওকে এখানে এনেছিল—সব ব্যাপার-টাই কোন পারিবারিক মতলব?'

মাথা নাড়লেন মিস মারপল। 'না, আমার তা মনে হয় না। আমার মনেই হয় না মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা আঁচ করার মত মানসিক গঠন যোসির আছে। এ ব্যাপারে ওর বুদ্ধি মোটা। ও হল সেই ধরনের মেয়ে যাদের তীক্ষ্ণ, সীমাবদ্ধ, বাস্তব-ঘেঁষা মন থাকে, এই সব মেয়েরা ভবিষ্যতকে দেখতে পায় না আর তাই সাধারণতঃ কিছুটা অবাক হয়ে যায় তার মুখোমুখি হয়ে।'

'ব্যাপারটা সকলকে হতবাক করে দিয়েছিল,' মিসেস ব্যান্ট্রি বললেন। 'আপাত দৃষ্টিতে অ্যাডি—আর মার্ক গ্যাসকেলকেও।'

মিস মারপল হাসলেন। 'আমার বিশ্বাস তার অন্য মতলব হাসিল করার ছিল। দুঃসাহসী পুরুষ, নজর চতুর্দিকে। মৃতদার একজন শোকার্ত পুরুষের জীবন কাটানোর মত মানুষ ও নয়, স্ত্রী সে যতই ভালবেসে থাকুক। আমার ধারণা ওরা দুজনেই মিঃ জেফারসনের সারাক্ষণের ওই স্মৃতি বিজড়িত জীবনকে মেনে নিতে না পেরে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।' মিস মারপল নিন্দুকের মতই বললেন, 'অবশ্য, পুরুষদের পক্ষেই একাজ সহজ।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই মার্ক তার সম্পর্কে এই মন্তব্যের সমর্থনই যেন করতে ব্যস্ত ছিল স্যর হেনরি ক্লিদারিংয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে।

ওর চারিত্রিক বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চাছাছোলা ভাষায় মূল বক্তব্যে পৌঁছে গেল।

'আমার এইমাত্র মনে জেগেছে,' মার্ক বলল, 'পুলিশের কাছে আমিই বোধ হয় একনম্বর সন্দেহভাজন। তারা আমার অর্থনৈতিক অবস্থার আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করে চলেছে। আমি শেষ হয়ে গেছি, শুনে রাখতে

পারেন—শেষ না হলেও অবশ্য বেশি দেরীও নেই। শুধু আমাদের প্রিয় জেফ যদি হিসেব মত দু-এক মাসের মধ্যে মারা যান আর আমি আর অ্যাডি হিসেব মত টাককড়িগুলো ভাগ করে নিতে পারি, সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারবে। আসল কথাটা হল ধারে দেনায় আমি ডুবে আছি। যদি সব ভেঙে পড়ে সেটা জব্বর গোছেরই হবে! অবশ্য কোন ভাবে যদি ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলে চাকা ঘুরতেও পারে—তাহতে আবার মাথা তুলে দাঁড়াব, ধনীও হতে পারি।'

স্যার হেনরি ক্লিদারিং বললেন, 'তুমি বরাবরই একজন জুয়াড়ী, মার্ক।'

'হ্যাঁ, জুয়াড়ী বললে ভুল বলবেন না। সব কাজে ঝুঁকি নাও—আমার মত এইরকম! ওটা আমার ভাগ্য বলতে পারেন যে কেউ ওই বাচ্চা মেয়েটাকে গলা টিপে খতম করেছে। কাজটা আমি করিনি। আমি খুনী নই। আমি সত্যিই ভাবতে পারছিনা কাউকে খুন করতে পারি। আমি সহজ জীবনেই বিশ্বাসী। তবে আমি বোধ হয় পুলিশকে একথা বললে তারা বিশ্বাস করবে না। আমাকে বোধ হয় অপরাধ তদন্তকারীর কথার জন্যই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। মোটিভ, অকুস্থলে উপস্থিতি, তেমন উচ্চমানের বিবেক নেই! ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি আমি ইতিমধ্যেই খাঁচায় ঢুকিনি কেন। সুপারিণ্টেন্টেন্টের চোখের দৃষ্টিও বিশ্রী রকম।'

'তোমার সবচেয়ে কাজের জিনিসই আছে, অ্যালিবাই।'

'হ্যাঁ, ভগবানের দুনিয়ায় অ্যালিবাই ভারি চমৎকার জিনিস। কোন নিরপরাধ মানুষেরই আবার এই অ্যালিবাই থাকে না। তাছাড়া, সবই নির্ভর করে মৃত্যুর সময়ের উপর বা এমন কিছুর উপর, তাছাড়া নিশ্চিত থাকতে পারেন তিনজন ডাক্তার যদি বলেন মেয়েটা মাঝরাতের কাছাকাছি মারা গেছে, আরও অন্ততঃ ছজন বলতে পারে ওর মৃত্যু হয় ভোরবেলা পাঁচটার কাছাকাছি —তাহলে আমার অ্যালিবাই টিঁকছে কোথায়?'

'তুমি এটা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারছ?'

'খুবই বদ রুচি, কি বলেন?' খুশির ভঙ্গী করল মার্ক। 'আসলে আমি বেশ ভয় পেয়েছি। এর কারণ এই খুন! আমি যে জেফের জন্য দুঃখ পাইনি সেকথা ভাববেন না। পেয়েছি। তবে সেটা এই রকম হওয়াতেই ভাল হয়েছে—যদিও আঘাতটা ভালই লেগেছে তার—তবুও অন্ততঃ ওর আসল কথাটা জানার চেয়ে ভাল।'

'ওর আসল কথা জানার মানে কি?'

মার্ক চোখ পিটপিট করল। 'সে গতরাত্তিরে কোথায় গিয়েছিল? আমি বাজি রাখতে পারি যে কোন পুরুষের সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল। জেফ এ ব্যাপারটা পছন্দ করত না—কখনই তা মেনে নিতেন না। তিনি যদি জানতে পারতেন মেয়েটা তাকে ছলনা করেছে—যে ওই ধরনের নিষ্পাপ নিরীহ নয়—আসলে, আমার শ্বশুর একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। অত্যন্ত বেশী রকম আত্মবিশ্বাসী, তবে ওই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ভেঙে পড়ে। আর তারপর দেখলেন তো কি ঘটল?'

স্যর হেনরি ওর দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি শ্বশুরকে পছন্দ কর না, কর না?

'আমি অত্যন্ত পছন্দ করি, আর একই সঙ্গে মাঝে মাঝে তাকে ঠিক মেনেও নিতে পারি না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। কনওয়ে জেফারসন এমন একজন মানুষ যিনি তার পারিপার্শ্বিক সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। তিনি খুবই দয়ালু একনায়ক বলা চলে, দয়ালু, সদাশয় আর স্নেহপ্রবণ। তবে তিনি বাঁশি বাজালে সবাইকে তালে তালে নাচতে হবে।'

মার্ক গ্যাসকেল এবার থামল।

'আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। আর কারো প্রতিই সে ভালবাসা আমি দেখাতে পারব না কখনও। রোজামণ্ড ছিল রোদ্দুরের মত, শুধু হাসি আর ফুলের সুবাস ছড়ানো, তারপর সে যখন নিহত হল আমার অবস্থা দাঁড়াল মুষ্টিযুদ্ধে নকআউট হয়ে যাওয়া একজনের মত। তবে রেফারী তার গোণা চালিয়ে যাচ্ছেন অনেকক্ষণ ধরে। যতই হোক আমি একজন মানুষ। আমি মেয়েদের পছন্দ করি। আমি আবার বিয়ে করতে চাই না—একেবারেই না। এই হল সব। আমাকে কিছুটা ভদ্র হতে হত, তবে ভাল সময় আমিও কাটিয়েছি কিন্তু বেচারি অ্যাডি তা কাটাতে পারেনি। অ্যাডি সত্যিই চমৎকার মেয়েমানুষ। সে এমনই একজন যাকে পুরুষরা বিয়ে করতে চায়। একটু সুযোগ দিন, দেখবেন সে বিয়ে করেছে আর নিজে সুখী হয়ে লোকটিকেও সুখী করেছে।

'তবে বুড়ো জেফ তাকে সব সময় মনে করেছেন ফ্র্যাঙ্কের স্ত্রী হিসেবে আর তাকে সম্মোহিত করে এমনই ভাবতে বাধ্য করেছেন। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না যদিও, আর, আমরা বন্দীশালায় রয়ে গেছি। আমি আস্তে আস্তে বহু আগেই ভেঙে পড়েছিলাম, আর অ্যাডি ভেঙে পড়ে গত গ্রীষ্মকালে। এতে জেফের দুনিয়াটাই যেন চুরমার হয়ে যায়। ফল, ওই রুবি কীন।'

নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে মার্ক গান গেয়ে উঠল ঃ

'সমাধিতে সে রয়েছে শয়ান, হায়
তবু আমি এ কোথায় !'

'আসুন, একটু পান করি, ক্লিদারিং।'

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পুলিশ মার্ক গ্যাসকেলকে সন্দেহের চোখে দেখতে চাইছে, ভাবলেন স্যর হেনরি।

পনের

ডঃ মেটকাফ ডেনহ্যামের অন্যতম একজন অতিপরিচিত ডাক্তার। তার মধ্যে খুব একটা ঘরোয়া ভাব না থাকলেও তার উপস্থিতি রোগীর ঘরে বেশ কিছুটা খুশির আবহাওয়া জাগিয়ে তোলে। তিনি একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ আর কণ্ঠস্বর শান্ত আর মধুর।

তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের কথা বেশ মন দিয়ে শুনে যাওয়ার পর অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গীতেই তিনি সব কথার উত্তর দিয়ে গেলেন।

হার্পার বললেন, 'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, ডঃ মেটকাফ, যে মিসেস জেফারসন আমাকে যা বলেছেন মোটামুটি তা সত্যি ?'

'হ্যাঁ, মিঃ জেফারসনের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপই বলা যায়। গত কয়েক বছর ধরে ভদ্রলোক নিজেকে নিয়ে যা খুশি করে গেছেন। অন্যান্য মানুষের মত জীবন কাটাতে গিয়ে তার বয়সের যে কোন সাধারণ আর স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতলয়ে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি কোন রকম বিশ্রাম নিতে চাননি, সব কিছু সহজ ভাবে নিয়েছেন অন্ততঃ যেসব ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা চিকিৎসকেরা সহজ হতে বলেছি বা পরামর্শ দিয়েছি তিনি তা মানতে চাননি। তার ফল হয়েছে ভদ্রলোক অতিমাত্রায় কাজ করা ইঞ্জিনের মত হয়ে গেছেন। তার হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, রক্তচাপ—সবই অত্যন্ত চাপের মধ্যে রয়ে গেছে।'

'আপনি বলছেন মিঃ জেফারসন দৃঢ়ভাবেই কোন কথা শুনতে তার আপত্তি জানিয়ে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। তবে এজন্য তাকে দোষ দিতে পারি মনে হয় না। আমার রোগীদের যা বলি তাই শুধু নয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তবে মানুষ হিসাবে তার বদলও হয়। আমার সহ-চিকিৎসকরা অনেকেই এরকম করে থাকেন, সবই তাই খারাপ বলতে পারি না। ডেন মাউথের মত জায়গায় অনেক কিছুই চোখে

পড়ে। বহু পঙ্গু মানুষকে দেখা যায় যারা কোনক্রমে বেঁচে আছেন, সবসময়েই পরিশ্রমের ভয় তাদের, জোরালো বাতাসেও তাদের ভয়, রোগ জীবাণুর ভয়, খারাপ খাদ্য নিয়ে খুঁতখুঁতে ভাব, এমনই সব।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি বলেই আমার মনে হয়,' সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার বললেন। 'তাহলে সোজা কথাটা দাঁড়াচ্ছে যে কনওয়ে জেফারসন যথেষ্টই শক্তি সম্পন্ন, অন্ততঃ শরীরের দিক থেকে—মানে তার দৈহিক পেশীর গঠন অনুযায়ী। কাজের দিকে তিনি কি কি করতে সক্ষম বলতে পারেন?'

'তার দুই হাত আর কাঁধে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। দুর্ঘটনার আগে তিনি খুবই শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। হুইলচেয়ার চালানোর ক্ষেত্রেও তিনি খুবই দক্ষ, আর ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি ঘরে বেশ ভালভাবেই ঘোরাফেরা করতেপারেন —যেমন, বিছানা থেকে তার চেয়ার পর্যন্ত।'

'মিঃ জেফারসনের মত মানুষের পক্ষে কি কৃত্রিম পা ব্যবহার সম্ভব ছিল না?'

'না, এক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। তার মেরুদণ্ডও ক্ষতিগ্রস্ত।'

'বুঝলাম। তাহলে গোটা ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তাহল এই রকম: যে কোন রকম পরিশ্রম বা আঘাত বা আচমকা ভয়, এ ধরনের কিছু হলে তার মৃত্যু ঘটে যাওয়া সম্ভব?'

'কম বেশি এই রকমই। অতিরিক্ত পরিশ্রম তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে অথচ তিনি কারও কথা কানে তুলবেন না। ক্লান্ত হলেও তিনি তা জানাতে চান না। এটা তার হৃৎপিণ্ডকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এটা না হতেও পারে যে তিনি হঠাৎই যে-কোন মুহূর্তে মারা যাবেন। তবে হঠাৎ কোন মানসিক আঘাত বা ভয় সহজেই এটা ঘটাতে পারে। আর এই কারণেই তার পরিবারের লোকজনকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার ধীরে ধীরে বললেন, 'কিন্তু বাস্তবে কোন আচমকা ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়নি। তার মানে, ডাক্তার, আমি বলতে চেয়েছি যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার চেয়ে বড় আঘাত বা ধাক্কা আর হতে পারত না তার ক্ষেত্রে। আর তিনি এখনও বেঁচে আছেন।'

ডঃ মেটকাফ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সেকথা জানি। তবে আমার মত অভিজ্ঞতা যদি আপনার থাকত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাহলে জানতে পারতেন যে রোগের ইতিহাস দেখাতে চায় যে এ সম্পর্কে ভবিষ্যত-বাণীকরার কাজটা কত অসম্ভব। যেসব মানুষের আঘাত বা আচমকা ধাক্কায় মৃত্যু হওয়া উচিত

ছিল তা তাদের ক্ষেত্রে হয় না ইত্যাদি। মানব শরীর খুবই কঠিন ধাতে তৈরি অন্ততঃ যা ভাবা যায় তার চেয়ে কঠিন। তাছাড়া, আমার অভিজ্ঞতায় মানসিক আঘাতের চেয়ে শারীরিক আঘাত ঢের বেশি মারাত্মক হতে পারে। সহজভাবে বলতে চাইলে হঠাৎ কোন দরজা প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হলে বা খুললে মিঃ জেফারসনের মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, অথচ যে মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করতেন তার ভয়ংকর মৃত্যুর আঘাতে তার মৃত্যু ঘটেনি।'

'এ রকম হওয়ার কারণ কি হতে পারে তাই ভাবি ?'

'কোন দুঃসংবাদ জানানো হলে প্রায়শই একটা আত্মরক্ষাকারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটা শ্রোতার অনুভূতিকে অসাড় করে তোলে। প্রথমে সে তা গ্রহণ করতে পারে না। সম্পূর্ণ অবহিত হতে অনেকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু দড়াম করে দরজা বন্ধ করলে, বা কেউ আলমারী থেকে লাফিয়ে পড়লে, রাস্তা পার হওয়ার সময় আচমকা গাড়ি এসে পড়লে—এর সবই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ড এ সব ক্ষেত্রে প্রায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খায়—সাধারণ মানুষের বোঝানোর জন্য এটুকুই বলতে পারি।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার বললেন, 'তবু কেউ হয়তো ধরে নিতে পারত যে মিঃ জেফারসনের মৃত্যু ওই মেয়েটির মৃত্যুজনিত মানসিক আঘাত থেকে হতে পারত ?'

'হ্যাঁ, সেটা সহজেই হতে পারত,' ডাক্তার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন হার্পারের দিকে। 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে—।'

'কি যে ভাবব তাই বুঝতে পারছি না,' বিরক্ত কন্ঠে উত্তর দিলেন হার্পার।

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, স্যর, এ ব্যাপার দুটো সুন্দর ভাবে পরপর খাপ খেয়ে যেতে পারে,' হার্পার কিছুক্ষণ পরেই স্যর হেনরি ক্লিদারিংকে বললেন। 'এক ঢিলে দুটো পাখি মারা। প্রথমে মেয়েটা তার-পর তার মৃত্যু সংবাদ শুনে মিঃ জেফারসনের মৃত্যু যাতে তিনি আর তাঁর উইল পাল্টানোর সময় না পান।'

'আপনি কি মনে করেন সে উইল পাল্টাতে চলেছে ?'

একথা আপনিই ভাল জানতে পারবেন, স্যর, আমার চেয়ে। আপনার কি মনে হয় ?'

'ঠিক জানিনা। রুবি কীন প্রেক্ষাপটে আসার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম যে ওর সব টাকা মার্ক গ্যাসকেল আর মিসেস জেফারসনের মধ্যে

বাঁটোয়ারা করে দিতেছে। আমি বুঝতে পারছি না সে এটা বদল করতে যাবে কেন। তবে অবশ্যই সে তা করতে পারে।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার সায় জানালেন।

'কার মাথায় কোন্ পোকা কখন ঢুকবে আগে থেকে কেউই তা বলতে পারে না, বিশেষ করে কেউ যখন বোঝেন তার সম্পত্তি কাকে তিনি দিয়ে যাবেন সে ব্যাপারে যখন কোন রকম নৈতিক দায় ভার নেই। এখানে যখন তাছাড়া রক্তের সম্পর্কে কেউ নেই।'

স্যর হেনরি বললেন, 'তিনি ছেলেটাকে ভালবাসেন—কিশোর পিটার।'

'আপনি কি মনে করেন উনি পিটারকে নিজের নাতি বলে ভাবেন! একথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানবেন।'

স্যর হেনরি আস্তে আস্তে বললেন, 'না, আমার তা মনে হয় না।'

'আরও একটা বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, স্যর। এমন একটা ব্যাপার যে আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। কিন্তু ওঁরা আপনার বন্ধু তাই আপনি জানবেন। আমি জানতে চাইছি মিঃ জেফারসন মিঃ মার্ক গ্যাসকেল আর মিসেস জেফারসনকে কতটা পছন্দ করেন। কারও কোন সন্দেহ নেই যে আগে তিনি তদের যথেষ্ট পছন্দ করতেন, তবে সেটা তিনি করতেন, যেহেতু তিনি তাদের ভাবতেন তাঁর মেয়ের স্বামী আর পুত্রবধূ হিসেবে। কিন্তু, ধরুন তাদের মধ্যে কেউ একজন যদি আবার বিয়ে করেন?'

স্যর হেনরি একটু ভাবলেন। তিনি বললেন, 'আপনি বেশ আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মত প্রশ্ন করেছেন। এটা আমি জানি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে—শুধু আমার ব্যক্তিগত কোন মত—এক্ষেত্রে তার মতামত অবশ্য বদলে যেত ভালরকম। তিনি তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না, তাদের ভালই চাইতেন, তবে আমার মনে হয়—হ্যাঁ, আমার বরং মনে হয় তাদের ব্যাপারে তিনি প্রায় কোন আগ্রহই দেখাতে চাইতেন না।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাথা দোলালেন, 'তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই, স্যর?'

'হ্যাঁ, আমার সেকথাই মনে হয়। মিঃ গ্যাসকেলের ক্ষেত্রে তো বটেই, আর আমার মনে হয় মিসেস জেফারসনের বেলাতেও তাই, তবে এক্ষেত্রে ততটা নিশ্চিত নই। আমার ধারণা উনি মিসেস জেফারসনের ব্যাপারে তার জন্যেই খুশি ছিলেন।'

'এক্ষেত্রে যৌন ব্যাপারের কোন কিছু জড়িত,' সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটু ভেবে বললেন। 'তাঁর পক্ষে মিসেস জেফারসনকে নিজের মেয়ে বলে মেনে

নেয়া সহজ হতে পারত, অন্ততঃ মিঃ গ্যাসকেলকে ছেলে বলে মেনে নেয়ার চেয়ে। এটা দুদিক থেকেই কার্যকর। মেয়েরা বেশ সহজেই জামাইকে পরিবারের একজন বলে মেনে নিতে পারে, অথচ এমন কমই দেখা যাবে যেখানে তারা পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে বলে ভাবতে সক্ষম হন। আমরা কথা বলতে বলতে একবার টেনিস কোর্টের দিকে যেতে পারলে ভাল হত, স্যর। মিস মারপল ওখানেই বসে আছেন দেখতে পাচ্ছি। আমার ইচ্ছে তাকে একটা ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে বলব। আসলে আমার ইচ্ছে আপনারা দুজনেই এতে থাকুন।'

'কিভাবে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট?'

'এমন কিছু করা যা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। আমি চাইছিলাম আপনি যদি একবার এডওয়ার্ডসকে নাড়াচাড়া করে দেখেন, স্যর।'

'এডওয়ার্ডস! তার কাছে কি পেতে পারেন ভাবছেন?

'আপনার যেমন মনে হবে প্রশ্ন করবেন। সে এই ঘটনা নিয়ে কি ভাবছে, কিছু বলার আছে কিনা তার। পরিবারের সকলের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কেমন। রুবি কীন সম্পর্কে ওর ধারণা কি রকম। ভিতরের খবরই জানতে চাইছি। এই বিষয়ে তার চেয়ে ভাল আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে আমাকে এ সব কথা বলবে না। তবে আপনাকে বলবে। কারণ আপনি একজন ভদ্রলোক আর মিঃ জেফারসনেরও বন্ধু।'

স্যর হেনরি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনা হয় সত্য আবিষ্কার করার জন্য। আমি এজন্য সর্বতোভাবেই চেষ্টা করব। মিস মারপল কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ভাবছেন?'

কিছু মেয়ের ব্যাপারে? কয়েকজন গার্ল গাইড। আধ ডজন এই মেয়েকে আমরা চিহ্নিত করেছি—যারা বিশেষভাবেই এই পামেলা রীভসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। এটা সম্ভব হতে পারে তাদের কোন কথা জানা থাকতে পারে। আমি কদিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলাম। আমার মনে হচ্ছে যদি মেয়েটি উলওয়ার্থে যাবে ভেবে নিয়ে থাকত তাহলে সে অন্য কোন মেয়েকে ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে থাকতেও পারত। তাই আমি ভাবছি উলওয়ার্থ নিছক অজুহাত মাত্র। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি জানতে চাই মেয়েটি সত্যি কোথায় যেতে চাইছিল। হয়তো ও কোন ইঙ্গিত করে থাকতে পারে। আমার তাই ধারণা মিস মারপলের পক্ষেই মেয়েদের কাছ থেকে কথাটা জেনে নেয়া সহজ হবে। আমার মনে হয় তিনি

মেয়েদের মনের কথা ভালই বোঝেন।'

'মনে হচ্ছে মিস মারপল গ্রামের সমস্ত রকম সমস্যার মুশকিল আসান হয়ে উঠেছেন। ওর নজর খুব তীক্ষ্ণ একথা ঠিক।'

হাসলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার। তিনি বললেন, 'আপনার কথা ঠিক। কিছুই ওঁর নজর এড়ায় না।'

তাদের আসতে দেখে মিস মারপল খুশি হয়ে স্বাগত জানালেন সাগ্রহে। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুরোধ শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানালেন। 'আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি সবসময়েই তৈরি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আশা করি এ নিয়ে আপনার কাজে লাগতে পারব। রবিবারের স্কুল ব্রাউনি আর গাইডের সঙ্গে অনাথ আশ্রমও কাছাকাছি আছে—আসলে আমি এসবের কমিটিতেও আছি জানেন—মাঝে মাঝে মেট্রনের সঙ্গেও কথাবার্তা হয় আমার। অল্পবয়সের পরিচারিকাও আছে, তাদের সঙ্গেও কথা হয়। হ্যাঁ, কোন মেয়ে সত্যি কথা বলছে না, কিছু চেপে রাখতে চাইছে, সেকথা বুঝে নেবার মত অভিজ্ঞতা আমার আছে বলতে পারেন।'

'আসলে, আপনি একজন বিশেষজ্ঞঃ একাজে', স্যার হেনরি বলে উঠলেন।

মিস মারপল তার দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন না, স্যার হেনরি।'

'আপনাকে নিয়ে হাসার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। বরং এর আগে আমাকেই বহুবার আপনি হাস্যাস্পদ করেছিলেন।'

'গ্রামে কত খারাপ কিছু চোখ পড়ে,' আপন মনেই যেন ব্যাখ্যা করতে চেয়ে বললেন মিস মারপল।

'হ্যাঁ, একটা কথা,' স্যার হেনরি বললেন, 'একটা কাজ আমি সম্পন্ন করেছি যেমন বলেছিলেন আপনি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানিয়েছেন যে রুবি কীনের বাজে কাগজের ঝুড়িতে কাটা নখের কিছু টুকরো পাওয়া গেছে।'

মিস মারপল চিন্তিতভাবে বললেন, 'পাওয়া গেছে? তাহলে যা ভেবেছি— ?'

'একথা জানতে চেয়েছিলেন কেন, মিস মারপল?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন?

মিস মরপল বললেন, 'একটা ব্যাপার আমার কেমন বেমানান মনে হয়েছিল মৃতদেহ যখন প্রথম দেখি। হাতগুলো যেন কি রকম বেমানান, এরকম কেন প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর আমি বুঝলাম যে সমস্ত

মেয়ে খুব বেশি রকম মেকআপ করে তাদেরই বড় বড় নখ থাকে। অবশ্য এটাও আমি জানি এই মেয়েদের নখ কামড়ানোর অভ্যাস থাকে—এরকম অভ্যাস ছাড়ানো বেশ কঠিন। তবে অহঙ্কার আবার অনেক সময় সাহায্য করে। তবে আমার ধারণা এই মেয়েটির ওই বদ অভ্যাস কাটেনি। আর তারপর, ওই বাচ্চা ছেলেটি—পিটার, এমন কিছু বলেছিল যাতে বুঝতে পারা গিয়েছিল মেয়েটির বড় বড় নখ ছিল যার একটা পরে ভেঙে যায়। আর সেই কারণেই নিশ্চয়ই সে সব নখ সমান করে নিতে বাকিগুলোও কেউ কেটে ফেলে, আমি এটা স্যর হেনরিকে একটা দেখতে বলেছিলাম।'

স্যর হেনরি মন্তব্য করলেন, 'আপনি এই মাত্র বললেন মৃতদেহ দেখে কিছু বেমানান মনে হয়েছিল। কি ব্যাপারে এটা ভেবেছিলেন?'

মিস মারপল উত্তর দিলেন, 'ওহ, হ্যাঁ! পোশাকের জন্য কথাটা বলেছি। পোশাকই একদম বেমানান ছিল।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন দুজন পুরুষই। 'একথা কেন আসছে।' স্যর হেনরি প্রশ্ন করলেন।

'কথাটা হল পোশাকটা বেশ পুরনো। যোশি তাই বলেছিল জোর দিয়েই। আমিও দেখে বুঝেছিলাম সেটা বেশ পুরানো, অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা। এই ব্যাপারটাই বেমানান।'

'কেন তাই তো বুঝতে পারছি না।'

মিস মারপল একটু লাল হয়ে উঠলেন। 'মানে, কথাটা বুঝতে পারছেন না যে রুবি কীন ওর পোশাক বদলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল যার সঙ্গে আমার ভাইপো রেমণ্ড যেমন বলে, ওর একটু 'ইয়ে' ছিল?'

সুপারিণ্টেন্ডেন্টের চোখে হাসি ঝিলিক দিল। 'প্রতিপাদ্য হল এটাই। রুবি কীনের কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—ওর কোন ছেলে বন্ধু বলেই শোনা যায়।'

'তাই যদি হয়,' মিস মারপল বলে উঠলেন, 'তাহলে সে পুরনো পোশাক পরেছিল কেন?'

সুপারিণ্টেন্ডেন্ট চিন্তিতভাবে মাথা চুলকে বললেন, 'আপনার উদ্দেশ্য বুঝেছি। আপনি ভাবেন ওর নতুন পোশাক পরা উচিত ছিল?'

'আমার ধারণা সে সবচেয়ে ভাল পোশাকই পরতে চাইত। মেয়েরা তাই করে।'

স্যর হেনরি বাধা দিলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু শুনুন, মিস মারপল। ধরুন, সে

ওই ভাবে দেখা করার জন্য বেরিয়ে ছিল আর হয়তো কোন খোলা গাড়িতে চড়ে বা হয়তো হেঁটেই। রাস্তাও খারাপ থাকা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই তার দামী আর ভাল ফ্রক নষ্ট না করে পুরনো পোশাকই পরতে চাইত।'

'সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ হত,' হার্পার বললেন।

মিস মারপল তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি উজ্জ্বল হয়ে বললেন, 'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হত ট্রাউজার আর পুলওভার পরে নেয়া বা টুইডের কোন পোশাক। এটা অবশ্য—আমার মনে হয়, আমাদের জগতের কোন মেয়ে করত। ভালভাবে মানুষ হওয়া কোন মেয়ে, মনে রাখবেন ঠিক ঠিক কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ পোশাক ব্যবহার করা উচিত সে ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে হয়। গরমের দিনেও সে সিল্কের পোশাকই পরতে চাইবে।'

'আর কোন প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সঠিক পোশাক ?' স্যর হেনরি জানতে চাইলেন।

'সে যদি প্রেমিকের সঙ্গে কোন হোটেলের ভিতরে বা এমন কোথাও দেখা করতে যায় যেখানে সান্ধ্য পোশাক পরাই নিয়ম, সে তাহলে পরবে তার সেরা সান্ধ্যফ্রক, তবে বাইরের কোন জায়গায় হলে তাকে সান্ধ্য পোশাকে হাস্যকর দেখাবে। এক্ষেত্রে তাকে পরতে হবে খুব আকর্ষণীয় খেলার পোশাক।'

'মেনে নিলাম আপনার কথা,ফ্যাসানের রাণি, তবে রুবি—।' মিস মারপল বললেন, 'রুবি অবশ্য—মানে, যাকে বলে সে একজন'লেডি' পদবাচ্য ছিল না। সে যে শ্রেণীর তার কাছে যে কোন ধরনের পোশাকেই আপত্তি থাকার কথা নয়। গতবছর, আমরা স্ক্র্যাস্টর রকস্-এ একটা চড়ুইভাতি করেছিলাম। অবাক হয়ে যাবেন শুনে সেখানে মেয়েরা কি অদ্ভুত সব পোশাক পরে এসে-ছিল। কেউ কেউ বিরাট টুপি মাথায় দিয়ে এসেছিল। পাথরে ওঠার সময় তাতে নাকি সাহায্য হত। ছেলেরা অবশ্য আসে তাদের সেরা সুট পরে। এছাড়া হাইকিংয়ের ব্যাপার আলাদা। এটাও একধরনের পোশাক, আর মেয়েরাও বোঝেনা এই ধরনের স্বল্প পোশাক তাদের তন্বী না হলে মানায় না।'

সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি তাই ভাবেন রুবি কীন—।'

'আমার ধারণা হল সে যে ফ্রক পরেছিল সেটাই পরে থাকত—তার গোলাপী সেরা পোশাক। ও সেটা বদলাতে চাইত এর চেয়েও ভাল কিছু থাকলে তবেই।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার বললেন, 'তাহলে এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা কি রকম, মিস মারপল ?'

মিস মারপল উত্তর দিলেন, 'কোন ব্যাখ্যাই আমার আপাতত নেই। তবে আমি না ভেবেও পারছিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

ষোল

তারের জালে ঘেরা যে জায়গায় রেমন্ডস্টারের টেনিস প্রশিক্ষণ পর্ব চলছিল সেটা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছিল। বেশ শক্তসমর্থ মধ্যবয়স্কা এক মহিলা দু একটা মন্তব্য করে তার আকাশী রঙ কার্ডিগানটা তুলে নিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেলেন। রেমন্ড তাকে লক্ষ্য করে কিছু বলল, তারপর যে বেঞ্চে তিনজন দর্শক বসেছিল তাদের দিকে ফিরল। ওর এক হাতে জালের মধ্যে রাখা ছিল কিছু বল আর অন্য হাতে টেনিস র‍্যাকেট। ওর মুখের হাসিমাখা ভাব লেখা মুছে নেয়া শ্লেটের মতই লাগছিল কিছুটা ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছিল সেখানে।

আপন মনে রেমন্ড বলে উঠল, 'যাক, শেষ হল!' ওর মুখের সেই ছেলেমানুষী হাসি আবার ফিরেও এল, হাসিটা ওর গাঢ়, রোদে পোড়া মুখের সঙ্গে আর ওর চলার ছন্দের সঙ্গেও যেন খাপ খাওয়ানো।

স্যর হেনরি আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন কত বয়স হবে লোকটার। পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ ? বলা সত্যি অসম্ভব। রেমন্ড মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'মহিলার পক্ষে টেনিস খেলা শেখা হবেনা। তা বলতে পারি।'

'ওই কাজটা বেশ একঘেঁয়ে আপনার কাছে, কি বলুন ?' মিস মারপল বললেন।

রেমন্ড সরলভাবে বলল, 'মাঝে মাঝে তাই লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালের শেষদিকটায়। মাঝে মাঝে টাকার কথা ভেবে মনে জোর আনার চেষ্টা চালাই, তবে সেটা শেষ পর্যন্ত কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারেনা।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার উঠে পড়লেন। তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমি আপনাকে একঘণ্টা পরে ডেকে নেব, মিস মারপল, অসুবিধা হবে না তো ?'

'একদম না, ধন্যবাদ। আমি তৈরি থাকব।'

হার্পার বিদায় নিলেন। রেমন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলে উঠল, 'একটু বসলে কিছু মনে করবেন ?'

'না, না, বসুন,' স্যর হেনরি বললেন, 'সিগারেট চলবে ?' কেসটা এগিয়ে ধরলেন তিনি। তাঁর মনে হল রেমণ্ডের প্রতি তাঁর একটু যেন বিদ্বেষ রয়েছে। এটা কি সে একজন পেশাদার টেনিস কোচ আর নৃত্যশিল্পী বলে ? তা যদি হয়, সেটা টেনিসের জন্য নয়, নাচের জন্য। স্যর হেনরির ধারণা জন্মাল ইংরেজদের এক স্বাভাবিক অবিশ্বাস থাকে যারা ভাল নাচিয়ে তাদের প্রতি। এই লোকটার চলার মধ্যে যেন বড় বেশী রকম সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। র‍্যামন —রেমণ্ড—ওর আসল নামটা কি ? তিনি আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন।

অন্য জন বেশ মজা পেল কথাটায়। 'র‍্যামন আমার আসল পেশাদারী নাম। র‍্যামন ও যোসি—কিছুটা স্পেনীয় ছোঁয়া থাকে এতে। কিন্তু বিদেশীদের ব্যাপারে মানুষের আবার একটু অপছন্দর ব্যাপারও থাকে। তাই আমি হয়ে গেলাম রেমণ্ড—একেবারে ইংরেজের নাম।'

মিস মারপল বললেন, 'আর আপনার আসল নাম কি ? সেটা বুঝি একে বারে আলাদা ?'

রেমণ্ড হাসল। 'আসলে নিজের নাম ওই র‍্যামন। আমার এক ঠাকুরমা ছিলেন আর্জেণ্টিনিয়।'

'হুঁ, তাই এই রকম কোমর দুলিয়ে চলার ছন্দ' ভাবলেন স্যর হেনরি।

'তবে আমার প্রথম নাম টমাস। একেবারে নীরস গদ্য', সে স্যর হেনরির দিকে তাকাল। 'আপনি তো ডেভনসায়ারের মানুষ, তাই না, স্যর ? স্টেন ? আমার আত্মীয়স্বজনরাও ওইদিকেই থাকতেন। আলসমস্মটনে।'

স্যর হেনরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আপনি আলসমস্মটনের ণ্টারে-দের কেউ ? এটা তো জানতাম না।'

'না, আপনার জানা সম্ভব নয়,' রেমণ্ডের গলায় সামান্য তিক্ততার স্পর্শ।

স্যর হেনরি বললেন, 'ভাগ্য বিপর্যয়—ইয়ে—এরকম কিছু ?' 'তিনশ বছর অধিকারে থাকার পর জায়গা বিক্রী হয়ে গেল বলে ভাবছেন ?' হ্যাঁ, এরকম তাই ! তবুও আমাদের চলতে হয়েছে ! আমাদের প্রয়োজনীয়তার দিনগুলো বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার বড় ভাই চলে যায় নিউ ইয়র্কে। সে প্রকাশনা ব্যবসাতে আছে—ভালই চলছে তার। আমাদের বাকিদের সবাই পৃথিবীর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। আমার কথা হল আজকাল কাজকর্ম জোটানো খুবই কঠিন যখন একমাত্র সরকারী স্কুলে পড়াশোনা করা ছাড়া আর কোন রকম যোগ্যতা আপনার নেই। কখনও ভাগ্য যদি ভাল থাকে, কোন হোটেলে হয়তো রিসেপশন কেরানীর চাকরি

পেতে পারেন। গলার টাই আর চালচলনই সেখানে দর পায়। আমার পক্ষে যে চাকরি জুটেছিল তা ছিল একটা প্লাবারের ব্যবসার দোকানে। পোর্সিলেনের সব রঙীন চমৎকার স্নানের পাত্র বিক্রীর বিরাট শোরুম ছিল, কিন্তু দাম জানতাম না আমি, তাই চাকরি গেল।

'আমি যে কাজ জানতাম তা হল নাচতে আর টেনিস খেলতে। রিভিয়েরাতে এক হোটেলে সেই কাজই নিলাম। সেখানে ভাল পসার হল—কাজও বেশ ভাল চালাতে পারছিলাম। এরপরেই কানে এল এক বৃদ্ধ কর্নেলের কথা—সত্যিকার জাত কর্নেল, একেবারে আদ্যিকালের মনে-প্রাণে ব্রিটিশ, কথায় কথায় খুনীর কথা তোলেন। তিনি সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বললেন, 'সেই গিগোলো ছোকরা কোথায়? ছোকরাকে আমার চাই। আমার স্ত্রী আর মেয়ে নাচ শিখতে চায় জানেন? সে এখানে পড়ে আছে কেন? ওকে আমার চাই-ই।,' রেমণ্ড বলে চলল। 'শুনলে হাসবেন হয়তো, তবে আমি কাজটা নিয়ে নিই। তারপর কাজ নিয়ে এখানে চলে এলাম। টাকা কম। তবে কাজে আনন্দ আছে। নাদুসনুদুস চেহারার মেয়েদের টেনিস খেলা শেখাতে হয়, তবে তারা জীবনেও খেলতে শিখবে না। তার সঙ্গে বড় মানুষদের সুখী মেয়েদের সঙ্গে নাচতে থাকা! এই তো জীবন। আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনালাম বলে কিছু মনে করবেন না,' হেসে উঠল রেমন্ড। ওর সাদা দাঁতে আর চোখের কোনে ঝিলিক জেগে উঠল। আচমকা তাকে স্বাস্থ্যে ভরপুর দারুণ সুখী আর সজীব বলে মনে হল।

স্যর হেনরি বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলার বাসনা ছিল।'

'রুবি কীন সম্পর্কে? এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই করতে পারব না। ওকে কে মারল আমার ধারণা নেই। ওর সম্পর্কে জানিও না তেমন কিছু। আমাকে বিশ্বাস করে সে কিছুই বলত না।'

মিস মারপল বললেন, 'আপনি তাকে পছন্দ করতেন?'

'তা ঠিক নয়। তবে ওকে অপছন্দ করতাম না,'' রেমণ্ডের কন্ঠস্বর কিছুটা নিস্পৃহ।

স্যর হেনরি বললেন, 'আর আপনি কোন সাহায্য করতে পারেন না?'

'সেই রকমই মনে হয়। যদি কিছু জানা থাকত হার্পারকে বলতাম। ব্যাপারটা আমার মনে হয় সেই বিনা কারণের কোন অপরাধ। কোন সূত্র বা মোটিভ নেই।'

'দুজন মানুষের কিন্তু মোটিভ ছিল,' মিস মারপল বললেন।

স্যর হেনরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে।

'সত্যি?' রেমণ্ড কিছুটা আশ্চর্য হল।

মিস মারপল চাপ দিতেই তাকালেন স্যর হেনরির দিকে। তিনি তাই অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, 'রুবি কীনের মৃত্যুতে সম্ভবতঃ লাভ হচ্ছে মিসেস জেফারসন আর মিঃ গ্যাসকেলের—প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।'

'বলেন কি?' রেমণ্ড সত্যিই চমকে উঠেছে স্পষ্টই বোঝা গেল—বেশ বিহ্বল সে। 'ওহ্, কিন্তু এ অসম্ভব—সম্পূর্ণ অবাস্তব। মিস জেফারসন আর ওদের পক্ষে—না, না, তাদের এই ঘটনায় হাত থাকতে পারে না। এরকম কিছু ভেবে নেয়া অবিশ্বাস্য।'

মিস মারপল একটু কাশলেন। তিনি শান্তস্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি একজন আদর্শবাদী পুরুষ।'

'আমি?' হেসে উঠল রেমণ্ড। 'আমি তা নই! আমি পোড় খাওয়া বিশ্বনিন্দুক।'

'টাকা অত্যন্ত জোরালো মোটিভ,' মিস মারপল বললেন।

'সেটা হয়তো ঠিক,' রেমণ্ড রাগতঃ স্বরে বলল। 'তবু, ওই দুজনে একটা মেয়েকে গলা টিপে মেরেছে স্থির মস্তিষ্কে—,' ও মাথা ঝাঁকাল। এরপর ও উঠে পড়ল। 'ওই মিসেস জেফারসন এসে গেছেন। এবার ওঁর টেনিস শেখার পালা। একটু দেরি করে এসেছেন আজ,' একটু মজার ছোঁয়া রেমণ্ড-এর গলায়। 'দশ মিনিট দেরি হয়েছে।'

অ্যাডিলেড জেফারসন আর হুগো ম্যাকলীন দ্রুত ওদের দিকে আসছিলেন। দেরি হওয়ার জন্য হাসিমুখে ক্ষমা চেয়ে টেনিস কোর্টের দিকেই তিনি চলে গেলেন। হুগো ম্যাকলীন বেঞ্চে বসে পড়লেন। পাইপে ধূমপান করলে কোন আপত্তি আছে কিনা মার্জিতভাবে কথাটা মিস মারপলের কাছে জেনে নিয়ে তিনি পাইপ ধরিয়ে চুপচাপ ধূমপান করে চললেন। তার দৃষ্টি জরিপ করতে চাইছিল টেনিস কোর্টে খেলায় ব্যস্ত দুটি সাদা মূর্তিকে।

শেষ পর্যন্ত হুগো ম্যাকলীন বললেন, 'বুঝিনা অ্যাডি টেনিস খেলা শিখতে চায় কেন। খেলায় আপত্তি নেই, আমারও এটা ভাল লাগে, তবে শিখতে চাওয়া কেন?'

'উনি হয়তো খেলায় উন্নতি করতে চাইছেন,' স্যর হেনরি বললেন।

'অ্যাডি খারাপ খেলেনা,' হুগো বললেন, 'সব জায়গাতেই ও চালিয়ে

নেওয়ার মত জানে। সবচেয়ে বড় কথা, ও তো উইমবলডনে খেলতে যাবেনা।' দু এক মিনিট কিছু ভেবে তিনি বললেন, 'এই রেমন লোকটা কে? কোথা থেকে আসে এই পেশাদারেরা? লোকটাকে আমার দাক্ষিণী বলে মনে হয়।'

'ও হল ডেভনসায়ার স্টারেদের বংশধর,' স্যর হেনরি বললেন।

'সত্যিই তাই?'

স্যর হেনরি সায় দিলেন। এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল কথাটায় হুগো ম্যাকলীন খুশি হননি। তিনি আরও বেশি অসন্তোষ প্রকাশ করতে চাইলেন।

তিনি বললেন, 'অ্যাডি আমাকে কেন যে ডেকে পাঠাল তাই বুঝতে পারছি না। এই ঘটনায় ওর কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলেও দেখছিনা। এত ভাল ওকে আগে দেখিনি। তাহলে আমাকে ডেকে আনার কারণ কি?'

স্যর হেনরি সাগ্রহে জানতে চাইলেন, 'ও আপনাকে কখন কখন ডেকে পাঠায়?'

'ওহ—ইয়ে—এ সব যখন ঘটেছিল।'

'আপনি শুনলেন কি ভাবে? টেলিফোনে না টেলিগ্রামে?'

'টেলিগ্রাম।'

'জানার ইচ্ছে জাগছে ওটা কখন করা হয়েছিল?'

'মানে, কথাটা আমার ঠিক জানা নেই।'

'ওটা কখন পেয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক পাইনি। আসলে আমাকে টেলিফোনে জানানো হয়।'

'কেন, আপনি কোথায় ছিলেন?'

'ঘটনা হল, আগের দিন বিকেলে আমি লণ্ডনে চলে যাই। আমি ডেনবারি হেডে ছিলাম।'

'বলেন কি। এখানকার এত কাছে?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা বেশ মজারই বটে। গলফ্ খেলে আসার পরেই খবরটা পাই আর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি।'

মিস মারপল চিন্তিতভাবে ওর দিকে তাকালেন, হুগো ম্যাকলীনকে একটু ক্রুদ্ধ আর একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন মনে হল। মিস মারপল বললেন, 'আমি শুনেছি ডেনবারি হেড খুব ভাল জায়গা, খরচও তেমন

লাগে না।'

'না, খরচ বেশি লাগেনা। লাগলে আমার পক্ষে থাকা হত না। ছোট জায়গা হলেও বেশ সুন্দর ওটা।'

'একদিন যেতে হবে ওখানে,' মিস মারপল বললেন।

'ইয়ে, কি বললেন—ওহ, হ্যাঁ, যাওয়া যেতে পারে,' হুগো ম্যাকলীন উঠে পড়লেন। 'একটু ব্যায়াম করা দরকার, খিদেটা চনমনে হবে।'

একটু আড়ষ্ট ভঙ্গীতে তিনি চলে গেলেন।

'মেয়েরা তাদের অনুরাগী পুরুষদের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করে', স্যর হেনরি বলে উঠলেন।

মিস মারপল হাসলেও উত্তর দিলেন না।

স্যর হেনরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি ওকে নীরস কোন কুকুরের মত লাগল? আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে।'

'ভাবনার দিক থেকে কিছুটা সীমাবদ্ধ,' মিস মারপল উত্তর দিলেন, 'তবে সম্ভাবনা আছে নিশ্চয়ই।'

স্যর হেনরি আবার উঠে পড়লেন, 'অনেক কাজ রয়েছে, এবার চলি। আপনাকে সঙ্গ দিতে মিসেস ব্যাণ্ট্রি আসছেন।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি কিছুটা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বসে পড়লেন। তিনি বললেন, 'পরিচারিকাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি। তবে কোন কাজ হল না। কোন কিছুই জানতে পারলাম না। জেন, তোমার কি মনে হয় মেয়েটা কারো সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছিল অথচ হোটেলের কেউই সেটা জানতে পারেনি?'

'এ কথাটা খুবই আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মত তাতে কোন সন্দেহ নেই, ডলি। আমি বলতে চাই কখনই তা নয়। এটা সত্যি হলে কেউ না কেউ জানতই। তবে ও এ ব্যাপারে বেশ চালাক।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রির নজর ঘুরে গিয়েছিল টেনিস কোর্টের দিকে। তিনি সমর্থনের সুরে বললেন, 'অ্যাডি টেনিসে বেশ উন্নতি করেছে। ওই পেশাদার ছোকরা বেশ সুন্দর। অ্যাডিও বেশ সুন্দরী। এখনও ও আকর্ষণীয়া তাতে সন্দেহ নেই। ও আবার বিয়ে করলে অবাক হত না।'

'উনি মিঃ জেফারসন মারা গেলে বেশ পয়সাওয়ালা মহিলা হয়ে যাবেন,' মিস মারপল বললেন।

'ওহ, জেন, সবসময় এ রকম নোংরা মনের পরিচয় দিও না তো। এখনও

রহস্যের সমাধান করতে পারলে না কেন? একটুও এগুতে পেরোছ বলে তো মনে হয় না। আমি ভেবেছিলাম তুমি সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বুঝতে পারবে।' মিসেস ব্যাণ্ট্রির গলায় অভিযোগের ছায়া।

'না, না, প্রিয় ডলি, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারিনি—অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য তো বটেই।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি একথায় একটু চমকে উঠে মিস মারপলের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তুমি বলছ এখন তুমি জেনেছ রুবি কীনকে কে খুন করেছে?'

'ওহ, হ্যাঁ, তা জানি!' মিস মারপল উত্তর দিলেন।

'তাহলে সে কে, জেন? এক্ষণই আমাকে বল।'

মিস মারপল সজোরে মাথা ঝাঁকালেন। 'দুঃখিত, ডলি, তা আমি করতে পারছি না, কিছু মনে কোরনা।'

'কেন পারবে না?'

'তার কারণ তোমার পেটে কথা থাকে না। তুমি এখনই গিয়ে রাজ্যের সবাইকে বলে বেড়াতে শুরু করবে—না হয় অন্ততঃ হাবেভাবে প্রকাশ করবে।'

'না, কখনও তা করব না। কাউকে বলব না।'

'যারা এরকম বলে তারাই কিন্তু সকলের আগে শপথ ভাঙতে তৈরি। বলে লাভ নেই, ডলি। এখনও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। এমন অনেক কিছু যা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট হয়ে আছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই রেড ক্রশের জন্য চাঁদা তুলতে এলে আমি মিসেস পারট্রিজকে বাধা দিয়েছিলাম অথচ কেন তা করি বলতে পারি নি। এর কারণ ছিল ওর নাকের ডগাটা ঠিক আমার ঝি অ্যালিসের মতই কাঁপতে চাইছিল। অ্যালিসের হাত দিয়ে টাকা পয়সা কোথাও পাঠিয়ে দিলে সে এক কি দু শিলিং কম দিত আর বলে দিত পরের বারে দেয়া হবে! মিসেস পারট্রিজও ঠিক তাই করতেন, তবে ঢের বেশি টাকা। তিনি পঁচাত্তর পাউণ্ড তহবিল তছরুপ করেছিলেন।'

'মিসেস পারট্রিজের কথা থাক', মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন।

'কি সব ব্যাখ্যা করে তো বলতে হবে। তবে যদি চাও তাহলে তোমাকে খানিকটা ইঙ্গিত দিতে পারি। এই ঘটনার সবচেয়ে সমস্যা হল প্রত্যেকেই বেশ বিশ্বাসযোগ্য আর বড় বেশি রকম অমায়িক। মানুষ যা বলতে চায় তার সব কিছুই তুমি বিশ্বাস করে নিতে পার না। যখন কোন সন্দেহজনক ঘটনা ঘটে যায় আমি তখন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না, কখনই না। নিশ্চয়ই

জান, মানব চরিত্র আমি ভালই বুঝি।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি দু-এক মিনিট চুপচাপ রইলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ অন্য স্বরে বললেন, 'আমি তোমায় আগেই বলিনি যে এই ঘটনা আমি কেনই বা উপভোগ করব না? আমাদের নিজেদের বাড়িতে সত্যিকারের একটা খুন! এ রকম ঘটনা তো আর কখনও ঘটবে না।'

'আশা করি না,' মিস মারপল উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। একবারই যথেষ্ট। তবে এটা হল আমারই খুন, জেন। আমি তাই এটা উপভোগ করতে চাই।'

মিস মারপল একবার চকিতে তাকে দেখে নিলেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি এবার একটু অস্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'কথাটা তোমার বোধ হয় বিশ্বাস হয়নি?'

মিস মারপল মিষ্টি করে বললেন, 'অবশ্যই, ডলি, তুমি যখন বলছ।'

'হ্যাঁ, তবে তুমি তো আবার লোকে তোমাকে যা বলে সে সব বিশ্বাস কর না, তাই না? তুমি এইমাত্র তাই বলেছ। হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।' মিসেস ব্যাণ্ট্রির গলা তিক্ততায় ভরে উঠল। 'আমি খুব একটা বোকা নই। তুমি হয়তো ভাবছ, জেন, লোকে যে সব কথা বলছে তা আমি জানিনা—সারা সেণ্ট মেরী মীড আর কাউণ্টি জুড়ে। তারা বলছে সবাই মিলে যে আগুন ছাড়া ধোঁয়া দেখা যায় না। আর্থারের লাইব্রেরীতেই যদি মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গিয়ে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই ওর বিষয়ে কিছু-না কিছু জানে। তারা এমনও বলছে যে মেয়েটা ছিল আর্থারের রক্ষিতা—তার অবৈধ সন্তান, সে আর্থারকে ব্ল্যাকমেল করছিল—তাদের যা মাথায় আসছে তাই তারা বলে বেড়াতে চাইছে। এইভাবেই যে চলবে তাও আমি জানি। আর্থার প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, কোথায় যে গোলমাল তার মাথাতেই আসবেনা। সে এমনই বোকা ভালমানুষ যে মানুষ যে তার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারে এটা তার বিশ্বাসই হবে না। এরপর লোকে তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করবে, তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তারপর হঠাৎ একদিন সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একেবারে ভেঙে পড়বে আর নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে একা হয়ে পড়বে। আমি তাই যে ভাবে পারি আসল রহস্যের একদম গোড়ায় পৌঁছবই, দেখে নিও! এই খুনের রহস্য সমাধান করতেই হবে! তা না হলে আর্থারের সারা জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে, আর আমি নিশ্চয়ই তা হতে দেব না। কক্ষণও না! কক্ষণও না!' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'যে

কাজ ও করেনি তার জন্য এই যন্ত্রণা তাকে আমি কিছুতেই ভোগ করতে দেব না। আর এই কারণেই আমি ডেন মাউথে এসেছি—তাকে বাড়িতে একা রেখে রহস্য সমাধান করার জন্য এসেছি।'

'এ কথা আমি জানি, ডলি', মিস মারপল বললেন। 'আর সেই কারণে আমিও এখানে এসেছি।'

সতের

হোটেলের কোন একটা নিরিবিলি কামরায় এডওয়ার্ডস সসম্ভ্রমে স্যর হেনরি ক্লিদারিংয়ের বক্তব্য শুনে চলেছিল।

স্যর হেনরি বললেন, 'আমি তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই, এডওয়ার্ডস্, তবে তার আগে এখানে এই ব্যাপারে আমার অবস্থানটা তোমাকে একটু বুঝে নেয়া দরকার। আগে আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনার ছিলাম। আর এখন আমি অবসর নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। এই বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তোমার কর্তা আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমার বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে এই রহস্য ভেদ করতে অনুরোধ করেন।'

স্যর হেনরি চুপ করলে এডওয়ার্ডস তাব বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে তাকাল! ও বলল, 'জানি, স্যর হেনরি।'

ক্লিদারিং এবার আস্তে আস্তে ইচ্ছাকৃতভাবে বললেন, 'সমস্ত রকম পুলিশী মামলাতেই দেখা যায় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয় খবর চেপে রাখা হয়। এগুলো চেপে রাখা হয় নানা কারণে—কখনও হয়তো এটা পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, মনে করা হয় ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, বা এগুলো যারা ঘটনার সঙ্গে থাকেন তাদের অসুবিধা বা অস্বস্তি হতে পারে।'

এডওয়ার্ডস্ আবার বলল, 'ঠিকই, স্যর হেনরি।'

'আমি আশা করি, এডওয়ার্ডস্, এতক্ষণে তুমি এই ঘটনার আসল সূত্রগুলো কি বুঝতে পেরেছ। মৃত মেয়েটি মিঃ জেফারসনের দত্তক নেয়া মেয়ে হয়ে উঠতে চলেছিল। দুজনের মোটিভ ছিল এটা যাতে না হতে পারে। সেই দুজন হলেন মিঃ গ্যাসকেল আর মিসেস জেফারসন।'

এডওয়ার্ডসের চোখে চকিত ঝিলিক জেগে উঠল। সে বলল, 'জানতে পারি কি, স্যর, তারা কি সন্দেহের তালিকায় আছেন?'

'যদি মনে করে থাকো তারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন কিনা তাহলে বলতে চাই সে বিপদ নেই। তবে পুলিশ তাদের সন্দেহ করে যাবে যতক্ষণ না এই রহস্য উদ্ধার হয়।'

'তাদের পক্ষে কিছুটা অস্বস্তিকর বিষয়, স্যর।'

'অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এখন সত্য জানার ক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনা বিশেষভাবেই জানা দরকার। এ ব্যাপারে মিঃ জেফারসন আর তার পরিবারের সকলের প্রতিক্রিয়া, হাবভাব, কথাবার্তায় অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তাদের মনোভাব কি রকম, বাইরের হাবভাব কেমন, কি বলেন তারা, এমনই কিছু। আমি তোমাকে প্রশ্ন করতে চাই, এডওয়ার্ডস, ভিতরের ব্যাপার কি রকম সেটাই—এমন ভিতরের খবর যা একমাত্র তোমারই জানা সম্ভব। তুমি তোমার কর্তার হাবভাবে অভিজ্ঞ। তাকে লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে তুমি বুঝে নিতে পার এর কারণ কি। আমি এ প্রশ্ন পুলিশের লোক হিসেবে করতে চাইছি না, বরং করছি মিঃ জেফারসনের একজন বন্ধু হিসেবেই। তার মানে হল তোমার বলা কোন কথা যদি প্রাসঙ্গিক মনে না হয় সেটা আমি পুলিশকে জানাব না।' থামলেন স্যর হেনরি।

এডওয়ার্ডস্ শান্তস্বরে বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, স্যর। আপনি আমাকে সরলভাবে সব কথা বলতে বলেছেন। এমন সব কথা যা স্বাভাবিক সময় আমি বলতে পারতাম না বা সত্যি বললে আপনি হয়তো শুনতেই চাইতেন না।'

স্যর হেনরি বললেন, 'তুমি খুবই বুদ্ধিমান মানুষ, এডওয়ার্ডস্। ঠিক এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।'

এডওয়ার্ডস দু এক মিনিট চুপ করে রইল তারপর কথা বলা শুরু করল। 'আমি মিঃ জেফারসনকে এত বছরে ভালভাবেই বুঝেছি। অনেক-দিন তার কাছে আছি। আমি তার মধ্যে জেগে ওঠা ভাল মন্দ দুটো দিকই দেখেছি। আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি মিঃ জেফারসন যেভাবে ভাগ্যকে মেনে লড়াই করে চলেছেন সেটাই কি ঠিক? এটা তার উপর নিদারুণ চাপ ফেলেছে, স্যর। কখনও মনে হয়েছে তিনি হয়তো একজন হতাশ, ভেঙে পড়া কোন বৃদ্ধ মানুষ—আবার পরক্ষণেই সেই ভাব কাটিয়ে উঠে তিনি অন্য মানুষ হয়ে উঠেছেন। এজন্য তিনি খুবই গর্বিত। তিনি লড়াই করে যেতে বদ্ধ পরিকর—এটাই তাঁর নীতি। তবে, এই ধরনের মনোভাব অনেকখানি স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তাকে দেখে খুবই ঠাণ্ডা প্রকৃতির ভদ্রলোক বলেই

মনে হয়। আমি তাঁকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হতে দেখেছি, যখন তিনি রাগে প্রায় কথা বলতে পারেন না। আর সবচেয়ে তিনি যা সহ্য করতে পারেন না তাহল তাঁকে ঠকানোর চেষ্টা।'

'কোন বিশেষ কারণে একথা বলছ, এডওয়ার্ডস ?'

'হ্যাঁ, স্যর, তাই বলছি। আপনি সরলভাবেই কথা বলার জন্য বলেছেন বলেই, স্যর।'

'হ্যাঁ, কথাটা সেই রকমই ছিল।'

'তাহলে, স্যর হেনরি, আমার মতে যে মেয়েটিকে মিঃ জেফারসন দত্তক নিতে চলেছিলেন যে তার যোগ্য ছিল না। আর মিঃ জেফারসনের প্রতি তার কণামাত্রও টান ছিল না। তার ওই স্নেহ আর কৃতজ্ঞতার ব্যাপার সবটাই সাজানো ছিল। আমি বলতে চাই না তার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল, তবে, মিঃ জেফারসন তার সম্বন্ধে যা ভাবতেন সে তার ধারে-কাছেও ছিল না। মজার ব্যাপার হল এই যে, স্যর হেনরি, মিঃ জেফারসন খুবই বুদ্ধিমান মানুষ, মানুষ চিনতে তাঁর তেমন ভুল হত না। তবে, স্যর, কোন ভদ্রলোকের পক্ষে কোন অল্প বয়সের মেয়ের বিষয়ে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়। মিসেস জেফারসন, যাকে তিনি সব সময়েই সহানুভূতি নিয়ে দেখে এসেছেন তিনি এই গ্রীষ্মকাল থেকে কেমন যেন বদলে গিয়েছিলেন। মিঃ জেফারসন সেটা লক্ষ্য করে মনে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। মিঃ মার্ককে তিনি কখনও ভাল চোখে দেখেন নি।'

স্যর হেনরি বাধা দিলেন, 'তা সত্বেও তিনি প্রায়ই তার কাছে থাকতে দিতেন ?'

'হ্যাঁ, তবে সেটা মিস রোজামণ্ডের জন্যই। অর্থাৎ মিসেস গ্যাসকেল। তিনি ছিলেন ওঁর চোখের মণি। তিনি তাকে খুবই ভালবাসতেন। মিঃ মার্ক ছিলেন মিস রোজামণ্ডের স্বামী। তিনি সবসময়েই এরকম ভাবতেন।'

'যদি মিঃ মার্ক আর কাউকে বিয়ে করতেন; তাহলে ?'

'তাহলে, স্যর, মিঃ জেফারসন প্রচণ্ড ক্ষেপে যেতেন।'

স্যর হেনরি ভ্রূ তুললেন। 'এতটা ঘটত ?'

'তিনি হয়তো প্রকাশ করতেন না, তবে এই রকমই হত।'

'আর মিসেস জেফারসন যদি বিয়ে করতেন ?'

'মিঃ জেফারসন সেটাও মেনে নিতে পারতেন না, স্যর।'

'ঠিক আছে বলে যাও, এডওয়ার্ডস্।'

'যা বলছিলাম, স্যর, মিঃ জেফারসন ওই মেয়েটির প্রতি একটু টান অনুভব করেছিলেন। যে সমস্ত ভদ্রলোকের কাছে কাজ করেছি তাদের অনেকেরই এসব হতে দেখেছি। ও যেন কোন রোগের আক্রমণের মত। তাঁরা কোন মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করতে চান, তাদের দু হাত উজাড় করে সব কিছু দিতে চান, প্রতি দশ জনের মধ্যে এরকম ন' জন মেয়েই এরকম ক্ষেত্রে বেশ কৌশলে কাজ করে আসল সুযোগের অপেক্ষায় থেকে যায়।'

'তাহলে তোমার ধারণায় রুবি কীন খুবই মতলববাজ ছিল?'

'মানে স্যর হেনরি, ওর তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। এত অল্প বয়স হওয়াতে। তবে ভাল মতলব ছকে তোলার ব্যাপারে তার মধ্যে ভাল রকম সম্ভাবনা ছিল পরে সফল হওয়ার। আরও পাঁচ বছর পরে সে দারুণ পরিকল্পনাকার হয়ে উঠতে পারত।'

স্যর হেনরি বললেন, 'মেয়েটি সম্পর্কে তোমার ধারণা জানতে পেরে খুশি হলাম। এটা খুবই মূল্যবান। এবার মনে করে দেখার চেষ্টা কর, রুবি কীনের সম্পর্কে পরিবারে কোন রকম আলোচনা কখনও হয়েছিল কিনা?'

'এ নিয়ে আলোচনা প্রায় হয় নি, স্যর। মিঃ জেফারসন জানিয়ে দিয়ে ছিলেন তার মনোভাব কি আর কোন প্রতিবাদের সুযোগই তিনি দেননি। তিনি আসলে মিঃ মার্ককে প্রায় ধমকে দিয়েছিলেন কারণ তিনি একটু স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। মিসেস জেফারসন তেমন কোন কথা বলেন নি—তিনি শান্ত প্রকৃতির মহিলা—তিনি শুধু বলেছিলেন তাড়াহুড়ো কিছু যেন তিনি না করেন।'

স্যর হেনরি সায় জানালেন। 'এছাড়া আর কিছু? মেয়েটির মনোভাব কেমন ছিল?'

স্পষ্ট তিক্ততা মাখা স্বরে এডওয়ার্ডস বলে উঠল, 'আমার মনে হয়েছিল, স্যর, সে দারুণ খুশি।'

'আহ, খুশি বলতে চাও? তোমার এমন বিশ্বাস করার কারণ ছিল না যে, এডওয়ার্ডস্—', স্যর হেনরি উপযুক্ত একটা শব্দ খুঁজে পেতে চাইলেন, '—যে-ইয়ে-ওর মন অন্য কিছুর প্রতিই ছিল?'

'মিঃ জেফারসন বিয়ের প্রস্তাব করার কথা ভাবেন নি, স্যর। তিনি তাকে দত্তক নিতে চাইছিলেন।'

'অন্য কিছুর প্রতি' কথাটা বাদ দিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা কর।'

এডওয়ার্ডস আস্তে আস্তে বলল, 'একটা ঘটনার কথা মনে আছে, স্যর।

আমি এর সাক্ষী ছিলাম।'

'ভাল কথা। বল, শুনি।'

'সম্ভবতঃ এতে কিছুই নেই, স্যর। একদিন মেয়েটি তার হাত ব্যাগ খুলতে যেতে একটা ছোট ফটো পড়ে গিয়েছিল। মিঃ জেফারসন সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আরে, এটা কার ফটো ?'

'ফটো একজন তরুণের ছিল, স্যর। গাঢ় রঙের এক তরুণ, চুল বেশ এলোমেলো, টাইও তাই। মিস কীন এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যেন তাকে চেনেন না। তিনি বলেন ঃ আমার কোন ধারণা নেই, জেফি। ওকে চিনিই না। কি ভাবে যে আমার ব্যাগে ফটোটা এল তাও জানিনা। আমি এটা রাখিনি।'

'মিঃ জেফারসন বোকা নন, স্যর। ওই বানানো কথায় তিনি ভোলেন নি। তিনি বেশ রেগে গিয়েছিলেন, তার ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল। গম্ভীর স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'শোন রুবি, তুমি বেশ ভালই জান ওকে'।

'সে তার কৌশল দ্রুত পাল্টে নিয়েছিল, একটু ভয়ও পেয়েছিল। সে বলে উঠেছিল, 'এবার তাকে চিনতে পেরেছি। সে মাঝে মাঝে এখানে আসে, তার সঙ্গে দু-একবার নেচেছি। ওর নাম আমি জানিনা। বোকাটা নিশ্চয়ই একসময় ওর ছবি আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল। এইসব ছেলেগুলো অসম্ভব বোকা হয়!' ও হেসে কুটিপাটি হয়ে ব্যাপারটা প্রায় উড়িয়েই দিয়েছিল। তবে এরকম গল্প মেনে নেয়া যায় না, তাই না, স্যর ? তাছাড়া আমার মনে হয় না মিঃ জেফারসনও এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি কড়া দৃষ্টিতে ওকে বেশ কয়েকবার তাকিয়ে দেখেও নিয়েছিলেন। তাছাড়া সে কোথাও গেলে আমাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েটি কোথায় গেছে ?'

স্যর হেনরি বললেন, 'হোটেলের গোড়ার আসল ছবি তুমি কখনও দেখেছ ?'

'মনে পড়ছে না, স্যর। অবশ্য আমি সকলের মধ্যে নিচে তেমন নেমে আসি না।'

স্যর, হেনরি মাথা দোলালেন, তিনি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, তবে এডওয়ার্ডস তেমন কিছু বলতে পারল না।

ইতিমধ্যে ডেনমাউথের পুলিশ দপ্তরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পার কয়েকটি মেয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে চলেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল জেসি ডেভিস,

ফ্লোরেন্স স্মল, বিট্রিস হেনিকার, মেরী প্রাইম আব লিলিয়ান রিজওয়ে। তাদের সকলেরই বয়স প্রায় একই, তবে মানসিক গঠন আলাদা। এদের মধ্যে গ্রাম্য কৃষক পরিবারের থেকে দোকানীর মেয়েও ছিল। প্রত্যেকেই একই কথা বলতে চাইল ! পামেলা রীভস স্বাভাবিকই ছিল তাদের মতে। সে তাদের কাছে শুধু বলেছিল সে উলওয়ার্থে যাচ্ছে আর পরে বাসে করে বাড়ি ফিরবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হার্পারের ঘরের এক কোণে একজন বয়স্কা মহিলা বসে ছিলেন। মেয়েরা তাকে প্রায় লক্ষ্যের মধ্যেই আনেনি। এনে থাকলেও তারা হয়তো অবাক হয়ে ভেবেছে মহিলা কে হতে পারেন। তিনি অবশ্যই কোন পুলিশ মেট্রন বলে মনে হয় না। ওদের মনে হতে পারে উনি ওদেরই মত কোন সাক্ষী, প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা করছেন। শেষ মেয়েটিকে বিদায় দেবার পর সুপারিন্টেন্ডেন্ট রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে মিস মারপলের দিকে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন হলেও তাতে আশার আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

মিস মারপল অবশ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'আমি ফ্লোরেন্স স্মলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

মেয়েটি আবার একজন কনস্টেবলের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সে একজন পয়সাওয়ালা কৃষকের মেয়ে—দীর্ঘাঙ্গী, কালো চুল, একটু বোকা বোকা মুখের ভাব আর ভয়ার্ত বাদামী চোখ। সে নার্ভাস ভঙ্গীতে বারবার হাত মুঠো করছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস মারপলের দিকে তাকালে তিনি মাথা নোয়ালেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই মহিলা তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন।' তিনি এবার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

ফ্লোরেন্স একটু অস্বস্তি নিয়েই মিস মারপলের দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো যেন ওর বাবার খামারের বাছুরের মতই মনে হতে চাইছিল।

মিস মারপল বললেন, 'বোস, ফ্লোরেন্স।'

বাধ্য মেয়ের মতই বসে পড়ল ফ্লোরেন্স। টের না পেলেও সে বেশ একটু সহজ ঘরোয়া পরিবেশেই যে রয়েছে এমনই ভাব ওর মধ্যে জেগে উঠেছিল। পুলিশ স্টেশনের ভয় জাগানো আবহাওয়ার বদলে ও যেন পরিচিত আবহাওয়াই দেখতে পেল—আদেশ দিতে তৈরি এমন কারও কণ্ঠস্বরের বদলে সাধারণ অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরই ও যেন শুনল।

মিস মারপল বললেন, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ফ্লোরেন্স, বেচারি পামেলার মারা যাওয়ার দিনের সব ঘটনার কথা বিশেষভাবেই জানা দরকার ?'

ফ্লোরেন্স ক্ষীণস্বরে জানালো সে বুঝেছে।

'আর আমি আশা করি তোমার কাছ থেকে সমস্ত রকমের সাহায্য পাব।'

ফ্লোরেন্সের চোখে একটু ভয় জাগলেও সে বলল কথাটা সে বুঝতে পেরেছে।

'এ ব্যাপারে কোন কিছু গোপন করে রাখা কিন্তু মারাত্মক অপরাধ, ফ্লোরেন্স', মিস মারপল বললেন।

ফ্লোরেন্সের আঙুল নার্ভাসভঙ্গীতে ওর কোলের উপর নাড়াচাড়া করছিল। ও দু একবার ঢোক গিলল।

'তোমাকে সুযোগ অবশ্যই দেব', মিস মারপল এবার বলে চললেন, 'কারণ স্বাভাবিকভাবেই তুমি পুলিশের কাছে এসেছ তাই একটু ভয় পেয়েছ। তাছাড়া ভয় পাচ্ছ আগেই সব কথা না বলার জন্য তোমাকে হয়তো দোষারোপ করা হবে। তাছাড়াও হয়তো তোমার ভয় লাগছে পামেলাকে আটকাওনি বলে তোমাকে দোষী করা হতে পারে ভেবে। কিন্তু একটা কথা, তোমাকে এবার মনে সাহস আনতে হবে আর সব কথা খুলে বলতে হবে। তুমি যা জান তা যদি বলতে রাজি না হও, তাহলে ব্যাপারটা খুই খারাপ হবে—খুবই মারাত্মক হতে পারে—সাক্ষ্য প্রমাণ চেপে যাওয়ার মতই অপরাধ হতে পারে এটা, আর এটাও জেনে রেখ, এজন্য তোমাকে জেলেও পাঠানো হতে পারে।'

'আমি—আমি—কিছুই—।'

মিস মারপল তীব্রস্বরে বললেন, 'সত্যের অপলাপ করার চেষ্টা কোরনা, ফ্লোরেন্স! সব কথা এখনই আমাকে খুলে বল! পামেলা সেদিন উলওয়ার্থে যাচ্ছিল না, তাই না ?

ফ্লোরেন্স একথা শোনার পর জিভ দিয়ে ওর শুষ্ক ঠোঁট চেটে নিতে চাইল। ও এমন কাতরভাবে মিস মারপলের দিকে তাকাল যেন পশুর মত কেউ ওকে বলি দিতে চলেছে।

মিস মারপল প্রশ্ন করলেন, 'কোন ফিল্মের ব্যাপার ছিল, তাই না ?'

ফ্লোরেন্সের মুখের উপর দিয়ে বিস্ময় মেশানো পরম নিশ্চিন্ততার আভাস জেগে উঠল। ওর মন থেকে সমস্ত বাধাদানের শক্তি দূর হয়ে গেল। ও চাপাস্বরে বলে উঠল, 'ওহ! হ্যাঁ!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' মিস মারপল বললেন। 'এবার সব কথা গোড়া থেকে খুলে বল, ফ্লোরেন্স।'

এবার ফ্লোরেন্সের মুখ থেকে সমস্ত কিছুই গলগল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। 'ওহ, আমি এত ভাবনায় পড়েছিলাম। আমি প্যামকে, জানেন, কথা দিয়েছিলাম কাউকে একটাও কথা বলব না। আর তারপর, তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ওই রকম পোড়া অবস্থায় পাওয়া গেল—উঃ কি ভয়ানক, মনে হচ্ছিল আমিও মরে যাব—ভেবেছিলাম সবটাই আমার দোষ। আমার ওকে আটকানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি একেবারের জন্যও ভাবিনি সব ঠিক ছিল না। তারপর আমাকে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল সেদিন সব ঠিকঠাক ছিল কিনা, আমিও ভাববার সময় পাই নি, তাই বলেছিলাম 'হ্যাঁ'। তখন যেকথা বলতে পারিনি পরে তাই কি ভাবে বলব সেটা নিয়ে ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি। আর তাছাড়া—তাছাড়া আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না, শুধু যেটুকু প্যাম আমায় বলেছিল তাই ছাড়া।'

'প্যাম তোমাকে কি বলেছিল ?'

'র‍্যালিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় যখন বাসের জন্য হাঁটছিলাম তখনই। ও আমাকে বলেছিল আমি কোন কথা গোপন করে রাখতে পারব কিনা, আমি বলি 'হ্যাঁ'। ও আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় কাউকেই বলব না। ও র‍্যালি শেষ হবার পর ডেনমাউথে একটা ফিল্মের জন্য পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। ওর সঙ্গে একজন ফিল্মের প্রযোজকের পরিচয় হয়েছিল—যে সবে-মাত্র হলিউড থেকে ফিরে এসেছিল। সে এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কাউকে খুঁজছিল আর প্যাম ঠিক সেই রকম। সে অবশ্য সতর্ক করেও দেয় প্যামকে যে, গেলেই যে হয়ে যাবে তা নাও হতে পারে। যতক্ষণ না ঠিক মত ফটো উঠছে ততক্ষণ না। হয়তো একদমই ভাল হবে না। এটা কিছুটা থিয়েটারের পার্টের মত, সে বলেছিল। খুব কম বয়সী কাউকে দরকার ছিল। স্কুলের একজন মেয়ে একজন শিল্পীর সঙ্গে জায়গা বদল করবে সে সুন্দর জীবন কাটাবে। লোকটা প্যামকে বলেছিল প্যামের অভিনয় ক্ষমতা আছে তবে অনেকদিন শিক্ষানবিশী করতে হবে। অবশ্য তেমন সহজ নয় সব, সে বলেছিল প্যামকে, খুব পরিশ্রমের কাজ। প্যাম পারবে কিনা সেকথাও সে জানতে চেয়েছিল।'

ফ্লোরেন্স হাঁফ ছাড়ার জন্য একটু থামল। মিস মারপলের খুবই খারাপ লাগছিল ওর বলা কাহিনী শুনতে শুনতে। বহু উপন্যাস আর গল্প এরকম

বিষয়বস্তু নিয়ে অসংখ্য লেখা হয়েছে। অন্য সব মেয়ের মতই পামেলা রীভসকে অচেনা কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে মানা করে দেওয়া হলেও ফিল্মী দুনিয়ার ঝলমলে হাতছানিতে সে হয়তো তা ভুলে যেতে চাইত।

'লোকটা সব কিছু একদম পাকা ব্যবসাদারী চালেই করতে চেয়েছিল,' ফ্লোরেন্স আবার বলে চলল। 'সে বলেছিল পরীক্ষায় সফল হলে প্যামের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হবে আর সে অল্পবয়সের মেয়ে বলে কাগজটা সই করার আগে সে যেন কোন উকিলকে তা দেখিয়ে নেয়। তবে সে যে এটা বলেছে তা যেন প্যাম কাউকে না বলে। লোকটা আরও জানতে চেয়েছিল এনিয়ে প্যামের বাবা-মায়ের সঙ্গে কোন ঝামেলা হতে পারে কিনা। প্যাম জানিয়েছিল তা হতে পারে, তাতে লোকটা বলে,'হ্যাঁ, অল্পবয়সের মেয়েদের বেলায় এরকম হয়, তবে তাদের যদি বলা যায় এটা চমৎকার একটা সুযোগ, কোটিতে একবার মেলে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন।' তবে লোকটা আরও বলেছিল, 'এসব আগে থেকে অবশ্য না ভাবাই ভাল কারণ সবই নির্ভর করছে পরীক্ষার উপর। না উতরে গেলে ও যেন দুঃখ না পায়। সে প্যামকে হলিউডের অনেক কথা শোনায়, ভিভিয়ানা লে'র বিষয়ও বলে, তিনি কিভাবে লণ্ডনে প্রায় ঝড় তুলেছিলেন, কিভাবে এরকম দারুন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সে নিজে আমেরিকা থেকে লেনভিল স্টুডিওতে কাজ করতে এসেছে আর কিছু ইংরেজ ফিল্ম কোম্পানীতে টাকাও ঢেলেছে।'

মিস মারপল সায় দিলেন।

ফ্লোরেন্স আবার বলতে শুরু করল, 'তাই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। প্যামকে র‍্যালির পর ডেনমাউথ যেতে হবে আর হোটেলে লোকটার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে তাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে। ডেনমাউথে তাদের একটা ছোট স্টুডিও আছে। সেখানে পরীক্ষা নেয়ার পর প্যাম বাস ধরে বাড়ি ফিরতে পারবে। ও বাড়িতে বলতে পারবে কেনাকাটা করতে গিয়েছিল। পরীক্ষায় ও উতরে গেলে কিছুদিনের মধ্যেই উনি খবরটা দেবেন আর যদি সুখবর হয় তাহলে কর্তা মিঃ হার্মসটিটার ওর বাড়িতে গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে কথা বলবেন।

'সব বেশ চমৎকার বলেই মনে হয়েছিল। আমি হিংসেয় প্রায় সবুজ হয়ে গিয়েছিলাম। প্যাম র‍্যালি ভালভাবেই শেষ করার পর বলল সে এবার ডেনমাউথ হয়ে উলওয়ার্থ যাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছিল ও।'

'ওকে আমি ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম,' ফ্লোরেন্স কাঁদতে শুরু করল। 'ওকে আমার থামানো উচিত ছিল! কেন যে ওকে আটকালাম না। আমার বোঝা উচিত ছিল এরকম কিছু কখনও সত্যি হয় না। কাউকে বলা উচিত ছিল আমার। উঃ ভগবান, আমিও কেন মরে গেলাম না!'

'কেঁদোনা, ফ্লোরেন্স,' মিস মারপল ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন। 'সব ঠিক আছে। তোমাকে কেউ দোষ দেবেনা। আমাকে সব কথা বলে তুমি ঠিক কাজ করেছ।

মিস মারপল আরও কিছু কথা বলে ফ্লোরেন্সকে কিছুটা স্থির হতে সাহায্য করলেন।

ফ্লোরেন্সকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার পর মিস মারপল মিনিট পাঁচেক পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পারকে ওর কাহিনী শোনালেন।

হার্পার গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'উঃ কি শয়তান। ওর ব্যবস্থা এবার আমিই করব। তবে এটা সমস্ত ধারণাই প্রায় বদলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক।'

হার্পার আড়চোখে তাকালেন। 'আপনি এতে আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না যেন?'

'আমি এরকম কিছুই ভেবেছিলাম,' মিস মারপল বললেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার একটু কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন, 'ঠিক এই মেয়েটিকেই বেছে নিলেন কেন আপনি? ওদের সকলেই তো ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে ছিল, অন্ততঃ আমি তো সকলকেই একই রকম দেখছি।'

মিস মারপল শান্তস্বরে বললেন, 'মেয়েরা যে রকম মিথ্যা কথা বলতে ওস্তাদ সেটা বোধ হয় আপনার অভিজ্ঞতায় জানা নেই, আমার যেমন আছে। ফ্লোরেন্স আপনার দিকে সোজা তাকিয়েছিল, মনে করে দেখুন, তারপর এছাড়া সে বারবার এদিক ওদিক তাকাতে চাইছিল অন্যদের মতই। কিন্তু আপনি সম্ভবতঃ তাকে দেখেননি সে যখন দরজা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ও কিছু গোপন করতে চাইছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি নির্লিপ্ত হতে পারে। আমার পরিচারিকা জ্যামেট তো তাই করে —সে বেশ সহজভাবেই বলে ইঁদুর কেক খেয়ে গেছে আর তারপর ওর ভাবভঙ্গীতেই ও ধরা পড়ে যায়।'

'আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ,' হার্পার বললেন। তারপর একটা চিন্তিত কণ্ঠে জানালেন, 'লেনভিল স্টুডিও, তাই না?'

মিস মারপল কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমাকে এবার যেতে হবে,' তিনি বললেন। 'আপনাকে সাহায্য করতে পেরে খুশি হয়েছি।'

'হোটেলেই ফিরে যাবেন?'

'হ্যাঁ, সব গুছিয়ে নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেন্ট মেরী মীডে ফিরতে হবে। সেখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

আঠার

মিস মারপল তাঁর ড্রয়িংরুমের ফ্রেঞ্চ উইনডো পেরিয়ে বাগানের সযত্ন লালিত পথ পার হয়ে গেটের সামনে এসে পড়লেন। চারপাশে নজর বুলিয়ে এবার তিনি ঢুকলেন পাশের গির্জার বাগানে, সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে টোকা মারলেন জানালার কাচের উপর। যাজক মশাই ব্যস্ত ছিলেন রবিবারের সারমন তৈরি নিয়ে, তাঁর তরুণী আর সুন্দরী স্ত্রী তার বাচ্চাকে নিয়ে কার্পেটের উপর খেলতে ব্যস্ত ছিলেন।

মিস মারপল বলে উঠলেন, 'ভিতরে আসতে পারি, গ্রিসেলডা?'

'ওহ, নিশ্চয়ই, আসুন, মিস মারপল। ডেভিড কি রকম দুষ্টু হয়েছে দেখুন। ও উল্টোদিকে হামাগুড়ি দেয় তাই কেমন রেগে যায়। কিছু ধরতে চেষ্টা করলেই ও পিছিয়ে যায় আর তত রেগে ওঠে।'

'খুব সুন্দর হয়েছে তো তোমার ছেলে, গ্রিসেলডা।'

'খারাপ না হলেই হল,' তরুণী মা উত্তর দিল কিছুটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। 'ওকে নিয়ে তেমন ভাবিনা। সব বইতেই লেখা থাকে বাচ্চাদের নিজের মত করে বাড়তে দেয়া দরকার।'

'সেটাই বুদ্ধির কাজ,' মিস মারপল বললেন। 'আমি তোমার কাছে জানতে এসেছিলাম আপাততঃ বিশেষ কোন কিছু সংগ্রহ করছ কিনা?'

যাজক-পত্নী একটু অবাক হয়েই তাকাল। 'ওহ, অনেক কিছুই। সব সময় যেমন হয়। এই যেমন ধরুন, সেন্ট গাইলস মিশনের জন্য, তাছাড়া আগামী বুধবার অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য তাদের হাতের কাজ বিক্রির ব্যবস্থা, বয় স্কাউটদের জন্য, গভীর সমুদ্রের জেলেদের জন্য আবেদন—।'

'এর যে কোনটাতেই চলবে,' মিস মারপল বললেন, 'ভাবলাম একবার ঘুরে যাই—আমাকে যদি একটা রসিদ বই টাকা তোলার জন্য দাও, তাহলে—।'

'কোন মতলব এঁটেছেন বোধ হয় ? নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই রসিদ বই আপনাকে দেব। ওই সব বাজে জিনিসপত্রের চেয়ে টাকাই ভাল,' গ্রিসেলডা কথা বলতে বলতে জানালার কাছে চলে এল। 'ব্যাপার কি আমাকে বলবেন না ?'

'পরে বলব, গ্রিসেলডা, এখন চলি,' মিস মারপল দ্রুত বিদায় নিলেন।

মিস মারপল পেন্সিলে লেখা একখানা কালো বই হাতে নিয়ে ধীর গতিতে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন। একটু পরেই তিনি এসে পড়লেন এক চৌমাথায়। এবার বাঁ দিকে ঘুরে তিনি ব্লুবোর পেরিয়ে চ্যাটসওয়ার্থে 'মিঃ বুকারের নতুন বাড়িতে' এসে পৌঁছলেন। গেট অতিক্রম করে তিনি সদর দরজার সামনে এসে দরজায় টোকা মারলেন।

দরজা খুলল স্বর্ণকেশী এক তরুণী ডিনা লী। ডিনা লীর বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, প্রসাধনের কোন চিহ্নও নেই। তার দেহে ধূসর রঙের স্ল্যাকস আর হালকা সবুজ জানপার।

'সুপ্রভাত,' মিস মারপল হাসি মুখে বললেন। 'এক মিনিট একটু ভিতরে আসতে পারি ?' তিনি ইতিমধ্যেই অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়ায় ডিনা লী কি বলতে মন স্থির করার সুযোগই পেল না।

'অশেষ ধন্যবাদ,' একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন মিস মারপল। 'এসময়টায় বড্ড গরম, তাই না,' হাসিমুখে বলে উঠলেন মিস মারপল।

'হ্যাঁ, ইয়ে, তাই,' মিস লী বলল অবস্থা কিভাবে সামাল দেবে বুঝতে না পেরে বলল, 'সিগারেট খাবেন ?'

'অনেক ধন্যবাদ, আমি ধূমপান করিনা। আমি এসেছিলাম সামনের সপ্তাহে হাতের কাজ বিক্রীর জন্য কোন সাহায্য পেতে পারি কিনা জানতে।'

'হাতের কাজ বিক্রী ?' যেন কোন বিদেশী ভাষায় কথা শুনছে মনে হল ডিনা লীর।

'গির্জায় হবে,' মিস মারপল বললেন। 'সামনের বুধবার।'

'ওহ !' ডিনা লী হাঁ হয়ে গেল। 'আমি—আমার মনে হচ্ছে—।'

'সামান্য কিছু চাঁদা দিতে পারবেন না ?—এই ধরুন, আধ ক্রাউন ?' মিস মারপল বই বের করলেন।

'ওহ—ইয়ে, হ্যাঁ, তা পারব,' ডিন লী হাঁফ ছেড়ে ওর হাতব্যাগে খুঁজতে চাইল।

মিস মারপলের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সারা ঘরখানা জরিপ করে নিচ্ছিল। তিনি বললেন, 'আপনার চুল্লীর সামনে কোন কার্পেট নেই দেখছি।'

ডিনা লী ঘুরে একটু অবাক হয়ে তাকাল। সে উপলব্ধি করল বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে খুঁটিয়ে দেখে চলেছে। অবশ্য এতে সামান্য বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া ওর হল না। মিস মারপলও সেটা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, 'এটা কিন্তু বিপজ্জনক। আগুনের ফুলকি বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'ভারি মজার বুড়ি তো,' ভাবল ডিনা লী। তাসত্ত্বেও সে বেশ মিষ্টি স্বরে বলল, 'আগে ছিল। কোথায় যে রাখা হয়েছে জানি না।'

'আমার মনে হয় সেটা একটু ফোলা পশমী গোছের, তাই না?' মিস মারপল প্রশ্ন করলেন।

'ভেড়ার লোমের,' ডিনা বলল। 'ওই রকমই মনে হয়।' ওর এবার বেশ মজাই লাগল। খ্যাপাটে বুড়ি। ও আধ ক্রাউন বের করে বাড়িয়ে ধরল, 'এই নিন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মিস মারপল বই খুললেন। 'ইয়ে—কি—নাম লিখব?'

ডিনা লীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎই যেন কঠিন আর অনুযোগে ভরে উঠল। 'নাকগলানো বুড়ি। এই জন্যই এখানে এসেছে—কোন কলঙ্ক রটানোই হল আসল উদ্দেশ্য,' ভাবল ডিনা লী। ও বেশ ঈর্ষা মেশানো খুশির স্বরে বলল, 'লিখুন মিস ডিনা লী।'

মিস পারপল সোজা ওর দিকে তাকালেন। তিনি এবার বললেন, 'এবাড়ি মিঃ বেসিল ব্লেকের বলেই শুনেছি।'

'হ্যাঁ, আর আমি মিস ডিনা লী!' প্রায় চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গী করল ডিনা লী, ওর দুচোখ জ্বলে উঠল।

স্থির দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকালেন মিস মারপর। তিনি এবার বললেন, 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে দেবেন, যদিও সেটা হয়তো আপনার কাছে অনধিকার চর্চা বলেই মনে হতে পারে।'

'অনধিকার চর্চাই মনে করব। আপনি কিছু না বললেই ভাল হয়।'

'তাহলেও আমি বলতে চাই,' মিস মারপল বললেন। 'আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনার কুমারী নাম এ গ্রামে আর ব্যবহার করবেন না।'

ডিনা প্রায় অবাক হয়ে তাকাল। ও বলল, 'কি—কি বলছেন আপনি?'

মিস মারপল শান্তস্বরে বললেন, 'আর কিছুক্ষণ পরেই আপনার হয়তো দর-

কার হবে সকলের সহানুভূতি। তাছাড়া আপনার স্বামীর সম্পর্কেও হয়তো ভাবতে হতে পারে। সেকেলে গ্রামীণ জীবনে যে স্ত্রী পুরুষ বিবাহিত না হয়েও স্বামী স্ত্রী হিসেবে বাস করে তাদের সম্পর্কে একটা কুসংস্কার থাকে। আপনারা যেভাবে জীবন কাটাচ্ছেন তাতে হয়তো আপনারা বেশ মজা পাচ্ছেন। এতে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, আপনারা এসব কথাকে সেকেলে বলেই ভাবেন। তবে জেনে রাখবেন সেকেলে সংস্কারেরও কিছু মূল্য আছে।'

ডিনা তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি কিভাবে জানালেন আমরা বিবাহিত?'

মিস মারপল একটু ম্লান হাসির সঙ্গে বললেন, 'সত্যি!'

ডিনা আবার বলল, 'সত্যি বলুন কিভাবে জানতে পারলেন। আপনি --আপনি নিশ্চয়ই সমারসেট হাউসে যান নি?'

মিস মারপলের চোখে ক্ষণিকের জন্য ঝিলিক জেগে উঠল। তিনি বললেন, 'সমারসেট হাউস? ওহ, না! তবে এটা আন্দাজ করা বেশ সহজই ছিল। নিশ্চয়ই এটা জানেন গ্রামে খুব সহজেই নানা কথা রটে যায়। মানে —আপনাদের মধ্যে যে ধরনের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল—সেটা অনেকটাই বিয়ের প্রথম দিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন হয় তেমনই। এটা—এটা অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একেবারে বেমানান। প্রবাদ আছে সত্যিকার বিয়ে না হলে —কথাটা সত্যি—যে পরস্পরের সব জানা যায় না। যেখানে কোন আইনসম্মত বাঁধন থাকেনা সেখানে মানুষ অনেকটাই সতর্ক থেকে বোঝানোর চেষ্টা করে সবই ভাল মত চলছে, তারা কত সুখী। তারা ঝগড়া করতে সাহস পায় না! বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরা তাদের ওই ঝগড়া বেশ উপভোগ করে বলেই লক্ষ্য করেছি—আর, ইয়ে তারপরের মিটমাট হওয়ার ব্যাপারও!' মিস মারপল হাসি মুখে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকালেন।

'হ্যাঁ, মানে, আমি—,' ডিনা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল। ও বসে একটা সিগারেট ধরালো। 'আপনি সত্যিই অসাধারণ! কিন্তু আপনি সব সম্মান জনক ভাবে প্রকাশ করার কথা বলছেন কেন?'

মিস মারপলের চোখে গাম্ভীর্যের ছায়া নামল। তিনি উত্তরে বললেন, 'কারণ যে কোন মুহূর্তেই আপনার স্বামীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।'

উনিশ

বেশ কিছুক্ষণ অবকাশে ডিনা মিস মারপলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে চরম অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'বেসিল? সে খুন করেছে? আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'না, কখনও না। আপনি খবরের কাগজ দেখেন নি?'

ডিনার প্রায় দম বন্ধ হতে চাইল। 'তার মানে ম্যাজেস্টিক হোটেলের সেই মেয়েটার কথা বলছেন? আপনি বলছেন তার খুনের জন্য ওরা বেসিলকে সন্দেহ করে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এতো একদম বাজে কথা।'

বাইরে তখনই একটা গাড়ির শব্দ আর গেট খোলার আওয়াজ জেগে উঠল। বেসিল ব্লেক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, তার হাতে কয়েকটা বোতল। সে বলে উঠল, 'জিন আর ভারমুখ এনেছি। তুমি কি—,' সে আচমকা থেমে গেল রসকষহীন সটান চেহারার অতিথিকে দেখতে পেয়ে।

ডিনা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'উনি কি ক্ষেপে গেছেন?' উনি বলছেন রুবি কীন নামে সেই মেয়েটাকে খুন করার অপরাধে তোমাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হবে।'

'ওঃ ভগবান!' বেসিল ব্লেক বলে উঠল। তার হাত থেকে বোতলগুলো সোফার উপর পড়ে গেল। সে প্রায় টলে উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। তারপর আবার বলে উঠল, 'উঃ ভগবান!'

ডিনা ওর কাছে এগিয়ে গেল। বেসিলের কাঁধ চেপে ধরল ও।

'বেসিল, আমার দিকে তাকাও। একথা সত্যি নয়। আমি জানি কখনও একথা সত্যি নয়। এক মুহূর্তের জন্য একথা আমি বিশ্বাস করিনা।'

বেসিল দুহাতে ডিনাকে জড়িয়ে ধরল, 'আমি—আমি তা জানি, প্রিয়তমা।'

'কিন্তু···কিন্তু ওরা এরকম ভাবছে কেন—তুমি তো তাকে চিনতেই না, তাই না?'

'ওহ, হ্যাঁ, উনি ওকে জানতেন,' মিস মারপল বলে উঠলেন।

বেসিল হিংস্রকণ্ঠে বলল, 'চুপ করুন, কদাকার বুড়ি কোথাকার! ·· শোন, ডিনা। আমি ওকে প্রায় চিনতামই না। শুধু দুএকবার ম্যাজেস্টিক

হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এটুকুই—বিশ্বাস কর!'

ডিনা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। তাহলে কেউ তোমায় সন্দেহ করবে কেন?'

বেসিলের গলায় গোঙানি শোনা গেল। ও দু হাতে চোখ চেপে এপাশ ওপাশ করে চলল।

মিস মারপল বলে উঠলেন, 'কার্পেটটা কি করেছেন?'

বেসিলের গলা চিরে যান্ত্রিক উত্তর বেরিয়ে এল, 'ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি।'

মিস মারপল বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'খুবই বোকার মত কাজ হয়েছে—দারুণ বোকামি। লোকেরা ভাল কার্পেট ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না। ওর মধ্যে মেয়েটির পোশাকের আঁশ লেগেছিল, বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, কিছুতেই সেটা তুলে ফেলতে পারিনি।'

ডিনা চিৎকার করে বলল, 'এসব কি বলছ তোমরা?'

বেসিল তিক্ত স্বরে বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর। উনি সবই জানেন মনে হচ্ছে।'

'কি ঘটেছিল আমার যা মনে হয় বলছি, শুনুন,' মিস মারপল বললেন। 'দরকার মত ভুল ধরিয়ে দেবেন। আমার মনে হয় এক পার্টিতে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হওয়ার পর আর—আর বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে পান করার পর আপনি গাড়ি চালিয়ে এখানে চলে আসেন। অবশ্য আমার জানা নেই কটার সময় আপনি পেঁছেছিলেন।'

বেসিল ব্লেক তিক্ত স্বরে বলল, 'রাত প্রায় দুটোর সময়। প্রথমে শহরে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু শহরতলীতে আসতেই মন বদলে নিই। তাই সোজা এখানেই ফিরে আসি। ঘর একেবারে অন্ধকার ছিল। দরজা খুলে আলো জেলে নিতেই আমি—আমি দেখলাম—,' ঢোক গিলেও চুপ করে গেল।

মিস মারপল বললেন, 'আপনি দেখলেন সামনে কার্পেটের উপর একটা মেয়ের দেহ পড়ে আছে। সাদা সান্ধ্যপোশাক পরা, শ্বাসরুদ্ধ একটি মেয়ে। আমি জানিনা আপনি তখন তাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না।'

বেসিল ব্লেক সজোরে মাথা ঝাঁকাল। 'প্রথমবার তাকানোর পর ওর দিকে আর তাকাতে পারিনি। ওর মুখ প্রায় নীল, ফোলা, অনেকক্ষণ আগেই বোধ হয় সে মারা গিয়েছিল আর—আর সে পড়েছিল আমারই শোবার ঘরে!' কেঁপে উঠল বেসিল।

মিস মারপল শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনি অবশ্যই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। বেশ টলমল অবস্থা ছিল আপনার, স্নায়ুর অবস্থাও তাই ছিল। আপনি, আমার ধারণা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন। কি করা উচিত বুঝতে পারেন নি।'

'আমার ভয় হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই ডিনা এসে পড়বে। সে আমাকে একটা মৃত দেহের কাছে দেখলে—বিশেষ করে কোন মেয়ের মৃতদেহের কাছে, সে ভেবে নেবে আমিই তাকে খুন করেছি। তারপরেই আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। সেটা তখন দারুণ কিছু বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু কেন তা জানিনা। আমি ভেবেছিলাম 'দেহটা বুড়ো ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরী চালান করে দেব। দাম্ভিক বুড়ো, সব সময় নাক উঁচু আমাকে দেখলেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতে চান। হাম্বাগ বুড়োকে ঢিট করার এটাই উপায়। বুড়োর লাইব্রেরীতে একটা লাশ দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে,' বেসিল কাতর ভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। 'আমার একটু নেশা ধরেছিল সে সময়। ব্যাপারটা তাই বেশ মজাদার বলেই তখন ভেবেছিলাম। মৃত স্বর্ণকেশীর সঙ্গে বুড়ো ব্যাণ্ট্রি! দারুণ!'

'হ্যাঁ,' মিসেস মারপল বললেন, 'ছোট্ট টমী বন্ডও তাই ভেবেছিল। একটু স্পর্শকাতর ছেলে, একটু হীনমন্যতাও ছিল। ও খালি বলত ওর শিক্ষক সব সময় বকাবকি করে ওকে। ও তাই ঘড়ির মধ্যেএকটাব্যাঙ পুরে রেখেছিল, সেটা শিক্ষিকার উপর লাফিয়ে পড়ে। আপনিও ঠিক ওই রকম। অবশ্য কোন মৃতদেহ ব্যাঙের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক।'

বেসিল আবার গুমরে উঠল, 'সকাল হলে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিলাম। তখন বেশ ভয় লাগছিল। তারপর পুলিশ এসে পড়ল এখানে—ওই আর একজন হামবড়া গাধা চিফ কনস্টেবল। লোকটাকে বেশ ভয় পাই—তাই সে ভাব এড়ানোর জন্য আমাকে বিচ্ছিরি রকম অভদ্র না হয়ে উপায় ছিলনা। এ সমস্ত যখন ঘটছে তারই মাঝখানে ডিনা এসে পড়ে।'

ডিনা এবার জানালার বাইরে তাকাল। 'একটা গাড়ি আসছে। কজন লোকও রয়েছে গাড়িতে।'

'খুব সম্ভব ওরা পুলিশ', মিস মারপল বললেন।

বেসিল ব্লেক উঠে দাঁড়াল। হঠাৎই ও বেশ শান্ত হয়ে গেল আর নিজেকে সামলেও নিল। এমন কি ও হাসতেও চাইল। ও বলল, 'তাহলে আমি এতে জড়িত, তাই না? ঠিক আছে, ডিনা, মাথা ঠিক রাখ। বুড়ো সীমের কাছে যেত—ও আমাদের পারিবারিকউকিল—তারপর মা'র কাছে যেও, তাকে

আমাদের বিয়ের কথা জানিও। তিনি ঘাবড়াবেন না। অত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। খুন আমি করিনি। সব তাই নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে, প্রিয়া।'

কটেজের দরজায় টোকার শব্দ জেগে উঠল। বেসিল বলে উঠল, 'ভিতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর স্ল্যাক আর অন্য একজন। তিনি বললেন, 'মিঃ বেসিল ব্লেক ?'

'হ্যাঁ।'

'গত বিশে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে রুবি কীন নামে কোন মেয়েকে খুন করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা আছে। আমি আপনাকে সতর্ক করতে চাই আপনি যা বলবেন তা বিচারের সময় আপনার বিপক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে। আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। আপনার আইনজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করার সমস্ত সুবিধা আপনাকে দেয়া হবে।'

মাথা নোয়াল বেসিল। ও ডিনার দিকে তাকালেও তাকে স্পর্শ করল না। ও শুধু বলল,' 'বিদায়, ডিনা।'

'ঠাণ্ডা মাথার শয়তান,' ভাবলেন ইন্সপেক্টর স্ল্যাক। তিনি মাথা নুইয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে মিস মারপলের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। মনে মনে অবশ্য বললেন, 'দারুণ স্মার্ট পুষি। ঠিক আঁচ করেছেন। কার্পেটটা পেয়ে কাজের সুবিধা হল। তাছাড়া গাড়ি রাখার জায়গার লোকটার ও স্টুডিওর লোকটার কাছ থেকে জানা গেছে ও এগারোটার সময় চলে এসেছিল, মাঝরাতের পর নয়। তবে মনে হয় না ওর বন্ধুরা কোন শপথভঙ্গের দায়ে পড়বে। ওরাও নেশাগ্রস্ত ছিল, বেসিল ব্লেক পরদিন তাদের জানায় সে মাঝ রাত্রিতেই চলে আসে আর তারাও তা বিশ্বাস করে নেয়। মানসিক রোগী মনে হয়। ফাঁসির বদলে ব্রডমুরেই বোধ হয় পাঠানো হতে পারে। প্রথমে সেই রীভস মেয়েটা, বোধ হয় শ্বাসরোধ করা হয়—তাকে খনির কাছে নিয়ে যাওয়ার পর সে ডেনমাউথে চলে যায়, সেখানে নিজের গাড়ি নিয়ে এই পার্টিতে আসে তারপর আবার ডেনমাউথে। তারপর রুবি কীনকে এখানে এনে তাকে গলা টিপে মারার পর বুড়ো ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরীতে ফেলে আসে। এবার বোধ হয় সে ভয় পেয়ে খনির কাছে গাড়িটা নিয়ে গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে এখানে ফিরে আসে। উন্মাদ—যৌনতা আর রক্তপিপাসু—ভাগ্য ভাল এই মেয়েটা বেঁচে গেছে। লোকে যেমন বলে এ এক ধরনের পাগলামি—।'

মিস মারপলের কাছে একাকী হয়ে যাওয়ার পর ডিনা তার দিকে তাকাল। 'আমি জানি না আপনি কে, তবে ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝতেই হবে— বেসিল কখনও এমন কাজ করেনি।'

মিস মারপল বললেন, 'আমি জানি সে করেনি। আমি এও জানি কে করেছে। তবে একথা প্রমাণ করা তত সহজ হবে না। আমার মনে হচ্ছে আপনি একটু আগে আমাকে যা বলেছেন তাতে সাহায্য হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে যে যোগসূত্র আমি খুঁজে পেতে চাইছি তা হয়তো—। কিন্তু সেটা কি?'

কুড়ি

'আমি বাড়ি ফিরে এলাম, অর্থার।' মিসেস ব্যান্ট্রি যেন কোন রাজকীয় ঘোষণা করে স্টাডিরুমের দরজা খুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করে খুশির স্বরে বললেন, 'যাক, খুব ভাল হল।'

কর্নেলের কথায় কোন ত্রুটি ছিল না, ব্যবহার কেতা দুরস্ত, তবে দীর্ঘ-দিনের প্রেমময়ী স্ত্রী মিসেস ব্যান্ট্রিকে এতে ভোলানো গেল না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'কিছু হয়েছে?'

'না, না, কিছু হয়নি তো। কি আবার হবে, ডলি?'

'ওহ্, তা জানিনা', মিসেস ব্যান্ট্রি উদাসভাবে বললেন, 'সব কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

মিসেস ব্যান্ট্রি তার কোটটা খুলতে কর্নেল ব্যান্ট্রি সেটা নিয়ে সোফার পিঠে রেখে দিলেন। সবই বরাবর যে রকম ঘটে তেমনই তবুও যেন বরাবরের মত মনে হয় না। মিসেস ব্যান্ট্রির মনে হল তার স্বামী কেমন একটু চুপসে গেছেন। একটু কৃশ, চোখের কোলে কালি আর চোখে চোখ রেখেও তিনি কথা বলতে চাইছেন না।

কর্নেল ব্যান্ট্রি তবু খুশির ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'ডেনমাউথে কেমন দিন কাটালে বল?'

'ওহ খুব মজা হল। তোমারও আসা উচিত ছিল, আর্থার!'

'যেতে পারলাম না, সোনা। এখানে প্রচুর কাজ ছিল।'

'তাহলেও একটু জায়গা বদলালে তোমার ভাল হত। তুমি তো জেফার-

সনদের পছন্দ করতে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেচারি জেফারসন। চমৎকার মানুষ। ভারি দুঃখের কথা।'

'আমি যখন থাকিনি তখন কি ভাবে সময় কাটিয়েছ ?'

'ওহ, তেমন কিছু করার ছিল না। খামারে কিছুক্ষণ কাটিয়েছি। নতুন ছাদ বানাবার ব্যাপারে অ্যাণ্ডারসন যা বলেছে সেটাই ঠিক। আর সারিয়ে নিলে কাজ হবে না।'

'ব্র্যাডফোর্ডসায়ারের সভা কেমন হল ?'

'আমি—ইয়ে, মানে আমি যাইনি।'

'যাওনি ?' কিন্তু তুমিই তো সভাপতি।

'তা ঠিক ডলি। আমার মনে হয় কোথাও কোন ভুল হয়েছিল। ওরা জানতে চেয়েছিল আমার বদলে টমসন সভাপতির আসনে বসলে আমার আপত্তি আছে কি না।'

'হুঁ বুঝেছি,' মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। তিনি হাত থেকে দস্তানা খুলে ইচ্ছে করেই বাজে কাগজের ঝোরায় ফেলে দিলেন। কর্নেল ব্যাণ্ট্রি সেটা তুলতে যেতে তিনি বাধা দিলেন, 'থাক। দস্তানা আমার দু চোখের বিষ।' কর্নেল ব্যাণ্ট্রি একটু অস্বস্তির সঙ্গে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মিসেস ব্যাণ্ট্রি কড়াস্বরে বললেন, 'বৃহস্পতিবার ডাফের সঙ্গে ডিনারে গিয়েছিলে ?'

'ওহ, এই কথা ? সেটা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ওদের রাঁধুনি অসুস্থ।'

'বোকার দল', মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন। 'গতকাল জেলরদের কাছে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই ?'

'আমি টেলিফোন করে জানিয়েছিলাম শরীর ভাল নেই, ওরা যেন মাপ করে। ওরা ব্যাপারটা বুঝেছিল।'

'বুঝেছিল নাকি ?' গম্ভীর হয়ে বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। তিনি গাছ ছাঁটার একটা কাঁচি নিয়ে দস্তানার আঙুলগুলো একের পর এক কাটতে শুরু করেছিলেন।

'এটা কি করছ, ডলি ?' কর্নেল আশ্চর্য হয়ে বললেন।

'সব নষ্ট করে ফেলতে ইচ্ছে করছে', বলে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'ডিনারের পর কোথায় বসব আমরা, আর্থার ? লাইব্রেরীতে ?'

'মানে—ইয়ে—সেটা ঠিক নয়। এখানেই তো বেশ ভাল, না হয় ড্রয়িংরুমে বসতে পারি।'

'আমি বলছি, আমরা লাইব্রেরীতেই বসব', মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন।

তার চোখের সটান দৃষ্টি পড়ল স্বামীর চোখের উপর। কর্নেল ব্যান্ট্রি সটান হয়ে দাঁড়ালেন। তার চোখ ঝলসে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, ডলি। আমরা লাইব্রেরীতেই বসব।'

একটু বিরক্তির সঙ্গেই টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিসেস ব্যান্ট্রি। তিনি দু বার ফোন করলেন আর প্রতিবারেই একই উত্তর শুনলেন 'মিস মারপল বাড়ি নেই।' স্বভাবতই কিছুটা অসহিষ্ণু প্রকৃতি মিসেস ব্যান্ট্রির, সহজে তিনি কোন ব্যাপারে হার স্বীকারে প্রস্তুত নন। তিনি তাই পর পর ফোন করে গেলেন, গির্জায় মিসেস প্রাইস রিডলে, মিস হার্টনেল, মিস ওয়েদারবি আর শেষ উপায় হিসেবে মাছওয়ালাকে যে তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য গ্রামের কে কোথায় আছেন সাধারণত জানে। মাছওয়ালা অবশ্য দুঃখপ্রকাশ করে জানাল আজ সকালে সে মিস মারপলকে আদৌ দেখেনি। তিনি রোজকার মত বেড়াতে বেরোন নি বলেই হয়তো। 'কোথায় যেতে পারে, জেন?' মিস ব্যান্ট্রি শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বেশ জোরেই বলে ফেললেন।

মিসেস ব্যান্ট্রির পিছনে একটু সপ্রতিভ কাশির আওয়াজ শোনা গেল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে লরিমার বলল, 'আপনি মিস মারপলকে খুঁজছেন, মাদাম? তিনি আমাদের বাড়ির দিকেই আসছেন দেখলাম।'

মিসেস ব্যান্ট্রি সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে মিস মারপলকে অভ্যর্থনা করলেন, 'তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, জেন। কোথায় ছিলে বল তো?' তিনি ঘাড় ফিরিয়ে একটু তাকালেন, লরিমার সসম্ভ্রমে আগেই চলে গিয়েছিল। 'সব কিছুই বিশ্রী মনে হচ্ছে কেমন যেন! লোকে আর্থারকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। ও কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছে। কিছু একটা আমাদের করতেই হবে, জেন। তোমাকে কিছু করতেই হবে।'

মিস মারপল বললেন, 'কোন ভাবনা কোর না, ডলি।' তার কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত।

স্টাডি রুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। তিনি বলে উঠলেন, 'আহ্, মিস মারপল। সুপ্রভাত। আপনি এসেছেন দেখে ভাল লাগছে। আমার স্ত্রী আপনাকে পাগলের মতই ফোন করছিল।'

'ভাবলাম খবরটা আপনাদের জানিয়ে যাই,' মিসেস ব্যান্ট্রিকে অনুসরণ

করে ঘরে ঢুকে বললেন মিস মারপল।

'খবর ?'

'বেসিল ব্লেককে রুবি কীনের হত্যাকারী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'বেসিল ব্লেক ?' কর্নেল বলে উঠলেন।

'তবে সে খুন করেনি,' মিস মারপল বললেন।

কর্নেল এ কথায় কানই দিলেন না। কথাটা তাঁর কানে পেঁছোছিল কিনা সন্দেহ। 'আপনি বলছেন সে মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে এখানে আমার লাইব্রেরীতে এনে রাখে ?'

'হ্যাঁ, সে আপনার লাইব্রেরীতে এনে রেখেছিল বটে, তবে সে একে খুন করেনি,' মিস মারপল বললেন।

'একদম বাজে কথা। সে যদি লাশটা লাইব্রেরীতে রেখে থাকে তবে সে অবশ্যই খুন করেছে। এ দুটো জিনিস আলাদা হতে পারে না!'

'সেটা না হতেও পারে। সে মেয়েটির মৃতদেহ ওর কটেজেই দেখতে পায়।'

'গল্পটা দারুণ', কর্নেল উপহাসের স্বরে বললেন। 'আপনি কোন লাশ দেখতে পেলে আপনার প্রথম কাজই হবে পুলিশকে জানানো—যদি আপনি সৎ হয়ে থাকেন।'

'আহ', মিস মারপল বললেন, 'আমাদের সকলের তো আপনার মত লোহার মত দৃঢ় স্নায়ু নয়, কর্নেল ব্যান্ট্রি। আপনি হলেন সেকালের মানুষ। আজকালকার তরুণ প্রথম প্রজন্ম একেবারেই আলাদা।'

'কোন দৃঢ়তাই ওদের নেই,' কর্নেল খুশি হয়ে বললেন।

'ওদের অনেকের আবার সময়টাও খারাপ যায়,' মিস মারপল বললেন। বেসিলের সম্পর্কে অনেক কথাই আমি শুনেছি। সে অতীতে এ. আর. পি.'র হয়ে কাজ করেছে, ওর যখন মাত্র আঠারো বছর বয়স। একটা জ্বলন্ত বাড়িতে ঢুকে ও চারটি শিশুকে উদ্ধার করেছিল, একের পর এক। এরপর সে একটা কুকুরকে বাঁচাতে আবার বাড়িটাতে ঢোকে, যদিও সবাই তাকে কাজটা বিপজ্জনক বলে বারণ করেছিল। বাড়িটা ওর উপরেই ভেঙে পড়ে। ওকে উদ্ধার করা হলেও ওর বুকে দারুণ আঘাত লেগেছিল, প্লাস্টার লাগিয়ে বহুদিন শয্যাগত থাকতেও হয় তাকে। এরপরেই সে নকশা আঁকায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

'ওহ!' কর্নেল বলে একটু কাশতে চাইলেন। 'আমি-ইয়ে—কথাটা জানতাম না।'

'সে এসব বলে বেড়ায় না,' মিস মারপল বললেন।

'হ্যাঁ—সেটাই ঠিক। উপযুক্ত কাজ। ছেলেটার মধ্যে তাহলে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি কিছুই আছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ কিছু ভেবে নেয়া ঠিক কাজ হয় না সব সময়,' কর্নেল ব্যাণ্ট্রিকে কিছুটা লজ্জিত মনে হল। 'তবে যাই হোক—,' তার আগের তিক্ততা আবার ফিরে এল—'এটা তার কি ধরণের কাজ, আমার উপর খুনের দায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল সে?'

'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা সে এই দৃষ্টিতে দেখেছিল,' মিস মারপল বললেন। 'সে এটা সম্ভবতঃ একটু তামাশা বলেই মনে ভেবেছিল। আসলে সে সে-সময় সুরাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।'

'বোতল গিলে?' নেশাগ্রস্তদের সম্পর্কে ইংরাজসুলভ সহানুভূতি দিয়ে বললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। 'নেশায় মত্ত অবস্থায় কিছু করে থাকলে তাকে দোষ দেয়া যায় না অবশ্য। আমার মনে পড়ছে একবার একটা বাসন এইভাবে —যাকগে সেসব কথা থাক। দারুণ হৈ চৈ হয়েছিল তা নিয়ে।' হাসলেন কর্নেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস মারপলের দিকে তাকালেন। 'আপনি বিশ্বাস করেন না সে খুন করেছে?'

'আমি নিশ্চিতভাবেইজানি সে খুন করেনি।'

'আর আপনি জানেন কে করেছে?'

মিস মারপল সায় দিলেন।

মিসেস ব্যাণ্ট্রি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন, 'বলিনি, জেন কি দারুণ?'

'তাহলে খুনী কে?

মিস মারপল বললেন, 'এই জন্যই আপনার সাহায্য চাই। আমার মনে হয় আমরা যদি সমারসেট হাউসে যাই তাহলে ভাল ভাবেই ধারণা করতে পারব।'

একুশ

স্যর হেনরির মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

'আমি জানি আপনি একে ঠিক নীতিসম্মত বলতে চাইছেন না। তবে ভেবে দেখুন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্ততঃ নিশ্চিত হয়ে নেয়ার জন্যই— শেক্সপীয়ার যেমন বলেছেন 'আশ্বাসকে দ্বিগুণ নিশ্চিত করতে'। আমার

মনে হয় মিঃ জেফারসন যদি রাজি হন—।'

'হার্পারের ব্যাপারে কি হবে? তাকেও এর সঙ্গে নিতে হবে?'

'তার পক্ষে বেশি জেনে ফেলা একটু বিসদৃশ হবে। তবে আপনি তাকে একটু ইঙ্গিত দিতে পারেন। কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর নজর রাখতে—তাকে অনুসরণ করে চলতে, এই রকম কিছু।'

স্যর হেনরি ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা করা চলতে পারে।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হার্পার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যর হেনরি ক্লিদারিংয়ের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নেয়া যাক, স্যর। আপনি কি আমাকে কোন ইঙ্গিত করতে চাইছেন?'

স্যর হেনরি বললেন, 'আমি আপনাকে সেটুকুই শুধু জানাচ্ছি আমার বন্ধু আমাকে যা জানিয়েছেন—তিনি কোন গোপনীয় কথা বলেন নি—যে তিনি আগামীকাল ডেনমাউথে একজন সলিসিটরের কাছে যাবেন একটা নতুন উইল করার জন্য।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘন ভ্রু একটু কুঁচকে উঠল। তিনি বললেন, 'মিঃ কনওয়ে জেফারসন কি একথা তার জামাতা আর পুত্রবধূকে বলতে চাইছেন?'

'তিনি আজই সন্ধ্যায় কথাটা তাদের জানাতে চান।'

'হুঁ, বুঝলাম', সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটা কলম ডেস্কে ঠুকে চললেন আনমনে। তিনি আবার বলে উঠলেন, 'বুঝলাম।' এবার তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার অন্যজনের উপর পড়ল। 'তাহলে আপনি বেসিল ব্লেকের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত নন, স্যর?'

'আপনি নিজে নিশ্চিন্ত?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোঁফের ডগা একটু কম্পিত হল। তিনি উত্তর দিলেন, 'মিস মারপলও কি নিশ্চিত?' দুজনে এবার দুজনের দিকে তাকালেন। এরপর হার্পার বললেন, 'সব ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি কয়েকজন লোককে লাগিয়ে রাখছি। কোন ঘটনা আমি আর ঘটতে দেব না, শপথ করে বলতে পারি।'

স্যর হেনরি বললেন, 'আর একটা কথা। তুমি এই কাগজটা দেখলে ভাল হয়।' একখণ্ড কাগজ বের করে তিনি এগিয়ে ধরলেন টেবিলের উপর।

কাগজটা দেখেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শান্ত নির্লিপ্তভাব চকিতে দূর হয়ে

গেল। তিনি শিস দিয়ে উঠলেন, 'তাহলে এই ব্যাপার? তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম দাঁড়াল। এটা কিভাবে খুঁজে বের করলেন?'

'মেয়েরা স্বভাবতই বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকে,' স্যার হেনরি উত্তর দিলেন।

'বিশেষ করে বয়স্কা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক', সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন।

কনওয়ে জেফারসন তাঁর বন্ধু ঘরে প্রবেশ করতেই চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর গাম্ভীর্য দূর হয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'ওদের কথাটা জানিয়ে দিয়েছি। ভালোভাবেই ওরা সেটা গ্রহণ করেছে।'

'তুমি কি বলছিলে?'

'তাদের বললাম, যেহেতু রুবি কীন মারা গেছে তাই তার জন্য যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড রেখেছিলাম, সেটা এমন কোন কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চাই যাতে তার স্মৃতি বেঁচে থাকে। এ টাকা ব্যয় করা হবে অল্প বয়সের মেয়েদের লণ্ডনে এক হোটেলের জন্য, যে সব মেয়ে লণ্ডনে পেশাদার নৃত্যশিল্পী। ওরা অবশ্যই ভেবেছে বোকার মতই নিজের টাকা নষ্ট করা ছাড়া এ আর কিছু নয়—আশ্চর্য হয়েও ওদের ব্যাপারটা না গিলে উপায় ছিল না—এরকম কিছু করতে পারি ওরা ভাবেনি।' কনওয়ে জেফারসন একটু চিন্তিতভাবে আবার বললেন, 'তুমি হয়তো জান, ওই মেয়েটা সম্পর্কে আমি কিছুটা বোকার মতই আচরণ করে থাকব। আহাম্মক কোন বৃদ্ধ। এখন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মেয়েটা ভারি মিষ্টি ছিল, তবে ওর যা পরিবর্তন এসেছিল সে সব আমিই এনেছিলাম। আমি এমন ভাব দেখাতাম ও যেন আমার রোজামণ্ড। একই রকম ওদের রঙ। তবে একরকম হৃদয় আর মন ওদের ছিল না। খবরের কাগজটা দাও তো, খুব জটিল একটা ব্রিজ খেলার প্রবলেম রয়েছে।'

স্যার হেনরি নিচে নেমে এলেন। পোর্টারকে একটা প্রশ্ন করলেন তিনি।

'মিঃ গ্যাসকেল, স্যার? তিনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি লণ্ডনে যাবেন।'

'ওহ, তাই নাকি? মিসেস জেফারসন আছেন?'

মিসেস জেফারসন, স্যার, এই মাত্র শুতে গেলেন।'

স্যার হেনরি লাউঞ্জ আর বলরুমের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন।

লাউঞ্জে হুগো ম্যাকলীন একটা ক্রশওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছিল ভ্রু কুঁচকে। বলরুমে ষোসি একজন ভারি চেহারার ঘর্মাক্ত মানুষের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে নেচে চলেছিল আর মাঝে মাঝে ওর পা সরিয়ে নিচ্ছিল। লোকটি নাচ উপভোগ করছিল। সুদর্শন অথচ একটু ক্লান্ত রেমণ্ড নাচছিল রক্তাল্পতায় ভুগেচলার মত এক তরুণীর সঙ্গে। তরুণীর চুল বাদামী, দেহে দামী অথচ অত্যন্ত বেমানান পোশাক। স্যর হেনরি চাপাস্বরে স্বগতোক্তি করে উঠলেন, 'এবার শুতে যেতে হবে।' তারপরেই তিনি উপরে উঠে গেলেন।

রাত প্রায় তিনটে। বাইরে বাতাসের বেগ কমে এসেছিল, শান্ত সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল চাঁদের আলো। কনওয়ে জেফারসনের শোবার ঘরে শ্রুতিগোচর হচ্ছিল একমাত্র তারই চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, তিনি বালিশে পিঠ রেখে উঁচু হয়ে শুয়ে ছিলেন। জানালার পর্দায় চঞ্চলতা জাগানোর মত কোন বাতাস ছিল না তবুও পর্দা নড়ে উঠল। এক মুহূর্ত, তারপরেই একটু ফাঁক হল সেটা, তার আড়ালে ছায়ার মত দেখা গেল চাঁদের আলোর আলো-আঁধারীতে এক মূর্তিকে। পর্দা আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। আবার নিস্তব্ধতা জেগে উঠল, কিন্তু ঘরে অন্য একজনের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। আগন্তুক একটু একটু করে বিছানার দিকে এগিয়ে চলেছিল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। বালিশের উপরের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তবু থামল না। ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না বললেই চলে। বুড়ো আঙুলের সঙ্গে আর একটা আঙুল চামড়ার কিছু অংশ টেনে ধরতে যেন তৈরি—অন্য হাতে তৈরি ছিল একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ছায়ার বৃত্ত ফুঁড়ে একটা হাত বেরিয়ে এসে সিরিঞ্জ ধরে রাখা হাতটা চেপে ধরল আর অন্য আর একটা হাত জাপটে ধরল দেহটা লৌহদৃঢ়তায়। এবার জেগে উঠল ভাবলেশহীন কোন কণ্ঠস্বর, আইন রক্ষকের স্বর, 'না, এ কাজ করতে দেব না। সূঁচটা আমার চাই!' হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল আর বালিশে পিঠ রেখে কনওয়ে জেফারসন প্রত্যক্ষ করলেন গম্ভীর হয়ে রুবি কীনের হত্যাকারীকে।

বাইশ

স্যর হেনরি ক্লিদারিংই প্রথম কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন,

'ওয়াটসনের মতই প্রশ্নটা করছি, আমি আপনার তদন্তের কৌশল কি সেটাই জানতে চাই, মিস মারপল।'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হার্পার বললেন, 'আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রথম কিভাবে সন্দেহ করতে শুরু করলেন আপনি।'

কর্নেল মেলচেট বললেন, 'আবার আপনিই বাজিমাত করলেন মিস মারপল, সত্যিই দারুণ। আমি গোড়া থেকে সব কথা শুনতে চাই।'

মিস মারপল সপ্রতিভ ভঙ্গীতে তাঁর সেরা সান্ধ্য পোশাকের ভাঁজ ঠিক করে নিতে চাইলেন। একটু লাল হয়ে উঠলেও তাঁকে খুবই আত্মসচেতন মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে আমার পদ্ধতির কথা শুনলে, আপনারা স্যর হেনরি যেমন বলেন সেই অপেশাদার সুলভ বলেই মনে ভাববেন। আসল সত্য হল, বেশির ভাগ মানুষই, এমন কি পুলিশও ব্যতিক্রম নয়, তারা এই পাপেভরা পৃথিবীর সব কিছুকেই বিশ্বাস করে বসে। তাদের যা বলা হয় তারা সেটাই বিশ্বাস করে নেয়। আমি কখনই তা করি না। আসলে, আমি কোন কিছু নিজে যাচাই না করে বিশ্বাস করতে চাই না।'

'সেটাই বিজ্ঞান সম্মত মনোভাব।' স্যর হেনরি বললেন। 'এই ঘটনায় প্রথম থেকেই কয়েকটা জিনিসকে একদম ঠিক বলে ভেবে নেয়া হয়েছিল ঘটনার বাস্তবসম্মত কোন বিচার না করেই,' মিস মারপল বললেন। এই ঘটনাগুলো আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলাম তা হল এই যে, নিহত মেয়েটির বয়স খুব অল্প আর সে দাঁতে নখ কাটত আর তার দাঁত একটু বাইরে ঠেলে বেরিয়ে থাকত। এই দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই বন্ধ না করতে পারলে সহজে দূর হয় না। বাচ্চারাও এ ব্যাপারে খুবই চালাক হয়ে থাকে।'

'কিন্তু আসল ব্যাপার থেকে আমি বোধ হয় একটু সরে যাচ্ছি। কি বলছিলাম যেন? ওহ, হ্যাঁ, মেয়েটিকে দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল, এত অল্প বয়সে মৃত্যু বড় দুঃখের আর একাজ যে করেছে সে খুবই শয়তান চরিত্রের। আসল ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে, ওর মৃতদেহ কর্নেল ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। এ যেন গল্পের মতই, সত্যি ভেবে নেয়া কঠিন। এ ব্যাপারটা কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিলনা তাই সব তালগোল পাকিয়ে তুলেছিল।' আসল মতলব ছিল মৃতদেহটা বেসিল ব্লেকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া—অনেকদিক থেকেই সে ছিল উপযুক্ত—সে মৃতদেহটা কর্নেলের লাইব্রেরীতে চালান করে দেয়ার ফলেই অনেক সময় কেটে যায় আর এটা আসল খুনীর কাছে খুবই

বিরক্তিজনক হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, মিঃ ব্লেকের উপরেই প্রথম সন্দেহ পড়ত। পুলিশ ডেনমাউথে খোঁজ নিলে জানতে পারত সে মেয়েটিকে চিনত, তারপর জানা যেত সে অন্য আর একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। পুলিশ হয়তো ধরে নিত ওই মেয়েটি—অথচ রুবি তাকে কোনভাবে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল আর সে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বসেছিল রাগের মাথায়। অতি সাধারণ নৈশ ক্লাবে যেমন হয় তেমনই জঘন্য কোন অপরাধ।

'কিন্তু এরকম না হয়ে সকলের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে পড়েছিল জেফারসন পরিবারের উপর—আর এ ব্যাপারটা বিশেষ কোন একজনের খুবই বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল।'

'আপনাদের আগেই বলেছি আমার মন দারুণ সন্দেহপ্রবণ—আমার ভাইপো রেমণ্ড আমাকে বলে, অবশ্য ঠাট্টা করে যে আমার মন বড় প্যাঁচালো। তার মতে ভিক্টোরিয় যুগের সকলেরই তাই। আমার মত হল ভিক্টোরিয় যুগের মানুষেরা মনুষ্য চরিত্রের বিষয়ে ঢের জ্ঞান রাখতেন। যাই হোক, আমার ওই রকম প্যাঁচালো মন থাকায় আমি অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি। মেয়েটির মৃত্যুতে দুজন লাভবান হবে বুঝতে পেরেছিলাম—এরকম না ভেবে পথ ছিলনা। পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড কম টাকা নয়, তারই সঙ্গে আপনার যদি অর্থকরী অবস্থা ভাল না হয়—ওই দুজনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাই ছিল। অবশ্য তাদের দুজনকেই খুবই ভাল, ভদ্র মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। তাদের সন্দেহ করার মত মনে হয়নি, তবে কোন কিছুই বলা কঠিন, তাই না?

মিসেস জেফারসনকে, উদাহরণ হিসেবে বলা চলত সবাই তাকে পছন্দ করতেন। তবে এটাও জানা গিয়েছিল গত গ্রীষ্মকাল থেকে তাকে কিছুটা অসহিষ্ণু বলে মনে হতে শুরু করেছিল, আর ওই ধরনের জীবন কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, প্রধানতঃ তার শ্বশুরের উপর নির্ভরশীলতার জীবন। তিনি যদিও জানতেন কারণ ডাক্তারের কাছেই শুনেছিলেন তার শ্বশুর খুব বেশিদিন বাঁচবেন না। এটা তাই মোটামুটি চলার মতই ছিল বা এও ভাল হত রুবি কীন আদৌ যদি না এসে পড়ত। মিসেস জেফারসন তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসতেন—এ রকম বহু স্ত্রীলোকের কথা শোনা গেছে যারা সন্তানের জন্য কোন অপরাধ করে থাকলে তাকে নৈতিক দিক থেকে সঠিক বলতে চাইতেন। গ্রামে এ ধরনের দু একটা ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি।

তারা বলেছে, 'এ সবই ডেইজির জন্য করেছি…,' যেন ডেইজির জন্য করলে সাতখুন মাপ। অদ্ভুত চিন্তাধারা।'

'মিঃ মার্ক গ্যাসকেল অবশ্য বলতে গেলে অনেক বেশি সন্দেহ করার মত মানুষ। তিনি জুয়ায় আসক্ত ছিলেন, তাছাড়া, যেমন বলা যায় তার নৈতিক ধ্যান-ধারণাও উঁচু মানের ছিল না। তবে বিশেষ কিছু কারণেই আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল এই অপরাধের ঘটনায় কোন স্ত্রীলোকের জড়িত থাকার সম্ভাবনা ছিল।'

'যা বলছিলাম, টাকার দৃষ্টিকোণের ব্যাপারটা আমার খুবই জোরালো মনে হয়েছিল। এটা দেখে খুবই বিরক্তিকর লেগেছিল যে এদের দুজনেরই রুবি কীনের মৃত্যুর সময় জোরালো অ্যালিবাই ছিল। কিন্তু এর পর যখন একটা দগ্ধ গাড়ির কথা জানা গেল আর তাতে পামেলা রীভসের দেহ পাওয়া গেল তখনই সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে জেগে উঠল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ওই অ্যালিবাইয়ের কোন মূল্যই নেই।'

'আমি এবার হাতে পেয়েছিলাম এই ঘটনার দুই অর্ধাংশ, এবং এর দুটোই অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, তবে এ দুটো মেলানো যাচ্ছিল না। নিশ্চয়ই কোথাও একটা যোগসূত্র ছিল কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। যে লোকটি অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে মনে হচ্ছিল তার কোন মোটিভ খুঁজে পাইনি। আমার দারুণ বোকামি হয়েছিল,' মিস মারপল একটু চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'ডিনা লী না হলে কথাটা আমার মনে জাগত না। খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সমারসেট হাউস! বিয়ে! শুধু মিঃ গ্যাসকেল বা মিসেস জেফারসনের ব্যাপার ছিলনা, এ ছাড়াও অন্য আর একটা বিয়ের সম্ভাবনা ছিল। ওই দুজনের কেউ বিয়ে করে থাকলে বা বিয়ের সম্ভাবনা থাকলেও অন্য আর একজনও ওই বিয়ের চুক্তিতে জড়িত থাকবেই। রেমন্ড হয়তো ভেবে থাকতে পারত তার একজন ধনী স্ত্রীকে বিয়ে করার সম্ভাবনা ছিল। সে মিসেস জেফারসনের প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিল, আর আমার মনে হয় ওর আকর্ষণই মিসেস জেফারসনের দীর্ঘ বৈধব্যের জীবন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি মিঃ জেফারসনের মেয়ে হয়ে থেকে খুবই পরিতৃপ্ত ছিলেন। সেই 'রুথ আর নাওমি'র মত—নাওমি রুথের বিয়ের জন্য নানা কসরত করতে চেয়েছিল।'

'রেমন্ড ছাড়া আর ছিলেন মিঃ ম্যাকলীন। মিসেস জেফারসন তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন, এ সম্ভাবনা খুবই প্রবল ছিল যে তাঁকেই তিনি শেষ

পর্যন্ত হয়তো বিয়ে করতে চলেছিলেন। মিঃ ম্যাকলীনের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা আর তিনি ডেনমাউথের চেয়ে বেশি দূরেও ছিলেন না সে রাতে। আমার তাই মনে জেগেছিল 'কাজটা তো তবে এদের যে কোন একজনই করে থাকতে পারে?' তবে আমি আসলে কিন্তু মনে মনে জানতাম খুনী কে। ওই দাঁতে নখ কাটার ব্যাপারটা কেউই এড়িয়ে যেতে পারে না।'

'নখ?' স্যার হেনরি বললেন। 'কিন্তু ওর নখ ভেঙে যাওয়ায় সে তো বাকি নখ কেটে ফেলেছিল।'

'একেবারে বাজে কথা,' মিস মারপল বললেন। 'দাঁতে কাটা নখ আর এমনি কেটে ফেলা নখ একেবারে আলাদা! মেয়েদের নখ সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা এ ব্যাপারে ভুল করেনা—আমি মেয়েদের সব সময় দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস নোংরা কাজই বলার চেষ্টা করি। ওই নখগুলো বাস্তবের ঘটনা। আর একটা অর্থই হতে পারে। কর্নেল ব্যাণ্ট্রির লাইব্রেরী ঘরে যে মৃতদেহ পাওয়া ছিল তা রুবি কীনের নয়।

'আর এই সূত্র একজনকেই সোজা অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল যে এর সঙ্গে জড়িত। যোসি! যোসিই লাশ সনাক্ত করেছিল। সে জানত—নিশ্চয়ই জানত—দেহটা রুবি কীনের নয়। সে একটু ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিল—প্রচণ্ড বিহ্বল হয়ে পড়েছিল লাইব্রেরীতে দেহটা দেখে। সে প্রায় সব রহস্য ফাঁস করে ফেলেছিল। কারণ? কারণ সে জানত ভাল করেই দেহটা কোথায় পাওয়ার কথা ছিল! এটা পাওয়ার কথা ছিল বেসিল ব্লেকের কটেজে। বেসিলের দিকে কে ইঙ্গিত করেছিল? যোসিই তা করেছিল। সে রেমণ্ডকে বলেছিল রুবি সেই ফিল্মের লোকটার সঙ্গে থাকতে পারে। আর এর আগে সে রুবির হাতব্যাগে বেসিলের একটা ফটোও ঢুকিয়ে রেখেছিল। যোসি! অত্যন্ত কুটিল, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, নখের মত শক্ত মেয়ে, সে টাকা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

'এবার দেহটা যখন রুবি কীনের ছিলনা, সেটা অবশ্যই অন্য কোন এক মেয়ের। কিন্তু কার? যে মেয়েটি নিরুদ্দেশ বলে জানা যায় নিশ্চয়ই তার। পামেলা রীভস। রুবির বয়স ছিল আঠারো, পামেলার ষোল। ওরা দুজনেই স্বাস্থ্যবতী, একটু অপক্ক, তবে মোটা-সোটা চেহারার মেয়ে। কিন্তু ভাবতে চাইছিলাম এরকম গোলমেলে ব্যাপার তৈরি করার দরকার কি এমন হতে পারে? এর কারণ একটাই হওয়া সম্ভব—কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য অ্যালিবাই তৈরি করা। রুবি কীনের মৃত্যুর সময় কার কার অ্যালিবাই ছিল?

মার্ক গ্যাসকেল, মিসেস জেফারসন আর যোসির।

'নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারবেন আপনারা, ব্যাপারটা খুবই আগ্রহ জাগানো, অর্থাৎ ঘটনা প্রবাহকে খুঁজে দেখা, কিভাবে ওদের পরিকল্পনা কাজ করেছিল। জটিল অথচ খুবই সরল। প্রথমতঃ বেচারি পামেলাকে বেছে নেয়ার কাজ—ফিল্মের দৃষ্টিকোণ কাজে লাগিয়ে তাকে বশ করতে চাওয়া। স্ক্রীন টেস্টের কথা শুনে বেচারি পামেলা লোভ সামলাতে পারেনি। মার্ক গ্যাসকেল অন্ততঃ যেভাবে তার সামনে সব কিছু বর্ণনা করেছিল তাতে প্রলোভন জয় করা কঠিনই ছিল। পামেলা হোটেলে আসে, মার্ক গ্যাসকেল তার জন্য অপেক্ষা করে চলেছিল। সে পাশের দরজা দিয়ে মেয়েটিকে যোসির কাছে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের একজন মেকআপ বিশেষজ্ঞ বলে। বেচারি পামেলা—কথাটা ভাবলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। যোসির বাথরুমে বসে সে ওর চুল আর মুখে প্রসাধনী লাগিয়ে হাত ও পায়ের নখে নেলপালিশও লাগিয়ে দেয়। এরই মাঝখানে তাকে ওষুধও প্রয়োগ করে ওরা। সম্ভবতঃ কোন আইসক্রীম সোডার মধ্য দিয়ে। পামেলা এতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমার ধারণা তারা ওকে পাশের কোন খালি কামরাতেই রেখে দেয়। ঘরগুলো সপ্তাহে মাত্র একবারই সাফ করা হত বলে শুনেছি।

'ডিনারের পর মার্ক গ্যাসকেল তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল. সমুদ্রের দিকে বলে জানিয়েছিল সে। সেই সময়েই সে পামেলার দেহ কটেজে নিয়ে যায়। সেখানে সে রুবির কোন পুরনো পোশাক তাকে পরিয়ে দেহটা চুল্লীর সামনে কার্পেটের উপর রেখে দেয়। সে তখনও অজ্ঞান হয়ে ছিল, তবে মারা যায় নি। সে পামেলারই ফ্রকের বেল্ট দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। খুবই নিষ্ঠুরতার কাজ, তবে আশা করি বেচারি মেয়েটা এটা টের পায়নি। মার্ক গ্যাসকেলকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখে সত্যিই খুশি হব…। সমস্ত কিছু যখন ঘটে তখন সবে মাত্র রাত দশটার কিছু বেশি। এরপর দ্রুত বেগে সে হোটেলের লাউঞ্জে ফিরে আসে। সেখানে রুবি কীন রেমণ্ডের সঙ্গে নাচছিল। সে তখনও জীবিত ছিল। আমার ধারণা যোসি আগেই রুবি কীনকে কোন কিছু জানিয়ে রেখে ছিল। যোসি যা বলত রুবি বরাবর তা মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিল। তাকে বলা ছিল পোশাক বদলে যোসির ঘরে অপেক্ষা করতে। তাকেও মাদক প্রয়োগ করা হয়েছিল। সম্ভবত ডিনারের পরে দেয়া কফির মধ্যে দিয়ে। মনে করে দেখুন, তরুণ বার্টলেটের সঙ্গে কথা বলার সময় ও হাই তুলছিল।'

'এরপর যোসি রেমণ্ডকে নিয়ে ওকে খুঁজতে আসে। তবে যোসি নিজে ছাড়া কেউই তার ঘরে ঢোকেনি। সে খুব সম্ভব তখনই মেয়েটিকে শেষ করে—ইঞ্জেকশন দিয়ে বা মাথায় আঘাত করে। এরপর যোসি নিচে গিয়ে রেমণ্ডের সঙ্গে নাচে অংশ নেয়। জেফারসনদের সঙ্গে রুবি কোথায় থাকতে পারে ভেবে কথাবার্তা বলে তারপর শুতে চলে যায়। ভোরের দিকে সে রুবিকে পামেলার পোশাক পরিয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে যায়। যোসি স্বাস্থ্যবতী, বয়সও কম, তাই অসুবিধা হয়নি। সে বার্টলেটের গাড়ি নিয়ে খনির দিকে দু মাইল পথ অতিক্রম করে, তারপর গাড়ির গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর সে আবার হোটেলে ফিরে আসে—সময়টা সে বেছে নেয় বেলা ন'টার কাছাকাছি—যেন রুবির জন্য দুশ্চিন্তায় তাড়াতাড়ি উঠেছে!'

'খুবই জটিল ছক', কর্নেল মেলচেট বললেন।

'হ্যাঁ, তবে নাচের ছন্দের চেয়ে জটিল নয়,' মিস মারপল বললেন।

'তা হয় তো নয়।'

'ওর কাজের ধারা নিখুঁত।' মিস মারপল বললেন। 'ও নখের গোলমালের ব্যাপারটাও লক্ষ্য করেছিল। আর সেই জন্যই ও রুবির একটা নখ ভেঙে শালের উপর লাগিয়ে রাখে। এর কারণ ও পরে বলতে পারার সুযোগ পেত রুবি ওর সব নখ কেটে ফেলেছে।'

হার্পার বললেন, 'হ্যাঁ, ও সব দিকেই লক্ষ্য রেখেছিল। আর আপনি যে সত্যিকার প্রমাণ পেয়েছিলেন তা হল কোন স্কুলের মেয়ের কামড়ানো নখ।'

'তার চেয়েও বেশি', মিস মারপল বললেন। 'মানুষ বড় বেশি কথা বলে। মার্ক গ্যাসকেলও তাই বলেছিল। সে যখন রুবির সম্পর্কে বলছিল তখন সে বলে, 'ওর দাঁত ভেতরে ঢোকা নেই। কিন্তু কর্নেল ব্যান্ট্রির লাইব্রেরীতে যে দেহ পাওয়া যায় তার দাঁত একটু বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।'

কনওয়ে জেফারসন একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'আর ওই শেষ নাটকীয় দৃশ্য আপনারই পরিকল্পনাপ্রসূত, মিস মারপল?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। একেবারে নিশ্চিত হয়ে নেয়াই বোধ হয় ভাল, তাই না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত হওয়াই বটে', কনওয়ে জেফারসন গম্ভীর স্বরে বললেন।

'ব্যাপারটা হল,' মিস মারপল বললেন, 'ওরা দুজন যখনই জানতে

পারল আপনি একটা নতুন উইল করতে চলেছেন, তখনই ওরা বুঝেছিল একটা কিছু করতেই হবে। ইতিমধ্যেই তারা অর্থের জন্য দুটো খুন করেছিল, তাই প্রয়োজনে তৃতীয় খুন করতেও ওরা তৈরি ছিল। তবে মার্ককে অবশ্যই ঝামেলার বাইরে রাখতে হত, তাই সে অ্যালিবাই তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই লণ্ডন চলে যায়। সেখানে সে কোন রেস্তোরাঁয় বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খায় আর পরে নৈশ ক্লাবেও যায়। যোসিরই কাজটা করার কথা ছিল। ওরা তখনও রুবির মৃত্যুকে বেসিলের উপরই চাপাতে চাইছিল, তাই মিঃ জেফারসনের মৃত্যুকে নিশ্চয়ই হার্টফেল বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। সিরিঞ্জে ডিজিট্যালিস ছিল বলেই শুনলাম সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে। যে কোন ডাক্তারই এরকম অবস্থায় মৃত্যু হার্টের গোলমালে বলে রায় দিতেন। যোসি ইতিমধ্যে ব্যালকনিতে একটা পাথরের বল আলগা করে রেখেছিল, সেটা সে পরে মাটিতে আছড়ে ফেলত প্রচণ্ড কোন শব্দ তৈরি করার জন্য। মিঃ জেফারসনের মৃত্যু ওই শব্দেব ধাক্কারই পরিণতি বলে ধরে নেয়া যেত।'

মেলচেট বললেন, 'কি ভয়ংকর শয়তান।'

স্যর হেনরি বললেন, 'তাহলে তৃতীয় যে মৃত্যুর কথা বলছিলেন তা হত কনওয়ে জেফারসন?'

মিস মারপল মাথা ঝাঁকালেন। 'ওহ, না, আমি বলছিলাম বেসিল ব্লেকের কথা। ওরা পারলে তাকেই ফাঁসিতে ঝোলাত।'

'বা, ব্রডমুরে বন্দী থাকার ব্যবস্থা হত,' স্যর হেনরি বললেন।

দরজা পেরিয়ে ঘরে এলেন অ্যাডিলেড জেফারসন। তার পিছনে হুগো ম্যাকলীন। হুগো বললেন, 'এই রহস্যের অনেকটাই আমার শোনা হয়নি! ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না। যোসি মার্ক গ্যাসকেলের কে?'

মিস মারপল বললেন, 'তার স্ত্রী। ওদের বিয়ে হয়েছিল এক বছর আগে। মিঃ জেফারসন মারা না যাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা ওরা গোপন রাখতে চেয়েছিল।'

কনওয়ে জেফারসন গলা সাফ করতে চাইলেন। 'বরাবর জানতাম রোজামণ্ড একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করেছিল। কথাটা স্বীকার করতে চাইনি শুধু। একজন খুনীকে ভালবাসা। যাক, ও ফাঁসিতে ঝুলবে সেটাই সুখের বিষয়, মেয়েটাও তাই। আমি খুশি যে ও চাপের কাছে ভেঙে পড়ে সবই স্বীকার করেছে।'

মিস মারপল বললেন, 'যোসিই দুজনের মধ্যে কঠিন চরিত্রের। মতলবটা

আগাগোড়া ওরই। সবচেয়ে বড় পরিহাস হল যে যোসিই মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। ও স্বপ্নেও ভাবেনি মিঃ জেফারসনের নজরে পড়ে যাবে ও, আর ওর সমস্ত ভবিষ্যত সম্ভাবনা এভাবে নষ্ট হতে বসবে।'

জেফারসন বললেন, 'বেচারি মেয়েটা! হতভাগ্য রুবি!'

অ্যাডিলেড আলতো করে তার পিঠে হাত রাখলেন। তাকে আজরাতে খুবই সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল। অ্যাডিলেড একটু শ্বাস টেনে বললেন, 'আমি একটা কথা বলতে চাই, জেফ। এখনই। আমি হুগোকে বিয়ে করছি।'

কনওয়ে জেফারসন কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার বিয়ে করা দরকার আবার। তোমাদের দুজনকেই অভিনন্দন। একটা কথা, এ্যাডি, আমি আগামীকাল একটা নতুন উইল করছি।'

'ওহ, হ্যাঁ, আমি জানি।'

জেফারসন বললেন, 'না, তুমি জানোনা। আমি তোমার জন্য দশ হাজার পাউন্ড রাখছি আলাদা করে। বাকি সব কিছু আমার মৃত্যুর পর পিটার পাবে। এটা কেমন লাগছে, বল, সোনা?'

'ওহ জেফ!' অ্যাডির গলা বুঁজে এল। 'তুমি দারুণ!'

'পিটার ভারি ভাল ছেলে। যতদিন বেঁচে আছি ওকে দেখতে পেলে ভাল লাগবে।'

'ওহ, নিশ্চয়ই ওকে দেখবে।'

'ওর অপরাধের দিকে দারুণ ঝোঁক—পিটারের কথা বলছি,' চিন্তিত ভাবে বললেন কনওয়ে জেফারসন। 'ও শুধু নিহত মেয়েটার নখই খুঁজে রাখেনি—একজনের অবশ্য—ও আবার নখ বিঁধে থাকা যোসির শালের একটা টুকরোও রেখে দিয়েছে। সে তাই খুনী মেয়েটির একটা স্মৃতিও রাখতে পেরেছে। এতে দারুণ সুখী পিটার!'

হুগো আর অ্যাডিলেড বলরুমের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। রেমণ্ড তাদের দেখে এগিয়ে এল।

অ্যাডিলেড বললেন, 'তোমাকে খবরটা জানাই। আমরা বিয়ে করতে চলেছি।'

রেমণ্ডের মুখের হাসি নিখুঁত—সাহসিক অথচ ভাবনার স্পর্শ মেশানো। সে হুগোকে প্রায় অগ্রাহ্য করেই সোজা অ্যাডিলেডের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আশাকরি আপনি খুবই সুখী হবেন।'

অ্যাডিলেড আর হুগো ম্যাকলীন এগিয়ে যেতে রেমণ্ড তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। 'ভারি চমৎকার মহিলা,' ও মনে মনে ভাবল। 'খুব চমৎকার। অনেক টাকাও উনি পাচ্ছেন। ডেভনসায়ারের স্টারদের নিয়ে যে বইপত্র পড়লাম তা দেখছি একেবারে বৃথাই গেল। ওহ, যাকগে, আমার ভাগ্যে এসব নেই। এখন আবার নাচতে শুরু কর খুদে বাবু।'

রেমণ্ড আবার বলরুমেই ফিরে গেল।

Original—**The Body in the Library**

একটি খুনের ছক

এক ॥ একটি খুন হবে

১

রবিবার ছাড়া প্রতি দিনই সকাল ৭'৩০টা আর ৮'৩০ টার মধ্যে জনি বাট সাইকেলে চড়ে পাক খায় চিপিং ক্লেগহর্ণ গ্রামটাতে। হাই স্ট্রীটের মনিহারি দোকানের মালিক মিঃ টটম্যানের আদেশ। অতএব জনি বাট যার যেমন পছন্দ সেই ভাবেই সকালের কাগজ তাদের কটেজের চিঠির বাক্সে গুঁজে দেবার জন্য মনের আনন্দে শিস দিতে দিতেই সাইকেল চালায়। কর্নেল আর মিসেস ইস্টার ব্রুকের পছন্দ দি টাইমস আর ডেইলি গ্রাফিক, মিসেস সোয়েটেনহ্যামের চাই দি টাইমস আর ডেইলি ওয়ার্কার, মিসেস হিঞ্চক্লিফ আর মিস মারগাট-রয়েড পছন্দ করেন দি ডেইলি টেলিগ্রাফ আর নিউজ ক্রনিকল। মিস ব্ল্যাকলককে দিয়ে আসতে হয় দি টেলিগ্রাফ, টাইমস আর ডেইলি মেল।

এই সব বাড়ি আর বলতে গেলে চিপিং ক্লেগহর্ণের প্রায় সবকটা বাড়িতেই জনি বাট শুক্রবার দিয়ে আসে নর্থ বেনহ্যাম নিউজ আর চিপিং ক্লেগহর্ণ গেজেটের একখানা করে কপি, সকলে যার নামকরণ করেছে 'গেজেট'।

অতএব শুক্রবার সকালেও দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। চিপিং ক্লেগ-হর্ণের বাসিন্দারা সকালে দৈনিক সংবাদপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে তাদের চোখে যেসব খবর পড়ল তার মধ্যে ছিল, 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল!' 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠক আজ!' 'স্বর্ণকেশী টাইপিস্টের হত্যাকারীর খোঁজে কুকুর।' 'তিনটি খনি অচল!' 'সমুদ্র তীরবর্তী হোটেলে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণে তেইশ জনের মৃত্যু!' ইত্যাদি। এরপর সকলে 'গেজেটের' পাতা উল্টে স্থানীয় সংবাদের উপর ঝুঁকলেন। গ্রামের নানা খবরের উপর ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে নেবার পর দশজনের মধ্যে ন'জনই এরপর পড়তে চান ব্যক্তিগত কলম। এই কলমে থাকে টুকিটাকি নানা জিনিস কেনাবেচার বিজ্ঞাপন, পারিবারিক সাহায্যের আকুল আবেদন, কুকুর সম্পর্কে অঢেল বিজ্ঞা-পন, মুরগীর খামার ও বাগানের যন্ত্রপাতি বিষয়ক তথ্য আর চিপিং ক্লেগ-হর্ণের মত ছোট গ্রামীণ সমাজের উপযোগী নানা বিষয়।

২৯ শে অক্টোবরের এই বিশেষ শুক্রবারেও এর চেয়ে অন্য রকম কিছু দেখা যায়নি।

২

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম তার কপালের উপর থেকে কোঁকড়ানো ধূসর চুলের গোছা সরিয়ে টাইমসের পাতা খুলে মাঝখানের অংশে নিষ্প্রভ চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই তাঁর নজর পড়ল জন্ম, বিবাহ আর মৃত্যুর কলমে, বিশেষ করে শেষেরটিতে, তারপর পড়া হয়ে গেলে 'টাইম্‌স'খানা' সরিয়ে রেখে তিনি সাগ্রহে তুলে নিলেন চিপিং ক্লেগহর্ণ গেজেট।

একটু পরে তার ছেলে এডমন্ড ঘরে ঢোকার সময়ও তিনি ব্যক্তিগত কলম গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে চলছিলেন।

'সুপ্রভাত, সোনা,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন। 'স্মেডলিরা ওদের ডেমলারটা বিক্রি করে দিচ্ছে। ১৯৩৫—অনেক বছর হয়ে গেল, তাই না?'

তার ছেলে গলায় একটু শব্দ করে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে ওইদিনের 'ডেইলি ওয়ার্কার'খানা তুলে চোখ বুলিয়ে চলল।

'মস্দা ম্যাস্টিফের বাচ্চা,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম পড়ে চলেছিলেন। 'আমি বুঝিনা মানুষ আজকাল বড় বড় কুকুর কি করে পুষতে পারে…হুঁ, সেলিনা লরেন্স আবার রাঁধুনীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ওকে এবার বলব আজকাল এইরকম বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ নেই। আবার ঠিকানা দেয় নি, শুধু বক্স নম্বর—এটা খুব খারাপ—ওকে বলতে হবে চাকর-বাকররা কোথায় কাজ করতে হবে সেটাই আগে জানতে চায়…কৃত্রিম দাঁত—কৃত্রিম দাঁত নিয়ে মানুষ কেন যে এত মাতামাতি করে বুঝি না। শস্তায় সুন্দর বাল্ব! বিশেষ সুবিধা…। একটা মেয়ে চাকরির আবেদন করেছে—সে ভ্রমণ করতে রাজি।' কেই বা না চায়।…শিকারীকুকুর…শিকারীকুকুর কোনকালেই আমি পছন্দ করিনা—তবে কুকুরগুলো জার্মান বংশের নয় অবশ্য—এসব মনোভাব আজ কেটে গেছে, আমার ভাল লাগেনা, ব্যস এই আর কি—হ্যাঁ, কি ব্যাপার মিসেস ফিঞ্চ?'

ইতিমধ্যে দরজা ফাঁক হয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল গোমড়ামুখো একজন স্ত্রীলোকের রেশমী টুপি-সহ মাথা আর দেহের অংশ।

'সুপ্রভাত, মাদাম,' মিসেস ফিঞ্চ বললেন, 'ঘর সাফ করব?'

'এখন নয়। এখনও খাওয়া শেষ হয়নি,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন।

এডমণ্ড আর তার হাতে ধরা কাগজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মিসেস ফিণ্ড ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

'আমি সবে শুরু করেছি,' এডমণ্ড বলল।

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন, 'ওই জঘন্য কাগজটা না পড়লেই ভাল করতিস, এডমণ্ড। মিসেস ফিণ্ড একদম সহ্য করতে পারে না ওটা।'

'আমার রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে মিসেস ফিণ্ডের সম্পর্ক কি সেটাই বুঝি না।'

'তাছাড়া তুই কোন কাজে লেগে থাকলেও হত,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন। 'তুই কোন কাজই করিস না।'

'এ কথা একেবারেই ঠিক না,' এডমণ্ড গজগজ করে উঠল। 'আমি একটা বই লিখছি।'

'আমি সত্যিকার কাজের কথা বলছি,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন। 'মিসেস ফিণ্ডের কথা শোনা দরকার। আমাদের যদি তার পছন্দ না হওয়ায় উনি চলে যান আর কাকে পাব এরপর?'

'গেজেটে বিজ্ঞাপন দেব,' হেসে বলল এডমণ্ড।

'একটু আগেই বলেছি তাতে লাভ হবে না। হায় ভগবান, আজকাল বাড়িতে বুড়ি পিসীমা, দিদিমা গোছের কেউ না থাকলে রান্নাবান্নার কাজ কে সামলাবে। একেবারে অথৈ জলে পড়ব।'

'তা, পিসীমা, দিদিমা গোছের আমার কেউ নেই কেন? এ রকম কাউকে রাখোনি কেন?'

'তোমার তো একজন আয়া রয়েছে সোনা।'

'তোমাদের কোন দূরদৃষ্টি নেই,' বিড়বিড় করে উঠল এডমণ্ড।

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত কলমে মন দিয়েছিলেন।

'...পুরানো মোটর চালিত ঘাসকাটার যন্ত্র বিক্রয়। হা ভগবান, এত দাম। ...আরও শিকারীকুকুর...'তাড়াতাড়ি পত্র দিও বা যোগাযোগ কর—আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি'—ওগলম্'—কি হাস্যকর সব নাম...স্প্যানিয়েল...সুসি সোনার কথা তোর মনে আছে, এডমণ্ড? সত্যি ও মানুষের মতই ছিল। সব কথা ঠিক বুঝতে পারত...শেরাটন টেবিল বিক্রয়। প্রকৃত পারিবারিক আসবাব। মিসেস লুক্যাস, ডায়াস হল...কি মিথ্যাবাদী মহিলা! শেরাটনই বটে...!'

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম একটু থেমে আবার পড়ায় মন দিলেন:

'সবই ভ্রমবশতঃ ডার্লিং। আমার ভালবাসা অপার। যথারীতি শুক্রবার—জে…' আমার মনে হয় প্রেমিক প্রেমিকার মন কষাকষির ব্যাপার—নাকি কোন চোরের সাঙ্কেতিক ভাষা? …আবার সেই শিকারীকুকুর! মানুষ বোধ হয় উন্মাদ গেছে। মানে, আরও কত কুকুরই তো আছে। তোর কাকা তো ম্যাঞ্চেস্টার টেরিয়ার লালন করতেন। কি সুন্দর ওগুলো…বিদেশ যাত্রী মহিলা তার দুখানা সুট বিক্রি করতে ইচ্ছুক, কোন মাপ বা দামের উল্লেখ নেই…কোন বিবাহের ঘোষণা—না, একটা খুন। কি? এ—এ সব কি? এডমণ্ড, এডমণ্ড, ভাল করে মন দিয়ে শোন '…একটি খুন হবে শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, লিটল প্যাডকস্-এ। বন্ধুরা অনুগ্রহ করে একমাত্র ঘোষণাটি লক্ষ্য করবেন।' কি অদ্ভুত কাণ্ড! এডমণ্ড—'

'কি হল?' এডমণ্ড কাগজ থেকে মুখ তুলল।

'শুক্রবার, ২৯শে অক্টোবর…সে কি, এতো আজই!'

'কই, দেখি,' এডমণ্ড কাগজটা নিয়ে দেখে চলল।

'কিন্তু, এর মানে কি হতে পারে?' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম সাগ্রহে বলে উঠলেন।

এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম নাক চুলকে বলল, 'কোন পার্টি হবে হয়তো। নকল খুনের খেলা গোছের কিছু। খুন খুন খেলা।'

'ওহ,' সন্দেহের সুরে বলে উঠলেন মিসেস সোয়েটেনহ্যাম। 'ভারি অদ্ভুত কিন্তু। এভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় কেউ? লেটিসিয়া ব্ল্যাকলককে যতদূর জানি সে তো এরকম অবিবেচক মহিলা নয়।'

'বাড়ির অল্পবয়সী যারা আছে তাদের কথাতেই হয়তো উনি করেছেন।'

'সময়ও বড় কম দিয়েছে। আজই। তোর কি মনে হয় আমাদেরও যাওয়া দরকার?'

'বিজ্ঞাপনে রয়েছে 'বন্ধুরা অনুগ্রহ করে একমাত্র ঘোষণাটি স্বীকার করুন,' এডমন্ড বলল।

'যাই হোক আমার কিন্তু মনে হয় এই ধরনের নতুন কায়দায় আমন্ত্রণ জানানো বেশ ক্লান্তিকর,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম দৃঢ়স্বরে বললেন।

'আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভাল, মা।'

'না,' স্বীকার করলেন মিসেস সোয়েটেনহ্যাম।

ক্ষণিক নীরবতা।

'ওই টোস্টের শেষ টুকরোটা তোর চাই। এডমণ্ড?'

'ওই বুড়ির টেবিল সাফ করার চেয়ে আমার শরীরের পুষ্টির ব্যাপারটা ঢের জরুরী।'

'শ্, আস্তে ও শুনতে পাবে···কিন্তু, এডমণ্ড খুন খুন খেলায় কি হয় ?'

'আমি তা ঠিক জানিনা···এক টুকরো কাগজ গায়ে সেঁটে দেয়া হয়·· না, আমার মনে হয় টুপির মধ্য থেকে সবাইকে কাগজের টুকরো তুলতে হয়। একজন হয় নিহত ব্যক্তি, একজন গোয়েন্দাও হয়, এই রকম আর কি।'

মিসেস সোয়েটেনহ্যামের সন্দেহ দূর হল বলে মনে হল না তবু।

৩

মিস হিনচক্লিফ যখন তাঁর মুরগীর খাঁচা সাফ করছিলেন তখনই তাঁরা বান্ধবী মিস মারগাটরয়েড পৌঁছলেন। বান্ধবীর নাম ধরে ডাকাতে সাড় দিলেন হিনচক্লিফ।

'কি ব্যাপার, মারগাটরয়েড ?'

'তুমি কোথায় ?'

'মুরগীর খাঁচায়।'

'ওহ্।'

বড় বড় ভিজে ঘাসের মধ্য দিয়ে মিস মারগাটরয়েড বন্ধুর দিকে এগোলেন। শেষোক্ত জন পুরু কর্ডুরয়ের স্ল্যাকস পরিহিত হয়ে আলু সেদ্ধ আর বাঁধা কপির পাতা ভর্তি পাত্র হাতে এগিয়ে এলেন। বেশ একটু পুরুষালী ভঙ্গী তার।

মিস মারগাটরয়েডের চেহারা একটু বেঢপ মেদবহুল, মুখ হাসিমাখানো, দেহে ডোরাকাটা টুইডের স্কার্ট আর গাঢ় নীল পুলওভার, মাথার চুল কিছুটা পাখির বাসারই মত। তিনি বেশ হাঁফাতে চাইছিলেন।

'গেজেটে কি বেরিয়েছে দেখেছ ?' হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তিনি। 'শুনে বল, এর মানে কি হতে পারে। 'একটি খুন হবে···শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর, লিটল প্যাডকস্-এ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। বন্ধুরা অনুগ্রহ করে একমাত্র ঘোষণাটি লক্ষ্য করবেন।'

'বেশ চালাকি করে করা হয়েছে,' মিস হিনচক্লিফ বললেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু এর মানে কি হতে পারে ?'

'একটু পানের ব্যবস্থা ছাড়া আর কি,' মিস হিনচক্লিফ বললেন।

'তুমি বলছ এটা একধরনের নিমন্ত্রণ ?'

'সেখানে হাজির হলেই বুঝতে পারব,' মিস হিনচক্লিফ বললেন। 'বাজে শেরী খাওয়াবে হয়তো। ঘাস ছেড়ে নেমে দাঁড়াও, মারগাটরয়েড, তোমার শোবার ঘরের চটি ভিজে গেছে।'

'ওহ্, তাইতো,' মিস মার্গাটরয়েড মলিন মুখে পায়ের দিকে তাকালেন। 'আজ কতগুলো ডিম পেলে?'

'সাতটা। হতচ্ছাড়া মুরগীটা এখনও ঝিমোচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার।'

'এরকম মজা করে বিজ্ঞাপন দেয়া ঠিক নয়, কি বল?' অ্যামি মারগাটর-য়েড গেজেটের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে বললেন।

তাঁর বন্ধু অবশ্য কঠিন ধাতে তৈরি, তিনি তখন মুরগীর ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিলেন, বিজ্ঞাপন নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিলনা।

৫

'ওঃ কি মজার ব্যাপার, শুনেছ?' মিসেস হারমন প্রাতরাশের টেবিলে বসে তার স্বামী রেভারেন্ড জুলিয়ান হারমনকে বললেন। 'মিস ব্ল্যাকলকের বাড়িতে একটা খুন হবে।'

'খুন?' বেশ আশ্চর্য হয় বললেন তার স্বামী। 'কখন?'

'আজই বিকেলে...মানে, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময়। ওহ্ খুব দুঃখের কথা। তুমি তো কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন। লজ্জার কথা। তুমি খুন এত ভালবাস!'

'কি সব বলছ বুঝতে পারছি না, বাঞ্চ।'

মোটামুটি বর্তুলাকার মিসেস হারমনের নাম তার চেহারার জন্যই বাঞ্চে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি গেজেটখানা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন। 'পুরনো জিনিসের বিজ্ঞাপনের উপরে দেখ।'

'কি অদ্ভুত ধরনের ঘোষণা।'

'তাই তো বলছিলাম,' বাঞ্চ খুশি মনে বলে উঠলেন। 'মিস ব্ল্যাকলক খুনের খেলা নিয়ে মাথা ঘামায় তা জানা ছিল না। আমার মনে হয় ওই তরুণ সিমন্সরাই এই মতলব করেছে, অবশ্য জুলিয়া সিমন্স এটা করবে ভাবছি না। তাহলেও ব্যাপারটা দেখতে হবে। দুঃখের কথা তুমি থাকতে পারছ না। তবে আমি যাবই, আর পরে তোমাকে সব বলব। অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে এই খুন খুন খেলা আমার পছন্দ হয় না, আমার ভয় লাগে।

আশা করি আমাকে আবার খুন হওয়ার অভিনয় করতে হবে না। অন্ধকারে কেউ যদি আমার কাঁধে হাত রেখে বলে 'তুমি মরে গেছ' তাহলে বোধ হয় ভয়েই সত্যিকার মরে যাব! এরকম হতে পারে ভাবো?'

'না, বাণ্ড। আমার মনে হয় আমার মতই বেশ বুড়ো হয়েই তুমি বেঁচে থাকছ।'

'আর আমরা একই দিনে মারা যাব আর আমাদের একই কবরে গোর দেয়া হবে। ভারি মজার ব্যাপার হবে।'

'তোমাকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে, বাণ্ড, ব্যাপার কি?' তার স্বামী হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন।

'আমার মত হলে কেই বা খুশি হত না,' বাণ্ড বললেন। 'সুনাম, এডওয়ার্ড আর তোমাকে নিয়ে আমার কি আনন্দের সংসার। মাঝে মাঝে বোকামি করলেও আমাকে কত ভালবাস তুমি...এমন চমৎকার সূর্যের আলো! তাছাড়া এত বড় বাড়ি আমাদের!'

রেভারেন্ড জুলিয়ান হারমন প্রায় খালি বিরাট ডাইনিং রুমে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'কেউ কেউ ভাবতে চাইবে এরকম নীরস জায়গায় এ কান্ড না পারলে কেউ বাস করে না।'

'আমার বড় বড় ঘরই পছন্দ। যেমন ইচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জিনিসপত্র রাখতে পার, কেউ কিছু বলবে না।'

'কিন্তু খাটুনি কমে এমন জিনিসপত্র না থাকলে? এতে তোমার কাজ খুবই বেড়ে গেছে, বাণ্ড।'

'ওহ জুলিয়ান, আমার কোন খাটুনি হয় না। আমি সাড়ে ছ'টায় উঠি বয়লারে আগুন দিয়ে স্টীম ইঞ্জিনের মতই আমি কাজ করে যাই আর সাড়ে আটটাতেই সব কাজ শেষ। সুশান আর এডওয়ার্ডের বড় বড় খালি ঘর পেয়ে ভাল লাগে। লোকজন এলে তাদের থাকতেও দেয়া যায়। তবে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে না। তুমি তোমার মাকে ভালবাস তা জানি, জুলিয়ান, তবে তাদের সঙ্গে থাকলে নিজেকে ছোট্ট মেয়ের মতই লাগত।'

জুলিয়ান হাসলেন।

'তুমি এখনও ছোট্ট মেয়ের মতই আছ, বাণ্ড।'

জুলিয়ান হারমন ষাট বছর বয়সেও এখনও সজীব আর সতেজ এবং

আরও পঁচিশ বছর এভাবেই চলার আশা রাখেন।

'আমি জানি আমি বেশ বোকা—।'

'না, তুমি বোকা নও, বাণ্ড। তুমি খুবই বুদ্ধিমতী।'

'তোমার কথা আমার খুব ভাল লাগে, জুলিয়ান।'

একথায় হাসলেন জুলিয়ান।

দুই ॥ লিটল প্যাডকস্-এ প্রাতরাশ

১

লিটল প্যাডকস্-এও প্রাতরাশের ব্যবস্থা হচ্ছিল।

বাড়ির কর্ত্রী মিস ব্ল্যাকলকের বয়স প্রায় ষাট। তিনি টেবিলের মাথার দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর দেহে টুইডের পোশাক আর গলায় নিতান্ত বেমানান এক ছড়া বড় কৃত্রিম মুক্তোর নেকলেস। তিনি ডেইলি মেলে চোখ বুলিয়ে চলেছিলেন। জুলিয়া সিমন্স চোখ বুলিয়ে চলেছিলো টেলিগ্রাফের পাতায়। প্যাট্রিক সিমন্স ব্যস্ত ছিল টাইমসের ক্রশওয়ার্ড নিয়ে। মিস ডোরা বানার একমনে নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন স্থানীয় সাপ্তাহিক কাগজখানা।

আচমকা মিস বানারের গলা থেকে মুরগীর ডাকের মত শব্দ শোনা গেল।

'লেটি—লেটি—এটা দেখেছ ? এর মানে কি ?'

'কি ব্যাপার, ডোরা ?'

'অদ্ভুত ধরনের একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট লিটল প্যাডকসের নাম বলা আছে। কিন্তু এর মানে কি হতে পারে ?'

'কই, দেখি—।'

মিস বানার কাগজটা মিস ব্ল্যাকলকের হাতে দিয়ে বিজ্ঞাপনটা ইঙ্গিত করলেন, 'এই যে, পড়ে দেখ।'

মিস ব্ল্যাকলক দেখলেন, তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তিনি পড়তে শুরু করলেন বেশ উঁচু গলায় :

'একটি খুন হবে আর তা হবে শুক্রবার, ২৯শে অক্টোবর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় লিটল প্যাডকস্-এ। বন্ধুরা একমাত্র ঘোষণাটি অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন।'

মিস ব্ল্যাকলক এবার তীব্রস্বরে বললেন, 'প্যাট্রিক, এ বোধ হয় তোমার মতলব ?'

তার দৃষ্টি জরিপ করতে চাইছিল টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে থাকা 'চিন্তভাবনাহীন' গোছের তরুণকে।

প্যাট্রিক সিমন্স সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানাল। 'কখনও না, লেটি পিসি। তোমার মাথায় এরকম ধারণা জন্মাল কেন ? এ ব্যাপারে আমি কিছুই তো জানিনা।'

'তোমার মাথাতেই তো এ সব খেলে তাই ভেবেছি,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'এটা তোমার তামাশা হতে পারে।'

'তামাশা ? কখনও না।'

'আর তুই, জুলিয়া ?'

জুলিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি এসব জানি না।'

মিস বানার যেন আপন মনে বললেন, 'তাহলে কি তোমার মনে হয় মিসেস হেমস—,' টেবিলে আগেই প্রাতরাশ করে যাওয়া কারো শূন্য জায়গা ইঙ্গিত করতে চাইলেন তিনি।

'ওহ্, আমার মনে হয় না আমাদের ফিলিপিয়া এরকম মজা করতে পারে', প্যাট্রিক বলে উঠল। ও খুবই সিরিয়াস মেয়ে।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি ?' হাই তুলল জুলিয়া। 'এর মানে কি হতে পারে ?'

মিস ব্ল্যাকলক ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার ধারণা এটা ছেলেমানুষী কোন ধাপ্পা !

'কিন্তু কেন ?' ডোরা বানার বলে উঠলেন। 'এর উদ্দেশ্যই বা কি ? খুবই বোকার মত ঠাট্টা। খুবই খারাপ রুচির কাজ।' ঘৃণায় কুঁচকে উঠল তার মুখ।

মিস ব্ল্যাকলক হাসলেন।

'এ নিয়ে ভেবোনা, বানি', তিনি বললেন। 'এটা কারো উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, তবে কার জানতে পারলে ভাল হত।'

'ওতে বলা হয়েছে আজকেই', মিস বানার বললেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। তখন কি ঘটবে বলে ভাবছ ?'

'মৃত্যু !' প্যাট্রিক অদ্ভুত গলায় বলে উঠল। 'সুমধুর মৃত্যু !'

'চুপ কর, প্যাট্রিক', মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন।

'আমি মিৎসির বিশেষ কেকের কথা ভাবছিলাম', মাপ চাইবার ভঙ্গীতে বলল প্যাট্রিক। 'তুমি তো সব সময় বল 'সুমধুর মৃত্যু।'

মিস ব্ল্যাকলক অন্যমনস্কভাবে হাসলেন।

মিস বানার আবার বললেন, 'কিন্তু, লেটি, তোমার সত্যি কি রকম মনে হয়?'

তার বন্ধু হাত তুলে বললেন, খুশির ভঙ্গীতে, 'সাড়ে ছ'টায় একটা জিনিসই ঘটবে আমি জানি। গ্রামের সমস্ত মানুষ কৌতূহলে প্রায় ফেটে পড়ে এখানে হাজির হবে। এখন দেখা দরকার বাড়িতে শেরী আছে কি না।

২

'তুমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছ, তাই না, লটি?'

মিস ব্ল্যাকলক একটু চমকে উঠলেন। লেখার টেবিলে বসে তিনি অন্যমনস্কভাবে ব্লটিং কাগজে মাছের ছবি আঁকছিলেন। তিনি চোখ তুলতেই তাঁর পুরনো বান্ধবীর উদ্বিগ্ন চোখ দেখতে পেলেন।

কি বলা উচিত বানারকে মনস্থির করে উঠতে পারছিলেন না মিস ব্ল্যাকলক। বানিকে, তিনি জানতেন, কোন ভাবেই উদ্বিগ্ন হতে দেয়া যাবে না। তাই তিনি দু এক মিনিট ভাবতে চাইলেন।

তিনি আর ডোরা বানার একসঙ্গে স্কুলে পড়তেন। সে সময় ডোরা বেশ সুন্দরী, ফর্সা আর নীলনয়না একটু বোকা ধরনের মেয়েই ছিল। একটু বোকা হলেও তাতে কিছু যায় আসেনি, ওর খুশি খুশি ভাব আর সৌন্দর্য সব পুষিয়ে দিয়েছিল। ওর উচিত ছিল কোন সেনা অফিসার বা গ্রামীণ সলিসিটরকে বিয়ে করা, এরকমই ভাবলেন ওর বান্ধবী। ওর এত ভাল ভাল গুণ ছিল—স্নেহ, প্রীতি, আনুগত্য এমনই সব কিছু। কিন্তু জীবন বড় অকরুণ হয়ে ওঠে ডোরা বানারের প্রতি। তাকে নিজের জীবিকা অর্জন করতে হয়। পরিশ্রমী হলেও কোন কাজেই সে সফলতা পায়নি।

দুই বান্ধবীর মাঝখানে দেখা-সাক্ষাত ছিল না। কিন্তু ছ'মাস আগে মিস ব্ল্যাকলক একখানা চিঠি পান, অসংলগ্ন, মর্মন্তুদ একখানা চিঠি। ডোরার শরীর ভেঙে গেছে, সে একখানা মাত্র ঘরে কোন রকমে বাস করে, বৃদ্ধ বয়সের সামান্য পেনসনেই তার দিন কাটে। সে সেলাইয়ের কাজ করতে চায় কিন্তু গেঁটে বাতের ফলে আঙুল কাজ করে না। সে স্কুল জীবনের পুরনো স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছিল দুজনের জীবনের গতিপথ আলাদা

হয়ে গেলেও সে কি তার পুরনো বন্ধুকে কোন সাহায্য করতে পারবে ?

মিস ব্ল্যাকলক আবেগতাড়িত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেন। বেচারি ডোরা। তিনি দেরি না করে নিয়ে এসেছিলেন তার বান্ধবীকে আর তাকে লিটল প্যাডকস্-এ রেখে, গল্পে যেমন হয় সেইভাবে বলেছিলেন এতবড় বাড়ি সামলানোর জন্য তার বিশেষ সাহায্য দরকার ছিল। তবে বেশিদিন হয়তো নয় —ডাক্তার সে কথাই তাকে বলেছিলেন—কিন্তু বেচারি ডোরা মাঝে মাঝেই তাকে বেশ সমস্যায় ফেলে দেয়। যে সবই কেমন যেন গোলমাল করে ফেলে, লণ্ড্রির কাপড় গোণায় ভুল হয়ে যায় তার, মাঝে মাঝেই সে বিল আর চিঠিপত্রও হারিয়ে বসে—মিস ব্ল্যাকলকের মত দক্ষ মহিলাও তাই হতাশ না হয়েও পারেন না। বেচারি ডোরা, সাহায্য করার জন্য এত উদগ্রীব হয়েও তার উপর আস্থা রাখা যায় না।

ডোরার প্রশ্ন শুনে মিস ব্ল্যাকলক তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'এ নিয়ে ভেবোনা, ডোরা, আমি বলছি—।'

'ওহ্,' মিস বানারকে অপরাধী মনে হল। 'ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু —কিন্তু সত্যিই বোধ হয় ভাবনায় পড়ে গেছ, তাই না ?'

'ভাবনায় পড়েছি ? মোটেই না,' সত্যি কথাই বললেন মিস ব্ল্যাকলক। 'তুমি ওই গেজেটের বিজ্ঞাপনের কথা বলছ তো।'

'হ্যাঁ—এটা ঠাট্টার ব্যাপার হলেও আমার মনে হয় এটা খুবই বিশ্রী রকমের ঠাট্টা। খুবই আক্রোশ ভরা।'

'আক্রোশ '

'হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে কোথাও যেন আক্রোশের স্পর্শ রয়েছে—ভারি বিশ্রী রকম ঠাট্টা এটা।'

মিস ব্ল্যাকলক বান্ধবীর দিকে তাকালেন। শান্ত দুটো চোখ, দীর্ঘ কঠিনতাময় মুখ। একটু বাঁকানো নাসা। বেচারি ডোরা স্বল্পবুদ্ধি অথচ এত দরদী, আর সেটাই হল সমস্যা। অথচ ওর মন নিখাদ ভালবাসায় পূর্ণ।

'আমার মনে হয় তুমিই ঠিক। ডোরা', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'এরকম ঠাট্টা মোটেই ভাল নয়।'

'ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না,' বেশ জোর দিয়েই বললেন ডোরা বানার। 'আমার বেশ ভয় লাগছে।' তারপর তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আর তুমিও ভয় পেয়েছ, লেটিসিয়া।'

'বাজে কথা', বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন মিস ব্ল্যাকলক।

'এটা বিপজ্জনক। আমি ঠিক জানি। লোকে পার্শেলে যে ভাবে বোমা পাঠায় ঠিক সেই রকম।'

'মোটেই তা নয়। কোন বোকা এই ঠাট্টা করতে চেয়েছে।'

'না, এটা ঠাট্টা নয়।'

সত্যিই ঠাট্টার ব্যাপার নয়···মিস ব্ল্যাকলকের চোখে মুখে সেই ভাবই প্রকট হয়ে উঠতে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে ডোরা বললেন, 'দেখেছ, তুমিও এই রকমই ভাবছ।'

'কিন্তু, ডোরা—।'

মাঝ পথেই থেমে গেলেন মিস ব্ল্যাকলক কারণ সেই মুহূর্তে প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল উন্নতবক্ষা এক তরুণী। দেহে আঁটোসাঁটো জার্সি আর গাঢ় উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট আর মাথায় জড়ানো বিনুনি। তরুণীর চোখ গাঢ় আর উজ্জ্বলতা মাখানো।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব, না?'

মিস ব্ল্যাকলক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'নিশ্চয়ই, মিৎসি, কি ব্যাপার?'

মাঝে মাঝে মিস ব্ল্যাকলকের মনে হয় বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম, রান্না সবই নিজেই করবেন, এই স্নায়ু বিদারক সাহায্য তার না হলেও চলবে। তার এই উদ্বাস্তুর সাহায্য দরকার নেই।

'আমি—আমি এই মুহূর্তেই চলে যাব বলছি।' মিৎসি জানাল।

'কিন্তু কেন? মন খারাপ?'

'হ্যাঁ, মন খারাপ', নাটকীয়ভাবে বলল মিৎসি। 'আমি মরতে চাইনা। আমি ইউরোপ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার পরিবারের সকলেই মরে গেল—সব্বাই—আমার মা, আমার ছোট্ট ভাই, আমার আদরের ছোট ভাইঝি—তারা সবাই মরে গেল। আমিই শুধু পালিয়ে যাই। আমি ইংল্যাণ্ডে চলে আসি। আমি কাজ করি। কিন্তু আমি দেশে থাকলে কখনও এই কাজ করতাম না—আমি—।'

'আমি সব জানি', মিস ব্ল্যাকলক ছোট্ট জবাব দিলেন। এ সব কথা মিৎসির মুখে প্রায়ই শোনা যায়। 'কিন্তু এখন চলে যেতে চাইছ কেন?'

'কারণ ওরা আবার আমায় মারতে চাইছে!'

'কারা?'

'আমার শত্রুরা। নাৎসীরা। বা এবার হয়তো বলশেভিকরা। ওরা

জানতে পেরেছে আমি এখানে আছি। ওরা এসে আমাকে মারবে। এ কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।'

'ওহ্, তুমি বলছ গেজেটে ?'

'এই যে এখানে লেখা আছে,' পিছনে লুকিয়ে রাখা গেজেটটা বের করে দেখাল মিৎসি।' 'দেখুন—এখানে লেখা আছে খুন হবে। লিটল প্যাডকস্‌এ। সেটা তো এই জায়গা, তাই না ? আজকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময়। আর, আমি এখানে বসে থেকে খুন হব না, কিছুতেই না।'

'কিন্তু এটা তোমার জন্য হবে কেন ? আমাদের মনে এটা একটা ঠাট্টা।'

'ঠাট্টা ? কাউকে খুন করা ঠাট্টা ?'

'না, তা কখনই না। কিন্তু বাছা, কেউ যদি তোমাকে খুন করতে চায় তাহলে তারা সে কথা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলবে কেন ?'

'তারা করবে না বলছেন ?' মিৎসি যেন একটু বিহ্বল। 'ওরা কাউকেই বোধ হয় মারতে চায় না বলছেন ? ওরা হয়তো আপনাকেই মারতে চায়, মিস ব্ল্যাকলক।'

'আমি বিশ্বাসই করি না কেউ আমাকে খুন করতে চায়', মিস ব্ল্যাকলক হালকা স্বরে বললেন। 'কিন্তু, মিৎসি, কেউ তোমাকেই-বা খুন করতে চাইবে কেন ?

'কারণ ওরা যে খুবই খারাপ লোক···দারুণ খারাপ লোক। ওরা আমার মা'কে, আমার ছোট্ট সোনা ভাইকে···আর আমার ভাইঝিকে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', মিস ব্ল্যাকলক কৌশলে মিৎসিকে বাধা দিলেন। 'তবে আমি বিশ্বাস করি না কেউ তোমাকে মারতে চায়, মিৎসি। তুমি তবু এই মুহূর্তে যদি চলে যেতে চাও তোমাকে আমি আটকাতে পারি না। তবে আমার মনে হয় সেটা খুবই বোকামি হবে।'

মিৎসির চোখে সন্দেহ দেখা দিতে অন্য কথায় গেলেন মিস ব্ল্যাকলক।

'মাংসওয়ালা যে মাংস দিয়ে গেছে সেটা মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য তৈরী কর। ওটা খুবই শক্ত মনে হয়।'

'তাহলে আপনার জন্য সুরুয়া তৈরি করব।'

'নিশ্চয়ই, তাই করতে পার। আর চিজ দিয়ে কিছু চপও বানিয়ে রেখ। আমার মনে হয় সন্ধ্যেবেলা অনেকে আসতে পারে।'

'আজ সন্ধ্যাতে ? আজ সন্ধ্যায় মানে, মাদাম ?'

'আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।'

'কিন্তু কাগজে তো ওই সময়ই দেয়া আছে। তখন কারা আসবে? তারা আসবে কেন?'

'তারা অন্ত্যেষ্টির জন্য আসছে,' মিস ব্ল্যাকলকের চোখে ঝিলিক জেগে উঠল। 'ঠিক আছে, মিৎসি! আমি একটু ব্যস্ত আছি। দরজাটা বন্ধ করে যেও', তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন। 'আপাতত নিস্তার পাওয়া গেল,' তিনি মিৎসি বিহ্বলভাবে চলে যাওয়ার মুখে বললেন।

'তুমি খুবই দক্ষ এসব ব্যাপারে, লেটি', মিস ডোরা বানার প্রশংসার স্বরে বললেন।

তিন ॥ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়

১

'তাহলে, এখন আমরা প্রস্তুত', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। তিনি জোড়া ডাইনিং রুমটায় চোখ বুলিয়ে নিতে চাইলেন। গোলাপী পর্দা আর টেবিলে ব্রোঞ্জের পাত্রে রাখা ক্রিশানথিমামন, রুপোর সিগারেট কেস আর ট্রেতে রাখা পানীয়, সবই তিনি অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে জরিপ করে নিলেন।

লিটল প্যাডকস্ ভিক্টোরিয় যুগের আদলেই তৈরি মাঝারি আকারের একটা বাড়ি। বাড়িতে চোখে পড়ে দীর্ঘ বারান্দা আর সবুজ পাল্লার জানালা। বিরাট দীর্ঘ ড্রয়িং রুমের আলো দীর্ঘ ওই বারান্দার ছাদের জন্যেই বেশ কিছুটা স্তিমিত। এক সময়ে এ ঘরখানায় দুটো দরজা ছিল, এ ঘরের একদিকে চোখে পড়ে জানলাসহ একটা ছোট ঘর। অনেকদিন আগে দুটো আলাপ ঘর হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হত, তবে মিস ব্ল্যাকলক মাঝখানের বাধা সরিয়ে দুটো ঘরকে বর্তমানে একটা ঘরেই বদলে নিয়েছেন। ঘরের মধ্যে চোখে পড়ে দু প্রান্তে দুটি চুল্লী, অবশ্য এর কোনটাতেই আগুন জ্বালানো হয়নি, তবু ঘরে অনুভব করা যায় উত্তাপের স্পর্শ।

'কেন্দ্রীয় তাপচুল্লী ধরানো হয়েছে', প্যাট্রিক বলল।

মিস ব্ল্যাকলক সায় জানালেন।

'বাড়িটা কিছুটা অন্ধকার আর বড় স্যাঁতসেঁতে লাগছে কদিন ধরে। ইভাস চলে যাওয়ার আগে ওটা জ্বালিয়ে দিতে বলেছি।'

'কয়লা বড় দামী?' শ্লেষ ঝরল প্যাট্রিকের গলায়।

'যা ভাবিস, কয়লা খুবই দামী। তবে সরকারী কয়লার দপ্তর আমাদের

প্রয়োজনের মাপটুকুও দেয় না প্রতি সপ্তাহে—অন্ততঃ রান্নার আর কোন উপায় নেই না বললে।'

'আগে বোধ হয় প্রচুর কয়লা পাওয়া যেত?' জুলিয়া হঠাৎই যেন নতুন কোন দেশের কথাই শুনছিল।

'হ্যাঁ, আর খুবই সস্তা ছিল তখন।'

'তখনকার দিন বেশ ভালই ছিল তাই না?'

মিস ব্ল্যাকলক হাসলেন, 'পুরনো দিনের কথা যখন ভাবি তখন সেই রকমই মনে হয়। তবে আমার তো বয়স হয়েছে তাই সে যুগটাই ভাল লাগে।'

'আমি সে যুগে থাকলে খুব মজা হত,' জুলিয়া বলল। 'কোন কাজ থাকত না, বাড়িতে বসে ফুল গাছের যত্ন করতাম, বসে বসে নোট লিখতেও হত না। মানুষ কেন যে এত নোট লেখে—।'

'আজকাল লোকে টেলিফোন করেই পরস্পরের খোঁজ নেয়,' মিস ব্ল্যাকলকের চোখে ঝিলিক খেলে গেল। 'আমার মনে হয়, জুলিয়া, তুই ঠিক মত লিখতেও পারিস না।'

'তা ঠিক, আমি সেই যাকে বলে 'পাকা চিঠি লিখিয়ে নই', জুলিয়া বলল।

'যা ভাবছিস সেভাবে কিছুই না করে বাড়িতে বসে থাকতে পারতিস মনে হয় না', শুষ্কস্বরে বললেন মিস ব্ল্যাকলক। 'তবে এসব ব্যাপারে আমার তেমন জ্ঞান নেই', তিনি বানির দিকে স্নেহার্দ্র ভঙ্গীতে তাকালেন, 'আমি আর বানি অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছিলাম।'

'সত্যিই তাই করেছিলাম', মিস বানার বললেন। 'উঃ কি দুষ্টু সব ছেলেমেয়ে। কোনদিন ওদের ভুলব না। অবশ্য লেটি ভাবি বুদ্ধিমতী ছিল। ও ছিল ব্যবসাদার মেয়ে, অর্থ বিনিয়োগকারীর সেক্রেটারি।'

দরজা খুলে ফিলিপিয়া হেমস ঘরে ঢুকল। সে দীর্ঘাঙ্গী আর ফর্সা আর কিছুটা শান্ত প্রকৃতির। একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের মধ্যে তাকাল সে।

'হ্যাল্লো, কোন পার্টি দেয়া হচ্ছে নাকি,' ও বলে উঠল। 'কই, কেউ তো আমাকে জানায় নি।'

'অবশ্যই আমাদের ফিলিপিয়া ব্যাপারটা শোনেনি,' প্যাট্রিক বলে উঠল। 'বাজি রাখতে পারি চিপিং ক্লেগহর্ণে একমাত্র ওই জানে না।'

ফিলিপিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

'এই যে দেখে নাও,' প্যাট্রিক নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল হাত তুলে, 'একটি

খ্নের দৃশ্যপট।'

ফিলিপিয়া হেমস একটু বিহ্বল হয়ে তাকাল।

'এই যে' প্যাট্রিক বিরাট দুটি পাত্রে রাখা ক্রিশানথিমামগুলো ইঙ্গিত করল 'এখানে রয়েছে অন্ত্যেষ্টির মালা আর তারপরের সবকিছু।'

ফিলিপিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল এবার মিস ব্ল্যাকলক্কের দিকে।

'এটা কোন তামাশা নাকি?' ও প্রশ্ন করল। 'এই ঠাট্টাতামাশা আমি আবার চট করে ধরতে পারি না।'

'খুব বিশ্রি বোকার মত একটা তামাশা,' ডোরা বানার সোৎসাহে বলে উঠলেন। 'ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না।'

'ওকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে দাও,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন এবার। 'আমাকে এবার গিয়ে হাঁসগুলোক খাঁচায় ঢোকাতে হবে। সন্ধ্যেও হয়ে এল। সবাই এসে পড়ল বলে।'

'আমাকে করতে দিন,' ফিলিপিয়া বলল।

'কখনও না।' তোমার সব কাজই শেষ হয়ে গেছে।'

'আমিই করব, লেটিপিসী,' প্যাট্রিক বলল।

'না, তুমি করবে না,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'আগের বার তুমি দরজায় খিল আটকাতে ভুলে গিয়েছিলে।'

'বরং আমিই করছি, লেটি সোনা,' মিস বানার বলে উঠলেন এবার। আমার খুব ভাল লাগবে, সোয়েটারটা শুধু পড়ে নিলেই হবে। কার্ডিগানটা যে কোথায় রেখেছি—।'

কিন্তু মিস ব্ল্যাকলক মৃদু হেসে ইতিমধ্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন।

'চেষ্টা করে লাভ নেই, বানি,' প্যাট্রিক বলল। 'লেটিপিসী এতই দক্ষ যে তার কাজ কাউকেই করতে দেন না। নিজের কাজ নিজে করতেই তার ভাল লাগে।'

'পিসী তাই ভালবাসে,' জুলিয়া বলে উঠল।

'তোকে তো কথা বলতে শুনলাম না,' ওর ভাই বলল। জুলিয়া অলস ভঙ্গীতে হাসল।

'তুই একটু আগেই বলেছিস লেটিপিসী নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসে। তাছাড়া—,' জুলিয়া ওর মোজা পড়া পা দেখাতে চাইল, 'আমি খুবই দামী মোজা পরেছি।'

'রেশমী মোজা পরিহিত হয়ে মৃত্যু!' প্যাট্রিক বলে উঠল।

'রেশমী নয়, নাইলনের, মুখ্যু কোথাকার।'

'বিশেষণটা তেমন লাগসই হলনা কিন্তু।'

'আমাকে কেউ একবার বলবে মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে কেন?' ফিলিপিয়া বলল।

এবার সকলেই প্রায় একসঙ্গে তাকে বোঝাতে চাইল, কিন্তু 'গেজেট'খানা পাওয়া গেলনা, কারণ সেটা মিৎসি রান্নাঘরে গিয়েছিল।

মিস ব্ল্যাকলক কিছু পরেই ফিরে এলেন।

'সব কাজ শেষ,' তিনি বললেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। 'ছ'টা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। এখনই কেউ না কেউ এসে পড়বে যদি না অবশ্য পড়শীদের সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল হয়।'

'কেউ আসবে কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' ফিলিপিয়া বলল আশ্চর্য হয়ে।

'জানো না, বুঝি?…না জানাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ বেশির ভাগ লোকই তোমার চেয়ে ঢের বেশি অনুসন্ধিৎসু।'

'ফিলিপিয়ার জীবন সম্বন্ধে ভাবখানা হল কোন কিছুতেই ওর আগ্রহ নেই,' বিশ্রীভাবে বলল জুলিয়া।

ফিলিপিয়া কোন উত্তর দিলনা।

মিস ব্ল্যাকলক ঘরের চারদিকে নজর বোলাতে ব্যস্ত ছিলেন। মিৎসি ইতি মধ্যে শেরী আর চীজ পকোড়া আর কিছু প্যাস্ট্রি টেবিলে এনে রেখেছিল।

'ট্রেটা, বা ইচ্ছে হলে পুরো টেবিলটাই পাশের ঘরে রেখে দিতে পারিস, প্যাট্রিক। আমি তো কোন পার্টি দিচ্ছি না, তাই আমি বোঝাতে চাইনা যে লোকেরা আসুক তাই চাইছিলাম।'

'তুমি তোমার বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানশক্তি দিয়ে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছ, লেটি পিসী, তাই না?'

'চমৎকার বলেছিস, প্যাশিট্রক। ধন্যবাদ না দিয়ে পারবনা তোকে।'

'এবার তাহলে যারা আসবে তাদের বেশ চমৎকার অভ্যর্থনা করতে পারব। তারপর আচমকা কারোও আবির্ভাব ঘটলে অবাক হয়ে যাবে সবাই।'

মিস ব্ল্যাকলক শেরীর বোতলটা হাতে নিয়ে অনিশ্চয়তার দোল খাচ্ছিলেন।

প্যাট্রিক তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল।

'প্রায় অর্ধেকের বেশি আছে, ওতেই হয়ে যাবে।'

'ওহ, হ্যাঁ—হ্যাঁ,' ইতস্ততঃ করতে চাইলেন মিস ব্ল্যাকলক, 'আরও একটা

বোতল প্যান্ট্রিতে রয়েছে। এটা অনেক আগে খোলা হয়েছিল।'

প্যাট্রিক বেরিয়ে গিয়ে নতুন বোতলটা নিয়ে এসে ছিপি খুলল। ট্রের উপর সেটা রেখেও বলল, 'তুমি খুব গুরুত্ব দিচ্ছ ব্যাপারটায় লেটি পিসী।'

'ওহ্,' ডোরা বানার ভীতস্বরে বললেন, 'লেটি, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছনা যে—।'

'চুপ,' মিস ব্ল্যাকলক দ্রুত বলে উঠলেন। 'দরজার ঘণ্টা বাজছে। দেখতে পাচ্ছ, আমার বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান ঠিক হতে চলেছে?'

২

মিৎসি ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে কর্নেল আর মিসেস ইস্টারব্রুককে ঢুকতে দিল। কাউকে অভ্যর্থনার কায়দা ওর নিজস্ব।

'কর্নেল আর মিসেস ইস্টারব্রুক আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছেন,' ও বলল।

কর্নেল ইস্টারব্রুক বিসদৃশভাব সামলানোর চেষ্টা করলেন।

'হঠাৎ এসে পড়েছি বলে কিছু মনে করবেন না,' তিনি বলে উঠলেন (জুলিয়ার গলা থেকে ঢোক গেলার শব্দ জাগল)। 'এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই। কেন্দ্রীয় চুল্লী চালিয়েছেন দেখছি। আমাদেরটা এখনও চালু করিনি।

'আপনার ক্রিশানথিমামগুলো ভারি সুন্দর, তাই না?' বলে উঠলেন মিসেস ইস্টারব্রুক। 'সত্যিই ভারি চমৎকার।'

মিসেস ইস্টারব্রুক ফিলিপিয়াকে যেন একটু বেশি রকম সদাশয়তা দেখিয়ে বোঝাতে চাইলেন সে শুধু একজন কৃষিকাজের লোকই নয়।

'মিসেস লুকাসের বাগান কেমন চলছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'সব ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়? যুদ্ধের সময় তো অবহেলায় পড়েছিল বাগানটা। বুড়ো অ্যাশ তো কিছুই করত না।'

'এখন ভাল চলেছে,' ফিলিপিয়া উত্তর দিল। 'তবে সময় লাগবে।'

মিৎসি আবার দরজা খুলে বলল, 'বুলডার্স থেকে মহিলারা এসেছেন।'

'শুভসন্ধ্যা,' সজোরে মিস ব্ল্যাকলকের হাতে চাপ দিয়ে বলে উঠলেন মিস হিনচক্লিফ। 'আমি মারগাটরয়েডকে বলছিলাম, 'চল একবার লিটল প্যাডকস-এ ঘুরে আসা যাক।' আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁসগুলো কত ডিম দিচ্ছে।'

'আজকাল সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি এসে পড়ে, তাই না?' মিস মারগাটরয়েড প্যাট্রিক খানিকটা তোষামোদের ভঙ্গীতে বললেন। 'কি চমৎকার ক্রিসানথিমামগুলো!'

'গলা টিপে দেয়া উচিত!' জুলিয়া চাপাস্বরে বলে উঠল।

'একটু মানিয়ে চলতে পারিস না?' প্যাট্রিক ওর কানে কানে বলল।

'আপনাদের কেন্দ্রীয় চুল্লী এরই মধ্যে চালু করেছেন,' মিস হিনচক্লিফ বললেন একটু অনুযোগের স্বরে। 'এত তাড়াতাড়ি।'

'বাড়িটা এই সময় একটু স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

প্যাট্রিক ভ্রূ তুলে ইঙ্গিত করল, 'শেরী দেব এখনই?' আর মিস ব্ল্যাকলকও সংকেতে জানালেন: 'এখনই নয়।'

মিস ব্ল্যাকলক কর্নেল ইস্টারব্রুকের দিকে তাকালেন, 'হল্যাণ্ড থেকে এবছর কোন বাল্ব পেয়েছেন নাকি?'

আবার দরজা খুলল আর মিসেস সোয়েটেনহ্যাম একটু অপরাধীর ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করলেন, পিছনে একটু অস্বস্তির সঙ্গে অনুসরণ করল এডমণ্ড।

'আমরা এসে পড়লাম? মিসেস সোয়েটেনহ্যাম প্রায় খোলাখুলি কৌতূহল নিয়ে ঘরটা জরিপ করতে চাইলেন। তারপর কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গেই বললেন, 'হঠাৎ মনে হল একবার আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করব আপনি একটা বেড়ালছানা নেবেন কিনা, মিস ব্ল্যাকলক? আমাদের মেনী বেড়ালটা সবেমাত্র—।'

'ছানাদের টমের ছানাদের বিছানায় আনতে চাইছিল,' এডমণ্ড বলে উঠল। 'ব্যাপারটা অবশ্য ভয়ংকরই হবে।'

'ও ভাল ইঁদুর শিকারেও ওস্তাদ,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম তাড়াতাড়ি বললেন, তারপর যোগ করলেন, 'কি চমৎকার ক্রিসানথিমাম।'

'আপনারা কেন্দ্রীয় চুল্লী চালু করেছেন দেখছি,' মৌলিকত্ব প্রকাশ করতে চাইল এডমণ্ড।

'মানুষগুলো একেবারে গ্রামোফোনের রেকর্ড,' চাপাস্বরে বলল জুলিয়া।

'খবর আমার ভাল লাগেনা,' কর্নেল ইস্টারব্রুক প্যাট্রিককে বললেন। 'ব্যাপার আমার মোটেই ভাল লাগছে না। যদি প্রশ্ন কর তাহলে বলি, যুদ্ধ অনিবার্য—।'

'খবর নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না,' প্যাট্রিক উত্তর দিল।

আবার দরজা খুলে গেল আর প্রবেশ করলেন মিসেস হারসন।

তার বহুব্যবহৃত টুপি মাথায় বসিয়ে নিজেকে কেতাদুরস্ত দেখানোর চেষ্টা করছিলেন মিসেস হারসন। দেহেও ছিল পুলওভারের বদলে জড়ি বসানো ব্লাউজ।

৩

ঘরে অস্পষ্ট চাপাস্বর জেগে উঠল। জুলিয়া কোনরকমে ওর হাসি চাপার চেষ্টা করল, প্যাট্রিকের মুখ কুঁচকে গেল আর মিস ব্ল্যাকলক তাঁর নতুন অতিথির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'জুলিয়াস এখানে আসতে পারল না বলে খুব রেগে গেছে,' মিসেস হারসন বললেন। সে খুন খুব ভালবাসে, এই জন্যই সে গত রবিবার চমৎকার একটা ধর্মোপদেশ দিয়েছিল—আমার স্বামী বলে বলছি না, সত্যিই চমৎকার বলেছিল ও। ও সাধারণতঃ যা দেয় তার চেয়ে ঢের ভাল। 'তিন-নম্বর খুন' বইটা পড়েছেন? দারুণ রহস্য, বোঝাই যায় না। তাছাড়া চমৎকার কয়েকটা খুনও আছে ওতে। প্রায় চার কি পাঁচটা খুন। জুলিয়াস তো বইটা শেষ না করে পারেনি। তাতে লেখার কাজেও ওর ভীষণ দেরি হয়ে যায়—খুব তাড়াহুড়ো করেই ওকে লিখতে হয়েছিল। কিন্তু—না, আমি বড় বেশি বকছি। কিন্তু বলুন তো খুনটা কখন শুরু হবে?'

মিস ব্ল্যাকলক ঘড়ির দিকে তাকালেন।

'যদি শুরু হয়,' তিনি খুশির স্বরেই বলে উঠলেন, 'তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে। সাড়ে ছ'টা বাজতে আর মাত্র এক মিনিটই বাকি। এই ফাঁকে আপনারা একটু শেরী নিতে পারেন।'

প্যাট্রিক বেশ তৎপরতার সঙ্গেই এগিয়ে গেল। মিস ব্ল্যাকলক খিলানের নিচে টেবিলের উপর রাখা সিগারেটের বাক্সের দিকে এগোলেন।

'আমি একটু শেরী নিতে পারি,' মিসেস হারসন বললেন। 'কিন্তু উনি 'যদি' বললেন কেন?'

'আপনার মত আমিও অন্ধকারে। আমি একেবারেই জানিনা কি—।'

তিনি কথা শেষ করার মুখেই টেবিলের উপর রাখা ছোট ঘড়িটায় সাড়ে ছ'টার ঘণ্টা শোনা গেল। চমৎকার মিষ্টি আওয়াজ। প্রত্যেকেই নিস্তব্ধ, কোন চাঞ্চল্য নেই। সকলেরই দৃষ্টি পড়ল ঘড়ির উপর।

সুমিষ্ট ধ্বনিটা মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই সমস্ত আলো নিভে গেল।

৪

অন্ধকারের মধ্যে এবার শোনা গেল স্ত্রীকণ্ঠের কিছু আনন্দের অভিব্যক্তি আর চাপা শ্বাসটানার শব্দ। 'এবার শুরু হতে চলেছে,' মিসেস হারসনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। ডোরা বানারের গলায় শোনা গেল, 'ওহ, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।' বাকি সকলে বলে উঠল, 'ওহ, কি দারুণ! কি সাংঘাতিক ভয়াল!' 'আমার গা শিরশির করছে!' 'আর্চি, কোথায় তুমি?' 'কি যে করব বুঝতে পারছি না।' 'ওহ, কিছু মনে করবেন না, আপনার পা মাড়িয়ে দিয়েছি!'

পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দে দরজা হাঁ করে খুলে গেল। খুব শক্তিশালী একটা টর্চের আলোও সারা ঘরে ঘুরে গেল। একজন পুরুষের কর্কশ অনুনাসিক কণ্ঠস্বর চলচ্চিত্রের স্মৃতি জাগিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে সকলকে আদেশ জানাল।

'সবাই মাথার উপর হাত তুলুন।'

'সবাই হাত তুলুন, আমার আদেশ!' আবার গর্জে উঠল সেই কণ্ঠস্বর।

দারুণ খুশি হয়েই সকলে উপরে স্ব-ইচ্ছাতেই হাত তুললেন।

'দারুণ ব্যাপার নয়?' চাপা কোন স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল। 'খুব শিহরণ জাগছে।'

আর পরক্ষণেই অভাবিত ভাবে গর্জন করে উঠল একটা রিভলবার। পর পর দুবার। বুলেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ঘরের আত্মতৃপ্তির পরিবেশ চূর্ণ করে দিল। আচমকা খেলা আর খেলা রইল না। এরই সঙ্গে কেউ আর্তনাদ করে উঠল...।

দরজার সামনের সেই মূর্তি হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল, সে যেন একটু ইতস্ততঃ করতে চাইল, তৃতীয় একটা গুলির শব্দ জেগে উঠতেই সে সশব্দে মেঝের বুকে আছড়ে পড়ল। টর্চটাও মাটিতে পড়ে নিভে গেল।

আবার নেমে এল গভীর অন্ধকার। ধীরে, অতি ধীরে জেগে উঠল ভিক্টোরিয় যুগেরই যেন এক প্রতিবাদের চাপা স্বর, ঘরের দরজাটাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

৫

ড্রয়িংরুমের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা। নানা কণ্ঠস্বর একসঙ্গে কিছু বলতে চেষ্টা করছিল। 'আলো!', 'কেউ সুইচটা খুঁজে পাচ্ছেন না?' 'আলো জ্বালানোর দায়িত্বে কে আছে?' 'ওহ, আমার একদম

এটা ভাল লাগছে না…,' 'গুলির শব্দটা সত্যিকারের শব্দ। ওর হাতে সত্যিকার রিভলবারই ছিল।' 'লোকটা কি কোন চোর?, ওহ, আর্চি, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।' 'কারো কাছে কোন লাইটার আছে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো লাইটার জ্বলে উঠে স্থিরভাবে জ্বলতে শুরু করল। প্রত্যেকেই চোখ পিটপিট করে পরস্পরের দিকে তাকাল। পরস্পরের চমকিত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করতে চাইল পরস্পরকে। খিলানের নিচে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস ব্ল্যাকলক মুখে হাত রেখে। অস্পষ্ট আবছা আলোয় স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল না তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল রক্তের ধারা।

কর্নেল ইষ্টারব্রুক গলা সাফ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন।

'আলোর সুইচটা একবার দেখ, সোয়েটেনহ্যাম,' তিনি হুকুম করলেন।

দরজার কাছ থেকে এডমণ্ড দুএকবার সুইচটা টিপল।

'নিশ্চয়ই মেন বা ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে,' কর্নেল বললেন। 'ওভাবে ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে কে?'

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কোন স্ত্রীকণ্ঠ পরিত্রাহি আর্তনাদ করে চলেছিল। এবার শোনা গেল আর্তনাদের সঙ্গে দরজায় পরের পর আঘাতের শব্দ।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা ডোরা বানার এবার বলে উঠলেন, 'ও মিৎসি! কেউ মিৎসিকে নিশ্চয়ই খুন করছে…।'

প্যাট্রিক চাপাস্বরে বলে উঠল, 'এত ভাগ্য হবে না!'

মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'কয়েকটা মোমবাতি দরকার। প্যাট্রিক— ?'

কর্নেল ইতিমধ্যেই দরজা খুলে দিচ্ছিলেন। তিনি এডমণ্ডের সঙ্গে কাঁপা আলোর শিখায় নির্ভর করে হলঘরে ঢুকতে গিয়েই একটা প্রলম্বিত দেহে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

'মনে হয় কেউ মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে,' কর্নেল বললেন। 'যে মেয়েটি চিৎকার করছিল সে কোথায় গেল?'

'সে ডাইনিং রুমে,' এডমণ্ড বলল।

ডাইনিং রুম হলঘরের ওপাশে। কেউ দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে আর্তনাদ করে চলেছিল।

'ও ওখানে বন্ধ হয়ে রয়েছে,' এডমণ্ড বলে নিচু হয়ে হাতল টেনে দরজা খুলতেই প্রায় বাঘের মত লাফ মেরে ছিটকে বেরিয়ে এল মিৎসি।

ডাইনিং রুমের আলো তখনও জ্বলছিল। ছায়ার মত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মিৎসি, আতঙ্কের প্রতিমূর্তি হয়ে সে তখনও তীব্র আর্তনাদ করে চলে ছিল। মজার বিষয় হল সে রুপোর বাসন সাফ করায় ব্যস্ত ছিল বলে হাতে তখনও একটুকরো চামড়া ধরে রেখেছিল।

'চুপ কর, মিৎসি,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'থামো,' এডমণ্ড বলল, কিন্তু মিৎসি তাতে চুপ না করে আরও বেশি আর্তনাদ করে চললে এডমণ্ড ওর গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিতে এবার হিক্কা তুলে চুপ হয়ে গেল মিৎসি।

'কেউ কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে এস,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'রান্নাঘরের গা-আলমারীতে আছে। ফিউজ বক্স কোথায় জানিস, প্যাট্রিক?'

'বাসন সাফাইয়ের ঘরের পাশে তো? আমি দেখছি কি করা যায়।'

মিস ব্ল্যাকলক এগিয়ে এলে ডাইনিং রুমের আলো তার দেহে ছড়িয়ে পড়তে ডোরা বানার কান্নাভরা গলায় জোরে শ্বাস টানল আর মিৎসি আবার রক্ত জল-করা আর্তনাদ করে উঠল।

"রক্ত! রক্ত!' সে চিৎকার করে উঠল। 'আপনাকে গুলি করেছে—মিস ব্ল্যাকলক। রক্ত পড়ে আপনি মরে যাচ্ছেন···।'

'বোকার মত চেঁচিও না,' তীব্রস্বরে বলে উঠলেন মিস ব্ল্যাকলক। 'আমার কিছুই লাগেনি। শুধু কান ঘেঁসে গেছে।'

'কিন্তু লেটিটিপসী, রক্ত পডছে যে,' জুলিয়া বলে উঠল।

বাস্তবিকই মিস ব্ল্যাকলকের ব্লাউজ, নেকলেশের মুক্তো সবই ভয়াল অবস্থা নিয়েছিল।

'কান দিয়ে রক্ত একটু বেশি পড়ে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'ছোট বেলায় একবার হেয়ার ড্রেসারের ঘরে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। লোকটা শুধু আমার কানে খোঁচা দিয়েছিল। কিন্তু সেকথা যাক, এখনই আলো দরকার।'

'আমি মোমবাতি নিয়ে আসছি,' মিৎসি বলল।

জুলিয়াও ওর সঙ্গে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে এল দুজনে।

'এবার আমাদের ক্ষতিকারক বন্ধুটি কে দেখা যাক,' কর্নেল বললেন। 'মোমবাতিগুলো একটু নিচু করে ধরবে, সোয়েটেনহ্যাম?' কর্নেল বলে ঝুঁকে পড়লেন।

'আমি ওপাশে যাচ্ছি,' ফিলিপিয়া বলল।

শায়িত মূর্তির দেহে সাধারণ মাথার ঢাকনা সহ একটা কালো পোশাক। আর মুখে কালো মুখোস আর হাতে কাপড়ের দস্তানা। ঢাকনা সরে যাওয়ায় এলোমেলো চুল দেখা যাচ্ছিল।

কর্নেল ইষ্টারব্রুক দেহটা সোজা করে দিয়ে নাড়ী দেখলেন আর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করলেন…পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন নিজের হাত দেখে। তার হাত রক্তে লাল।

'নিজেকে নিজেই গুলি করেছে,' তিনি বললেন।

'খুব বেশি আহত হয়েছে?' মিস ব্ল্যাকলক জানতে চাইলেন।

'হুম। আমার সন্দেহ মারা গেছে। হয়তো আত্মহত্যা হতে পারে—বা ও ব্বোরখার মত পোশাক খুলতে গেলে আচমকা গুলি ছুটে গিয়ে থাকতে পারে। আর একটু ভাল ভাবে দেখতে পারলে—।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই যেন যাদুর ছোঁয়ায় সব আলো জ্বলে উঠল।

অদ্ভুত একটা অবাস্তবতার স্পর্শই যেন চিপিং ক্লেগহর্ণের সমস্ত বাসিন্দা-দের যারা লিটল প্যাডকস-এ হাজির হয়ে ছিলেন চেপে ধরল যখন তারা উপ-লব্ধি করলেন ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুর মুখোমুখি তারা। কর্নেল ইষ্টারব্রুকের হাত রক্তে রঞ্জিত আর মিস ব্ল্যাকলকের কান থেকে দরদর করে নেমে আসছিল শোণিত ধারা, পায়ের কাছে পড়ে থাকা আগন্তুকের মৃতদেহ এর সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে চাইছিল এক বিচিত্র দৃশ্য…।

প্যাট্রিক ডাইনিং রুম থেকে এসে বলে উঠল, 'মাত্র একটা ফিউজ কেটে গিয়েছিল মনে হচ্ছে…,' তারপরেই সে থমকে গেল।

কর্নেল ইষ্টারব্রুক ছোট মুখোসটা টেনে খুলতে চেষ্টা করলেন।

'লোকটা কে একবার দেখা যাক,' তিনি বললেন। 'তবে মনে হয় না চেনা-জানা কেউ।'

তিনি মুখোসটা খুলে ফেললেন। 'মৃতদেহের ঘাড় বেঁকে গেছে।' মিৎসি হিক্কা তুলে ফুঁপিয়ে উঠল, বাকি সকলে শান্তই রইল।

'বয়স খুবই কম ওর,' অনুকম্পার স্বরে বললেন মিস হারসন।

আচমকা ডোরা বানার উত্তেজিত স্বরে চিৎকার উঠল।

'লেটি, লেটি, এ সেই মেডেনহ্যাম ওয়েলসের স্পা হোটেলের অল্পবয়সী ছেলেটা। যে সেদিন তোমার কাছে এসে সুইজারল্যাণ্ড ফিরে যাওয়ার জন্য টাকা চেয়েছিল কিন্তু তুমি দাওনি। আমার মনে হয় সব ব্যাপারটাই সাজানো—সে এখানে আসে গুপ্তচরের কাজ করতে…উঃ ভগবান, ওতো তোমাকেও

মেরে ফেলতে পারত···।'

মিস ব্ল্যাকলক অবস্থাটা সামলে নিয়েছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'ফিলিপিয়া, বানিকে ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে আধগ্লাস ব্র্যান্ডি দাও। জুলিয়া, বাথরুম থেকে একখণ্ড প্ল্যাস্টার এনে দাও, বড্ড রক্ত পড়ছে। প্যাট্রিক, এখনই একবার পুলিশে সব খবর জানিয়ে ফোন করে দিবি ?'

চার ॥ রয়্যাল স্পা হোটেল

১

মিডলসায়ারের চিফ কনস্টেবল জর্জ রাইডেসডেল খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। মধ্যম উচ্চতা, ঘন ভ্রু আর তীক্ষ্ণ দুটি চোখ তার, কথা বলার চেয়ে সব শোনাতেই তার আগ্রহ বেশি। তারপর ভাবলেশহীন কণ্ঠে তিনি সংক্ষিপ্ত আদেশ দিতে অভ্যস্ত—এবং সে আদেশ পালন করা হয়।

তিনি এই মুহূর্তে ডিটেকটিভ-ইনসপেক্টর ডারমট ক্র্যাডকের বক্তব্য শুনে চলেছিলেন। ক্র্যাডকই সরকারীভাবে এই ঘটনার তদন্তের ভারপ্রাপ্ত। অন্য এক তদন্তে গেলেও রাইডেসডেল তাকে গতরাত্রিতে লিভারপুল থেকে ডেকে এনেছেন। ক্র্যাডকের সম্বন্ধে রাইডেসডেলের ধারণা খুবই উঁচু। তাঁর শুধু যে বুদ্ধি আর কল্পনাশক্তি আছে তাই না, যে কোন তদন্তে ধীরে ধীরে ঢুকে খুব শান্তভাবেই তিনি সব কিছু খতিয়ে দেখে খোলা মন নিয়ে তদন্তের শেষে পৌঁছান। আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।

'কনস্টেবল লেগ ফোন ধরেছিল, স্যার,' ক্র্যাডক বলতে চাইলেন। 'সে ঠিক মতই কাজ করছে। বেশ দ্রুতই অবস্থার পর্যালোচনাও করেছে ও। ব্যাপারটা খুব সহজ ছিলনা। প্রায় আধ ডজন মানুষ একসঙ্গে কথা বললে যা হয়, তার মধ্যে ছিল আবার এক ইউরোপীয় সেই উদ্বাস্তু যারা পুলিশ দেখলেই ভয়ে শুকিয়ে যায়। তাকে আটকে রাখারও ব্যবস্থা করতে হয় কেননা সে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছিল।'

'নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে ?'

'হ্যাঁ, স্যার। রুডি সার্জ। জাতিতে সুইশ। সে মেডেনহ্যাম ওয়েলসে স্পা হোটেলে রিসেপসানিস্টের পদে কাজ করত। আপনি যদি রাজি হন, স্যার, তাহলে রয়্যাল স্পা হোটেল দিয়েই কাজ শুরু করব, চিপিং লেগহর্নকে

পরেই দেখব। সার্জেণ্ট ফ্লেচার সেখানে গেছে। সে বাসের সকলকে যাচাই করে ওখানে যাবে।'

রাইডেসডেল সায় জানালেন।

হঠাৎ দরজা খুলে যেতে চিফ কনস্টেবল মুখ তুলে দেখলেন।

'এস, হেনরি,' তিনি বললেন, 'অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটেছে বলতে পার।'

সামান্য ভ্রূ তুলে ঘরে ঢুকলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার স্যার হেনরি ক্লিদারিং। তিনি দীর্ঘ চেহারার একজন সুপুরুষ বয়স্ক মানুষ।

'ব্যাপারটা তোমার নিরানন্দ জীবনেও স্পন্দন তুলবে,' রাইডেসডেল বললেন।

'আমি নিরানন্দ নই,' মুখ বিকৃত করে বললেন স্যার হেনরি।

'আধুনিক পদ্ধতি হল আগাম কোন খুনের ঘোষণা করা,' রাইডেসডেল বললেন। 'ক্র্যাডক স্যার হেনরিকে বিজ্ঞাপনটা দেখাও।'

'নর্থ বেনহ্যাম নিউজ আর চিপিং ক্লেগহর্ণ গেজেট,' স্যার হেনরি বললেন। 'পড়ার মত মাল আছে বটে।' তিনি ক্র্যাডকের ইঙ্গিত করা আধ ইঞ্চি পরিমাণ বিজ্ঞাপনটা পড়ে গেলেন। 'হুম, কিছুটা অস্বাভাবিক।'

'বিজ্ঞাপন কে দেয় কিছু জানা গেছে?' রাইডেসডেল জানতে চাইলেন।

'বর্ণনা থেকে জানা যায়, স্যার, এটা স্বয়ং রুডি সার্জই দেয়—বুধবারে।'

'কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি? যে এটা নিয়েছিল তার আশ্চর্য মনে হয়নি?'

'যে স্বর্ণকেশী নাকিসুরে কথা বলা মেয়েটা বিজ্ঞাপন গ্রহণ করে তার কোন বিবেচনাশক্তি নেই, মনে হয়, স্যার। সে শুধু কটা শব্দ ছিল গুণে টাকা নিয়ে নেয়।'

'এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে?' স্যার হেনরি প্রশ্ন করলেন।

'স্থানীয় মানুষদের আগ্রহ জানানো হতে পারে,' রাইডেসডেল বললেন। "তাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে পরে তাদের সব কিছু ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেয়া। মতলব হিসেবে বেশ মৌলিক হতে পারে।'

'চিপিং ক্লেগহর্ন জায়গাটা কি রকম?' স্যার হেনরি প্রশ্ন করলেন।

'বেশ বড় ছড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্যময় গ্রাম। মাংসওয়ালা, রুটিওয়ালা, মুদী, পুরনো জিনিসের দোকান—দুটো চায়ের দোকান আছে। সত্যিকার

সৌন্দর্যের খনি। মোটর চড়া ভ্রমণার্থীর পক্ষে আদর্শ। থাকার ব্যবস্থা আছে। কৃষিশ্রমিকদের জন্য বানানো কটেজগুলোয় বর্তমানে থাকেন বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলারা আর কিছু অবসরপ্রাপ্ত দম্পতিও। কিছু কিছু বাড়ি ভিক্টোরিয় যুগে তৈরি।

'আমি জানি,' স্যর হেনরি বললেন। 'চমৎকার বৃদ্ধা কিছু পুষি আর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। হ্যাঁ, তারা যদি বিজ্ঞাপনটা দেখে থাকে তাহলে সবাই যে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় সেখানে হাজির হত কি ব্যাপার জানতে তাতে সন্দেহ নেই। হা ঈশ্বর, আমার নিজস্ব পুষি যদি এখানে হাজির থাকতেন। নিশ্চয়ই ব্যাপারটাতে তিনি মাথা গলাতেন। এঠিক তারই উপযুক্ত।'

'তোমার বিশেষ পুষিটি কে, হেনরি? কোন খুড়ি?'

'না।' স্যর হেনরি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তিনি কোন আত্মীয় নন।' তারপর শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, 'তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি করা সবসেরা একজন গোয়েন্দা। উপযুক্ত জমিতে পড়ে ওঠা স্বাভাবিক এক প্রতিভাময়ী।'

তিনি এবার ক্র্যাডকের দিকে তাকালেন।

'তোমার গ্রামের বৃদ্ধা পুষিদের অবহেলা কোরনা, বৎস ক্র্যাডক।' তিনি বললেন। 'যদি দেখা যায় ব্যাপারটা দারুণ উঁচু দরের কোন রহস্য, যদিও তা আমার আদৌ মনে হয়না, তাহলেও কখনও যদি কোন বয়স্কা অবিবাহিতাকে দেখ যিনি শুধু সেলাই করেন, তাহলে জেনে রাখতে পার তিনি তোমার গোয়েন্দা সার্জেন্টের চেয়ে ঢের এগিয়ে। তিনি তোমাকে হয়তো বলতে পারবেন কি ঘটতে পারত, কি ঘটা উচিত ছিল, আর সত্যিই কি ঘটেছিল! আর তিনি একথা বলতে পারবেন কেন এটা ঘটেছিল!'

'কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখব, স্যর,' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক উত্তরে স্বাভাবিকভাবেই বললেন, কারও ধারণা করার উপায় ছিল না ডারমট এরিক ক্র্যাডক আসলে স্যর হেনরি ক্লিদারিংয়ের ধর্মপুত্র আর তাঁর সঙ্গে তার ওই ধর্মপিতার ব্যবহারের মধ্যে ছিল অত্যন্ত সহজ আর একাত্ম ভাব ও ঘনিষ্টতা।

রাইডেসডেল তাঁর বন্ধুকে ঘটনার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। 'তারা সবাই ৬-৩০টায় হাজির হয় সেকথা জোর করেই বলতে চাই', তিনি বললেন। 'তবে কথা হল ওই সুইশ লোকটা কি জানত তারা হাজির হবেই? তাছাড়া আরও একটা কথা, তাদের কাছে লুঠ করে নেবার মত যথেষ্ট জিনিস থাকত কি?'

'কয়েকখানা পুরনো দিনের ব্রুচ, গোটা কয়েক মুক্তোর মালা, দু-একখানা নোট—তার বেশি নয়', চিন্তিতভাবে বললেন স্যর হেনরি। ওই মিস ব্ল্যাকলক কি বাড়িতে খুব বেশি টাকা রাখতেন?'

'তিনি জানিয়েছেন, স্যর, পাঁচ পাউণ্ডের মতই, এর বেশি নয়।'

'মুরগীর খোরাক', রাইডেসডেল বললেন।

'তুমি যে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছ।' স্যর হেনরি বললেন, 'তাহল, এই লোকটা একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল—এটা কোন লুঠ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং সিনেমার মত একটু ভয় দেখানোর মজা করতেই। কি বল? এটা অবশ্য খুবই সম্ভব। কিন্তু সে নিজেকে গুলি করল কি ভাবে?'

রাইডেসডেল একটা কাগজ টেনে নিলেন।

'প্রাথমিক ডাক্তারি রিপোর্ট। রিভলবার ছোঁড়া হয় খুব কাছ থেকে—জায়গাটা ঝলসে গিয়েছিল···হুম···আত্মহত্যা না খুন বোঝার উপায় নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়ে থাকতে পারে বা সে পা হড়কে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে যার ফলে তার হাতে ধরা রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে···পরের ব্যাপারই হওয়া সম্ভব।' তিনি ক্র্যাডকের দিকে তাকালেন। 'সাক্ষীদের সতর্কভাবেই তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারা কি দেখেছে সেকথা জানায়।'

ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক দুঃখিত স্বরে বললেন, 'তারা সকলেই সম্ভবতঃ আলাদা কিছুই দেখে থাকবে।'

'আমার বরাবর আগ্রহ হত মানুষ প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে আর স্নায়ু-বিদারক মুহূর্তে কি ধরনের জিনিস দেখে,' স্যর হেনরি বললেন। 'তারা কি দেখে আসল কথা, কি দেখে না।'

'রিভলবার সম্পর্কে রিপোর্ট কোথায়?'

'বিদেশে বানানো—(মহাদেশে প্রচুর পাওয়া যায়)—এজন্য কোন অনুমতি পত্র সার্জের ছিল না এবং ইংল্যাণ্ডে এসে সে এ সম্পর্কে জানায় নি।'

'খুবই বদ ছোকরা', স্যর হেনরি বললেন।

'সব দিক থেকেই স্বভাব বাজে। তাহলে ক্র্যাডক, রয়্যাল স্পা হোটেলে গিয়ে দেখ ওর সম্বন্ধে কি জানতে পার।'

২

রয়্যাল স্পা হোটেলে পৌঁছতেই ইন্সপেক্টর ক্র্যাডককে সোজা ম্যানেজারের অফিস ঘরেই নিয়ে যাওয়া হল।

ম্যানেজার মিঃ রোল্যান্ডসন বেশ হাসিখুশি দীর্ঘকায় মানুষ। তিনি খুশি মনেই ইন্সপেক্টর ক্র্যাডককে অভ্যর্থনা জানালেন।

'আপনাকে যে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে খুশি হব, ইন্সপেক্টর', তিনি বললেন। 'সত্যিই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক—এরকম কিছু ভাবতেই পারিনি। সার্জকে অতি সাধারণ হাসিখুশি তরুণ বলেই দেখেছি। কোনভাবেই তাকে এ ধরনের ডাকাতি করার মত মনে হয়নি।'

'সে আপনার এখানে কতদিন ছিল মিঃ রোল্যান্ডসন ?'

'আপনি আসার আগে সেটাই দেখতে চাইছিলাম। সে ছিল তিন মাসের কিছু বেশি। প্রশংসাপত্র আর অনুমতিপত্র ভালই ছিল।'

'আপনি তার কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন ?'

একটু থেমে থেকে কথাটা বললেন ক্র্যাডক। কিন্তু রোল্যান্ডসন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

'খুবই সন্তুষ্ট।'

ক্র্যাডক এবার এমন কিছু কৌশল কাজে লাগালেন যাতে এখনও পর্যন্ত কাজ হয়েছে।

সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'না, না, মিঃ রোল্যান্ডসন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, নয় কি ?'

'মানে—ইয়ে—', মিঃ রোল্যান্ডসন কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন।

'বলুন, কোথাও কিছু গোলমাল ছিল। কি সেটা ?'

'ঠিক তাই। অথচ আমার জানা নেই।'

'তবু আপনার মনে হয়েছিল কোন গোলমাল ছিল ?'

'হ্যাঁ—অনেকটা তাই···তবে নির্ভর করার মত কিছু নেই। আমার ইচ্ছে, আমার কথা যেন লিখে নিয়ে আমিই বলেছি বলা না হয়।'

ক্র্যাডক মিষ্টি করে হাসলেন।

'আপনি কি বলছেন বুঝেছি। আপনি ভাববেন না। আমি শুধু জানতে চাই সার্জ কি ধরনের মানুষ ছিল। আপনি তাকে কোন ভাবে সন্দেহ করেছিলেন—সেটা কিজন্য ?'

রোল্যান্ডসন একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'মানে, দু একবার বিল নিয়ে একটু ঝামেলা হয়। এমন জিনিসের দাম ধরা হয়েছিল যা করা উচিত ছিল না।'

'তার অর্থ আপনি বলছেন এমন কিছু জিনিসের দাম ধরা হয় যা হোটেল

ছিল না আর বিলের টাকা মিটিয়ে দেবার সময় সে ওই টাকা আত্মসাৎ করেছিল ?'

'এই রকমই কিছু···বলতে গেলে ও খুবই অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছিল। দু একবার বেশ ভাল রকম টাকাই জড়িত ছিল। খোলাখুলি বললে। আমি আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টকে তার খাতাপত্র পরীক্ষা করতে বলেছিলাম ওর ওপর সন্দেহ করে। কিন্তু সামান্য এলোমেলো ভাব ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। হিসাব ঠিকই ছিল। তাই আমি ধরে নিই ভুলটা আমারই।'

'যদি ধরা যায় আপনি ভুল করেন নি? যদি ধরি সার্জ ছোটখাটো কারচুপি করে টাকা পয়সা আত্মসাৎ করছিল ?'

'হ্যাঁ, ওর যদি পকেটে টাকা থাকত। তবে যে-সব মানুষ অল্প টাকা হাতিয়ে নিতে অভ্যস্ত অভাবের জন্য, সে টাকা তারা খরচও করে বসে।'

'অর্থাৎ, হিসেবে গোলমাল করা টাকা মিটিয়ে দিতে আরও টাকার দরকার হয় তার—অতএব সেই টাকা জোগাড় করার জন্য ওই ধরনের ছিনতাই বা অন্য পথ নিতে হত তাকে ?'

'হ্যাঁ—শুধু ভাবছি এটাই ওর প্রথম প্রচেষ্টা কিনা।' 'হতে পারে। তবে হলেও এর মধ্যে অপেশাদারেরই ছাপ ছিল। এমন কেউ ছিল যার কাছ থেকে ও টাকা নিতে পারত ? ওর জীবনে কোন মেয়ে ছিল ?'

'গ্রিলের একজন ওয়েট্রেস। তার নাম মার্না হ্যারিস।'

'আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

৩

মার্না হ্যারিস খুবই সুন্দরী, চমৎকার রক্তিম কেশদাম আর তীক্ষ্ণ নাসা। সে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে হল বলে বেশ ভীত আর সতর্ক হয়ে উঠেছিল।

'আমি এসবের কিছুই জানি না, স্যর। কণামাত্রও না', প্রতিবাদ করল মার্না হ্যারিস। 'রুডি এই ধরনের লোক জানলে কখনই ওর সঙ্গে কোথাও যেতাম না। ও রিসেপসানে কাজ করে দেখে ভেবেছিলাম ও ভাল। স্বাভাবিকভাবেই তাই ভেবেছিলাম। আমার কথা হল বিদেশীদের কাজে নেবার আগে হোটেলের আরও বেশি করে ভাবা উচিত। বিদেশীদের কথা কেউই বলতে পারে না। কাগজে যেমন ছাপা হয় ও সেই রকম কোন দলেই হয়তো ছিল।'

'আমাদের ধারণা', ক্র্যাডক বললেন, 'সে নিজেই যা কিছু করত।'

'খুবই অবাক লাগছে—ও এত শান্ত আর ভদ্র ছিল। মাঝখানে অবশ্য

দু একটা জিনিস হারিয়েছিল। একটা হীরের ব্রুচ—ছোট্ট একটা সোনার লকেট। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এ সব রুবির কীর্তি।'

'তা ভাবেন নি তা জানি', ক্র্যাডক বললেন। 'যে কেউই ওসব নিতে পারত। আপনি তাকে ভাল জানতেন?'

'ভাল সে কথা বলব না।'

'তবে আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল?'

'হ্যাঁ, আমরা বন্ধু ছিলাম—এটুকুই মাত্র। বেশি কিছু অবশ্য নয়। বিদেশীদের ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক। ওরা সবসময়েই যেন কি রকম। যুদ্ধের সময় সেই পোলেরা যা ছিল! কিছু কিছু আমেরিকানও! ওরা যে বিবাহিত অনেক দেরি হবার আগে তা ওরা জানাত না। রুডি একটু বড় বড় কথা বলত—তবে আমি ওর কথায় গুরুত্ব দিতাম না।'

ক্র্যাডকের মনে ধরল কথাগুলো।

তিনি বললেন, 'ও তাহলে বড় বড় কথা বলত? বেশ আগ্রহের ব্যাপার, মিস হ্যারিস। বুঝতে পারছি আপনি প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন আমাদের। কি রকম বড় বড় কথা ও বলত?'

'যেমন, সুইজারল্যান্ডে ওর আত্মীয়রা কত বড়লোক ছিল—কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে ওর যা পয়সার অভাব ছিল তাতে এসব কথা মানাত না। ও খালি বলত অর্থকরী নিয়মের জন্যই ও সুইজারল্যান্ড থেকে টাকা পায়না। হয়তো তা হতে পারত, তবে ওর জিনিসপত্র দেখে তা মনে হয় নি। ওর জামা কাপড়ের কথা বলছি। একদম সস্তার। আমি বুঝতাম ও যা বলত তার অর্ধেকটাই বড় বড় বুলি। যেমন আল্পস পর্বতে ওঠা, হিমবাহের কাছে মানুষের জীবন বাঁচানো। আল্পসই বটে, উঁচু খাদের ধারে গেলেই ওর মাথা ঘুরত।'

'আপনি তার সঙ্গে অনেক ঘুরেছিলেন?'

'হ্যাঁ—মানে—তা ঘুরেছি। ওর ব্যবহার বেশ ভাল ছিল—মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানত। সিনেমায় সবচেয়ে ভাল সিট নিত। মাঝে মাঝে সুন্দর ফুল কিনে দিত ও। আর দারুণ নাচতে জানত ও।'

'ওই মিস ব্ল্যাকলকের কথা আপনাকে কখনও বলেছিল ও?'

'উনি এই হোটেলে এসে মাঝে মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজ করেন, তাই না? একবার এখানে থেকেও ছিলেন। না, রুডি কোনদিন তার নাম আমার কাছে করেনি। আমি জানতাম সে তাকে চেনে।'

'রুডি চিপিং ক্লেগহর্নের কথা কখনও বলেছিল ?'

ক্র্যাডকের মনে হল হেরিসের চোখে সামান্য চকিত ভাব, তবে তিনি সেটা ঠিক কিনা বুঝলেন না।

'আমার তা মনে হয় না···তবে একবার ও বাসের কথা জানতে চেয়েছিল, কটায় সময় ছাড়ে। তবে চিপিং ক্লেগহর্নের জন্য কি-না তা জানি না। খুব সম্প্রতি অবশ্য না।'

ক্র্যাডক ওর কাছ থেকে আর কিছু জানতে পারলেন না। রুডি সার্জকে সাধারণ একজন বলেই মনে হল তার। হ্যারিস ওই সন্ধ্যায় তাকে দেখেনি। সে একদম ভাবেনি—কোন ভাবেই না যে রুডি সার্জ একজন অসৎ লোক।

আর ক্র্যাডকও ভাবলেন কথাটা ঠিকই।

পাঁচ ॥ মিস ব্ল্যাকলক ও মিস বানার

লিটল প্যাডকসকে যে রকম ভেবেছিলেন ক্র্যাডক দেখলেনও ঠিক তাই। তার চোখে পড়ল হাঁস আর মুরগীর ছানা আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত যা ছিল সবুজ কোন পাতায় ঘেরা সীমানা। সেখানে এখনও শেষ বেলার শুকিয়ে আসা কিছু ডেইজি সৌন্দর্যের ঝিলিক তুলতে চাইছে। মাঠ ও পথ দেখে বুঝতে পারা যায় এইটি অবহেলার শিকার।

সব দেখে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক যে ধারণা গড়ে নিলেন তাহল ঃ 'বাগান পরিচর্যার মালীর পিছনে খরচ করার মত টাকার অভাব—ফুলের উপর ভালবাসা আছে, পরিকল্পনা আর সীমানা গড়ে তোলার বিষয়ে নজর আছে। বাড়ি রঙ করা দরকার। বেশ ছোট্ট সুন্দর সম্পত্তি।'

ক্র্যাডকের গাড়ি সদর দরজার সামনে থামতে বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন সার্জেন্ট ফ্লেচার। সার্জেন্ট ফ্লেচার অনেকটা বাড়ির রক্ষকের মতই সামরিক হাবভাবসহ মানুষ। তিনি ছোট যে শব্দ উচ্চারণ করলেন তার অনেক অর্থই সম্ভব। 'স্যর।'

'তাহলে তুমি রয়েছ, ফ্লেচার ?'

'স্যর', সার্জেন্ট ফ্লেচার আবার বললেন।

'বলার মত কিছু আছে ?'

'বাড়িখানা দেখে নেয়া হয়েছে, স্যর। কোথাও সার্জ হাতের নিদর্শন

রেখে গেছে মনে হয় না। সে অবশ্যই দস্তানা ব্যবহার করেছিল। বাড়ির কোন দরজা জানালা জোর করে ভেঙে ঢোকার চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে সে মেডেনহ্যাম থেকে বাসে ছ'টার সময় এখানে আসে। বাড়ির পাশের দরজা সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ করা হয় শুনলাম। দেখে মনে হয় সে সামনের দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। মিস ব্ল্যাকলক জানিয়েছেন দরজাটা একেবারে রাতের আগে বন্ধ করা যায় না, তাই খোলাই ছিল। পরিচারিকা কিন্তু জানিয়েছে সারা বিকেল দরজাটা বন্ধ ছিল—তবে সে যা কিছুই বলতে পারে। সে একটু ভাবুক প্রকৃতির। এক ধরনের ইউরোপীয় সেই উদ্বাস্তু।'

'একটু বেয়ারা ধরনের?'

'স্যর!' সার্জেন্ট ফ্লেচার আবেগ জড়িত উত্তর দিল।

হাসলেন ক্র্যাডক।

ফ্লেচার আবার ওর বক্তব্য জানাতে চাইল।

'আলোর ব্যবস্থা সব জায়গাতেই ঠিক ছিল। আমরা এখনও জানতে পারিনি সে আলোটা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শুধু একটা সার্কিটই খারাপ হয়ে যায়—ড্রয়িং রুম আর হলঘরের। আজকাল অবশ্য এক ফিউজের সব লাইন রাখা হয় না, তবে এই বাড়িটা পুরনো আমলের। এর লাইনও তাই। বুঝতে পারি না সে কি ভাবে ফিউজবক্সে কারচুপি করে থাকতে পারে, কারণ এজন্য তাকে রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যেতে হত এবং তাকে পরিচারিকা দেখে ফেলত।'

'যদি না সে তার সঙ্গেই থাকে?'

'এটা খুবই সম্ভব। দুজনেই বিদেশী—আমি পরিচারিকাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না।'

ক্র্যাডক দেখলেন সদর দরজার ফাঁক দিয়ে একজোড়া মস্ত চোখ জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে। কাচের উপর থাকায় মুখখানা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

'ওই সে?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

মুখটা সরে গেল।

ক্র্যাডক সদর দরজার ঘণ্টা বাজালেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল, স্বর্ণকেশী সুন্দরী এক তরুণী চিন্তিত মুখে।

'আমি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক,' ক্র্যাডক বললেন।

তরুণী তাঁকে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বলল, 'ভিতরে আসুন। মিস ব্ল্যাকলক আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন।'

ক্র্যাডক লক্ষ্য করলেন হলঘরটা অবিশ্বাস্য রকম দীর্ঘ আর প্রচুর দরজা ঘরখানায়।

তরুণী বাঁ দিকের একটা দরজা খুলে বলল, 'ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক এসেছেন, লেটি পিসী। মিৎসিঁ দরজা খুলতে চায়নি। সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে রেখে চমৎকার সব কাজ করে চলেছে। আমার মনে হয় না মধ্যাহ্ন ভোজ কিছু জুটবে আমাদের।' ও এবার ক্র্যাডকের দিকে তাকাল, ও পুলিশ পছন্দ করে না, তারপর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

ক্র্যাডক লিটল প্যাডকসের মালিকের দিকে এগোলেন।

তার চোখে পড়ল আকর্ষণীয়া প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলা। তার ধূসর চুলের স্বাভাবিক কুঞ্চন আর যেন এক বুদ্ধিমতী দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখই প্রকাশ করছিল। তার চোখ তীক্ষ্ণ সবুজাভ আর চিবুকও তীক্ষ্ণ। তার বাঁ কানে ব্যাণ্ডেজ লাগানো তার মুখে প্রসাধনের চিহ্ন ছিল না, দেহে নিখুঁত ছাঁটের টুইডের কোট, স্কার্ট আর পুলওভার। গলায় ঝোলানো ছিল কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব নিয়েই পুরনো আমলের একটা পদক—এর ভিক্টোরিয়া যুগ-সুলভ স্পর্শ যেন একটা আগেকার চিহ্ন ছাড়া কিছু নয় বলেই ক্র্যাডকের মনে হল।

তার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন গোলাকৃতি মুখের, অবিন্যস্ত চুল প্রায় একই বয়সের একজন স্ত্রীলোক যাকে দেখে ক্র্যাডকের বুঝে নিতে অসুবিধা হলনা তিনিই মিস ডোরা বানার—কনস্টেবল লেগের উল্লেখ করা সেই সঙ্গী। লেগ আরও একটা বিশেষণ যোগ করেছিল—'ক্ষ্যাপাটে!'

মিস ব্ল্যাকলক মিষ্টি সুভদ্র কণ্ঠে কথার উত্তর দিলেন।

'সুপ্রভাত, ইনসপেক্টর ক্র্যাডক। এ আমার বন্ধু মিস বানার, আমার বাড়ি সামলাতে সাহায্য করে। বসবেন না? ধূমপান করবেন না বোধ হয়?

'কাজ করার সময় করিনা, মিস ব্ল্যাকলক।'

'কি লজ্জার কথা!'

ক্র্যাডকের চোখ অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ঘরখানা জরিপ করে নিল। ভিক্টোরিয় যুগের আদলে তৈরি জোরা ড্রয়িংরুম—দুটো বড় চেয়ার, সোফা, মাঝখানে রাখা টেবিলে বড়পাত্রে রাখা ক্রিসানথিমাম—জানালায় আরও একটা পাত্র—সবই টাটকা আর সজীব, তবে কোন মৌলিকত্ব নেই। একমাত্র বিসদৃশ হল পরের

ঘরের কাছে খিলানের নিচে শুষ্ক বেগুনী ফুলগুলো। মিস ব্ল্যাকলকের শুষ্ক ফুল রেখে দেবার মানসিকতা থাকতে পারে না, তবে অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকাই এর কারণ, এ বাড়িতে হয়তো নিয়মের বাইরে কিছু।

তিনি বললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি, মিস ব্ল্যাকলক, দুঃখজনক ঘটনাটা এই ঘরেই ঘটেছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'গতরাতে আপনি যদি ঘরটা দেখতেন,' মিস বানার বলে উঠলেন এবার। 'কি ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল। দুটো ছোট টেবিল উল্টে পড়ে, একটার পায়া ভেঙে যায়—লোকেরা অন্ধকারে ছুটোছুটি করছে, একজন সিগারেটের আগুনে সবসেরা একটা আসবাব পুড়িয়েও দেয়। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে খুবই অসতর্ক···সৌভাগবেশতঃ চীনামাটির বাসনগুলো অবশ্য আস্ত ছিল, ভাঙেনি—।'

মিস ব্ল্যাকলক শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিলেন।

'ডোরা, বিরক্তির ব্যাপার হলেও এসব ব্যাপার তুচ্ছ। আমার মনে হয় ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক যা জানতে চাইছেন তার উত্তর দেয়াই ভাল।'

'ধন্যবাদ মিস ব্ল্যাকলক, গতকালের রাত্রির ঘটনার ব্যাপারে আমি পরে আসছি আমি আগে জানতে চাই মৃত রুডি সার্জকে আপনি প্রথম কখন দেখেছিলেন।'

'রুডি সার্জ ?' মিস ব্ল্যাকলককে সামান্য অবাক মনে হতে চাইল। 'লোকটার নাম ওটাই ?' 'যেভাবেই হোক আমি ভেবেছিলাম···ওহ্, থাক তাতে দরকার নেই। আমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় যখন কেনাকাটার পর মেডেনহ্যামের স্পা হোটেলে গিয়েছিলাম—দাঁড়ান, হ্যাঁ, প্রায় তিনসপ্তাহ আগে। আমি আর এই ডোরা বানার সেখানে মধ্যাহ্নভোজ করছিলাম। মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা যখন চলে আসছি আমি আমার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনলাম। সে ওই তরুণ। 'আপনি মিস ব্ল্যাকলক, তাই না ?' তারপর সে বলল সম্ভবতঃ তাকে আমি চিনতে পারছি না, সে হল মন্ট্রিউ'র হোটেল দ্য অ্যাল্পসের মালিকের ছেলে যেখানে আমি ও আমার বোন যুদ্ধের সময় প্রায় এক মাস ছিলাম।

'মন্ট্রিউ'র হোটেল দ্য আল্পস,' ক্র্যাডক বললেন। 'ওর কথা আপনার মনে ছিল, মিস ব্ল্যাকলক ?'

'না, আমি চিনতে পারিনি। তাকে আগে কখনও দেখেছি বলেই মনে

পড়ছে না। হোটেলের অভ্যর্থনা ঘরের সব ছেলেদেরই আমার একই রকম মনে হয়েছে। হোটেলের মালিক খুবই সদাশয় ছিলেন সেইজন্য তার ছেলের প্রতি ভাল ব্যবহারই করি আর বলি সে সম্ভবতঃ ইংল্যাণ্ডে ভালই কাটাচ্ছে। সে বলে হ্যাঁ আর জানায় তার বাবা তাকে ছ'মাসের জন্য হোটেল ব্যবসা শিখতে পাঠিয়েছেন। সবই তাই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল।'

'আর আপনার সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার কখন দেখা হয়?'

'প্রায়—হ্যাঁ, প্রায় দিন দশেক আগে। সে হঠাৎ এখানে হাজির হয়েছিল। তাকে দেখে খুবই অবাক হই। আমাকে বিরক্ত করার জন্য সে ক্ষমা চায় আর বলে ইংল্যাণ্ডে সে আমাকেই একমাত্র চেনে। সে বলে তার সুইজারল্যাণ্ড ফিরে যাওয়ার জন্য ভীষণ টাকার দরকার কারণ ওর মা খুব অসুস্থ।'

'তবে লেটি ওকে টাকা দেয়নি,' মিস বানার রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন।

'পুরো কাহিনীটাই গোলমেলে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম ও নিছক কোন ধাপ্পাবাজ। সুইজারল্যাণ্ড ফিরে যেতে টাকার দরকার একদম বাজে কথা। ওর বাবা সহজেই এখানে তার করে ওর ফেরার ব্যবস্থা করতে পারতেন। হোটেলের লোকেরা সকলে সকলকে দেখে। আমার সন্দেহ হয় ও হোটেলের টাকা তছরুপ করছিল।' একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আপনি আমাকে নিষ্ঠুর ভাবতে পারেন, তবে আমি দীর্ঘদিন বড় একজন অর্থবিনিয়োগকারীর সেক্রেটারি ছিলাম। তাই টাকার আবেদন শুনলে সতর্ক না হয়ে পারি না। অর্থাভাবের কাহিনী আমি জানি।'

'তবে আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হই সে যখন বিনা প্রতিবাদে চলে যায়। এত সহজে সে যাবে ভাবিনি। সে যেন জানত টাকা পাবে না।'

'আপনার কি মনে হয় তার ওইভাবে আসা নিছক এ বাড়ির উপর গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্য?'

মিস ব্ল্যাকলক সজোরে মাথা নুইয়ে সায় দিলেন।

'আমিও ঠিক তাই ভেবেছি—এবং এখন। সে চলে যাওয়ার মুখে ঘরগুলো সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিল। সে বলেছিল, 'আপনার বেশ সুন্দর ডাইনিং রুম রয়েছে।' যা সত্যিই ছিল না—যা ছিল তা এক বিশ্রী অন্ধকার ঘর। এটা সে সম্ভবত ভিতরে তাকানোর উদ্দেশ্য নিয়েই বলে। তারপরেই সে সামনে প্রায় লাফ দিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়। সে খুব সম্ভবতঃ খিল দেখতে চেয়েছিল। আসলে এখানকার সকলের মত অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমরা দরজাটা বন্ধ করিনা। যে কেউ তাই ভিতরে ঢুকতে পারে।'

'আর পাশের দরজা ? বাগানের দিকে একটা পাশের দরজা আছে যত-দূর শুনলাম ?'

'হ্যাঁ। ওই দরজা দিয়ে সকলে আসার আগে হাঁসগুলো এনে বন্ধ করি ওটা।'

'যখন বাইরে যান তখন ওটা বন্ধ ছিল।'

মিস ব্ল্যাকলক ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে চাইলেন।

'ঠিক মনে পড়ছেনা···তাই মনে হচ্ছে। ভিতরে ঢোকার পর বন্ধ করি স্পষ্ট মনে আছে।'

'সেটা প্রায় সওয়া ছ'টা নাগাদ ?'

'প্রায় কাছাকাছি।'

'আর সদর দরজা ?'

'ওটা সাধারণতঃ পরে ছাড়া বন্ধ হয় না।'

'তাহলে সার্জ সহজেই ওখান দিয়ে ঢুকতে পারত। বা সে ঢুকে থাকতে পারে আপনি হাঁসদের আনতে যাওয়ার সময়। সে ইতিমধ্যেই জায়গাটার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিল আর লুকিয়ে থাকার কোন জায়গা দেখে নিয়ে থাকতে পারে—আলমারী ইত্যাদি। হ্যাঁ, সবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'মাপ করবেন, তেমন স্পষ্ট হল না,' মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন। কেউ এই ধরনের পরিশ্রম করে কেন এ বাড়িতে কোন চুরি করবে আর কেনই বা ও ছিনতাই করার চেষ্টা চালাবে ?'

'আপনি বাড়িতে খুব বেশি টাকা রাখেন, মিস ব্ল্যাকলক ?'

'ওই ডেস্কে পাঁচ পাউণ্ডের মত, আর আমার পার্সে বড়জোর এক বা দু পাউণ্ড।'

'গহনা ?'

'কটা আঙটি আর ব্রুচ আর আমার গলার এইটা। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ইনসপেক্টর যে, সব ব্যাপারটাই একটা অবাস্তব কিছু।'

'এটা কোন চুরির ব্যাপার নয়,' মিস বানার বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে বরাবর তাই বলে আসছি, এ হল প্রতিশোধ! কারণ তুমি তাকে টাকা দাওনি। সে তোমাকে ইচ্ছে করেই দুবার গুলি ছুঁড়েছিল।'

'আহ,' ক্র্যাডক বললেন। 'এবার আমরা আসব গতরাতের ঘটনায়। ঠিক কি ঘটেছিল, মিস ব্ল্যাকলক। যতদূর মনে পড়ে আপনার নিজের কথায় সব বলুন এবার, মিস ব্ল্যাকলক।'

মিস ব্ল্যাকলক একটু ভাবলেন।

'ঘড়িটা বেজে উঠেছিল,' তিনি বললেন। 'টেবিলের উপরে যেটা রয়েছে। আমার মনে পড়ছে বলেছিলাম যে কিছু ঘটলে এখনই তা ঘটবে। আর তার পড়েই ঘড়ি বেজে উঠল। আমরা সবাই নিঃশব্দে তাই শুনে চলেছিলাম। দু কোয়ার্টার বেজে ওঠার পরেই আলো নিভে গেল।'

'কোন্ কোন্ আলো জ্বলছিল ?'

'দেয়ালের ব্রাকেটে আর ঘরের শেষে। সাধারণ আলো আর রিডিং ল্যাম্প জ্বালানো ছিলনা।'

'আলো নিভে যাওয়ার সময় কি প্রথমে আলোর ঝিলিক দেখা দেয় বা কোন শব্দ শোনা গিয়েছিল ?'

'আমার তা মনে হয় না।'

'আমি নিশ্চয় জানি আগে ঝিলিক দেখা দেয়,' ডোরা বানার বলেই উঠলেন। 'তারপরেই ফাটার মত শব্দ। সাংঘাতিক!'

'আর তারপর মিস ব্ল্যাকলক ?'

'দরজাটা খুলে গেল— ।'

'কোন্ দরজা ? এঘরে দুটো দরজা আছে।'

'ওহ্, এখানকার দরজাটা। অন্য ঘরের দরজা খোলেনা। এটা শুধু জানি। দরজা খুলে গেল—আর তখনই নজর পড়ল রিভলবার হাতে একজন লোক। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, অবশ্য সে সময় আমি সবটাই নিছক তামাশা বলেই ভেবেছিলাম। সে কিছু বলে উঠেছিল—কি তা ভুলে গেছি— ।'

'হাত তুলুন না হলে গুলি করব!' নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন মিস বানার।

'এ রকমই কিছু,' সন্দেহের সুরে বললেন মিস ব্ল্যাকলক।

'আর আপনারা সকলেই হাত তুললেন ?'

'ওহ, হ্যাঁ,' মিস বানার বললেন। 'আমরা সবাই তাই করি। মানে এটাও এর একটা অঙ্গ।'

'আমি তুলিনি,' মিস ব্ল্যাকলক ছোট উত্তর দিলেন। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। আর তারপর অবিশ্বাস্যভাবে আমার কানের পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গিয়ে মাথার পিছনে দেয়ালে বিঁধে গেল। কেউ আর্তনাদ করে উঠেছিল আর আমার কানে অসম্ভব জ্বালা বোধ করছিলাম, তারপরেই

শোনা গেল দ্বিতীয় গুলির শব্দ।'

'দারুণ ভয়ের ব্যাপার মনে হয়েছিল,' মিস বানার মন্তব্য করলেন।

'আর তারপর কি হয়, মিস ব্ল্যাকলক?'

'বলা কঠিন—যন্ত্রণায় আর বিস্ময়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাই আমি। মূর্তিটা পড়ে যায় আর পরক্ষণেই আবার গুলির শব্দ শোনা যায় ওর টর্চ নিভে যায় আর প্রত্যেকেই ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার শুরু করে দেয়।'

'আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, মিস ব্ল্যাকলক?',

'ও টেবিলের ওপাশে ছিল। ওর হাতে ওই বেগুনী ফুলের ফুলদানীটা ছিল,' মিস বানার রুদ্ধশ্বাসে বললেন।

'আমি এখানে ছিলাম,' মিস ব্ল্যাকলক খিলানের নিচে একটা ছোট টেবি-লের কাছে গিয়ে বললেন। 'আসলে আমার হাতে ছিল সিগারেটের বাক্স।'

ইনস্‌পেক্টর ক্র্যাডক দেয়ালটা পরীক্ষা করলেন। বুলেটের দুটো গর্ত স্পষ্টই দেখা গেল। গুলি দুটো বের করে নিয়ে রিভলবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাঠানো হয়েছিল।

তিনি শান্তস্বরে বললেন, 'আপনি খুব জোর রক্ষা পেয়েছেন, মিস ব্ল্যাকলক।'

'লোকটা ওকে গুলি করেছিল,' মিস বানার বললেন। 'ইচ্ছে করেই ওকে গুলি করেছিল! আমি দেখেছি! সে টর্চের আলো ফেলে সকলকে দেখে নিয়ে ওর উপর আলোটা রাখে আর গুলি করে। ও তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, লেটি!'

'প্রিয় ডোরা, বারবার চিন্তা করেই তোমার মাথায় ধারণাটা ঢুকে গেছে।'

'ও তোমায় গুলি করেছিল,' ডোরা একগুঁয়ের মতই বলল। সে তোমাকে গুলি করতে চেয়েছিল, তারপর না পেরে নিজেকে গুলি করে, আমি ঠিক জানি এ রকমই হয়েছিল।'

'আমার একেবারেই মনে হয় না নিজেকে গুলি করতে চেয়েছে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'নিজেকে গুলি করার মত মানুষ সে ছিলনা।'

'আপনি বলছেন, মিস ব্ল্যাকলক, গুলি ছোড়ার আগে পর্যন্ত আপনি ভেবেছিলেন সব ব্যাপারটাই তামাশা?'

'খুবই স্বাভাবিক। আর কি ভাবব?'

'তামাশাটা কার মস্তিষ্কপ্রসূত আপনার মনে হয়?'

'তুমি প্রথম ভেবেছিলে প্যাট্রিক করেছে,' ডোরা বানার মনে করিয়ে দিতে

চাইলেন।

'প্যাট্রিক ?' ইনসপেক্টর ক্র্যাডক তীব্রস্বরে বললেন।

'আমার ভাইপো, প্যাট্রিক সীমন্স,' মিস ব্ল্যাকলক বন্ধুর কথায় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন তীব্রস্বরে। 'আমার মনে হয়েছিল বিজ্ঞাপনটা প্রথম দেখে যে সেই হয়তো কোন মজা করার উদ্দেশ্যেই এটা করেছিল, তবে সে দৃঢ়-ভাবে অস্বীকার করে।'

'আর তুমি খুবই চিন্তিত হও, লেটি,' মিস বানার বললেন। 'তুমি চিন্তিত হলেও তা প্রকাশ করতে চাওনি। আর তোমার চিন্তিত হওয়ার কারণও ছিল। বিজ্ঞাপনে ছিল 'একটি খুন হবে'—তোমার খুন! আর লোকটা যদি না ফসকাতো তুমি খুন হয়ে যেতে। তখন আমরা কোথায় দাঁড়াতাম ?'

ডোরা বানার কথা বলতে গিয়ে কাঁপছিল। মুখ প্রায় রক্তশূন্য, সে প্রায় কেঁদে ফেলতে চলেছিল।

মিস ব্যাকলক ওর পিঠে হাত রাখলেন।

'সব ঠিক আছে, ডোরা—উত্তেজিত হয়ো না। এটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ। আমাদের একটা বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছে তবে এখন সেটা শেষ,' তিনি বললেন। 'এবার নিজেকে একটু সামলে নাও। বাড়ি ঠিকঠাক রাখতে আমি তোমার সাহায্য চাই, নির্ভর করি। আজই কাপড় কেচে আসার কথা নয় ?'

'ওহ্ প্রিয় লেটি, সত্যিই মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। কে জানে হারানো বালিশের ওয়ারটা ফেরত আসবে কিনা। কথাটা লিখে রাখতে হবে। আমি এখনই গিয়ে দেখছি।'

'আর ওই বেগুনী ফুলগুলো সরিয়ে নিও,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'শুকনো ফুল আমি সহ্য করতে পারি না।'

'দুঃখের কথা। গতকাল টাটকাফুলই তুলে এনেছিলাম। একদম টিকল না ওগুলো! ও ভগবান, আমি ফুলদানীতে জল দিতেই ভুলে গেছিলাম। আজকাল বড় ভুল হয়। এবার কাপড়গুলো দেখে নিই, লোকটা এখনই এসে পড়বে।'

আবার খুশি মনেই চলে গেলেন মিস বানার।

'ওর শরীরে তেমন ক্ষমতা নেই', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'উত্তেজনা ওর পক্ষে খুবই খারাপ। আর কিছু জানতে চান ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক ?'

'আমি জানতে চাই আপনার বাড়িতে ঠিক কতজন আছেন আর তাদের সম্পর্কে কিছু কথা।'

'হ্যাঁ, আমি আর ডোরা বানার ছাড়া রয়েছে আমার দূর সম্পর্কের দুজন ভাইপো ভাইঝি প্যাট্রিক আর জুলিয়া সীমন্স।'

'আপন ভাইপো ভাইঝি নয়?'

'না। ওরা আমাকে লেটি পিসী বলে। ওদের মা ছিলেন আমার মাসতুতো বোন।'

'ওরা সব সময় আপনার কাছেই আছে?'

'ওহ, না, মাত্র গত দু মাস ওরা রয়েছে। যুদ্ধের আগে ওরা থাকত দক্ষিণ ফ্রান্সে। প্যাট্রিক নৌবাহিনীতে যোগ দেয় আর জুলিয়া আমার যতদূর জানা আছে কোন মন্ত্রীর দপ্তরে কাজ নেয়। ও ছিল লানডাডনো'তে। যুদ্ধ থামার পর ওদের মা আমার কাছে জানতে চায় ওরা পেয়িং গেস্ট হিসেবে এখানে থাকতে পারে কিনা—জুলিয়া মিলচেষ্টার জেনারেল হাসপাতালে ডিসপেন্সারের কাজ শিখছে আর প্যাট্রিক মিলচেণ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মিনচেষ্টার, হয়তো জানেন এখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের পথ, আর ওদের এখানে পেয়ে আমিও খুশি। বাড়িটা আমার পক্ষে খুবই একান্ত। ওরা থাকা-খাওয়ার জন্য সামান্য টাকা দেয় আর সব ভালই চলেছে', হাসলেন মিস ব্ল্যাকলক। 'অল্পবয়সী কেউ থাকায় ভাল লাগে।'

'তাছাড়া একজন মিসেস হেমস আছেন শুনেছি?'

'হ্যাঁ। সে ডায়াস হলে সহকারী বাগান পরিচর্যাকারীর কাজ করে মিসেস লুকাসের বাড়িতে। ওদের কটেজে বৃদ্ধ মালী আর তার স্ত্রী থাকায় মিসেস লুকাস জানতে চেয়েছিলেন মিসেস হেমসকে এখানে ভাড়া নিয়ে রাখতে পারি কিনা। ও খুবই ভাল মেয়ে। ওর স্বামী ইটালীতে মারা যায়। ওর আট বছর বয়সের একটা ছেলে আছে স্কুলে পড়ে। তাকে ছুটিতে এখানে আসার কথাও বলেছি।'

'বাড়ির কাজের জন্য আর কেউ?'

'একজন মালী আসে মঙ্গলবার আর শুক্রবার। গ্রাম থেকে এক মিসেস হাগিন্স আসেন সপ্তাহে পাঁচদিন। এ ছাড়া একজন বিদেশীনী উদ্বাস্তু এখানে আছে যার নাম উচ্চারণ খুব কঠিন, সে রান্নায় সাহায্য করে। আমার মনে হয় মিৎসি খুবই অবাধ্য বলতে পারেন। ওর কিছুটা নির্যাতন বাতিক আছে।'

ক্র্যাডক সায় দিলেন। কনস্টেবল লেগের মন্তব্য তাঁর মনে ছিল। সে ডোরা বানার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল 'খ্যাপাটে', লেটিমিয়া ব্ল্যাকলক 'সঠিক' আর মিৎসি সম্পর্কে 'মিথ্যুক'।

তার মনে পড়েই যেন মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'বেচারি মিথ্যুক বলে একটা কিছু ওর সম্পর্কে ভেবে বসবেন না দয়া করে। আমি' সত্যিই বিশ্বাস করি ওর মিথ্যা কথার আবরণের আড়ালে কিছু সত্য ঢাকা থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই ওর অত্যাচারের কাহিনী ক্রমান্বয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ফলে কাগজে এ ধরনের যত কাহিনী ছাপা হয়েছে সবই ওর বা ওর আত্মীয়-স্বজনদের জীবনে ঘটেছে এমনই ওর কথা। আমার বিশ্বাস ওর জীবনে কোন আঘাত আছে, অন্ততঃ ওর কোন আত্মীয়কে মারা হয়েছিল। আমার ধারণা এই ধরনের বাস্তুচ্যুত মানুষরা মনে ভাবে তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনীর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সহানুভূতির আশ্বাস, আর তাই তারা এটা বাড়িয়ে বলতে চায়।'

একটু থামলেন মিস ব্ল্যাকলক।

তারপর আবার বললেন, 'খোলাখুলি বললে, মিৎসি সত্যিই পাগল করে দেয়ার মতই। সে আমাদের সকলকেই প্রায় হতাশ করে আর খেপিয়ে তোলে, ও সন্দেহপ্রবণ আর একটু গোমড়ামুখী, ওর সব সময়েই ধারণা আমরা ওকে অপমান করছি। তবে এসব সত্ত্বেও ওর জন্য আমার দুঃখ হয়,' বললেন তিনি। তারপর বললেন, 'তাহলেও ও মাঝে মাঝে রান্না ভালই করে।'

'ওকে যতটা না পারলে নয় তার বেশি বিক্ষুব্ধ হতে দেব না', সান্ত্বনার স্বরে বললেন ক্র্যাডক। 'আমাকে যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনিই মিস জুলিয়া সীমন্স ?'

'হ্যাঁ। তার সঙ্গে এখনই দেখা করবেন ? প্যাট্রিক একটু বাইরে গেছে। ফিলিপিয়া হেমসকে ডায়াস হলে কাজ করতে দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ, মিস ব্ল্যাকলক। মিস সীমন্সের সঙ্গে এখনই দেখা হলে ভাল হয়।'

ছয় । জুলিয়া, মিৎসি ও প্যাট্রিক

১

জুলিয়া যখন ঘরে ঢুকল আর লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের খালি চেয়ারে বসল তার মধ্যে বেশ কিছুটা শান্ত ভঙ্গী ছিল, ইন্সপেক্টর ক্র্যাডকের যেটা ভাল

লাগেনি। সে ক্র্যাডকের দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে তার প্রশ্ন করার অপেক্ষায় ছিল।

মিস ব্ল্যাকলক কৌশলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে।

'গতরাত্রির কথাটা দয়া করে বলুন, মিস সীমন্স।'

'গতরাতের কথা?' ভাবলেশহীন মুখে বলল জুলিয়া। 'ওহ্ আমরা বেদম ঘুমিয়েছি। প্রতিক্রিয়ার জন্যই হয়তো।'

'আমি সন্ধ্যা ছ'টার পর যা ঘটে তাই জানতে চাইছি।'

'ওহ্, বুঝলাম। একদল বিরক্তিকর মানুষ হাজির হয়েছিল—।'

'তারা কারা?'

জুলিয়া আবার সেই অদ্ভুত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাল।

'এসব ইতিমধ্যেই শোনেন নি?'

'আমি প্রশ্ন করছি, মিস সীমন্স', ক্র্যাডক মিষ্টি করে বললেন।

'আমারই ভুল। পুনরাবৃত্তি আমার বিরক্তিকর লাগে। আপনাদের অবশ্য লাগে না···যাই হোক, এখানে আসেন কর্নেল আর মিসেস ইষ্টারব্রুক, মিস হিনচক্লিফ আর মিস মারগাট্রয়েড। মিসেস সোয়েটেনহ্যাম আর এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম এবং মিসেস হারমন, ভাইকারের স্ত্রী। তারা এই ভাবেই পর পর এসেছিলেন। আর তারা কি বলেছিলেন যদি জানতে চান, তাহলে বলব তারা এই একই কথা পর পর বলেছিলেন 'আপনি সেণ্ট্রাল হিটিং চালু করেছেন' আর 'কি সুন্দর ক্রিসানথিমাম!'

ক্র্যাডক ঠোঁট কামড়ালেন। জুলিয়া চমৎকার নকল করেছে।

'একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মিসেস হারমন। তিনি সত্যিই ভাল। তিনি মাথার টুপি প্রায় ফেলে দিয়ে, জুতোর ফিতে খোলা অবস্থায় ঘরে ঢুকে সোজা প্রশ্ন করেন খুনটা কখন হবে। এতে অন্য সবাই একটু অস্বস্তিতে পরে যান, কারণ সবাই ভাব দেখাচ্ছিলেন হঠাৎই এসে পড়েছিলেন। লেটি পিসী তার স্বভাবসিদ্ধ শুষ্ক স্বরে বলেন যে কোন মুহূর্তেই হবে। আর তারপরেই ঘড়ি বেজে ওঠে আর শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই আলো নিভে যায়, দরজা উন্মুক্ত হয়ে একজন মুখোসধারী বলে ওঠে 'মাথার উপর হাত তুলুন সবাই' বা এই রকমই কিছু। একদম কোন বাজে ফিল্মের মত ব্যাপারটা। একদম হাস্যকর। তারপরেই সে দুবার গুলি ছুঁড়ল লেটি পিসীর দিকে আর ব্যাপারটা হাস্যকর রইল না।'

'ঘটনার সময় সকলে কোথায় ছিলেন?'

'যখন আলো নিভে যায়? সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিসেস হারমন সোফায় বসেছিলেন—হিনচ (মিসেস হিনচক্লিফ) পুরুষের মত চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

'আপনারা সকলে এ ঘরেই ছিলেন না দূরের ঘরটায়?'

'বেশির ভাগই এ ঘরে ছিলেন মনে হয়। প্যাট্রিক অন্য ঘরে শেরী আনতে গিয়েছিল। মনে হয় কর্ণেল ইস্টারব্রুকও ওর পিছনে যান, তবে ঠিক মনে পড়ছে না। আমরা সকলেই—যে যার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমার মনে হয় জানালার কাছে ছিলাম। লেটি পিসী সিগারেট আনতে যান।'

'খিলানের নিচে রাখা টেবিলের কাছে?'

'হ্যাঁ—আর তারপরেই আলো নিভে গেল আর ওই বিশ্রী ফিল্ম শুরু হয়।'

'লোকটার হাতে শক্তিশালী একটা টর্চ ছিল। সে সেটা দিয়ে কি করেছিল?'

'সে আমাদের সকলের উপর আলো ফেলে। দারুণ চোখ ধাঁধানো আলো। আমরা কিছুই দেখতে না পেয়ে চোখ পিটপিট করি।'

'আমার এবারের কথার একটু সতর্ক হয়ে জবাব দিন, মিস সীমন্স। সে আলোটা এক জায়গায় ফেলেছিল না ঘোরাতে চেয়েছিল?'

একটু ভাবল জুলিয়া। ওর ভাব অনেক স্বাভাবিক।

'সে ঘোরাতে চাইছিল আলোটা,' ও আস্তে আস্তে বলল। 'অনেকটা নৃত্যশালার আলোর মত। সেটা আমার চোখে সটান পড়েছিল। তারপরেই গুলির শব্দ। পর-পর দুবার।'

'তারপর?'

'লোকটা ঘুরে দাঁড়াল আর সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ শব্দ করে আর্তনাদ শুরু করল মিৎসি, টর্চটাও নিভে গেল আর আবার গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই দরজাটা বন্ধ হতে লাগল আস্তে আস্তে (অদ্ভুত একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ অশরীরী শব্দের মত ভয় জাগানো শব্দ), তারপর আমরা সবাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করব বুঝতে পারছিলাম না। বেচারি বানি খরগোসের মত চিৎকার করছিল আর মিৎসি হলঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছিল।'

'আপনার কি মনে হয় লোকটা ইচ্ছা করেই নিজেকে গুলি করে না সে পড়ে যাওয়ায় কোনভাবে আচমকা গুলি ছুটে যায়?'

'আমার কোনই ধারণা নেই। সবই কেমন যেন নাটুকে। আমি তখনও ভাবছিলাম সবই কোন তামাশা—তারপর যখন দেখলাম লেটি পিসীর কান বেয়ে রক্ত পড়ছে—। তাছাড়া আপনি রিভলবার ছুঁড়তে গেলে নিশ্চয়ই সাবধান হবেন আর কারও মাথার উপরেই ছুঁড়তে চাইবেন, নয় কি?'

'হ্যাঁ বাস্তবিকই তাই। আপনার কি মনে হয় কাকে সে গুলি করছিল সেটা তার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল? আমি বলতে চাই মিস ব্ল্যাকলককে কি টর্চের আলোয় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল?'

জুলিয়া কথাটা শুনে একটু চমকে উঠল।

'আপনি বলছেন ইচ্ছাকৃতভাবে সে লেটি পিসীকেই বেছে নিচ্ছিল? ওহ, না আমি তা ভাবিনা···তাছাড়া সে লেটি পিসীকেই গুলি করতে চাইলে ঢের সুযোগ ছিল। এজন্য সব বন্ধু আর পড়শীদের জমায়েত করার দরকার ছিল না, তাতে আরও ঝামেলা বাড়ত। সে আইবিশকায়দায় সপ্তাহের যে-কোন দিনই তাকে ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করে পালিয়ে যেতে পারত।'

একথা যে ডোরা বানার যা বলেছিলেন লেটিসিয়া ব্ল্যাকলককেই গুলি করতে চাওয়া হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত, ক্র্যাডক বুঝতে পারলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ধন্যবাদ, মিস সীমন্স। এবার গিয়ে মিৎসির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওর নখ এড়িয়ে চলবেন,' সাবধান করে দিল জুলিয়া। 'মিৎসি একেবারে তাতারদের মত!'

২

ক্র্যাডক ফ্লেচারের সঙ্গে রান্নাঘরে যেতেই মিৎসিকে সেখানেই পেলেন। সে প্যাস্ট্রি তৈরি করছিল, দুজনকে দেখে সে সন্দেহের চোখে তাকাল।

মিৎসির চোখের উপর ওর কালো চুলের ঢল নেমেছিল, মুখ গোমড়া, দেহের গোলাপী জাম্পার গাঢ় সবুজ স্কার্ট ওর দেহবর্ণের সঙ্গে পুরোপুরিই বেমানান।

'আমার রান্নাঘরে আপনার কি দরকার, মিঃ পুলিশম্যান? আপনি পুলিশ, তাই না? সব সময় আমার উপর নির্যাতন চালাতে চায় সবাই, কিন্তু কেন? কেন? সবাই বলত ইংল্যান্ডে এরকম হয় না, কিন্তু এখানেও সেই একই রকম। আপনারা আমার উপর অত্যাচার করতে এসেছেন। আমাকে দিয়ে অনেক কিছু বলাতে চান আপনারা, কিন্তু কিছুই

বলব না। আপনারা আমার নখ উপড়ে নেবেন, দেশলাই ধরিয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দেবেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও খারাপ কিছু করবেন। কিন্তু শুনুন, আমি একটাও কথা বলব না—আপনারা আমাকে কোন শ্রমশিবিরে পাঠালেও আমি গ্রাহ্য করি না।'

ক্র্যাডক চিন্তিতভাবে ওর দিকে তাকালেন, তিনি ভাবতে চাইছিলেন আক্রমণটা কোন্ দিকে হলে ঠিক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তাহলে, ঠিক আছে, তোমার কোট আর টুপি তুলে নাও।'

'কি বললেন?' মিৎসি চমকে গেল।

'তোমার কোট আর টুপি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। আমি নখ উপড়ে নেবার যন্ত্র আর অন্য সব কিছু সঙ্গে আনিনি। সেসব স্টেশনে আছে। হাত কড়া তৈরি রেখেছ, ফ্লেচার?'

'হ্যাঁ, স্যর!' ফ্লেচার তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিল।

'না···আমি কিছুতেই আসব না,' পিছিয়ে গেল মিৎসি চিৎকার করে।

'তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর ভদ্রভাবে দাও। যদি চাও তাহলে একজন উকিল রাখতে পার।'

'উকিল? উকিলদের আমি পছন্দ করি না। আমার উকিল চাই না।'

বেলুন চাকি সরিয়ে হাত ঝেড়ে ও বসে পড়ল।

'আপনি কি জানতে চান?' রাগত স্বরে প্রশ্ন করল মিৎসি।

'গত সন্ধ্যায় যা ঘটেছে তোমার কাছে সেটাই শুনতে চাই।'

'কি ঘটেছে আপনারা তা ভালই জানেন।'

'তবু তোমার কাছে শুনতে চাই।'

'আমি পালাতে চেয়েছিলাম। উনি সেকথা বলেছেন? কাগজে যখন ওই খুনের কথা দেখি, তখন। উনি আমায় যেতে দেন নি। বড় কড়া উনি—একটুও দয়ামায়া নেই। তিনি আমাকে থাকতে বাধ্য করেন। কিন্তু আমি জানতাম—জানতাম কি ঘটবে। আমি জানতাম আমি খুন হয়ে যাব।'

'কিন্তু তুমি খুন হওনি। হয়েছ কি?'

'না', গজগজ করে স্বীকার করল মিৎসি।

'বেশ, এবার কি হয়েছিল বল।'

'আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। সারা সন্ধ্যেতেই তাই। কত কি শুনতে পাচ্ছিলাম। লোকেরা চলাফেরা করছিল। একবার শুনলাম কেউ যেন চুপিচুপি হলঘরে ঘোরাঘুরি করছে—দেখলাম মিসেস হেমস পাশের

দরজা দিয়ে বেরোলেন। (উনি বলেন সামনের সিঁড়ি যাতে ময়লা না হয়, তাই—কত যেন দুশ্চিন্তা ওঁর!) ও একজন নাৎসী, ওই রকম পরিষ্কার চুল আর নীল চোখ, সব সময় হামবড়া ভাব, আমাকে এমনভাবে দেখেন যেন মনে হয়—।'

'মিসেস হেমসের কথা থাক।'

'নিজেকে উনি কি ভাবেন? আমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন? আমার মত অর্থনীতিতে ডিগ্রী আছে ওর। না, ও শুধু একটা মাইনে করা শ্রমিক। ও মাটি খোঁড়ে ঘাস ছাঁটে, আর শনিবারে মাইনে পায়। নিজেকে ও লেডি বলে কেমন করে?'

'মিসেস হেমসের কথা থাক, বাকি কথা বল।'

'আমি শেরী আর গ্লাসগুলো আর আমার বানানো সুন্দর প্যাস্ট্রি নিয়ে ড্রয়িং রুমে যাই। তারপর দরজার ঘণ্টা বাজলে আমি দরজা খুলে দিই। আবার ঘণ্টা বাজে, আবার আমি দরজা খুলি। এরকম অনেকবার। বিচ্ছিরি ব্যাপার তবু আমি করি। তারপর আমি রান্নাঘরে গিয়ে রুপোর বাসন সাফ করি। তখন আমি ভাবছিলাম কেউ আমাকে এখানে ঢুকে যদি খুন করতে আসে তাহলে হাতের কাছে ওই ধারালো ছুরিটা রেখে দেব।'

'তোমার চিন্তা বেশ ভাল দেখছি।'

'আর তারপরেই আমি গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি ভাবি, ওই এসে গেছে—সেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে। আমি ডাইনিং রুম দিয়ে ছুট লাগাই (অন্য দরজা যে খোলেনা)। আমি এক মিনিট দাঁড়িয়ে শুনতে চাই। তখনই আবার গুলির শব্দ আর ধপাস করে কিছু পড়ার আওয়াজ—হলঘরে। আমি দরজার হাতলটা ঘোরাই, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। ইঁদুর কলের মত আমি আটকে যাই। ভয়ে আমি পাগল হয়ে যাই। চিৎকার করতে করতে আমি দরজায় ধাক্কা মারি। শেষ পর্যন্ত—শেষ পর্যন্ত ওরা হাতল ঘুরিয়ে আমাকে বেরোতে দেয়। তারপর আমি মোমবাতি নিয়ে আসি—অনেকগুলো—আলো চলে গিয়েছিল—দেখলাম শুধু রক্ত আর রক্ত! আমার ছোট্ট ভাই—তাকে আমার চোখের সামনে মারতে দেখেছি—আমি রাস্তায় রক্ত দেখেছি—মানুষকে গুলি করেছে—তারা মরছে—আমি—।'

'ঠিক আছে', ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক বললেন। 'ধন্যবাদ, মিৎসি।'

'এবার আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যেতে পারেন', নাটকীয়

ভঙ্গীতে বলল মিৎসি।

'আজ নয়,' ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক উত্তর দিলেন।

৩

ক্র্যাডক আর ফ্লেচার হলঘর পেরিয়ে সদর দরজার কাছে আসতেই পাল্লা খুলে একজন সুদর্শন তরুণ প্রায় তাদের গায়ের উপরেই পড়তে চাইল।

'অবশ্যই গোয়েন্দা,' তরুণ বলে উঠল।

'মিঃ প্যাট্রিক সীমন্স ?'

'ঠিক, ইন্‌স্‌পেক্টর। আপনি ইন্‌স্‌পেক্টর আর অন্যজন সার্জেণ্ট, তাই না ?'

'ঠিক বলেছেন, মিঃ সীমন্স। দয়া করে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি ?'

'আমি নিরপরাধ, ইন্‌স্‌পেক্টর! শপথ করে বলছি, নিরপরাধ।'

'থামুন, বোকার মত কথা বলবেন না। আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সময় নষ্ট করাবেন না। এই ঘরটা কি কাজে ব্যবহার হয় ? এখানেই বসতে পারি ?'

'এটাকে বলা হয় পড়ার ঘর। যদিও কেউ পড়েনা।'

'আমি শুনেছি আপনি পড়াশোনা করেন ?' ক্র্যাডক বললেন।

'আমি যখন দেখলাম অঙ্কে মন বসল না তখন ফিরে এলাম।'

নিয়মমাফিক ভাবেই ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক তার নাম, বয়স, যুদ্ধের কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ জানতে চাইলেন।

এরপর তিনি বললেন, 'এবার বলুন, মিঃ সীমন্স, গত সন্ধ্যায় কি ঘটে।'

'দারুণ একজনকে আমরা এখানে রেখেছি, ইন্‌স্‌পেক্টর। আমাদের মিৎসি সে রুমাল প্যাস্ট্রি বানাতে ব্যস্ত ছিল, লেটি পিসী নতুন এক বোতল শেরী বের করছিলেন—।'

ক্র্যাডক বাধা দিলেন।

'নতুন বোতল ? তাহলে পুরানো একটা ছিল ?'

'হ্যাঁ। অর্ধেকটা ভর্তি। তবে লেটি পিসীর তা পছন্দ হয়নি।'

'তিনি একটু নার্ভাস ছিলেন তাহলে ?'

'ওহ, তা ঠিক নয়। তিনি খুবই বিচক্ষণ। ও হল বানির কাজ। আমার মনে হয় সেই ভয় জাগাতে চাইছিল—সারাদিন ধরে খালি বিভ্র

কথা বলে।'

'মিস বানার তাহলে কিছু আশঙ্কা করছিলেন?'

'নিশ্চয়ই, এটা করে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন তিনি।'

'তিনি বিজ্ঞাপনটা গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিলেন?'

'ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন।'

'মিস ব্ল্যাকলক বিজ্ঞাপনটা যখন প্রথম দেখেন তখন বোধ হয় তার 'ধারণা হয় এতে আপনার হাত থাকতে পারে? এর কারণ কি?'

'আহ্, ঠিকই, যা কিছু ঘটে সবাই আমাকেই দায়ী করে।'

'আপনার এ ঘটনায় কোন হাত ছিল কি, মিঃ সীমন্স?'

'আমার? কখনই না।'

'আপনি ওই রুডি সার্জের সঙ্গে কখনও কথা বলেছিলেন?'

'জীবনে তাকে কোনদিন দেখিনি।'

'এসব কথা কে আপনাকে বলেছে? কারণ বোধ হয় আমি একবার বানির সঙ্গে দারুণ মজা করেছিলাম—আর মিৎসিকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছিলাম গোয়েন্দারা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—।'

'ঠিক কি ঘটেছিল আপনার কথাতেই শোনা যাক এবার।'

'আমি যখন সবে ছোট ড্রয়িংরুমে ঢুকেছি পানীয় আনতে তখনই ফুসমন্তরে আলো নিভে গেল। আমি ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলাম একটা লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম, 'সবাই হাত তুলুন', প্রত্যেকেই চমকে উঠে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, তখনই আমি ভাবলাম লোকটাকে গিয়ে জাপটে ধরব কি না? সে তখনই একটা রিভলবার ছুঁড়তে শুরু করল, তারপরেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলে ওর টর্চ নিভে গেল আর আমরা আবার অন্ধকারে ডুবে গেলাম। কর্নেল ইণ্টারব্রুক তাঁর সেনা-ব্যারাকের গলায় হুকুম দিচ্ছিলেন—

আলো চাই আলো, লাইটার কতক্ষণ জ্বলবে?'

'আপনার কি মনে হয় লোকটা মিস ব্ল্যাকলককেই তাক করছিল?'

'আহ্, সে কথা কি করে বলব? আমার মনে হয় সে স্রেফ মজা করতেই ওটা ছুঁড়েছিল—আর তারপর দেখল বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।'

'আর সে তাই নিজেকে গুলি করে?'

'হতে পারে। আমি ওর মুখ যখন দেখলাম ওকে মনে হয়েছিল একদম ছিঁচকে চোর যে সহজেই নিজেকে গুলি করতে পারে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত ওকে কখনও দেখেননি ?'

'কোনদিনও না।'

'ধন্যবাদ, মিঃ সীমন্স। আমি গতরাতে যারা ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার নিতে চাই। পর-পর কিভাবে নেয়া সহজ হবে ?'

'মানে আমাদের ফিলিপিয়া—মিসেস হেমসকে দিয়ে শুরু করতে পারেন। ঠিক উল্টোদিকের দরজা। তিনি ডায়াস হলে কাজ করেন। এঁরপর সোয়েটেন-হ্যামরাই কাছাকাছি হবেন। যে কেউ বলে দেবে।'

সাত ॥ যারা হাজির ছিলেন

১

ডায়াস হলের উপরে যে যুদ্ধের সময় বেশ ঝড়-ঝাপটা গিয়েছিল সেটা বেশ স্পষ্ট। চারদিকে বড় বড় ঘাস দেখে বোঝার উপায় ছিলনা। একদিন সবুজের আস্তরণ ছিল এখানে। সারা জায়গাতেই নানা ধরনের আগাছা বংশ বিস্তার করেছিল।

রান্নাঘরের লাগোয়া ছোট্ট এক আগাছা ভরা বাগানে বিষাক্ত দৃষ্টি নিয়ে এক বৃদ্ধ কোদাল দিয়ে কাজ করছিল।

'আপনি মিসেস হেমসকে চাইছেন ? তিনি কোথায় জানিনা। নিজের ইচ্ছেতেই সে ঘোরাঘুরি করে, কাজ দূরের কথা। কোন পরামর্শের ধার ধারেন না। আমি তাকে শেখাতে পারতাম কিন্তু শুনছে কে ? আজকালকার মেয়েরা এই রকমই। তারা ভাবে সব জেনে গেছে। ব্রিচেস পড়ে তারা ট্র্যাক্টার চড়ে। এখানে দরকার সত্যিকার বাগান পরিচর্যা।'

'দেখে তাই মনে হয়,' ক্র্যাডক বললেন।

বৃদ্ধ ব্যাপারটা সমালোচনা বলেই ধরে নিল।

'দেখুন, মিস্টার, এরকম বিরাট বাগান আমি কি ভাবে সামলাতে পারি ভাবছেন ? তিনজন লোক আর একটা ছেলে এজন্য ছিল। আমি যা করি অনেকেই তা পারবে না শুনে রাখুন। কোন কোন দিন রাত আটটা পর্যন্ত খাটি—শুনে নিন রাত আটটা !'

'কি নিয়ে কাজ করেন। তেলের লন্ঠন ?'

'তাই তো। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যেবেলায় আর কি থাকবে ?'

'ওহ্, এবার মিসেস হেমসকে খংজে বের করতে হবে,' ক্র্যাডক বলে উঠলেন।

ব্দেধের একট্ আগ্রহ জন্মাল।

'তাকে খংজছেন কেন? আপনি প্লিশ, তাই না? লিটল প্যাডকসের সেই ঘটনায় ও ঝামেলায় পড়েছে? ম্খোসপরা একটা লোক একঘর ভর্তি লোককে ছিনতাই করে রিভলবার দিয়ে। য্দেধর আগে এসব ব্যাপার ঘটত না। দলছ্ট লোক ওরা। বেপরোয়া এই সব লোক গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারিয়া ওদের পাকড়াও করে না কেন?'

'তা আমি জানিনা,' ক্র্যাডক বললেন। 'এই ডাকাতির ব্যাপারটা সবাই বোধ হয় খ্ব আলোচনা করছে তাই না?'

'করছেই তো। কি সব যে হচ্ছে? নেড বার্কার ঠিক ওই কথাই বলছিল সেদিন। এত ছবি দেখার জন্যই এসব ঘটছে। কিন্তু টম রাইলে বলে এত বিদেশী থাকার জন্যই এসব ঘটছে। সে আরও বলেছে যে মেয়েটা মিস ব্ল্যাকলকের কাছে আছে তার মেজাজ খ্ব খারাপ—সে এর মধ্যে আছে। সে একজন কমিউনিস্ট বা তার চেয়েও খারাপ। বার-এ যে কাজ করে সেই মার্লিন বলে মিস ব্ল্যাকলকের বাড়িতে নিশ্চয়ই দামী সব জিনিস আছে। মিস ব্ল্যাকলক অবশ্য খ্বই সরল ভাবে থাকেন, তিনি শ্ধ্ নকল ম্ক্তোর মালা গলায় পড়েন। কিন্তু ও বলে ওই ম্ক্তো যদি আসল হয়? ফ্লোরি বলে এসব একেবারে বাজে কথা। ফ্লোরি হল ব্ড়ো বেলামির মেয়ে। মিস সীমন্সও গয়না পরেন। তবে আজকাল ভাল জিনিস দেখাই যায় না। বিয়েতেও সোনা কেউই আর দেয়না, প্ল্যাটিংহাম না কি যেন জিনিসে তৈরি আঙটিই সবাই পরে। বিচ্ছিরি আর কি দাম!'

ব্ড়ো অ্যাশ একট্ দম নিতে চাইল।

সে আবার বলে চলল, 'হাগিনস বলে মিস ব্ল্যাকলক বাড়িতে বেশি টাকা পয়সা মোটেও রাখেন না ও জানে। ওর বউ যে লিটল প্যাডকস-এ কাজ করে। সে সবই জানে। দার্ণ নাক গলানে সে।'

'মিসেস হাগিনস কি বলেন সে জানে?'

'যে মিৎসি এর সঙ্গে জড়িত? সে সেই রকমই ভাবে। বিচ্ছিরি রকম মেজাজ মেয়েটার, কি একখানা ভাবও দেখায়। সেদিন মিসেস হাগিনসকে ম্খের উপর কাজের মেয়ে মান্ষ বলে দিয়েছিল সে।'

ক্র্যাডক একট্ থেমে তার শ্ঙ্খলাবদ্ধ কাজের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ব্দ্ধ

মালীর বক্তব্যের সারাংশ আহরণের চেষ্টা করলেন। চিপিং লেগহর্ণের নানা গ্রামীণ মানুষের বিচিত্র মতামত শুনলেও এতে বিশেষ কোন লাভ হল বলে তার মনে হল না। তিনি বিদায় নেবার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াতে বৃদ্ধ অনিচ্ছুক ভাবেই তাকে ডাকল।

'তাকে হয়তো আপেলের ক্ষেতে পাবেন। আমার চেয়ে তার বয়স কম তাই আপেল পেড়ে নেয়া সহজ।'

ঠিকই তাই, ক্র্যাডক ফিলিপিয়া হেমসকে আপেল ক্ষেতেই দেখতে পেলেন। তার প্রথম চোখে পড়ল একজোড়া সুদর্শন ব্রিকেস পরিহিত পা কোন গাছ বেয়ে নেমে আসছে। ফিলিপিয়ার চুল অবিন্যস্ত, মুখে কিছুটা লাল আভা। সে একটু চমকিত হয়েই ক্র্যাডকের সামনে থমকে দাঁড়াল।

'রোজালিন্ডের ভূমিকায় চমৎকার মানাবে,' ক্র্যাডকের মনে কথাটা হঠাৎই খেলে গেল ফিলিপিয়াকে দেখে। ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক একজন শেকসপীয়ার ভক্ত আর পুলিশের অনাথ আশ্রমের জন্য 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এ জ্যাকমরের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

এক মুহূর্ত পরে ক্র্যাডক অবশ্য তার মত পরিবর্তন না করে পারলেন না। রোজালিন্ডের ভূমিকায় ফিলিপিয়া যেন বড় বেশি আড়ষ্ট। ওর উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও অনুভূতি শূন্যতা যেন বড় বেশি ইংরাজ-সুলভ, আর সেটা ষোড়শ শতকের না হয়ে যেন বিংশ শতকের মতই। শিক্ষিতা, আবেগবর্জিত কোন ইংরাজ নীচতার কোন লেশ নেই। 'সুপ্রভাত, মিসেস হেমস। আপনাকে চমকে দিয়ে থাকলে মার্জনা চাইছি। আমি মিডলশায়ার পুলিশের ডিটেকটিভ-ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক। আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'গতরাত্রের বিষয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বেশিক্ষণ লাগবে? তাহলে কি আমরা—?' চারদিকে একটু তাকাল ফিলিপিয়া।

ক্র্যাডক একটা শুষ্ক গাছের গুঁড়ি ইঙ্গিত করলেন।

'চলুন ওখানে বসা যাক। ভাববেন না, সাধারণ কথাবার্তাই বলব। আপনার কাজের জন্য দেরি হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

'এটা শুধু রেকর্ডের জন্য। গতরাতে কাজ সেরে কটায় ফিরেছিলেন?'

'প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। গ্রীনহাউসে জল দেয়ার জন্যই কুড়ি মিনিট পরে ফিরে আসি।'

'কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন আপনি ?'

'পাশের দরজা। হাঁস-মুরগীর খাঁচার পাশের রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম, এতে সদর নোঙরা হতে পারে না। মাঝে মাঝে জামা-কাপড় খুব অপরিষ্কার থাকে, তাই—।'

'বরাবর ওই ভাবেই ঢোকেন ?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা খোলাই ছিল ?'

'হ্যাঁ। গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ খোলা থাকে। বছরের এই সময় খোলা থাকলেও তালা থাকেনা। অনেকবার আমাদের যাওয়া আসা করতে হয়। ভিতরে ঢোকার পর আমিই তালা লাগাই।'

'সব সময় এটা আপনিই করেন ?'

'গত এক সপ্তাহ করছি। নিশ্চয়ই জানেন ছটায় সন্ধ্যা হয়। মিস ব্ল্যাকলক হাঁসগুলোকে আর মুরগীদের সন্ধ্যার সময় খাঁচায় রাখতে যান, তবে প্রায়ই তিনি রান্নাঘরের দরজা ব্যবহার করেন।'

'আপনার ঠিক মনে আছে দরজায় তালা লাগিয়েছিলেন ?'

'আমার ঠিক মনে আছে।'

'ঠিক আছে। এরপর কি করেছিলেন ?'

'কাদা মাখা জুতো খুলে উপরে গিয়ে স্নান করি আর পোশাক বদলাই। তারপর নিচে এসে দেখি একটা পার্টির মত কিছু হচ্ছে। ওই মজার বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছুই তখন জানতাম না। সেটা পরে জানি।'

'এ বার দয়া করে ভেবে বলুন ওই ডাকাতির ব্যাপারে কি হয়।'

'মানে, প্রথমেই হঠাৎ আলো নিভে গেল—।'

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?'

'ম্যান্টলপীসের কাছে। আমি আমার লাইটার খুঁজছিলাম, কারণ আমার মনে ছিল সেটা ওখানেই রেখেছিলাম। আলোটা নিভে যেতেই সবাই চাপা-স্বরে হাসছিল। তারপরেই দরজা হাঁ করে খুলে গেল আর ওই লোকটা আমাদের উপর টর্চ ফেলে একটা রিভলবার তুলে সকলকে হাত তুলতে বলল।'

'আপনারা সবাই তাই করলেন ?'

'মানে—আমি ঠিক তা করিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে তখনই রিভলবার গর্জে

উঠল। গুলির শব্দে প্রায় কানে তালা লেগে যায়। আমি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। টর্চের আলো একবার ঘুরে যাওয়ার পর সেটা নিভে গেল আর মিৎসি ভয়ানক ভাবে আর্তনাদ করতে শুরু করে। ঠিক যেন একটা শুয়োরের ছানাকে মারা হচ্ছিল।'

'টর্চের আলো কি বেশি রকম জোরালো ছিল?'

'না, ঠিক ততটা নয়। যদিও খুবই উজ্জ্বল ছিল। আলোটা খানিকক্ষণ মিস ব্ল্যাকলকের উপরে পড়ে থাকার সময় তাকে ঠিক একটা অশরীরীর মত লাগছিল—সব সাদা, মুখ প্রায় হাঁ হয়ে যাওয়া, আর দুচোখ যেন ঠিকরে আসছে।'

'লোকটা টর্চ ঘোরাচ্ছিল?'

'ওহ্ হ্যাঁ। সারাঘরেই সে আলো ফেলেছিল।'

'সে যেন কাউকে খুঁজতে চাইছিল?'

'বিশেষ কাউকে নয় বলেই মনে হয়।'

'তারপর কি হয়, মিসেস হেমস?'

ফিলিপিয়া হেমস ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে চাইল।

'ওহ্, সারাঘরে কেমন একটা গোলমাল জেগে উঠছিল। এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম আর প্যাট্রিক সীমন্স তাদের লাইটার জ্বালিয়েছিল, ওরা হলঘরের দিকে যেতে আমরাও পিছনে যাই। কে যেন ডাইনিং রুমের দরজা খুলে দেয়—ওখানকার আলো ফিউজ হয়নি আর এডমণ্ড মিৎসির গালে বেশ সপাটে চড় মারতে ওর চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়, এরপর অবস্থা খানিকটা শান্ত হয়।'

'মৃত লোকটার দেহ আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে আপনার চেনা কেউ? তাকে আগে কখনও দেখেছিলেন?'

'কোনদিন নয়।'

'আপনার কোন ধারণা আছে ওর মৃত্যু দুর্ঘটনা থেকেই হয় বা সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই নিজেকে গুলি করে?'

'আমার কোন ধারণাই নেই।'

'সে আগে যখন এ বাড়িতে আসে আপনি তাকে দেখেছিলেন?'

'না। শুনেছি সে সকালের মাঝামাঝি এসেছিল। তখন আমি বাড়িতে থাকিনা।'

'ধন্যবাদ, মিসেস হেমস। আর একটা কথা। আপনার কোন দামী অলঙ্কার আছে? আঙটি, ব্রেসলেট বা এই রকম কিছু?'

ফিলিপিয়া মাথা ঝাঁকাল।

'আমার বাগদানের আঙটি আর কয়েকটা ব্রুচ মাত্র।'

'আর আপনার যতদূর জানা আছে এ বাড়িতে দামী কিছু নেই?'

'না। তবে দামী কিছু রূপোর জিনিস আছে।'

'ধন্যবাদ, মিসেস হেমস।'

২

ক্র্যাডক রান্নাঘরের বাগানের পথ ধরে আসার মুখে প্রায় সামনাসামনি পড়ে গেলেন বিরাট লালমুখো এক মহিলার। মহিলার আঁটোসাঁটো কাঁচুলি চোখে পড়ার মতই।

'সুপ্রভাত,' মহিলা উদ্ধত ভঙ্গীতে বললেন। 'এখানে কি চাই আপনার?'

'মিসেস লুকাস? আমি ডিটেকটিভ-ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক।'

'ওহ, মাপ করবেন, চিনতে পারিনি। আমার বাগানে অচেনা কেউ ঢুকে আমার কাজ বাড়িয়ে দিক চাইনা। তবে বেশ বুঝতে পারছি আপনাকে তো আপনার কর্তব্য করতে হবে।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? মানে এখানে কি আবার কখনও মিস ব্ল্যাকলকের বাড়ির মত ঘটনা ঘটবে? এটা কোন ডাকাতদলের কাজ?'

'আমরা নিশ্চিত, মিসেস লুকাস, যে এটা কোন ডাকাতদলের কাজ নয়।'

'আজকাল ডাকাতির সংখ্যা বড় বেড়ে গেছে। পুলিশ গা ঢিলে দিয়েছে।' ক্র্যাডক এর কোন উত্তর দিলেন না। 'আমার মনে হয় আপনি ফিলিপিয়া হেমসের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাই না?'

'একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা হিসেবে তার কথা শুনছিলাম।'

'আপনি একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না? আমার সময় নষ্ট না করে ওর সময় নিলেই বোধ হয় ভাল কাজ হত…।'

'আমাকে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি।'

'আজকাল কেউ আর বিবেচনা করতে চায় না। সারাদিন ঠিক মত কেউ কাজও করে না। দেরি করে কাজে আসা, একঘণ্টা বাজে কাজে নষ্ট করা, দশটার সময় বিনাকারণে বিশ্রাম নেয়া। বৃষ্টি নামলেই কাজ বন্ধ করা, এসব

আজকালকার রোগ। ঘাস কাটার যন্ত্রচালাতে গেলেই নানা ত্রুটি বের করাও আর এক রোগ। আর ছুটির পাঁচ কি দশ মিনিট আগে চলে যাওয়া তো আছেই—।'

'আমি যতদূর মিসেস হেমসের কাছ থেকে জেনেছি তিনি গতকাল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে এখান থেকে চলে যান ; পাঁচটাতে নয়।'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছিলেন। যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতে হবে বৈ কি। মিসেস হেমসের কাজে খুব মন আছে তবে মাঝে মাঝে তাকে কোথাও খুঁজে পাই না। ও খুবই ভদ্র, যুদ্ধের এই সব তরুণী বিধবাদের জন্য কারও কিছু করাও তো দরকার। স্কুলের লম্বা ছুটির সময় এমন অনেক থাকার ব্যবস্থা আছে যেখানে বাচ্চারা বেশ ভালই থাকে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি না করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাদের বাবা-মার কাছে না আসাই ভাল।'

'কিন্তু মিসেস কথাটায় কান দেননি ?'

'বড় একগুঁয়ে মেয়ে। আমার সুবিধা কেউই দেখতে চায় না।'

'আমার মনে হয় মিসেস হেমস যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম টাকা নেন ?'

'স্বাভাবিক। এছাড়া তার পক্ষে আর কি সম্ভব ?'

'কিছুই না,' ক্র্যাডক বললেন। 'ধন্যবাদ মিসেস লুকাস।'

৩

'সাংঘাতিক ব্যাপারটা,' বেশ খুশি হয়েই বললেন মিসেস সোয়েটেনহ্যাম। 'বেশ সাংঘাতিক, আর আমার মত হল কোন বিজ্ঞাপন নেবার আগে গেজেটে ওদের সেটা ভাল করে দেখে নেয়া উচিত। প্রথম যখন ওটা পড়ি খুব অদ্ভুত লেগেছিল। কথাটা বলেও ছিলাম, তাই না এডমণ্ড ?'

'আলো নিভে যাওয়ার সময় কি করছিলেন আপনার মনে আছে, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম ?' ইন্‌স্‌পেক্টর প্রশ্ন করলেন।

'কথাটা শুনে আমার বুড়ি ঠাকুমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। 'আলো নিভে গেলে মোজেস কোথায় ছিল ?' উত্তরটা খুবই সহজ। 'অন্ধকারে,' গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের অবস্থাও তাই ছিল। সবাই দাঁড়িয়ে শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম তারপর কি হবে। তারপর কি উত্তেজনা যখন পিচের মত কালো অন্ধকার নেমে এল। তারপর দরজা খুলে গেল আর অস্পষ্ট ছায়ার মত একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে রিভলবার তুলে টর্চের আলো ফেলে ভয়ানক

স্বরে বলল, 'টাকাকড়ি দিন না হয় মরণ!' 'ওহ্ জীবনে এত উপভোগ করিনি। কিন্তু এক মিনিট পরেই যা হল তা মারাত্মক। সত্যিকার গুলি আমাদের কানের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে গেল। ঠিক যুদ্ধে কমাণ্ডোদের যেমন হয়।'

'তখন আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন না বসে?'

'দাঁড়ান, ভেবে নিই, কোথায় ছিলাম যেন? কার সঙ্গে কথা বলছিলাম, এডমণ্ড?'

'আমার একটুও ধারণা নেই, মা।'

'বোধ হয় মিস হেনচক্লিফকে শীতের সময় মুরগীদের কডলিভার অয়েল খাওয়াতে বলছিলাম। নাকি মিসেস হারসন? না—না সে সবেমাত্র এসে-ছিল। মনে পড়ছে, আমি কর্নেল ইস্টারব্রুককে বলছিলাম ইংল্যাণ্ডে কোন পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র বসানো খুব বিপজ্জনক। এটা কোন ফাঁকা জায়গাতেই হওয়া দরকার যাতে তেজস্ক্রিয়তা না ছড়ায়।'

'আপনি দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন মনে নেই?'

'তাতে কিছু এসে যায়, ইনসপেক্টর? আমি জানালার কাছে কোথাও ছিলাম বা ম্যান্টলপিসের সামনে, তবে ঘড়ির বেশ কাছেই ছিলাম ওটা যখন বাজল। কি অদ্ভুত উত্তেজনার মুহূর্ত তখন। কিছু ঘটবে কিনা তারই শুধু অপেক্ষা!'

'আপনি বলেছেন টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। টর্চের আলো কি সটান আপনার উপর পড়েছিল?'

'ঠিক আমার চোখে। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

'লোকটা কি আলো স্থির হয়ে ভাব রাখে, না ঘোরাতে শুরু করেছিল?'

'আস্তে আস্তে আলোটা সকলের উপর ঘুরে যাচ্ছিল যেন আমরা কে কি করছি দেখার জন্য, যাতে তার উপর কেউ ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারি।'

'ঘরের ঠিক কোথায় আপনি ছিলেন, মিঃ সোয়েটেনহ্যাম?'

'আমি জুলিয়া সীমন্সের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমরা দুজনেই লম্বা ঘরখানার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'সকলেই ওই ঘরে ছিলেন না কি দূরের ঘরটায় কেউ ছিল?'

'ফিলিপিয়া হেমস সেখানে গিয়েছিল মনে হয়। দূরের ম্যান্টলপিসের কাছেই সে যায়। বোধ হয় কিছু খুঁজছিল সে।'

'আপনার কোন ধারণা আছে তৃতীয় গুলিটা কি আত্মহত্যার বা কোন

দুর্ঘটনা ?'

'আমার কোন ধারণা নেই। লোকটা হঠাৎ পাক খেয়ে পড়ে যায়—তবে সবই গোলমেলে লেগেছিল। নিশ্চয়ই বুঝবেন কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারপর ওই উদ্বাস্তু মেয়েটা চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছিল।'

'যতটা শুনলাম আপনিই ডাইনিং রুমের দরজা খুলে তাকে বের করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'দরজাটা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে বন্ধ ছিল ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি—আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে—।'

'আমার ধারণাগুলো একটু স্পষ্ট করতে চাইছি মাত্র। ধন্যবাদ, মিঃ সোয়েটেনহ্যাম।

৪

ইন্সপেক্টর ক্র্যাডককে বাধ্য হয়েই অনেকটা সময় কাটাতে হল কর্নেল আর মিসেস ইষ্টারব্রুকের সঙ্গে। তাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকের বিষয় শুনতে হল।

'এক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র পথ আজকের দিনে', কর্নেল তাকে বললেন। 'প্রথমেই আপনার অপরাধীকে বুঝতে হবে। আমার মত অভিজ্ঞতায় এ ব্যাপারটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। ওই লোকটা ওরকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কেন। মনস্তত্ত্বই এর মূল। সে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছিল। স্পা হোটেলে বিদেশী বলে সে হয়তো অন্য কর্মচারিদের কাছে ঘৃণিত ছিল। হয়তো কোন মেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে তারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। আজকাল সিনেমায় সকলের প্রিয় পাত্র কে ? গ্যাংস্টার—খুব গাঁট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ কেউ ? সে নিশ্চয়ই তাই হবে। হিংসার সঙ্গে ডাকাতি। মুখোস ? আর রিভলবার ? তার এর সঙ্গে দরকার ছিল কিছু দর্শক—দর্শক জুটেও যায়। তারপর ব্রাহ্মমুহূর্তে সে সত্তা হারিয়ে ফেলে—সে সাধারণ চোরের চেয়েও আর কিছু—সে একজন খুনী। সে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে থাকে—।'

'আপনি বলছেন, 'এলোপাথারি', কর্নেল ইষ্টারব্রুক। আপনি ভাবেন সে বিশেষ কাউকে—মিসেস ব্ল্যাকলককে গুলি করতে চায়নি ?'

'না, না। সে নিছক এলোমেলো গুলি ছোড়ে। আর তাতেই সে

অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। কারও গায়ে গুলি লেগেছে—যদিও সামান্য ছড়ে গেছে। তবে সে তা জানত না। একটা ধাক্কা খেয়ে সে আত্মস্থ হয়। কল্পনায় ও যা ভেবেছিল তাই সত্যি হয়ে উঠেছে। সে কাউকে গুলি করেছে—হয়তো মেরেও ফেলেছে…ওর সবই শেষ। তাই নিদারুণ আতঙ্কে সে রিভলবার নিজের দিকেই ঘুরিয়ে নেয়।'

কর্নেল ইষ্টারব্রুক একটু থেমে গলা সাফ করে নিলেন তারপর আবার খুশির স্বরে বললেন, 'সব জলের মত পরিষ্কার।'

'সত্যিই চমৎকার', মিসেস ইষ্টারব্রুক সপ্রশংসভঙ্গীতে বললেন, 'তুমি সব কিছু যেন চোখের সামনে ঠিকঠিক দেখেছিলে, আর্চি'।'

চমৎকার সেটা ক্র্যাডকও বুঝেছিলেন তবে তেমন মুখ খুললেন না।

'আপনি ঘরে ঠিক কোন জায়গায় ছিলেন, কর্নেল ইষ্টারব্রুক, যখন গুলি চলেছিল ?'

'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। টেবিলের উপর কিছু ফুল ছিল।'

'আমি তোমার হাত চেপে ধরি, তাই না, আর্চি, ঘটনাটা যখন ঘটল ? আমি ভয়ে প্রায় মরে যাচ্ছিলাম।'

'আমার ছোট্ট পুষি', সস্নেহকণ্ঠে বললেন কর্নেল।

৫

ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক মিস হিনচক্লিফকে একটা শুয়োরের খোঁয়াড়ে খুঁজে পেলেন।

'ভারি সুন্দর জীব এই শুয়োর', একটা শুয়োরের পিঠ ঘসতে ঘসতে বললেন মিস হিনচক্লিফ। 'কেমন বেড়ে উঠছে দেখুন। বড়দিনের সময় দারুণ মাংস পাওয়া যাবে। যাই হোক, আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন কেন ? আমি তো আপনাদের লোককে গতকালই বলেছি লোকটাকে আমি একদম চিনি না। এখানে কোন দিন তাকে ঘুরঘুর করতেও দেখিনি। আমাদের মিসেস মপ বলেছেন সে নাকি মেডেনহ্যাম ওয়েলসে কোন হোটেলে কাজ করত। ইচ্ছে হয়ে থাকলে সেখানেই ছিনতাই করতে পারত সে, মালকড়িও ভাল জুটত।'

কথাটা অস্বীকার করা যায় না ভাবলেন ক্র্যাডক তারপর তার তদন্ত শুরু করলেন।

'ঘটনা যখন ঘটে তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'ঘটনা ! এ. আর. পি.'র আমলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু তখন ঘটতে দেখেছি বলতে পারি। গুলি করার সময় কোথায় ছিলাম এটাই জানতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'ম্যাণ্টলপিসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ডাকছিলাম কেউ যদি পান করার মত কিছু দেয়', মিস হিনচক্লিফ উত্তর দিলেন।

'আপনার কি ধারণা গুলি এলোপথাড়ি চলেছিল না বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল ?'

'তার মানে বলতে চান লেটি ব্ল্যাকলককে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ? সে কথা আমি জানব কি ভাবে ? কার মনে কি ছিল ঘটনার পর তা কারও জানার কথা নয়। আমি যা জানি তাহল হঠাৎ সব আলো নিভে যায় আর একটা টর্চের আলো আমাদের উপর ঘুরে যায় আর তারপরেই শোনা যায় গুলির শব্দ। আমি মনে মনে বলি 'ওই হতভাগা মূর্খ প্যাট্রিক সীমন্স যদি গুলি ভরা রিভলবার নিয়ে এই রকম তামাশা করে তাহলে কেউ নির্ঘাত' আহত হবে।'

'আপনি ভেবেছিলেন ওটা প্যাট্রিক সীমন্সের কাজ ?'

'মানে, এরকম সম্ভাবনা ছিল। এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম একটু ভাবুক আর সে বই লেখে, এ ধরনের ঘোড়া রোগ তার হবে না, আর বুড়ো কর্নেল ইস্টারব্রুক এরকম ব্যাপারকে মজার ব্যাপার কখনই ভাববেন না। কিন্তু প্যাট্রিক একটু দুরন্ত গোছের। তবুও ওর এই মতলবের জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'আপনার বন্ধুও কি ভেবেছিলেন এটা প্যাট্রিক সীমন্সের কাজ ?'

'মারগাটরয়েড ? আপনি বরং তারই সঙ্গে কথা বলুন। তবে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝবেন মনে হয় না তার কাছ থেকে। সে ফলের বাগানে আছে। যদি বলেন চিৎকার করে তাকে ডাকতে পারি।'

মিস হিনচক্লিফ প্রায় নাকি সুরে চিৎকার করে হাঁক ছাড়লেন।

'হাই···মারগাট রয়েড···।'

'আসছি···', দূর থেকে উত্তর ভেসে এল।

একটু হাঁফাতে হাঁফাতেই আস্তে আস্তে এসে পৌঁছলেন মিস মারগাটরয়েড। তার স্কার্টের ঝুল নেমেছে হাঁটু পর্যন্ত, মাথার চুল কিছুটা অবিন্যস্ত। সুগোল, ভাঙ্গ মানুষী মুখে হাসির ঝিলিক।

'আপনি স্কটল্যান্ড থেকে আসছেন ?' শ্বাস টানলেন মিস মারগাটরয়েড।
'আমার কোন ধারণা নেই, না হলে বাড়ি ছেড়ে যেতাম না।'

'আমরা এখনও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ডাকিনি, মিস মারগাটরয়েড। আমি মিলচেষ্টারের ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক।'

'খুব ভাল', মিস মারগাটরয়েড বললেন। 'কোন সূত্র পেলেন ?'

'ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে উনি সেকথাই জানতে চান, মারগাটরয়েড ?' মিস হিনচক্লিফ ক্র্যাডকের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

'ওঃ তাই নাকি !' শ্বাস টানলেন মিস মারগাটরয়েড। 'ঠিক, আমার তৈরি থাকা উচিত ছিল। অ্যালিবাই নিশ্চয়ই। দাঁড়ান দেখি—ওহ হ্যাঁ, আমি সকলের সঙ্গেই ছিলাম।'

'তুমি আমার কাছে ছিলে না', মিস হিনচক্লিফ বললেন।

'ওহ, প্রিয় হিনচ, ছিলাম না বুঝি ? না, না, আমি ক্রিসানথিমামগুলো দেখে তারিফ করছিলাম। যদিও তেমন ভাল জাতের নয়। আর তারপরেই ব্যাপারটা ঘটল—আমি জানতাম না ঘটেছে—মানে ওই ধরনের ভয়ংকর কিছু—সবাই অন্ধকারে হাঁকপাক করছিল আর সেই ভয়ানক আর্তনাদ। সব কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছিলাম ওকে কেউ খুন করছে—সেই উদ্বাস্তু মেয়েটাকে। মনে হচ্ছিল হলঘরের কোথাও কেউ তার গলা কেটে দিচ্ছে। এযে ওই লোকটা তা জানতাম না—লোকটা যে এসেছে সেটাই আমার জানা ছিল না। শুধু একটা গলার স্বর শুনি 'মাথার উপর হাত তুলুন, দয়া করে।'

'হাত তুলুন !' মিস হিনচক্লিফ বলে উঠলেন। কোন 'দয়া করে' কথাটা ছিল না।'

'ব্যাপারটা এমনই সাংঘাতিক ছিল যে ওই মেয়েটা চিৎকার করার আগে বেশ উপভোগ করছিলাম। একমাত্র অন্ধকারের জন্যই অদ্ভুত লাগছিল আর আমার পায়ের কড়ায় বেশ জোরে লেগেছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণাও হচ্ছিল। আর কিছু জানার আছে, ইন্সপেক্টর ?'

'না', তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস মারগাটরয়েডকে লক্ষ্য করে উত্তর দিলেন ক্র্যাডক। 'আর কিছু আছে মনে হয় না।'

'উনি তোমার কথা টেপে তুলে নিয়েছেন', হেসে উঠলেন মিস হিনচক্লিফ, 'বুঝেছ মারগাটরয়েড ?'

'আমি যা যা জানি সবই বলতে তৈরি, হিনচ', মারগাটরয়েড বললেন।

'তিনি তা চাইবেন না,' মিস হিনচক্লিফ বললেন।

তিনি ক্র্যাডকের দিকে তাকালেন। 'আপনি যদি ভৌগোলিক দিক থেকে কাজ করতে চান তাহলে—ভিকারেনেই যাওয়া দরকার এবার। সেখানে কিছু পেলেও পেতে পারেন। মিস হারমনকে হাবাগবা মনে হলেও আমার ধারণা ওর মাথায় পদার্থ আছে।'

দুই বান্ধবী ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক আর সার্জেণ্ট ফ্লেচারকে এগিয়ে যেতে দেখার পর প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে অ্যামি মারগাটরয়েড বললেন, 'ওহ হিনচ, আমি কি বিশ্রী রকম কিছু করেছি? মাঝে মাঝে এমন হয়ে যায়।'

'মোটেই না', মিস হিনচক্লিফ হাসলেন। 'মোটামুটি ভালই করেছ।'

৬

ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক বেশ খুশি মনেই বিশাল মলিন ঘরটা তাকিয়ে দেখলেন। ঘরখানা তার মনে তার নিজের কামবারল্যাণ্ডের বাড়ির স্মৃতি জাগাতে চাইছিল। রঙ জ্বলে যাওয়া পরদা, বিরাট মলিনতা মাখানো চেয়ার, চারপাশে ছড়িয়ে রাখা বই, একটা ঝুড়ির মধ্যে থাকা স্প্যানিয়েল। মিস হারমনের এলোমেলো চুল, একটু অবিন্যস্তভাব আর আগ্রহ জাগানো মুখাবয়বে যেন সহানুভূতির স্পর্শই টের পেলেন ক্র্যাডক।

তবে মিসেস হারমন আগেই বলে উঠলেন, 'আপনাকে আমি কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারব না কারণ আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম। চোখ ধাঁধিয়ে গেলে আমার ভাল লাগে না। তারপর যখন গুলি ছুটল আর জোরে চোখ বন্ধ করে রাখলাম। ওহ, খুনটা আরও নিঃশব্দে হলেই ভাল হত মনে হয়। দুমদাম শব্দ আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে আপনি কিছুই দেখেন নি?' ইন্সপেক্টর তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তবে নিশ্চয়ই কানে শুনেছিলেন—?'

'ওহ, ভগবান, হ্যাঁ শোনার মত ঢের কিছু ছিল। দরজা খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল, লোকেরা আবোল-তাবোল বকছিল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল আর মিৎসি রেলের ইঞ্জিনের মত আর্তনাদ করছিল আর বেচারি বানি চিৎকার করছিল ফাঁদে পড়া খরগোসের মত। এরই সঙ্গে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ধাক্কাধাক্কি। তারপর যখন আর দুমদাম শব্দ শোনা গেল না তখনই আমি চোখ খুলেছিলাম। সকলেই মোমবাতি নিয়ে হলঘরে হাজির হয়। তারপরে আলো জ্বলে উঠতে সব আগের মত হয়ে গেল—আগের মতই তা বলছি না,

আমরা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠি, আর অন্ধকারের জীব হয়ে থাকি না। অন্ধকারে থাকা মানুষ কেমন আলাদা, তাই না ?'

'আমার মনে হয় আপনি যা বলতে চান বুঝেছি, মিসেস হারমন।'

মিসেস হারমন তাকিয়ে হাসলেন।

'আর তখনই তাকে দেখতে পেলাম,' মিসেস হারমন বললেন এবার। 'একজন বেজীর মত দেখতে বিদেশী—কেমন যেন গোলাপী আর অবাক হওয়া চেহারা- সে মরে পড়েছিল ওখানে, পাশেই তার একটা রিভলবার। এমন কাণ্ডের যেন কোন মানেই হয় না—।'

ইন্সপেক্টরের কাছেও এর কোন মানে ছিল না।

সমস্ত ঘটনা তাকে দুশ্চিন্তাতেই ফেলে দিয়েছিল।

আট। মিস মারপলের প্রবেশ

১

ক্র্যাডক তার গৃহীত সাক্ষাৎকারের বিবরণ চিফ কনস্টেবলের সামনে পেশ করলেন। শেষোক্ত জন সবেমাত্র সুইশ পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তারের বিবরণ পড়া শেষ করেছিলেন।

'তাহলে ওর একটা পুলিশ রেকর্ড ছিল', রাইডেসডেল বললেন। 'হুম, যা ভাবা গেছে তাই।'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'অলঙ্কার···হুম,······জাল বিবরণ······হ্যাঁ···চেক···প্রকৃতই এক অসৎ ব্যক্তি।'

'হ্যাঁ—স্যর—একটু ছোট আকারে।'

'তা ঠিক। তবে ছোট ব্যাপারই ক্রমে বড় হয়ে ওঠে।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, স্যর।'

'ভাবনায় পড়েছ মনে হচ্ছে, ক্র্যাডক ?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'কেন ? এটা তো খুবই স্পষ্ট একটা ঘটনা। না কি তা নয় ? যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছ তারা কে কি বলেছে একবার দেখা যাক।'

তিনি রিপোর্টটা নিয়ে দ্রুত পড়ে চললেন।

'সেই অতি সাধারণ ব্যাপার—অসংখ্য অসংলগ্নতা আর পরস্পর

বিরোধিতা। অল্প সময়ের জন্য চাপে থাকা বিভিন্ন মানুষের বর্ণনা কখনই এক হয় না। তবে আসল ছবি পরিষ্কার বলেই মনে হয়।'

'জানি, স্যর—তবে ছবিটা অসন্তোষজনক। কি বলতে চাই নিশ্চয়ই বুঝেছেন—এটা ভুল ছবি।'

'বেশ, ঘটনাটা পর্যালোচনা করা যাক। রুডি সার্জ ৫-২০তে বাসে উঠে রেডেনহ্যাম থেকে চিপিং লেগহর্ণ রওয়ানা হয়ে সেখানে ছ'টার সময় পৌঁছয়। এর সাক্ষ্য মিলেছে কণ্ডাক্টর আর দুজন যাত্রীর কাছ থেকে। বাসস্টপ থেকে সে হেঁটে লিটল প্যাডকস-এর দিকে চলতে থাকে। বাড়িটায় সে কোন বাধা না পেয়ে প্রবেশও করে—সম্ভবতঃ সদর দরজা দিয়ে। সে সকলকে রিভলবার দেখিয়ে থামায়, দুটো গুলি ছোঁড়ে, তার একটায় মিস ব্ল্যাকলক সামান্য আহত হন, তারপর তৃতীয় একটা গুলিতে আত্মহত্যা করে, সেটা হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত বা ইচ্ছাকৃত তার যথেষ্ট কোন প্রমাণ নেই। সে এসব কেন করে তার যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা নেই তা স্বীকার করি। তবে কেন এ প্রশ্নের জবাব কেউ আমাদের কাছে চায়নি। করোনারের জুরীরা সম্ভবতঃ একে আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুই বলবে। যে রায়ই দেয়া হোক আমাদের পক্ষে তা সমান। আমরা এখানেই ইতি বলতে পারি।'

'আপনি বলছেন আমরা কর্নেল ইষ্টারব্রুকের মনস্তত্ত্বের মতটাই মেনে নেব?' ক্র্যাডক বললেন হতাশার ভঙ্গীতে।

রাইডেসডেল হাসলেন।

'আমাদের কর্নেলের যাই হোক অভিজ্ঞতা তো কম নেই,' তিনি বললেন। 'আজকাল সব কিছুতেই যে মনস্তাত্ত্বিক ধোঁকাবাজি ঢোকানো হয় এতে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি—তবে আমরা এটা এড়িয়ে যেতেও পারি না।'

'আমার তবু মনে হয়, স্যর, পুরো ছবিটাই ভুল।'

'তুমি বলতে চাও চিপিং ক্লেগহর্ণের ওই কাঠামোয় যারা ছিল তাদের কেউ তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে?'

ক্র্যাডক ইতস্ততঃ করলেন।

'আমার ধারণা ওই বিদেশী মেয়েটা যা জানিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু জানে। তবে একথা বললে আমি ওর প্রতিকূল বলে ধরে নেয়া হবে।'

'তুমি ভাবছ সে হয়তো লোকটার সঙ্গে এ কাজে জড়িত ছিল? সে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়? এ কাজে তাকে সহায়তাও করে?'

'এই রকমই কিছু। ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আবার তা যদি

হয় তাহলে বাড়িতে মূল্যবান অলঙ্কার জাতীয় কিছু থাকতেই হত, অথচ বাস্তবে তা ছিল না। মিস ব্ল্যাকলক অত্যন্ত দৃঢ় ভাবেই সেকথা অস্বীকার করেছেন। অন্যরাও তাই। তাই আমাদের একমাত্র ধরে নিতে হয় বাড়িতে নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু ছিল যা কেউ জানত না—।'

'হুম, দারুণ কাটতি হওয়ার মতই গল্প।'

'স্বীকার করি, স্যর, কথাটা হাস্যকর। আবার এই সঙ্গে মিস বানারের কথাটাও বিচার্য, তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন এটা মিস ব্ল্যাকলককেই হত্যার চক্রান্ত ছিল।'

'তাহলে, তুমি যা বলছ— আর মিস বানারের বক্তব্য—।'

'ওহ, আমি স্বীকার করি, স্যর,' ক্র্যাডক তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে চাইলেন, 'উনি অত্যন্ত আস্থাহীন সাক্ষী। অত্যন্ত সম্মোহনসাধ্য। যে কেউ তার মাথায় কোন ধারণা ঢোকাতে সক্ষম – তবে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এটা তার নিজস্ব মত—কেউ তার মাথায় ঢোকাতে চায়নি। প্রত্যেকেই অস্বীকার করেছে। একবারেই মাত্র তিনি স্রোতে গা ভাসাতে চান নি। এটা তার সম্পূর্ণ নিজেরই ধারণা।'

'কিন্তু রুডি সার্জ কেন মিস ব্ল্যাকলককে হত্যা করতে চাইবে?'

'সেখানেই গোলমাল, স্যর। এটা আমার জানা নেই। মিস ব্ল্যাকলকও জানেন না—যদি না তিনি যা ভাবছি তার চেয়েও বড় দরের মিথ্যাবাদী হন। কেউই জানে না। অতএব ধরে নিতে হবে এটা সত্য নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্র্যাডক।

'মন প্রফুল্ল রাখ, ক্র্যাডক,' চিফ কনস্টেবল বললেন। 'আমি আমার আর স্যর হেনরির সঙ্গে তোমাকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে যাচ্ছি। মেডেনহ্যামের রয়্যাল স্পা হোটেল কি কি সেরা জিনিস দিতে পারে দেখি।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' ক্র্যাডক সামান্য অবাক হলেন।

'আসলে, আমরা একটা চিঠি পেয়েছি—,' স্যর হেনরি ক্লিদারিং ঘরে ঢুকতে থেমে গেলেন। 'আহ, তুমি এসে পড়েছ, হেনরি।'

স্যর হেনরি সহজ স্বরে উত্তর দিলেন, 'সুপ্রভাত, ডারমট।'

'তোমার জন্য একটা জিনিস আছে, হেনরি,' চিফ কনস্টেবল বললেন।

'কি সেটা?'

'এক বয়স্কা পুষির কাছ থেকে আসা নির্ভরযোগ্য চিঠি। তিনি রয়্যাল স্পা হোটেলে আছেন। চিপিং ক্লেগহর্ণের ব্যাপারে আমরা জানার জন্য আগ্রহী

হতে পারি এমন কিছু তার হাতে আছে।'

'এই বয়স্কা পুষিরা দারুণ,' স্যর হেনরি বিজয়ীর ভঙ্গীতে উত্তর দিয়ে বললেন। 'আমি কি বলেছিলাম ? সবই ওরা শোনে। সব দেখেও থাকে। আর সেই বিখ্যাত প্রবাদের মত না হলেও তারা সব সময় খারাপ বিষয়েই কথা বলে। এই বিশেষ নিদর্শনটির হাতে কি আছে ?'

রাইডেসডেল চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'তিনি লিখেছেন প্রায় আমার ঠাকুমার মত,' রাইডেসডেল উত্তর দিলেন। 'অতিসূক্ষ্ম। মাকড়সাকে দোয়াতে চুবিয়ে নিলে যেমন দেখায়, আর সব লাইনের নিচে দাগ টানা। তিনি লিখেছেন আশা করেন আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন না, তবে সামান্য সাহায্য করতে পারবেন মনে হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কি যেন নামটা তার ? জেন—এই রকমই কিছু—মার্পল—না, মারপল, জেন মারপল।'

'ঈশ্বরের দোহাই,' স্যর হেনরি বলে উঠলেন, 'সত্যিই এরকম হতে পারে ? জর্জ, এ হল আমারই সেই একান্ত নিজস্ব, একমাত্র এবং চার তারা পুষি। সব বুড়ি পুষিদের মধ্যে সব সেরা পুষি, আর তিনি যেভাবেই হোক মেডেন-হ্যাম ওয়েলসে হাজির হতে পেরেছেন, আর সেই মেরী মিডের শান্ত পরিবেশে তার যখন থাকার কথা তখনই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছেন। আবার একবার কোন খুনের আগাম ঘোষণা করে মিস মারপলের সুবিধা আর আনন্দ উপভোগের সুযোগ করে দিয়েছে কেউ।'

'ঠিক আছে, হেনরি,' রাইডেসডেল অবজ্ঞার স্বরে উত্তর দিলেন, 'তোমার সেরা নিদর্শনটি দেখলে সুখী হব। এস, আমরা রয়্যাল স্পা হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করব। ক্র্যাডককে দেখে তো খুবই সন্দিহান বলে মনে হচ্ছে।

'মোটেই না, স্যর,' ক্র্যাডক বিনীতভাবে উত্তর দিল।

তার মনে হল তার ধর্মপিতা মাঝে মাঝে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেন।

২

ক্র্যাডক যেভাবে তার কল্পনায় মিস মারপলের ছবি এঁকেছিলেন তিনি অনেকটাই সেই রকম ছিলেন। তিনি শুধু ক্র্যাডক যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি রকম সদাশয়তার প্রতিমূর্তিই ছিলেন আর, আরও একটু বয়স্কা। তাকে খুবই বৃদ্ধা লাগছিল। তার মাথার চুল শ্বেতশুভ্র, একটু

বলি রেখা জেগে উঠেছে গোলাপী মুখে, দৃষ্টি কোমলতা মাখানো নীলাভ জ্যোতির্ময়। সারা দেহে পশমী পোশাকের কিছুটা আতিশয্য। তার কাঁধে লেগেছিল লেসের মত জড়ানো পশম। তিনি কোন বাচ্চার শাল বুনে চলেছিলেন।

স্যর হেনরিকে দেখেই তার মুখে নিষ্পাপ আনন্দের অভিব্যক্তি জেগে উঠল আর তার সঙ্গে চিফ কনস্টেবল আর ডিটেকটিভ-ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডকের পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি দারুণ উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারলেন না।

'সত্যিই, স্যর হেনরি, কি সৌভাগ্য আমার···। কতদিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়···বাতের ব্যথায় বড় কাহিল হয়ে পড়েছি। ব্যথাটা ইদানীং খুব বেড়েছে। অবশ্য এই হোটেলে থাকার মত পয়সাও আমার নেই (আজকাল এই সব হোটেলে কি অস্বাভাবিক খরচ লাগে), তবে রেমণ্ড—আমার ভাইপো, রেমণ্ড ওয়েস্ট, তাকে হয়তো আপনার মনে আছে—।'

'প্রত্যেকেই তার নাম জানে।'

'হ্যাঁ, প্রিয় রেমণ্ড ওর চমৎকার বইয়ের জন্য খুবই সাফল্য পেয়েছে—ও অবশ্য গর্ব করে সুন্দর বিষয় নিয়ে কোন কিছু লেখেনি বলে। রেমণ্ডই জোর করে হোটেলের সব খরচ দিয়েছে। ওর স্ত্রী আজকাল শিল্পী হিসেবে বেশ নাম করেছে। তবে ওর আঁকার বিষয় হল ঝরে যাওয়া শুষ্ক ফুল আর জানালার কাচে ভাঙা চিরুনি। অবশ্য ওকে একথা বলার সাহস হয়নি আমার, কিন্তু আমার ভাল লাগে ব্লেয়ার লেটন আর আসরা টাডেমার ছবি। ওহ, বড্ড বকছি আমি। চিফ কনস্টেবল স্বয়ং এসেছেন—তিনি বোধ হয় ভাববেন তার সময় নষ্ট করছি— ।'

'একেবারে ভীমরতিগ্রস্ত', বিরক্ত মুখে ভাবলেন ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক।

'ম্যানেজারের ব্যক্তিগত কামরায় আসুন,' রাইডেসডেল বললেন, 'মনে হয় সেখানেই ভালভাবে কথা বলতে পারব।'

মিস মারপলের বাকি পশম আর সেলাইয়ের কাঁটা গুছিয়ে নেয়া হলে তিনি অস্ফুটস্বরে কিছু বলতে বলতে মিঃ রোল্যাণ্ডসনের আরামপ্রদ বসার ঘরে ঢুকলেন।

'এবার বলুন, মিস মারপল, আপনার কি বলার আছে শোনা যাক,' চিফ কনস্টেবল বললেন।

মিস মারপল আশাতীত দ্রুতই মূল বক্তব্যে এসে পড়লেন।

'একটা চেকের ব্যাপার,' তিনি বললেন। 'সে ওটার কিছু বদলে দিয়েছিল।'

'সে ?'

'এখানে ডেস্কে যে কাজ করত আর যে ওই ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে ধরা হচ্ছে আর নিজেকে গুলি করেছে মনে করা হচ্ছে।'

'সে চেকটার লেখা বদলেছিল, বলতে চান ?'

মিস মারপল সায় দিলেন।

'হ্যাঁ। সেটা আমার কাছেই আছে', তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে চেকটা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। 'চেকটা আজই সকালে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে এসেছিল। দেখলেই বুঝবেন এটা সাত পাউণ্ডের ছিল আর ও সেটা সতেরো পাউণ্ড করে দেয়। ৭ সংখ্যাটার আগে একটা দাগ টেনে আর শেষে ইংরাজী 'টিন' কথাটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে লেখা হয়, তারপর ব্লটিংয়ের সাহায্যে পুরো লেখাটায় কিছুটা অস্পষ্টতার আভাস তৈরি করা হয়। বেশ চর্চা করতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। একই কালি দিয়ে লেখা, কারণ আমি এখানে বসেই চেকটা লিখেছিলাম। আমার মনে হয় সে এরকম কাজ আগেও কয়েকবার করেছিল।'

'এবার কিন্তু ভুল লোকের চেক জাল করতে গিয়েছিল সে,' স্যর হেনরি মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ। আমার অবশ্য মনে হয় অপরাধের ক্ষেত্রে সে তেমন বেশিদূর যেতে পারত না। আমি সত্যিই ভুল লোক। যেমন খুব ব্যস্ত বিবাহিতা কোন তরুণী বা প্রেমে পড়া কোন মেয়ে—যারা নানা অঙ্কের চেক লিখতে অভ্যস্ত অথচ কখনও তাদের পাশ বইয়ের পাতা উল্টে দেখেনা। কিন্তু কোন বৃদ্ধা মহিলা যাকে তার প্রতিটি পেনীর জন্য সাবধান থাকতে হয় আর যার অভ্যাসই এই—তাকে বেছে নেয়া ভুল লোককেই বেছে নেয়া সেকথা ঠিক। সতেরো পাউণ্ডের চেক এমন কোন টাকা যে টাকার চেক আমি কখনই লিখিনা। বরং কখনও কুড়ি পাউণ্ডের চেক লিখি কাজের লোকেদের মাসিক মাইনে আর বইপত্র কেনার জন্য। আর আমার ব্যক্তিগত খরচ চালানোর জন্য সাধারণত আমি সাত পাউণ্ডের চেকই লিখি—আগে পাঁচ ছিল। সব জিনিসের দাম বাড়াতে সাতে দাঁড়িয়েছে।'

'আর হয়তো সে অন্য কারও কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে', দুষ্টুমি খেলে গেল স্যর হেনরির চোখে।

মিস মারপল হেসে মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনি খুব দুষ্টু, স্যর হেনরি। সত্যি বললে সত্যিই সে এটা করেছিল। ফ্রেড টাইলার, মাছের দোকানের কর্মচারী। সে সব সময়েই শিলিংয়ের কলমে এক শিলিং বাড়তি ঢুকিয়ে দিত। আজকাল আমরা প্রচুর মাছ খাই বলে বেশ বড় বিলই হয়, আর লোকে ঠিক মত যোগ করেও দেখেনা। প্রতিবার এই ভাবে তার পকেটে দশ শিলিং ঢুকে যেত, খুব বেশি অবশ্য নয়, তাহলেও কয়েকটা বাড়তি নেকটাই কেনা আর মেসি স্প্রাগকে (কাপড়ের দোকানের) ছবি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্টই ছিল এটা। এই ধরনের তরুণরা লোককে বোকা বানাতে ওস্তাদ। যাই হোক, প্রথম যেদিন সেই দোকানে যাই আমি ওকে দেখিয়ে দিলাম বিলে ভুল হয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে মাপ চেয়ে নিয়েছিল সুন্দর ভাবে আর খুবই মনমরা হয়ে পড়েছিল। তবে আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'তোমার চোখে চতুর ভাব রয়েছে, ছোকরা,' মিস মারপল একটু থামলেন, তারপর আবার বললেন, 'চতুরভাব বলতে আমি বলতে চাই এ হল এমন ধরনের দৃষ্টি যাতে কেউ আপনার দিকে সোজা তাকাতে চাইবে। চোখের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরবে না বা কাঁপবে না।'

ক্র্যাডক হঠাৎই প্রশংসার ভঙ্গীতে নড়েচড়ে বসলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'একেবারে জীবন্ত জিম কেলী', তার মনে পড়ছিল কুখ্যাত এক জালিয়াতের কথা যাকে তিনি জেলে পাঠিয়েছিলেন।

'রুডি সার্জ অত্যন্ত খারাপ চরিত্রেরই লোক ছিল,' বললেন রাইডেসডেল। 'আমরা জানতে পারলাম সুইজারল্যাণ্ডে পুলিশের খাতায় তার নাম ছিল।'

'জায়গাটা বোধ হয় ওর পক্ষে খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আর তাই সে জাল কাগজপত্রের সাহায্যে এদেশে চলে আসে।' মিস মারপল বললেন।

'ঠিক এই রকমই।' রাইডেসডেল বললেন।

'সে ডাইনিং রুমের ওই স্বর্ণকেশী মেয়েটির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে চাইত', মিস মারপল বললেন। 'তবে আমার মনে হয় না মেয়েটার মন বাঁধা পড়েছিল। সে শুধু একটা অন্যরকম কাউকে বোধ হয় চাইছিল, কারণ ও তাকে ফুল আর মাঝে মাঝেচকোলেট উপহার দিত ইংরাজ ছেলেরা যা সচরাচর দেয় না। সে যা জানে সব কথা বলছে আপনাকে?' মিস মারপল ক্র্যাডকের দিকে এবার তাকালেন। 'না সব বলেনি?'

'এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই', ক্র্যাডক সতর্কভাবে বললেন।

'আমার মনে হয় আরও কিছু আছে', মিস মারপল বলে উঠলেন। 'ওকে

বেশ চিন্তিত লাগছিল। আজ সকালে শুঁটকি মাছের বদলে ও হেরিং মাছ এনে দিয়েছিল আর দুধের জগও ফেলে এসেছিল। এমনিতে সে খুবই ভাল ওয়েট্রেস। হ্যাঁ, ও খুবই চিন্তিত। ওর ভয় জেগেছে ওকে সাক্ষ্য দিতে বা ওই ধরনের কিছু একটা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়—', তার চোখ ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর ক্র্যাডকের পুরুষোচিত আকৃতির দীর্ঘ চোখ আর সুদর্শন মুখ সত্যিকার ভিক্টোরিয় যুগসুলভ সপ্রশংস দৃষ্টিতে জরিপ করে নিল—'আপনি তাকে সে কি জানে বলিয়ে নিতে পারবেন।'

ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক একটু লাল হয়ে উঠলেন আর স্যর হেনরি চুমকুড়ি ছুঁড়লেন।

'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে', মিস মারপল এবার বললেন। 'সে হয়তো ওকে বলে থাকতে পারে সে কে ছিল।'

রাইডেসডেল একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

'সে কে ছিল, মানে?'

'আমি ভাল করে বোঝাতে পারি না। যে তাকে ওই কাজে লাগিয়েছিল বলতে চাইছি।'

'তাহলে আপনি বলছেন কেউ তাকে কাজে লাগিয়েছিল?'

মিস মারপলের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হতে চাইল।

'ওহ্, নিশ্চয়ই—মানে, আমি চলতে চাই···ধরুন একজন সুদর্শন যুবক—যে এখানে ওখানে মাঝে মাঝে হাত সাফাই করতে ওস্তাদ—ছোটখাটো চেকও জাল করে, কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে ছোটখাটো গহনাও পকেটস্থ করে বা অল্প পয়সাও দেরাজ থেকে সরিয়ে নিতে চায়—অর্থাৎ ছোটমাপের চুরিতে যে বেশ দক্ষ। সব সময়েই তার নগদ টাকা-পয়সা থাকে যাতে যে ভাল পোশাক পরতে পারে। কোন বান্ধবীকে বেড়াতে নিয়েও যেতে পারে। এই ধরনের সব কিছু। আর তারপর আচমকা যে একদিন একটা রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আর এক ঘর ভর্তি লোককে ভয় দেখিয়ে রেখে কাউকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। সে এ ধরনের কাজ কখনই করেনি—কোন দিন না! সে এ ধরনের লোক ছিল না। এর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না।'

ক্র্যাডক দ্রুত শ্বাস টানলেন। ঠিক এই কথাই লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক বলে-ছিলেন। ভাইকারের স্ত্রীও তাই বলেছেন। তার নিজের মনে একথাই বারবার জেগে উঠতে চেয়েছে। এর কোনই অর্থ হয় না। আর এখন স্যর হেনরির বুড়ি পুষিও ঠিক সে কথাই বলছেন তার নরম স্বর সত্ত্বেও

দৃঢ়তার সঙ্গে।

'সম্ভবতঃ আপনিই আমাদের বলতে পারবেন, মিস মারপল', ক্র্যাডক বললেন, তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, আসলে তখন কি ঘটেছিল?'

মিস মারপল একটু আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকালেন।

'কিন্তু আমি কিভাবে জানব কি ঘটেছিল? এ বিষয়ে খবরের কাগজে কিছু বিবরণ ছাপা হয়েছে তবে তাতে খুবই কম বর্ণনা আছে। তবে কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারে, তবে সেটা নিখুঁত না হওয়ারই সম্ভাবনা।'

'জর্জ', স্যর হেনরি বললেন, 'এটা কি খুব নিয়ম বহির্ভূত হবে ক্র্যাডক যে সাক্ষাৎকার নিয়েছে চিপিং ক্লেগহর্ণের সকলের কাছ থেকে সেটা মিস মারপল একবার যদি দেখানো যায়?'

'নিয়ম বহির্ভূত হতে পারে', রাইডেসডেল বললেন, 'তবে নিয়ম বহির্ভূত কিছু করার মত জায়গায় আমি নেই। উনি এটা দেখতে পারেন। উনি কি বলেন শোনার জন্য আমারও আগ্রহ জাগছে।'

মিস মারপল একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'আমার ভয় হচ্ছে আপনি বোধ হয় স্যর হেনরির কথা শুনছিলেন। স্যর হেনরি খুবই সদাশয়। অতীতে যে সব তুচ্ছ কিছু করেছি তিনি তা খুবই বড় করে দেখেন। সত্যিই—আমার কোন গুণ নেই—একেবারেই না, একমাত্র মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি মানুষ বড় বেশি রকম আস্থাবান। দুঃখের কথা আমার স্বভাবই হল সব সময় খারাপ জিনিসই বিশ্বাস করা। খুব ভাল বৈশিষ্ট্য বলা চলে না। তবে প্রায়ই পরের ঘটনাচক্রে তা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।'

'এটা পড়ে দেখুন', রাইডেসডেল টাইপ করা কাগজগুলো সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন। 'খুব বেশি সময় লাগবে না। যতই হোক্ এই সব মানুষ আপনার মতই—এদের মত অনেককেই আপনি দেখেছেন। আমরা যা খুঁজে পাইনি হয়তো তাই পেতে পারেন। এই মামলার তদন্ত বন্ধ করে দেয়া হতে চলেছে। এবার কোন অপেশাদারের মতামত নিয়ে দেখা যাক বন্ধ করার আগে। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে ক্র্যাডক এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। আপনার মতই সে বলছে এর কোন অর্থ হয় না।'

মিস মারপল কাগজগুলো পড়ে চলার ফাঁকে নীরবতা নেমে এল। তিনি পড়া হলে শেষ পর্যন্ত কাগজগুলো নামিয়ে রাখলেন।

'খুবই আগ্রহ জাগিয়ে তোলার মত,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি।

কতরকম কথাই না বলে মানুষ—কত রকম চিন্তাও করে। কত রকম কিছুই তারা দেখে—বা অন্ততঃ দেখেছে বলে ভেবে নেয়। কত জটিল, আবার বেশির ভাগই তুচ্ছ কিছু—আর যদি কোন জিনিস তুচ্ছও না হয় তা খুঁজে বের করা বিচালির গাদা থেকে সুঁচ খুজে বের করার মতই কঠিন কাজ।'

ক্র্যাডককে সামান্য হতাশার অনুভূতি চেপে ধরল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল এই মজাদার বৃদ্ধা মহিলা সম্পর্কে স্যর হেনরি যা ভাবেন তা ঠিক কিনা। তিনি হয়তো কোন কিছুর উপর ঠিক নজর ফেলে রাখতে পারেন—বৃদ্ধদের নজর কখনও কখনও খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি নিজে কোনদিন তার প্রপিতামহী এমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারতেন না। তিনি ক্র্যাডককে বলেছিলেন মিথ্যা বললেই তার নাকের ডগা কাঁপতে চায়।

তাই হয়তো অতি সাধারণ কিছুই স্যর হেনরির এই বিখ্যাত মিস মারপল হাজির করতে সক্ষম। তার সম্পর্কে কিছুটা বিরক্তিরই জন্ম হল ক্র্যাডকের মনে।

তিনি সংক্ষেপে বললেন, 'ঘটনার সত্যতা হল ঘটনাগুলো প্রশ্নাতীত। পরস্পরবিরোধী যে কথাই সকলে বলে থাকুন একটা বিষয়ে সন্দেহাতীত, তারা একটা জিনিসই দেখতে পেয়েছিল। তারা দেখেছিল একটা রিভলবার হাতে একজন লোক টর্চ নিয়ে দরজা খুলে তাদের আটকায়। সে সময় লোকটা 'মাথার উপর সকলেই হাত তুলুন'! বা 'টাকাপয়সা যার যা আছে দিয়ে দিন না হয় মরুণ!' যাই বলে থাকুক একটা বিষয় ঠিক তারা তাকে দেখেছিল।'

'কিন্তু সত্যি হল,' মিস মারপল বলে উঠলেন, 'তাদের বাস্তবিকই কিছুই দেখতে পারে না—কিছুই না... ।'

ক্র্যাডক শ্বাস বন্ধ করে তাকালেন। উনি ঠিক ধরেছেন! খুবই তীক্ষ্ণ নজর যা হোক। তিনি ওঁকে কথার প্যাঁচে ফেলে যাচাই করতে চাইছিলেন, তবে তিনি সে ফাঁদে পড়েন নি। এতে আসল ঘটনায় কিছু ইতরবিশেষ হবে না। তবে উনি এটা বুঝতে পেরেছেন যেমন তিনিও পেরেছিলেন যে, লোকগুলো মুখোশপরা যাকে তাদের ছিনতাই করতে দেখেছিল বলছে, তারা আসলে কিছু দেখে থাকতে পারে না।

'আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি', মিস মারপলের গালে রক্তিম আভা জেগে উঠল, তিনি শিশুর মতই উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। 'হলঘরে কোন আলোই ছিল না—এমন কি উপরের চাতালেও না!'

'সেকথা ঠিক', ক্র্যাডক বললেন।

'অতএব' যদি দরজার সামনে কোন লোক দাঁড়িয়ে থেকে শক্তিশালী কোন টর্চের আলো ঘরের মধ্যে ফেলে তাহলে কোন লোকের পক্ষেই শুধু ওই টর্চের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা সম্ভব ছিল না।

'না, তারা এটা পারত না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি।'

'আর তাই তাদের মধ্যে যখন কেউ বলল তারা একজন মুখোশপরা মানুষ দেখেছিল, তারা বুঝতে পারছে না এটা তাদের পরবর্তী চিন্তাধারারই ফসল—যখন আলো আবার ফিরে আসে। তাই সব বেশ মিলে যাচ্ছে, তাই না, একথা ধরে নিয়ে যে রুডি সার্জ আসলে একজন সঠিক ভাবে বললে।

রাইডেসডেল যেভাবে হাঁ করে মিস মারপলের দিকে তাকালেন তাতে তিনি আরও লাল হয়ে উঠলেন।

'আপনি কি বলতে চাইছেন যে রুডি সার্জকে কেউ বলেছিল ঘরভর্তি লোকের সামনে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে? বড় বেশি ভাবা হবে তাহলে।'

'আমার ধারণা তাকে বলা হয় ব্যাপার নিছক মজা করার জন্যই', মিস মারপল বললেন। 'অবশ্যই তাকে কাজটা করার জন্য টাকা দেয়া হয়। টাকা দেয়া হয়েছিল খবরের কাগজে ওই বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য, বাড়িটা ভাল করে দেখে আসতে, তারপর নির্দিষ্ট রাতে তাকে সেখানে হাজির হয়ে মুখোশ পরে কালো পোশাকে একটা দরজা খুলে দাঁড়াতে হত। এরপর টর্চ জ্বালিয়ে তাকে চিৎকার করে বলতে হত 'হাত তুলুন!'

'আর রিভলবার ছোঁড়ার ব্যাপারটা?'

'না, না, তার কাছে কোন রিভলবার ছিলনা', মিস মারপল বললেন।'

'কিন্তু প্রত্যেকেই বলছে—', বলেই থেমে গেলেন রাইডেসডেল।

'ঠিক তাই', মিস মারপল বললেন। 'রুডি সার্জের হাতে কোন রিভলবার থাকলেও কেউই সেটা দেখতে পেত না। তাছাড়া আমার মনে হয় না তার কাছে এটা ছিল। আমার মনে হয় সে 'হাত তুলুন' বলার পরেই কেউ নিঃশব্দে তার পিছনে হাজির হয় অন্ধকারে আর তার কাঁধের উপর দিয়ে দুটো গুলি ছোড়ে। এতে সে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় আর তা করতে যেতেই অপরজন তাকে গুলি করে আর রিভলবারটা ওরই পাশে ফেলে দেয়…।'

তিনজন মানুষই অবাক হয়ে তাকালেন।

স্যার হেনরি নরম সুরে বললেন, 'এটা একটা সম্ভাব্য থিয়োরি হতে পারে অবশ্যই।'

'কিন্তু ওই অজানা মিঃ ভদ্র কে, যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসেছিল?' চিফ কনস্টেবল প্রশ্ন করলেন।

একটু কাশলেন মিস মারপল।

'আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে মিস ব্ল্যাকলককে কে খুন করতে চাইতে পারে।'

ডোরা বানারের মনের মত হতে পারে কথাটা ভাবলেন ক্র্যাডক। প্রতিবারেই বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে এগোতে হবে।

'তাহলে আপনি ভাবেন এটা মিস ব্ল্যাকলকের জীবনের উপর কোন ইচ্ছাকৃত আক্রমণ?' রাইডেসডেল প্রশ্ন করলেন।

'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে চায়,' মিস মারপল বললেন। 'যদিও দু একটা অসুবিধা আছে। তবে যা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হচ্ছিলাম তাহল কোন একটা সহজ পথ আছে কিনা। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে রুডি সার্জের সঙ্গে যেই ব্যবস্থা করে থাকুক সে ওর মুখ বন্ধ রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থাই করেছিল। আর সম্ভবতঃ সেও মুখ বন্ধও রাখে, আর সে যদি কিছু বলে থাকতে পারত তা সে বলত ওই মেয়েটির কাছেই, অর্থাৎ মার্না হ্যারিসকে। আর রুডি সার্জ হয়তো—নেহাতই হয়তো—মার্নাকে জানিয়ে থাকতে পারে কি ধরনের লোক তাকে এটা করতে বলেছিল —অন্ততঃ সামান্য ইঙ্গিত সে করে থাকতে পারে।'

'আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করব,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ক্র্যাডক।

মিস মারপল সায় দিলেন।

'হ্যাঁ, তাই করুন, ইনসপেক্টর ক্র্যাডক। আপনি করলে অনেক বেশি খুশি হব। কারণ সে যা জানে তা বলার পরেই সে ঢের বেশি নিরাপদ হতে পারবে।'

'নিরাপদ?…হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

ক্র্যাডক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। চিফ কনস্টেবল একটু সন্দিহান হয়েও সুকৌশলে বললেন, 'যাই হোক, মিস মারপল, আপনি আমাদের কিছু চিন্তা করার খোরাক অবশ্যই দিয়েছেন।'

৩

'আমি সত্যিই দুঃখিত, এ ব্যাপারে,' মার্না হ্যারিস উত্তর দিয়ে জানাল।

'এ নিয়ে আপনি যে অসন্তুষ্ট নন তাতেই আমি খুশি। তবে বুঝছেন নিশ্চয়ই মা এমন মানুষ যিনি সহজেই হৈ চৈ করতে থাকেন। তাছাড়া এটাই মনে হচ্ছিল যেন—যেন মাকে বলি আমি ওর দুষ্কর্মের আগেহ সহযোগী ছিলাম' (দ্রুত ওর কথা বেরিয়ে আসছিল)। 'মানে—আমার ভয় লেগেছিল যে আপনি হয়তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবেন না আমি সত্যিই এটা নিছক মজা বলেই ধরে নিয়েছিলাম।'

ইনসপেক্টর ক্র্যাডক আবার সান্ত্বনা জানালেন, যেভাবে তিনি মার্নার প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছিলেন।

'আমি সবই আপনাকে বলব। কিন্তু দেখবেন, সম্ভব হলে যে করেই হোক শুধু মায়ের জন্যই আমাকে এর বাইরে রাখবেন। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল রুডি যখন একদিন আমাকে কথা দিয়েও এলনা। আমরা ছবি দেখতে যাব ঠিক ছিল ওইদিন সন্ধ্যার সময়, তখন ও জানাল ও আসতে পারছে না, আমি এ নিয়ে ওর কাছ থেকে একরকম দূরে সরেও থাকতে চাই। কারণ প্রস্তাব ওরই ছিল—আর তাছাড়া কোন বিদেশীর কাছে এ রকম ব্যবহার আমার বরদাস্ত হয় নি। ও জানিয়েছিল এতে ওর একেবারেই দোষ ছিল না, আমি তাতে বলি সব গালগল্প। ও তখন বলে ওইদিন রাতে ওর একটা মজায় যোগ দেবার কথা—এতে ওর পকেটও খালি যাবেনা আর আমি একটা হাতঘড়ি পেলে কেমন হবে? আমি তখন বলি 'মজার ব্যাপারটা কি?' তখন ও বলে কাউকে যেন না বলি, ওইদিন রাতে কারও বাড়িতে একটা পার্টি হবে, আর ওকে একটা ডাকাতির অভিনয় করতে হবে। তারপর ও আমাকে কাগজে ওর দেয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখালে আমি হেসে ফেলি। সে তাতে একটু রাগও করে। ও তখন বলে সব ইংরেজরা এই রকম, এ নিয়ে আমাদের কথা কাটাকাটিও হয়, তারপর অবশ্য মিটমাটও হয়ে যায়। তারপর স্যার, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কাগজে পড়লাম আর জানতে পারলাম যে ব্যাপারটা মোটেই কোন মজার ব্যাপার ছিলনা আর রুডি কাউকে গুলি করে আর তারপর আত্মহত্যা করে—আমি কি করা উচিত আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি ভেবে নিই আমি যদি সব ব্যাপারটা আগেই জানতাম তাহলে মনে হবে আমি সব কিছুর মধ্যে ছিলাম। তবু রুডি যখন প্রথম কথাটা আমাকে বলে আমি নিছক মজা বলেই ধরে নিই। আমি শপথ করেই বলতে পারি। ওর যে একটা রিভলবার ছিল সেকথাও আমি জানতাম না। ও রিভলবার নিয়ে যাবে একথাও বলেনি আমাকে।

ক্র্যাডক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করলেন এবার।

'ওই পার্টি কে ঠিক করেছিল বলে জানিয়েছিল সে?'

তবে তার আশা পূরণ হল না।

'কার হয়ে ও কাজটা করতে যাচ্ছিল সে কথা সে বলে নি।'

'আমার ধারণা কেউ এসব বলেনি সত্যিই। সবই ও নিজে করে।'

'সে কোন নাম বলেনি? পুরুষ বা মেয়ে—?'

'না, ও শুধু দারুণ একটা চিৎকার হবে ছাড়া অন্য কিছু বলেনি' 'ওদের মুখগুলো দেখে বেদম হাসব' একথাই শুধু ও বলেছিল।'

ওকে বেশিক্ষণ অবশ্য হাসতে হয়নি, ক্র্যাডক ভাবলেন।

৪

'ব্যাপারটা নিছক কোন থিয়োরি,' মেডেনহ্যাম ফেরার পথে রাইডেসডেল বললেন। 'এর সমর্থনে কিছুই আমাদের নেই, কিছুই না। একে কোন বৃদ্ধার মনের কল্পনা বলেই উড়িয়ে দেব, কি বল?'

'সেটা করতে চাই না, স্যর।'

'সবই কি রকম অস্বাভাবিক। কোন রহস্যময় এক অন্ধকারে আচমকা হাজির হল আমাদের সুইশ বন্ধুর পিছনে। কোথা থেকে এসেছিল সে? সে কে? কোথায় ছিলই বা সে?'

'সে পাশের দরজা দিয়ে আসতে পারত,' ক্র্যাডক বললেন। 'ঠিক যেভাবে রুডি সার্জ এসেছিল। বা, সে রান্নাঘরের মধ্য দিয়েও এসে থাকতে পারে।'

'রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে সে এসে থাকতে পারে বলছ?'

'হ্যাঁ, স্যর। এ সম্ভাবনা ছিল। ওই মেয়েটার সম্পর্কে বরাবর আমার মন সন্তুষ্ট নয়। আমার মনে হয় খুব বিশ্রী গোছের মেয়ে ও। এই ভাবে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার মত চিৎকার—সব ব্যাপারটাই সাজানো হতে পারে। সে ওই লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছিল এটাও সম্ভব, সে হয়তো ঠিক মুহূর্তে তাকে ঢুকতে সাহায্য করে, সমস্ত ব্যাপারটা সাজিয়ে তোলে আর তাকে গুলিও করে থাকতে পারে। তারপর ডাইনিং রুমের দরজা বন্ধ করে ওই রুপোর বাসন হাতে নিয়ে পরিত্রাহি চিৎকারের অভিনয় করে যেতে পারে।'

'এর বিপক্ষে আমরা তবে জানি—ইয়ে—কি যেন নাম—ওহ, হ্যাঁ, এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম। সে নিশ্চয় করে বলেছে দরজায় চাবি দেয়া ছিল বাইরে

থেকেই, আর সে সেটা খুলে ওকে বাইরে আসার ব্যবস্থা করে। বাড়ির ওই অংশে আর কোন দরজা আছে?'

হ্যাঁ, ঠিক পিছনের সিঁড়ির নিচে রান্নাঘরের কাছে একটা দরজা আছে, তবে জানা গেছে ওটার হাতল তিন সপ্তাহ আগে খুলে যায় আর কেউ সেটা এখনও লাগায়নি। ইতিমধ্যে দরজাটা খোলা সম্ভব নয়। হাতলের অংশ বেশ পুরু ধুলো জমে ছিল, তবে কোন পেশাদারের পক্ষে ওটা খোলা সম্ভব ছিল ঠিকই।'

'মেয়েটার রেকর্ড ভাল করে দেখে নিও। কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিও। তবুও আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই থিয়োরি-নির্ভর।'

'জানি, স্যার, আপনি মনে করলে তদন্ত বন্ধও করা যেতে পারে। তবে আমাকে অনুমতি দিলে আর কিছুদিন দেখতে চাই।'

চিফ কনস্টেবল ক্র্যাডককে অবাক করে বলে উঠলেন, 'খুব ভাল ছেলে।'

'রিভলবারটা সম্পর্কে দেখা দরকার। যদি এই থিয়োরি ঠিক হয় তাহলে ধরতে হবে রিভলবারটা সার্জের নয়, আর এ পর্যন্ত কেউই বলেনি ওর কোন রিভলবার ছিল।'

'এটা জার্মানীতে তৈরি।'

'জানি স্যার। আর আমাদের এই দেশে ইউরোপের নানা দেশের অস্ত্র অঢেল ছড়িয়ে আছে। এসব এনেছিল আমেরিকান আর আমাদের দেশের মানুষও। এ নিয়ে ভেবে তাই সুবিধা হবে না।'

'কথা সত্যি। তদন্তের অন্য কোন দিক আছে?'

'কোথাও একটা মোটিভ রয়েছে। এই থিয়োরির মধ্যে যদি কিছু থাকে তাহলে ধরতেই হবে শুক্রবারের ওই ব্যাপারটা নিছক মজার ব্যাপার ছিলনা, এটা শুধু সাধারণ ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের কাজও নয়, এটা ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার পরিকল্পনা। কেউ মিস ব্ল্যাকলককে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল 'কেন?' আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর কারো যদি জানা থাকে তিনি হলেন স্বয়ং মিস ব্ল্যাকলক।'

'আমার যতদূর জানা আছে তিনি একথার উপর প্রায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিলেন।'

'তিনি রুডি সার্জ যে তাকে খুন করতে চেয়েছিল এই কথাতেই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। এবং তার সেকথা ঠিক। আর তাছাড়া অন্য একটা ব্যাপারও আছে, স্যার।'

'সেটা কি?'

'কেউ আবার ও চেষ্টা করতে পারে।'

'তাহলে এ থিয়োরির সত্যতা প্রমাণ হয় বটে,' চিফ কনস্টেবল শুষ্ক স্বরে বললেন। 'একটা কথা, মিস মারপলের উপর নজর রেখ।'

'মিস মারপল? কেন?'

'আমি যতদূর জানি তিনি চিপিং ক্লেগহর্নের ভিকারেজে বাস করছেন আর সপ্তাহ দুদিন মেডেনহ্যাম ওয়েলসে আসছেন চিকিৎসার জন্য। মনে হচ্ছে ওই মিসেস—কি যেন নাম মিস মারপলের পুরনো বান্ধবীর মেয়ে। দারুণ খেলোয়াড়ী মনোভাব বুড়ির! ওহ, যাক, আমার আসলে মনে হয়, সারা জীবন তার উত্তেজনার খোরাক তো তেমন জোটেনি তাই সম্ভাব্য খুনের রহস্য খুঁজে বেড়ানোতেই তার আনন্দ।'

'আমার মনে হয় তিনি না এলেই ভাল হত,' ক্র্যাডক বললেন গম্ভীর হয়ে।

'তোমার কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে?'

'না, না, তা নয়, স্যর, উনি অত্যন্ত চমৎকার একজন বৃদ্ধা। আমি চাই না তার কিছু ঘটুক···মানে, এই থিয়োরির মধ্যে কিছু থাকলে—।'

নয় ।। একটি দরজা সম্পর্কে

১

'আপনাকে আর একটু বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিস ব্ল্যাকলক—।'

'ওহ, তাতে কি হল। আমার মনে হয় ইনকোয়েস্ট আরও এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাওয়ায় আপনি নতুন কোন সূত্র খুঁজতে চাইছেন?'

ডিটেকটিভ-ইনসপেক্টর ক্র্যাডক সায় জানালেন।

'প্রথমত, বলি রুডি শার্জ মণ্ট্রিউর হোটেল কেম আলপ্সের মালিকের ছেলে নয়। সে বের্ন-এর এক হাসপাতালে আর্দালি হিসেবে কাজ করত। সে সময় বহু রোগী তাদের কিছু কিছু অলঙ্কার হারিয়ে ছিলেন। সে আর এক শীতকালীন খেলার ছোট শহরে অন্য এক স্থানে ওয়েটারের কাজও করেছে। সেখানে সে রেস্তোরাঁয় ডুপ্লিকেট বিল তৈরি করে মানুষকে ঠকাতে অভ্যস্ত ছিল। যে সব জিনিস রেস্তোরাঁয় থাকত না তাই সে বিলে ঢুকিয়ে দিত আর বাড়তি অর্থ পকেটস্থ করত। এরপর সে যায় জুরিখের এক

ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। সেখানে মালপত্র চুরি গড়পড়তা চুরির চেয়ে ঢের বেশি হতে থাকে সে যতদিন ছিল। শুধু ক্রেতাদের জন্যই যে চুরি নয় একথা আন্দাজ করা যায়।'

'সে তুচ্ছ চুরিচামারিতেই ওস্তাদ ছিল?' মিস ব্ল্যাকলক শুষ্ক স্বরে বললেন। 'তাহলে ওকে যে আগে দেখিনি বলেছি সেকথাই ঠিক?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন—কোন সন্দেহ নেই তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে রয়্যাল স্পা হোটেলে সে আপনাকে চিনতে পারার ভাব দেখিয়েছিল। সুইশ পুলিশ ওই দেশে তার জীবন অতিষ্ঠ করে। সে চমৎকার ভাবে কাগজপত্র জাল করে এদেশে চলে আসে আর রয়্যাল স্পা হোটেলে কাজ জোগাড় করে।'

'বেশ ভাল শিকারের জায়গা,' মিস ব্ল্যাকলক শুষ্ক স্বরে বললেন। 'জায়গাটা খুবই খরচসাপেক্ষ আর অর্থবান মানুষরাই ওখানে থাকেন। তাদের কেউ কেউ বিল নিয়ে মাথাও ঘামান না।'

'হ্যাঁ,' ক্র্যাডক বললেন। 'সেখানে দাঁও মারার ভাল সুযোগই ছিল।'

মিস ব্ল্যাকলক ভ্রূকুঁচকে ভাবতে চাইছিলেন।

তিনি এবার বললেন, 'সেকথা বুঝেছি, তবে চিপিং ক্লেগহর্নে ও কেন এল? রয়্যাল স্পা হোটেলের চেয়ে এখানে ভাল কিছু কি থাকতে পারে?'

'আপনি এখনও বলছেন এ বাড়িতে মূল্যবান সেরকম কিছুই নেই?'

'অবশ্যই নেই। আমি নিশ্চয়ই জানি। আপনাকে কথা দিতে পারি, ইনসপেক্টর আমার কাছে রেমব্র্যান্টের আঁকা অজানা কোন শিল্পকর্ম নেই।'

'তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে আপনার বান্ধবী মিস বানারের মতই যে সে আপনাকে আক্রমণ করার জন্যই এখানে এসেছিল?'

'কি বলেছি, লেটি, দেখলে তো?' মিস বানার বলে উঠলেন।

'একেবারে বাজে কথা—!', মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'সত্যিই তাই কি?' ক্র্যাডক বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি জানেন এটাই সত্যি।'

মিস ব্ল্যাকলক কড়া দৃষ্টিতে তাকে অভিষিক্ত করলেন।

'এবার সত্যি করে বলুন তো, আপনার বিশ্বাস ওই রুডি সার্জ এখানে আসে—তার আগে ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রামের অর্ধেক মানুষকে বিশেষ সময়ে হাজির হওয়ার ব্যবস্থাও করে—।'

'কিন্তু সে হয়তো এরকম ঘটনা ঘটুক চায়নি,' সাগ্রহে বাধা দিলেন মিস

বানার। 'এটা হয়তো তোমার প্রতি ভয়ংকর কোন সাবধানের ইঙ্গিত, লেটি। আমি ওই বিজ্ঞাপনটা—সেই 'একটি খুন হবে' পড়ে এমনই ভেবেছিলাম। আমার মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল কথাটা যে ওর মতলব মত সব ঠিক মত চললে সে তোমায় গুলি করে পালিয়ে যেত, তখন কেই বা জানতে পারত সে কে?'

'একথা অবশ্য সত্যি,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'কিন্তু —'.

'আমি জানতাম ওই বিজ্ঞাপনটা মজার জন্য নয়, লেটি। আর মিৎসিকে দেখোনি? সেও ভয় পেয়েছিল!'

'আহ,' ক্র্যাডক বললেন। 'মিৎসি। ওই মেয়েটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ওর অনুমতিপত্র আর বাকি কাগজে কোন ত্রুটি নেই।'

'তাতে আমি সন্দেহ করছি না,' ক্র্যাডক গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন। 'সার্জের কাগজপত্রও ঠিক ছিল বলে মনে হয়েছিল।'

'কিন্তু ওই রুডি সার্জ আমাকে হত্যা করতে চাইবে কেন? এটাই আপনাকে ব্যাখ্যা করে জানাতে হবে, ইনসপেক্টর ক্র্যাডক।'

'সার্জের পিছনে কেউ থাকতে পারে,' ধীরে ধীরে বললেন ক্র্যাডক। 'একথা ভেবে দেখেছেন?'

তিনি কিছুটা রূপক হিসেবেই কথাটা বলে প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলেন। মিস মারপলের কথা সত্য হলেও এ কথায় মিস ব্ল্যাকলকের ভাবান্তর ঘটল না।

'উত্তর সেই একই থাকছে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'কেউ আমাকে খুন করতে চাইবে কেন?'

'এর উত্তর আপনিই দেবেন আশা করছি, মিস ব্ল্যাকলক।'

'আমার ক্ষমতা নেই। ব্যাস এইটুকুই সব। আমার কোন শত্রু নেই। আমার যতদূর জানা আছে আমি সৎভাবেই আমার পড়শীদের সঙ্গে বাস করে আসছি। কারও কোন গোপন রহস্য আমার জানা নেই। সমস্ত ভাবনাটাই তাই হাস্যকর! আর আপনি যদি ইঙ্গিত করতে চান এর সঙ্গে মিৎসি কোন ভাবে জড়িত, তাহলে বলব এটা অবাস্তব। মিস বানারই এইমাত্র বললেন গেজেটে বিজ্ঞাপনটা দেখে সে ভয়ে আধমরা হয়ে যায়। সে আসলে মালপত্র নিয়ে তখনই এবাড়ি থেকে চলে যেতে চেয়েছিল।

'এটা ওর কৌশল হতে পারে। সে হয়তো জানত আপনি তাকে থাকার

জন্য চাপ দেবেন।'

'অবশ্য আপনি যদি সবই ভেবে নিয়ে থাকেন তাহলে এর উত্তরও আপনি পেয়ে যাবেন। আমি শুধু বলতে পারি আমার প্রতি মিৎসির কোনরকম বিতৃষ্ণা থাকলে সে সহজেই আমায় বিষ খাওয়াতে পারত, তার এরকম অপ্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাট তৈরির দরকার হত না। সমস্ত ব্যাপারটাই অবাস্তব। আপনাদের, পুলিশদের এই বিদেশীদের সম্পর্কে একটু বিরুদ্ধ ধারণা আছে। মিৎসি মিথ্যাবাদী হতে পারে তবে সে ঠাণ্ডা মাথার কোন খুনী নয়। যান, দরকার হলে তাকে জেরা করুন। তারপর সে যদি আপনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে চিৎকার শুরু করে তাহলে ডিনারটা আপনকেই রান্না করে দিয়ে যেতে হবে তা বলে দিচ্ছি। মিসেস হারসন তার কাছে থাকা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে এখানে চা-পানের জন্য নিয়ে আসছেন আজই বিকেলে, তাই মিৎসিকে কিছু কেক বানাতে বলেছি—তবে আমার ধারণা আপনি তার মাথা-টাই খারাপ করে দিতে চলেছেন। অন্য কাউকে সন্দেহ করতে পারছেন না?'

২

ক্র্যাডক এবার রান্নাঘরের দিকে গেলেন। তিনি মিৎসিকে আগের প্রশ্ন-গুলো করলে সেই একই জবাব পেলেন।

হ্যাঁ, সে সদর দরজা চারটের পরেই বন্ধ করে দিয়েছিল। না, এটা সে সাধারণতঃ করেনা তবে এই দিন ওই ভয়ানক বিজ্ঞাপনটা পড়ে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। পাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া চলত না কারণ মিস ব্ল্যাকলক আর মিস ওই দরজা দিয়ে হাঁস আর মুরগীদের নিয়ে এসে খাঁচায় বন্ধ করেন আর মিসেস হেমস কাজ সেরে ওই পথ দিয়েই আসেন।

'মিসেস হেমস বলেছেন তিনি ৫-৩০টায় যখন আসেন তখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

'আহ, আপনি একথা বিশ্বাস করেন—ওহ, হ্যাঁ ওকে আপনি বিশ্বাস করেন…।'

'তোমার কি ধারণা ওকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়?'

'আমি কি ভাবি তাতে কি যায় আসে? আপনি তো আমাকে বিশ্বাস করবেন না।'

'যদি একটা সুযোগ দাও। তোমার ধারণা মিসেস হেমস দরজা বন্ধ করেন নি?'

'আমার ধারণা তিনি দেখেছিলেন যাতে বন্ধ না হয়।'

'তোমার একথার মানে কি?' ক্র্যাডক জানতে চাইলেন।

'ওই ছোকরা, সে একা কাজ করেনি। না, সে জানত কোথায় আসতে হবে, ও এটাও জানত দরজাটা তার জন্য খোলা থাকবে—খুবই সুবিধের ব্যাপার—!'

'তুমি কি বলতে চাও?'

'আমি কি বলছি তাতে কি দরকার? আপনি তো শুনবেন না। আপনার ধারণা আমি এক গরীব উদ্বাস্তু মেয়ে খালি মিথ্যা কথা বলি। আপনি বলবেন পরিষ্কার রঙের চুলওয়ালা কোন ইংরেজ মহিলা কখনও মিথ্যা বলতে পারে না—সে এতই খাঁটি ব্রিটিশ—এত সৎ। তাই ওকেই আপনার বিশ্বাস—আমাকে নয়। তবে আমি অনেক কিছুই বলতে পারতাম—অনেক কিছু—।' সজোরে স্টোভের উপর একটা প্যান রাখল ও।

ওর কথা শোনা উচিত কিনা সন্দেহের দোলায় দুলতে চাইলেন ক্র্যাডক। হয়তো এটা ঘৃণারই প্রকাশ।

'আমরা যা শুনি সবই খেয়াল করি,' তিনি বললেন।

'আমি কোন কিছুই আপনাদের বলব না। কেনই বা বলব? আপনারা সবাই সমান। আমি যদি আপনাকে বলি যে যখন এক সপ্তাহ আগে ওই ছোকরা মিস ব্ল্যাকলকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল টাকার জন্য, তিনি তাকে তাড়িয়ে দেবার পর—যদি বলি তাকে আমি মিসেস হেমসের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি? তাহলে? তাকে আমি ওর সঙ্গে ওই সামারহাউসে কথা বলতে দেখেছি বললে আপনি বলবেন সব আমার বানানো।

'তুমি হয়তো তাই করছ,' ভাবলেন ক্র্যাডক।

তবে তিনি বলতে চাইলেন, 'সামারহাউসে কি কথা হয় তোমার শোনা সম্ভব নয়।'

'এখানেই আপনার ভুল হচ্ছে,' মিৎসি বিজয়িনীর ভঙ্গীতে চিৎকার করে বলল। 'আমি বাগানে যাই, আর একটা নতুন ধরনের জিনিস আনি। ওতে চমৎকার তরকারী হয়। ওরা বিশ্বাস করেনা কিন্তু আমি তৈরি করতে জানি, তবে ওদের বলি না। আর আমি তাদের কথা বলতে শুনেছি।' সে ওকে বলল, 'কিন্তু আমি কোথায় লুকোব?' মিসেস হেমস বলল, 'আমি দেখিয়ে দেব'—তারপর ও বলল, 'সওয়া ছ'টার সময়' আর আমি ভাবি, 'আচ্ছা, আপনার তাহলে এই ব্যবহার! কাজ করে এসে একজনের লোকের সঙ্গে দেখা

করতে যাওয়া। তাকে তুমি বাড়িতেও নিয়ে আস।' মিস ব্র্যাকলক, আমার মনে হয় এটা তার ভাল লাগবে না। তিনি তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। আমি এবার থেকে সব লক্ষ্য করব তারপর একদিন মিস ব্র্যাকলককে বলে দেব। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি আমারই ভুল হয়েছিল। ভালবাসার ব্যাপার নয়, মিসেস হেমস লোকটার সঙ্গে ডাকাতি আর খুনের মতলব করেছিল। কিন্তু আপনি বলবেন এসব আমি বানিয়ে বলছি। মিৎসি খারাপ আপনিও বলবেন। ওকে জেলে নিয়ে যাব।'

'তুমি ঠিক জানো উনি রুডি সার্জের সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

'নিশ্চয়ই আমি জানি। সে সামারহাউস থেকে বেরিয়ে যখন গেল আমি দেখলাম। তারপরেই আমি কাঁচ বিছুটি আছে কিনা দেখতে গেলাম।' মিৎসি বলল।

অক্টোবর মাসে সত্যিই কোন কচি বিছুটি থাকে কিনা ভাবলেন ক্র্যাডক। তবে তিনি মিৎসির প্রশংসাই করলেন ওর উঁকিঝুঁকি মারার বেশ সুন্দর অজুহাত ও তৈরি করেছে বটে।

'আমাকে যা বলেছ তার বেশি কিছু শোননি?'

মিৎসিকে ক্ষুব্ধ মনে হল।

'ওই লম্বা নাক মিস বানার খালি আমাকে ডাকেন 'মিৎসি! মিৎসি!' তাই আমাকে যেতে হয়। বড় বিরক্তিকর তিনি। উনি আমাকে বলেন রান্না শিখিয়ে দেবেন। ওনার রান্না! উনি যাই রাঁধুন শুধু খেলেই জল আর জল!'

'এসব কথা আমাকে সেদিন বলনি কেন?' ক্র্যাডক কড়াভাবে জানতে চাইলেন।

'কারণ আমার মনে পড়েনি—আমি ভাবিনি…পরে ভাবলাম তাহলে ওর সঙ্গে মতলব ভাঁজা হয়েছিল!'

'তুমি ঠিক জান উনি মিসেস হেমস?'

'ওহ্ঃ নিশ্চয়ই, আমি ঠিক জানি। উনি একজন চোর, ওই মিসেস হেমস। চোর আর চোরের সাগরেদ। বাগানে কাজ করে উনি যা পান তাতে ওর মত মহিলার চলে না—না, চলে না। তিনি তাই মিস ব্র্যাকলককে লুঠ করেন, যিনি তাকে দয়া করেন। ও খুব—খুব খারাপ, খারাপ, খারাপ।

'যদি ধরা যায়', ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক বললেন, 'যে কেউ বলল তোমাকে রুডি সার্জের সঙ্গে সে কথা বলতে দেখেছে?'

এ কথায় ক্র্যাডক যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে কমই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মিৎসি শুধু শব্দ করে মাথা ঘোরাল।

'কেউ যদি বলে আমাকে সে বুড়ি সার্জের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তাহলে বলব এটা মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।' মিৎসি অনুযোগের স্বরে বলল। 'কারও বিরুদ্ধে মিথ্যে বলা খুব সোজা, কিন্তু আপনাদের ইংল্যাণ্ডে সেটা প্রমাণ করতে হয় সত্যি কিনা। মিস ব্ল্যাকলক বলেছেন আমাকে এটাই ঠিক, তাই না? আমি খুনী আর চোরের সঙ্গে কথা বলিনা। কোন ইংরেজ পুলিশই বলবে আমি তাই করি। আর আপনি যদি এখানে বসে খালি কথা আর কথা বলেন তাহলে রান্না করব কি করে? দয়া করে এবার রান্নাঘর থেকে যান, আমাকে রান্না করতে দিন।'

ক্র্যাডক বাধ্য ছেলেরই মত চলে গেলেন। মিৎসির সম্পর্কে তার সন্দেহ বেশ নাড়া খেল। ফিলিপিয়া হেমস সম্পর্কে ওর বক্তব্য ও বেশ জোর দিয়েই বলেছে। মিৎসি মিথ্যেবাদী হতে পারে (তার বিশ্বাস সে তাই) তবে ওর ওই কথায় কিছু সত্যতা থাকাই সম্ভব। এ নিয়ে তিনি ফিলিপিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক করলেন। এর আগে ভদ্র, শিক্ষিতা বলেই তাকে তার মনে হয়েছে। তার সম্পর্কে কোন সন্দেহই হয়নি।

হলঘর ছেড়ে অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে আসতে গিয়ে তিনি ভুল দরজা খুললে মিস বানার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখে ঠিক দরজাটা দেখিয়ে দিলেন।

'ওই দরজা নয়', তিনি বললেন। 'ওটা খোলে না। বাঁ দিকে পরের দরজা। খুব গোলমেলে, তাই না? অনেকগুলো দরজা তো।'

'হ্যাঁ, অনেক দরজাই আছে,' ক্র্যাডক হলঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন।

মিস বানার খুশি মনে সব ব্যাখ্যা করতে চাইলেন।

'প্রথম দরজা হল পোশাকের ঘরের, তারপর পোশাক রাখা আলমারীর ঘর, তারপরেই ডাইনিং রুম—ওটা ওই দিকে। আর এদিকে যে দরজা আপনি খোলার চেষ্টা করলেন, তারপর ড্রয়িংরুমের আসল দরজা আর তারপর চীনামাটীর কাবার্ড আর ফুলের ঘর একেবারে শেষদিকের প্রান্তে। বড় গোলমেলে। এ দুটো কাছাকাছি আছে বলে। আমিও প্রায় ভুল করি। এতে ঠেস রেখে হলঘরের টেবিল রাখা হত, পরে আমরা দেয়ালের দিকে সরিয়ে নিই।'

ক্র্যাডক তাকাতেই দেখলেন যে-দরজা তিনি খোলার চেষ্টা করছিলেন তার

মাঝামাঝি একটা সূক্ষ্ম সরলরেখার মত দাগ। তিনি বুঝতে পারলেন টেবিলটা এখানেই রাখা ছিল। তার মনে অতি সূক্ষ্ম কিছু যেন নাড়া দিতে চাইল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সরানো হয়? কতদিন আগে?'

ডোরা বানারকে কোন প্রশ্ন করলে সৌভাগ্যবশতঃ কেন এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন হয় না। যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে মিস বানার সে প্রশ্নের জবাব দিতে সাগ্রহেই তৈরি।

'দাঁড়ান, দেখি, হ্যাঁ খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই—দশ দিন না হয় দিন পনেরোই হবে।'

'ওটা সরানো হল কেন?'

আমার সত্যিই তা মনে নেই। হয়তো ফুল নিয়ে কোন কিছু হবে। আমার মনে হয় ফিলিপিয়া একটা বড় ফুলদানী তৈরী করেছিল—ও সুন্দরভাবেই ফুল সাজাতে পারে—বসন্তের সময় রঙবেরঙের ফুল, ডালপালা, খুব ভাল লাগে দেখতে। ও তাই বলেছিল 'টেবিলটা সরালে কেমন হয়? এতে ফুলগুলো দরজার সামনের চেয়ে ফাঁকা দেওয়ালের কাছে ঢের ভাল লাগবে।' এরজন্য ওয়ার্টালুতে নেপোলিয়ান ছবিখানা নামিয়ে রাখতে হয়। ওটা এমন কিছু ছবি আমার মনে হয় না। ওটা সিঁড়ির নীচে রাখা আছে।'

'দরজাটা তাহলে কোন ডামি দরজা নয়?' ক্র্যাডক বললেন সেদিকে তাকিয়ে।

'ওহ না, ওটা সত্যিকার দরজা, তাই যদি ভেবে থাকেন। এটা ওই ছোট্ট ড্রয়িং রুমের দরজা। যখন দুটো ঘরকে এক করা হয় তখন দুটো দরজা লাগবে না বলে ওটা বন্ধ রাখা হয়।'

'বন্ধ?' ক্র্যাডক শান্তভাবেই আবার বললেন। 'আপনি বলছেন পেরেক এঁটে বন্ধ করা হয়? বা শুধু তালা লাগিয়ে?'

'ওহ, তালা লাগিয়েই খুব সম্ভব, আর খিলও আঁটা হয়।'

ক্র্যাডক দেখতে চাইলেন খিলটা। খুব সহজেই সেটা সরে এল।

'এটা শেষ কখন খোলা হয়েছিল?' তিনি মিস বানারকে প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, তা বহু বছর আগেই হবে। আমি এখানে আসার পর খোলা হয়নি, আমি জানি।'

'এর চাবি কোথায় আপনি বোধ হয় জানেন না?'

'হলঘরের ড্রয়ারে অনেক চাবি আছে। মনে হয় এর চাবিও সেখানেই আছে।'

ক্র্যাডক তার পিছনে গিয়ে ড্রয়ারের নানা আকারের চাবিগুলো তুলে দেখলেন। অনেক চাবির মধ্যে একটা চাবি তার অন্য রকম মনে হওয়াতে সেটা নিয়েই তিনি দরজার কাছে গেলেন। চাবিটা ওটার তালায় সহজেই ঢুকে তালা খুলে গেল। তিনি একটু ঠেলতে দরজাও নিঃশব্দে খুলে গেল।

'ওহ, একটু সাবধানে খুলবেন। ওপাশে হয়তো কিছু ঠেস দিয়ে রাখা থাকতে পারে। আমরা এটা কখনও খুলিনা।'

'খোলেন না বুঝি?' ইনসপেক্টর বললেন।

তার মুখ এবার গম্ভীর। তিনি তীক্ষ্মভাবেই এবার কথা বললেন।

'এই দরজা খুবই সম্প্রতি খোলা হয়, মিস বানার। তালা আর কব্জায় তেলও দেয়া হয়েছিল।'

মিস বানার হাঁ করে তাকালেন, তার বোকার মত মুখাবয়বে বিস্ময়।

'কিন্তু একাজ কে করতে পারে?' তিনি বললেন।

'সেটাই আমি খুঁজতে চেষ্টা করছি', গম্ভীর হয়ে বললেন ক্র্যাডক। তিনি ভাবলেন, 'বাইরে থেকে সেই এক্স? না—এক্স এখানেই ছিল—এই বাড়িতে—এক্স সেই রাতে এই ড্রয়িংরুমেই ছিল··· ।'

দশ ॥ পিপ ও এমা

১

মিস ব্ল্যাকলক এবার তার কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। তিনি বুদ্ধিমতী মহিলা, তাই ক্র্যাডকের বক্তব্যের অর্থ কি হতে পারে, তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন।

'হ্যাঁ,' তিনি শান্তস্বরে বললেন, 'এতে সব বদলে যাচ্ছে···দরজায় কারচুপি করার অধিকার কারও নেই। অন্তত আমার জানা নেই কে করতে পারে।'

'এর অর্থ কি অবশ্য বুঝেছেন,' ক্র্যাডক বললেন। 'যখন আলো নিভে গিয়েছিল সেদিন রাত্রিতে যে কেউই চুপিসারে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে রুডি সার্জের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত আর আপনাকে গুলি করতে পারত।'

'কারো চোখে না পড়ে?'

'হ্যাঁ, কারো চোখে না পড়ে। মনে করে দেখুন আলো নিভে যেতেই সকলে এদিকে ওদিকে গিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করে আর পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আর এরপর তারা যা দেখে তা হল চোখ ধাঁধানো টর্চের আলো।'

মিস ব্ল্যাকলক আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন যে ওই লোকজনের মধ্যে—আমার ভদ্র ওই পড়শীদের কেউ চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়ে আমাকে খুন করতে চেষ্টা করে? কিন্তু—কিন্তু—দয়া করে বলুন কেন?'

'আমার দৃঢ় ধারণা এর উত্তর একমাত্র আপনারই জানা আছে, মিস ব্ল্যাকলক।'

'কিন্তু সত্যিই আমি জানিনা, ইনস্‌পেক্টর। বিশ্বাস করুন।'

'বেশ একটু আলোচনা করে দেখা যাক। আপনি মারা গেলে আপনার টাকাকড়ি কে পাবেন?'

মিস ব্ল্যাকলক কিছুটা অনিচ্ছুকভাবে বললেন, 'প্যাট্রিক আর জুলিয়া। বাড়ির আসবাবপত্র আর সামান্য মাসোহারা পাবে বানি। আসলে আমার বিশেষ কিছুই নেই। আমার কিছু জার্মান আর ইতালিয় সিকিউরিটি আছে যার কোন মূল্যই আজ নেই, এ ছাড়া কর দিয়ে মূলধনের যা অবশিষ্ট থাকবে, আপনাকে বলতে পারি তা খুন করার উপযুক্ত নয়—আমার বেশির ভাগ টাকাই আমি এক বছর আগে অ্যানুইটিতে রেখেছি।'

'তবুও আপনার কিছু আয় আছে, মিস ব্ল্যাকলক, আর আপনার ভাইপো আর ভাইঝিই তা পাবে।'

'তাই প্যাট্রিক আর জুলিয়া আমাকে খুনের পরিকল্পনা করবে? আমি কখনই এটা বিশ্বাস করিনা। তারা অর্থের এমন অভাবে পড়েনি।'

'আপনি সেকথা জানেন?'

'না···আমি ওরা যা বলেছে তাই জানি···তবে আমি ওদের কিছুতেই সন্দেহ করব না। একদিন হয়তো আমি খুন হওয়ার পর্যায়ে আসতে পারি, তবে এখন নয়।'

'আপনার একথার অর্থ কি, মিস ব্ল্যাকলক?' ইনস্‌পেক্টর ক্র্যাডক চেপে ধরলেন।

'হয়তো—খুব শীগ্‌গীরই আমি খুবই ধনী হতে পারি।'

'শুনে আগ্রহ হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন?'

'নিশ্চয়ই! আপনার বোধ হয় জানা নেই আমি কুড়ি বছর যাবৎ একজন

বিখ্যাত অর্থনৈতিক জগতের মানুষের সেক্রেটারি ছিলাম। তিনি র‍্যান্ডাল গোয়েডলার, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।'

ক্র্যাডক উৎসাহী হয়ে উঠলেন। অর্থনৈতিক দুনিয়ায় র‍্যান্ডাল গোয়েডলার অত্যন্ত নামী মানুষ ছিলেন। তাঁর দুঃসাহসিক বিনিয়োগ আর নাটকীয় প্রচার তাঁকে এতই পরিচিতি এনে দেয় যে সহজে ভোলার নয়। ক্র্যাডক যতদূর জানেন তিনি ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালে মারা যান।

'উনি সম্ভবতঃ আপনার আগের কালের মানুষ,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'তবে তাঁর নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন।'

'হ্যাঁ শুনেছি। তিনি কোটিপতি মানুষ ছিলেন, নয় কি?'

'ওহ, তার চেয়েও বেশি—যদিও তাঁর অর্থের পরিমাণ ওঠানামা করত। তিনি তাঁর অর্থ প্রায়ই নতুন ঝুঁকিতে লাগাতেন।'

মিস ব্ল্যাকলকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল স্মৃতিচারণ করে।

'যাই হোক বেশ ধনী হিসেবেই তিনি মারা যান। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি ট্রাস্টের মাধ্যমে সবই তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে যান তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর মৃত্যুর পরে তা সম্পূর্ণ আমাতেই বর্তাবে।'

ক্র্যাডকের স্মৃতিপথে ক্ষীণ একটা খবর জেগে উঠল।

'বিশ্বস্ত সেক্রেটারির বিপুল সৌভাগ্য'—এরকমই কিছু।

'গত বারো বছরের মতই হবে,' মিস ব্ল্যাকলকের চোখে ঝিলিক খেলে গেল, 'মিসেস গোয়েডলারকে খুন করার মোটিভ ছিল আমার—তবে আপনার কোন সাহায্য হবে না, তাই না?'

'মাপ করবেন—মিসেস গোয়েডলার তার স্বামীর একাজ মেনে নিয়েছেন? তবে সম্পত্তি এভাবে দান—?'

মিস ব্ল্যাকলক যেন খোলাখুলি আনন্দ পাচ্ছিলেন।

'আপনাকে এতটা ঢেকে বলতে হবে না। আপনি যা বলতে চাইছেন তা হল আমি মিঃ গোয়েডলারের রক্ষিতা ছিলাম কি না? না, তা ছিলাম না। আমার মনে হয় র‍্যান্ডাল কখনও আমাকে আবেগের বশে দেখেছিলেন, এবং তাঁকে অবশ্যই সুযোগ দিইনি। তাঁর সঙ্গে বেলের (স্ত্রী) যথেষ্ট ভালবাসা ছিল মৃত্যু পর্যন্ত। আমার ধারণা একমাত্র কৃতজ্ঞতা থেকেই তিনি ওই উইল করেন। আসলে, ইনসপেক্টর, র‍্যান্ডাল প্রথম দিকে যথেষ্ট অশক্ত অবস্থায় ছিলেন, তাঁর প্রায় বিপর্যয় ঘটার অবস্থা এসেছিল। সেই সময় আমি তাঁকে কোন ঝুঁকিতে লাগানোর জন্য একটু সাহায্য করি। অবশ্য সামান্য কয়েক

হাজার। অত্যন্ত ঝুঁকির কাজেই তিনি সব লাগান। আমি আমার সামান্য পুঁজি নিয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাই। ঝুঁকি সফল হয়। এক সপ্তাহ পরে তিনি বিরাট ধনী হয়ে যান।

'এরপর থেকে তিনি আমাকে তাঁর জুনিয়ার অংশীদার হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। কি উত্তেজনার দিনই তখন ছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'খুব উপভোগ করতাম তখন। তারপর আমার বাবার মৃত্যু হলে আমার একমাত্র বোন এক অসহায় পঙ্গু হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। আমাকে তাই সব ছেড়ে তাকে দেখার জন্য যেতে হল। র‍্যাণ্ডাল এক বছর পরে মারা যান। কাজের সময় আমিও যথেষ্ট টাকা করেছিলাম। আর তিনি আমাকে কিছু দিয়ে যাবেন আশা করিনি। তাই খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম শুনে যে বেল (র‍্যাণ্ডালের স্ত্রী) আমার আগে মারা গেলে সব সম্পত্তি আমিই পাব। বেল এমনিতেই অসুস্থা মহিলা, বেশিদিন বাঁচার আশাও কম। আমার ধারণা বেচারি র‍্যাণ্ডাল কাকে সব দিয়ে যাবেন ঠিক করতে পারেন নি। বেল সব জেনে খুবই খুশি হয়। সে খুবই চমৎকার মানুষ। সে থাকে স্কটল্যাণ্ডে। যুদ্ধের আগে আমার বোনকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের একটা স্যানাটোরিয়ামে যাই, সেখানে সে যক্ষ্মারোগে মারা যায়।'

একটু চুপ করলেন তিনি।

তারপর আবার বললেন, 'আমি ইংল্যাণ্ডে এসেছি মাত্র এক বছর আগে…।'

'আপনি বললেন শীগ্‌গীরই খুব ধনী হতে পারেন…কত শীগ্‌গীর?'

'বেল গোয়েডলারকে যে নার্সসঙ্গী দেখাশোনা করে তার কাছে শুনেছি বেলের শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ছে। হয়তো কয়েক সপ্তাহ…।' একটু দুঃখিত-ভাবে তিনি বললেন এবার, 'এই টাকার এখন কোন দাম আমার কাছে নেই। আমার সরলজীবন যাত্রা কাটাতে যথেষ্টই আছে আমার। যদি শুধু আবার ওই রকম ঝুঁকি নিতে পারতাম—কিন্তু এখন…। যাক, এখন আমার ঢের বয়স হয়ে গেছে। শুধু শুনে রাখুন, ইনসপেক্টর, প্যাট্রিক আর জুলিয়া আমাকে খুন করতে চাইলে তাদের বোধ হয় আরও কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু, মিস ব্ল্যাকলক, আপনি মিসেস গোয়েডলারের আগে মারা গেলে কি হবে?'

'জানেন কি, এ নিয়ে ভাবিনি কখনও…সম্ভবতঃ পিপ আর এমা, তারাই

পাবে…।'

ক্র্যাডক বিস্মিত হয়ে তাকালে মিস ব্ল্যাকলক হাসলেন।

'একটু উদ্ভট মনে হচ্ছে? আমার ধারণা বেলের আগে, আমার মৃত্যু হলে সব অর্থ পাবে আইনত উত্তরাধিকারী র‍্যাণ্ডালের একমাত্র বোন সোনিয়ার ছেলেমেয়েরা। র‍্যাণ্ডালের সঙ্গে তার বোনের ঝগড়া হয়। সোনিয়া যাকে বিয়ে করে তাকে র‍্যাণ্ডাল একজন শঠ আর প্রতারক মনে করত।'

'সে সত্যিই প্রতারক ছিল?'

'ওহ, নিশ্চয়ই মনে হয়। তবে মেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। তিনি একজন গ্রীক বা রোমানিয় ছিলেন—কি যেন তার নাম—হ্যাঁ, স্ট্যামফোরডিস, ডিমিট্রি স্ট্যামফোরডিস।'

'ওই লোকটিকে বিয়ে করলে র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলার তার উইলে বোনকে বঞ্চিত করেন?'

'ওহ, সোনিয়াও যথেষ্ট অর্থবতী, র‍্যাণ্ডাল আগেই তাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়েছিল, এমন ভাবে দিয়েছিল যাতে তার স্বামী তাতে হাত দিতে না পারে। তবে আমার মনে হয় র‍্যাণ্ডালের উকিল তাকে বলেছিল আমার আগে মৃত্যু হলে অন্য কারও নাম দেয়া দরকার, আর র‍্যাণ্ডাল অনিচ্ছার সঙ্গেই সোনিয়ার সন্তানদের নাম করে। সে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেবার কথা ভাবেনি।'

'বোনের সন্তান ছিল?'

'হ্যাঁ, পিপ আর এমা,' হাসলেন মিস ব্ল্যাকলক। 'আমার মনে পড়ছে সোনিয়া বেলকে একবার চিঠিতে লিখেছিল র‍্যাণ্ডালকে জানাতে যে তার যমজ সন্তান হয়েছে, নাম পিপ আর এমা। সে আর চিঠি দেয়নি। তবে আমার ধারণা আপনি আর কিছু জানতে চাইলে বেল আপনাকে বলতে পারবে।

মিস ব্ল্যাকলক কথাগুলো বলে আনন্দ পেলেও ক্র্যাডককে খুশি মনে হল না।

তিনি বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আপনি খুন হলে অন্ততঃ দুজন আছে যারা বেশ অর্থের মালিক হতে পারে। তাই আপনি ভুল বলছেন যে আপনাকে খুন করার মোটিভ কারও নেই। দুজন ভাইবোন আছে যাদের স্বার্থ এতে জড়িত। তাদের বয়স এখন কত হতে পারে?'

মিস ব্ল্যাকলক চিন্তা করতে চাইলেন।

'দাঁড়ান···১৯২২...না, মনে পড়া কঠিন। সম্ভবতঃ পঁচিশ কি ছাব্বিশ। কিন্তু সত্যিই ভাবছেন—?'

'আমার মনে হয় কেউ সেদিন আপনাকে মারতেই গুলি করে। আমার আরও ধারণা সে বা তারা আবারও চেষ্টা করবে। তাই আমি চাই আপনি সতর্ক হবেন। একটা খুনের ব্যবস্থা হলেও সেটা হয়নি। তাই মনে হয় আরও একটা খুনের ব্যবস্থা শীগ্‌গীরই হবে।'

২

ফিলিপা হেমস পিঠ টান করে এক গুচ্ছ চুল মুখের উপর থেকে সরাতে চাইল। সে ফুল গাছের পরিচর্যা করছিল।

'বলুন, ইনস্‌পেক্টর?' ও ক্র্যাডকের দিকে তাকাল।

ক্র্যাডকও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করতে চাইলেন আগে যা করেন নি। হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দরী ফিলিপিয়া, খাঁটি ইংরাজসুলভ চেহারা, হালকা ধূসর-সোনালী কেশদাম, দীর্ঘাকৃতি মুখ, তীক্ষ্ণ চিবুক আর ঠোঁট। আকৃতিতে কিছুটা চাপা আঁটোসাঁটো ভাব। চোখ নীলাভ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ সহজ। এ ধরনের মেয়ের পক্ষে কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ।

'আমি দুঃখিত, আপনাকে কাজের সময়েই বিরক্ত করি মিসেস হেমস,' তিনি বললেন, 'তবে মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইনি। তাছাড়া লিটল প্যাডকসের বাইরেই কথা বলার সুবিধা।'

'বলুন, ইনসপেক্টর,' আবেগহীন গলায় বলল ফিলিপা। কিন্তু সেখানে কোন ভয় বা আর কিছুর স্পর্শ, ভাবলেন ক্র্যাডক।'

'আজ সকালে কিছু বক্তব্য শুনলাম। এর সঙ্গে আপনি জড়িত।'

ফিলিপিয়া সামান্য ভ্রূ তুলল।

'আপনি বলেছিলেন মিসেস হেমস, যে ওই রুডি সার্জ আপনার অপরিচিত?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে সেদিনই প্রথন দেখেন?'

'নিশ্চয়ই। আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি।'

'আপনি কোনভাবে লিটল প্যাডকসের সামারহাউসে তার সঙ্গে কথা বলেন নি?'

'সামারহাউসে?'

ক্র্যাডক প্রায় নিশ্চিত হলেন ওর কণ্ঠস্বরে সামান্য ভয়ের স্পর্শ।

হ্যাঁ, মিসেস হেমস।

'একথা কে বলেছে?'

'আমি আরও শুনেছি ওই রুডি সার্জকে আপনি আরও বলেছেন সে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে আপনি দেখিয়ে দেবেন আর সেটা হবে সওয়া ছ'টার সময়। সার্জও ওই সময় বাসে করে এসেছিল।'

এক মুহূর্তের নীরবতার পর ফিলিপা অনুযোগের ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

'আমি জানিনা কে একথা আপনাকে বলেছে।' ও বলল। 'অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারি। অত্যন্ত হাস্যকর আর জঘন্য ঈর্ষাপীড়িত। যেকোন কারণেই হোক মিৎসি আমাকে সহ্য করতে পারেনা অন্যদের যা করে তারও বেশি।'

'আপনি এটা অস্বীকার করছেন?'

'নিশ্চয়ই করছি এটা সত্য নয়···আমি কখনই রুডি সার্জকে আগে দেখিনি, আর ওইদিন সকালে বাড়ির কাছাকাছিও ছিলাম না। আমি এখানে কাজ করছিলাম।'

ইন্‌স্‌পেক্টর শান্ত স্বরে বললেন, 'কোন্‌দিন সকালে?'

এক মুহূর্ত থমকে গেল ফিলিপা, ওর চোখের পাতা নড়ে উঠল।

'প্রতিদিন সকালে। আমি রোজ সকালে এখানে আসি, একটার আগে কোথাও যাই না।' ফিলিপা অনুযোগের স্বরে বলল। 'মিৎসি যা বলছে শুনে কোন লাভ নেই। ও সবসময় মিথ্যাই বলে।'

'তাহলে এই হল ব্যাপার,' ক্র্যাডক সার্জেণ্ট ফেচারের সঙ্গে ফিরে আসার মুখে বললেন, 'দুজন তরুণীর পরস্পর বিরোধী কথা থেকে কার কথা বিশ্বাস করব?'

'প্রত্যেকেই দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস করে ওই বিদেশী মেয়েটা মিথ্যা বলে,' ফ্রেচার বলল। 'আমিও দেখেছি বিদেশীরা বেশি মিথ্যা বলে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওর মিসেস হেমসের উপর হিংসে আছে।'

'অতএব আমার জায়গায় থাকলে মিসেস হেমসকে বিশ্বাস করতে?'

'অবশ্য আপনার অন্য কিছু ভাবনা থাকলে আলাদা কথা, স্যার।'

ক্র্যাডকের তা ছিলনা। তিনি বুঝতে পারছিলেন না সেদিন সামার-হাউসে সত্যিই কোন সাক্ষাত ঘটেছিল কিনা।

তবুও তার মনে হল ফিলিপিয়ার গলায় একটু ভয়ের ছোঁয়া জেগেছিল যখন সে বলে 'সামারহাউসে।'

তিনি ঠিক করলেন এ ব্যাপারে তিনি খোলা মন রাখবেন।

ভিকারেজের বাগানটা খুবই আরামদায়ক লাগছিল। আচমকা যেন ইংল্যাণ্ডের সেই সুন্দর শরৎকাল নেমে এসেছে। তিনি একটা ডেকচেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর পাশেই বসেছিলেন মিস মারপল শাল জড়িয়ে, আর হাঁটুর উপর কম্বল বিছিয়ে তিনি বুনে চলেছিলেন। বেশ লাগছিল ইনসপেক্টর ক্র্যাডকের। তবু তার মনের পর্দায় জেগে উঠছিল বিভীষিকার একটা ছবি। যেন এক পরিচিত ছবি যার তলায় বহুতা একটা ভীতি··· ।

তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, 'আপনার এখানে না আসাই উচিত ছিল।'

মিস মারপলের বোনা সাময়িক বন্ধ হয়ে গেল। তিনি শান্ত ভঙ্গীতে চিন্তিতভাবেই তাকালেন।

তিনি বললেন, 'আপনি কি বলছেন তা জানি। আপনি অত্যন্ত বিবেচক। তবে ঠিক। বাঞ্চের বাবা (উনি আমাদের গির্জার ভাইকার ছিলেন) আর মা (খুবই ভাল মহিলা) আমার বহুদিনের বন্ধু। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক মেডেনহ্যামে এলে কদিন এখানে কাটিয়ে যাই।'

'হয়তো তাই', ক্র্যাডক বললেন। 'তবে কখনই ছোঁক ছোঁক করবেন না···আমার কেমন মনে হচ্ছে—সত্যই তাই—এটা নিরাপদ নয়।'

মিস মারপল সামান্য হাসলেন।

'তবে আমার ধারণা আমাদের মত বুড়িরা এরকমই করে। আমি এটা না করলেই লোকে অবাক হবে আর লোকের চোখে পড়বে। লোকের খোঁজ খবর নেয়া, কোথার কার বিয়ে হল এমনই সব। এতে সাহায্যও হয় তাই না?

'সাহায্য?' বোকার মতই বললেন ক্র্যাডক।

'খোঁজ পেতে সাহায্য হয় যারা যা বলে তারা সত্যিই তাই কিনা', মিস মারপল বললেন। 'আর এটাই আপনাকে চিন্তায় ফেলেছে, কি বলুন? যুদ্ধের পর পৃথিবীটা এভাবেই বদলে গেছে। এই চিপিং ক্লেগহর্ন'কেই ধরুন। এটা আমি যেখানে থাকি সেই সেণ্ট মেরী মিডের মতই। পনেরো বছর আগে কে কি সকলেই জানত। সেই বড় বাড়িটায় ব্যাণ্ট্রিরা—হার্টনেল, বিড়লে আর ওয়েদারবীরা···তাদের বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুর মা, সবাই এখানেই বাস করে গেছেন। পরে যারা আসে তারা নিয়ে এসেছিল পরিচয়পত্র, কোন্ রেজিমেণ্টে তারা ছিল, এমনই কিছু—প্রত্যেকেই একটু

একটু থামলেন তিনি।

তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু আজ আর তেমন নেই। প্রতিটি গ্রাম আর গঞ্জ এমন সব লোকে ভরে উঠেছে যারা হঠাৎ এসে বাস করতে শুরু করেছে তাদের সঙ্গে এসব জায়গার নাড়ীর যোগ নেই। বড় বাড়িগুলো বিক্রি করে কটেজ তৈরি হয়েছে। এই সব থেকে নিজেদের সম্পর্কে যা বলে সকলে তাই বিশ্বাস করে নেয়। তারা সারা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকেই এসেছে—ভারতবর্ষ, হংকং, চীন, ফ্রান্স, ইতালি অদ্ভুত কোন দ্বীপ থেকেও। যারাই কিছু টাকা করেছে আর অবসর নিতে পেরেছে। আপনি তাই দেখবেন বেনারসের পিতলের কাজ, শুনতে পাবেন টিফিন আর ছোটা হাজরির কথা—আশ্চর্য পাঠাগারও দেখতে পাবেন। যেমন মিস হিনচক্লিফ আর মিস মারগাট রয়েডের। আপনার নিজের মূল্যায়ন নিজের কথাতেই হয়।'

ঠিক সমস্যাতেই বিব্রত হয়েছেন ক্র্যাডক। শুধু কতগুলো মুখ আর ব্যক্তিত্ব—আর শুধু রেশন কার্ড আর পরিচয়পত্র—কোন ছবি বা হাতের ছাপ তাতে নেই। যে কেউ চেষ্টা করলেই পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম। এই জন্য আজ ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ সমাজ জীবন একটু বিপর্যস্ত। গ্রামাঞ্চলে কোন পড়শী তার পড়শীর আসল পরিচয় জানেনা...।

ওই তৈলাক্ত দরজার কথাই ক্র্যাডককে মনে করিয়ে দিল সেদিন সন্ধ্যায় লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের ড্রয়িং রুমে এমন কেউ হাজির ছিল যে স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক, তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ পড়শী সে ছিলনা .. ।

আর এই জন্যই মিস মারপলের জন্য তার দুশ্চিন্তা, তিনি বৃদ্ধা আর দুর্বল আর অনেক কিছুই তাঁর নজরে পড়ে ··।

তিনি বললেন, 'আমরা কিছুটা এই সব লোক সম্পর্কে যাচাই করে দেখতে পারি···,' যদিও তিনি জানতেন এটা তত সহজ নয়। ভারত আর চীন আর হংকং আর দক্ষিণ ফ্রান্স-- না, পনেরো বছর আগে হয়ত সহজ ছিল আজ আর তা নেই। এদের অনেকেই এমন সব মানুষেরই নানা পরিচয়পত্র নিয়ে আছে যারা মৃত। এই ধরনের বেআইনি কারবার আজ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—জাল রেশন কার্ড আর পরিচয়পত্র সংগ্রহ আজ তাই অতি সহজ। র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারের স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু জানা সম্ভব, তবে এতে সময় লাগবে কিন্তু তার সময় অত্যন্ত কম আর তিনি মৃত্যুপথযাত্রী।

তখনই তিনি ক্লান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মিস মারপলকে র‍্যান্ডাল পোয়েন্ডলার আর পিপ আর এমার কথা জানালেন।

'শুধু দুটো নাম,' তিনি বললেন, 'তাও ডাক নাম। তারা নাও থাকতে পারে। তারা ইউরোপের কোথাও থাকতে পারে। আবার এমনও হওয়া সম্ভব তারা এই চিপিং-ক্লেগহর্নেই রয়েছে।'

প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা—কার সঙ্গে তাদের মিল আছে?

তিনি ও কথা ভেবেই বললেন, 'তার পর সেই ভাইপো আর ভাইঝিকে তিনি শেষ বার দেখেছিলেন—?'

মিস মারপল শান্তস্বরে বললেন, 'আপনার হয়ে আমি খুঁজে বের করতে পারি?'

'শুনুন, মিস মারপল—।'

'খুব সহজ কাজ, ইনসপেক্টর, আপনার ভাববার কারণ নেই। তাছাড়া আমি করলে কেউ লক্ষ্যও করবে না কারণ এত সরকারী কাজ হবে না। কোন গোলমাল থাকলে তাদের সতর্ক করাও হবেনা।'

পিপ পার এমা, ভাবলেন ক্র্যাডক। পিপ আর এমা? তিনি পিপ আর এমাকে নিয়ে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। ওই দুঃসাহসী তরুণ আর শীতল চোখের দৃষ্টি সম্পন্ন সুন্দরী তরুণী…।

তিনি বললেন, 'তাদের সম্পর্কে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু জানতে পারব আশা করি। আমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি। মিসেস গোয়েন্ডলার যদি কথা বলতে পারেন, তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারবেন।'

'খুবই বুদ্ধিমানের কাজ', মিস মারপল বললেন। 'আশা করি আপনি মিস ব্ল্যাকলককে সতর্ক করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাকে সাবধান করেছি! আর এখানে একজন লোককে রেখে যাব সবদিকে নজর রাখতে।'

তিনি মিস মারপলের চোখ এড়াতেই চাইলেন কারণ তিনি জানতেন পুলিশের পক্ষে নজর রাখা অর্থহীন যদি বিপদ পারিবারিক দিক থেকে আসে…।

'আর মনে রাখবেন', সটান তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে সাবধান করেছি।'

'আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি,' ইনসপেক্টর, মিস মারপল উত্তর দিলেন, 'আমার নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

॥ এগারো ॥ চা চক্রে এলেন মিস মারপল

লেটিসিয়া ব্ল্যাকলককে একটু আনমনা মনে হচ্ছিল যখন মিসেস হারসন চা-পান করার জন্য এলেন আর সঙ্গে নিয়ে এলেন যিনি তাদের কাছে ছিলেন সেই মিস মারপলকে। মিস মারপল ভাবটা লক্ষ্য করেন নি যেহেতু এই প্রথম তিনি তাকে দেখলেন।

বৃদ্ধ মহিলাটিকে তার বাচালতায় বেশ চমৎকার লাগছিল। তিনি জানাতে ভুললেন না চোরের ব্যাপারে তাঁর ভাবনা সর্বক্ষণের।

'তারা যেকোন জায়গাতেই ঢুকতে পারে' গৃহকর্ত্রীকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন মিস মারপল। 'এ সেই নতুন আমেরিকান কৌশল। আমার বিশ্বাস নেই আদ্যিকালের যন্ত্রের দিকে। কেবিন হুক আর চোখে। চোরেরা খিল খুলতে পারে তবে এই হুক আর চোখের কাছে তারা নাকাল। এটা কাজে লাগিয়েছেন কখনও?'

মিস ব্ল্যাকলক খুশির স্বরে বললেন, 'এখানে চুরি করার মত কিছু তেমন নেই তাই—।'

'শুধু সদর দরজায় একটা শিকল,' মিস মারপল পরামর্শ দিলেন। 'এবার পরিচারিকা দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখে নেবে কে এসেছে, সে জোর করে ঢুকতে পারবে না।'

'আমার মনে হয় আমাদের মিৎসির এটা পছন্দ হবে।'

'ওই ডাকাতির ব্যাপারটা খুবই ভয়ের ছিল', মিস মারপল বললেন। 'বাণ্ড আমাকে সব বলছিল।'

'আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম,' বাণ্ড বললেন।

'বেশ ভয় জাগানো অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই,' স্বীকার করলেন মিস ব্ল্যাকলক।

'দারুণ ভাগ্যেরই কথা যে লোকটা ব্যর্থ হয় আর নিজেকে গুলি করে। এই চোরেরা আজকাল এত ভয়ংকর। সে ঢুকল কি ভাবে?'

'আমার ভয় হচ্ছে আমরা দরজাগুলো সেভাবে বন্ধ রাখি না।'

'ওই লেটি,' মিস বানার বলে উঠলেন। 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ইনসপেক্টর, আজ সকালে যেমন অদ্ভুত ব্যবহার করছিলেন।

তিনি বারবার দ্বিতীয় দরজাটা খোলার জন্য বলছিলেন—মানে ওই দরজাটা, যেটা কখনও খোলা হয় না। তিনি চাবি খুঁজছিলেন আর বললেন দরজায় তেল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন—।'

তিনি একটু দেরিতেই মিস ব্ল্যাকলকের মুখ বন্ধ রাখার ইঙ্গিতটা বুঝে হাঁ করে থেমে গেলেন।

'ওহ্, লেটি, আমি—আমি খুবই দুঃখিত—মাপ কোরো, লেটি—আমি বড় বোকা।'

'কিছু এসে যায় না', মিস ব্ল্যাকলক বললেন, তবে স্পষ্টতই তিনি বিরক্ত। 'ইন্‌স্‌পেক্টর ক্র্যাডক বোধ হয় এটার আলোচনা চান না, তাই বললাম। আমি জানতাম না তিনি যখন পরীক্ষা করছিলেন তুমি তখন ছিলে, ডোরা। ব্যাপারটা বুঝেছেন তো মিসেস হারসন ?'

'ওহ্, নিশ্চয়ই', বাঞ্চ বললেন। 'আমরা কোন কথাই বলব না, তাই না, জেন মাসী ? কিন্তু ভাবছি তিনি কিজন্য—।'

বাঞ্চ ভাবতে শুরু করলেন। মিস বানারকে খুবই অসহায় মনে হচ্ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন, 'আমি সব সময়েই বড় ভুল কথা' বলে ফেলি—আমাকে নিয়ে তোমার যন্ত্রণা, লেটি।'

মিস ব্ল্যাকলক তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি আমার সুখের সাথী, ডোরা। তাছাড়া চিপিং ক্লেগহর্নের মত ছোট জায়গায় সত্যিই কোন গোপনীয়তা নেই।'

'যা বলেছেন, এটা খুব সত্যি কথা' মিস মারপল বললেন। 'তবে চাকর-বাকরেরাও কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। যদিও আজকাল চাকর পাওয়াও দুরূহ। এছাড়া ঠিকে কাজের মেয়েরাও আছে তারাও এমন করে।'

'ওহ্, বাঞ্চ সহসা বলে উঠলেন।' এবার বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই ওই দরজাটা যদি খোলা যায় তাহলে কেউ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওই ছিনতাই করতে পারত—কিন্তু সত্যিই তা হয় নি। এ কাজ তো করেছিল রয়্যাল স্পা হোটেলের সেই লোকটা। তাই তো ?…না, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না…' ভ্রূকুচকে গেল বাঞ্চের।

'ব্যাপারটা এই ঘরেই ঘটেছিল ?' মিস মারপল বললেন একটু মাপ চাইবার ভঙ্গীতে, মানে জানতে চাইলাম বলে হয়তো আমাকে একটু নাক-গলানে ভাববেন, মিস ব্ল্যাকলক। 'তবে ব্যাপারটা বেশ চমক লাগানো বইয়েই এমন পড়া যায়…চেনাজানা কারও জীবনে এমন ঘটা আশ্চর্য। সব

কথা জানতে খুব আগ্রহ জাগছে—।'

সঙ্গে সঙ্গেই বাণ্ড আর মিস বানারের কাছ থেকে প্রায় একসঙ্গে শোনা গেল কিছু গোলমেলে বর্ণনা—মিস ব্ল্যাকলক দু'এক ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনও করে বললেন।

কথাবার্তার মাঝখানে প্যাট্রিক এসে পড়ল আর ভাল মানুষের মত সেও কথাবার্তায় অংশ নিয়ে নিজেকে রুডি সার্জে'র ভূমিকাতে দাঁড় করাল।

'আর লেটি পিসী ওখানে ছিলেন—খিলানের কাছে কোণের দিকে··· ওখানে গিয়ে দাঁড়াও তো, লেটি পিসী।'

মিস ব্ল্যাকলক আদেশ পালন করলে মিস মারপলকে আসল বুলেটের গর্ত দেখানোও হল।

'সত্যিই ভাগ্যের জোরে বেঁচেছিলেন আপনি', মিস মারপল প্রায় শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে বললেন।

"আমি তখন অতিথিদের সিগারেট দিতে যাচ্ছিলাম—', মিস মারপল টেবিলের উপর রুপোর বাক্সটা দেখালেন।

'লোকেরা ধূমপান করার সময় বড় খেয়ালশূন্য হয়ে যায়', মিস মারপল বললেন। 'ভাল আসবাবপত্রের প্রতি মানুষের আর আগের মত শ্রদ্ধা নেই। দেখুন টেবিলটাতে কি বিশ্রী পোড়া দাগ। ভারি খারাপ কাজ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস ব্ল্যাকলক।

'মানুষ নিজের সম্পদ নিয়ে বড় বেশি ভাবে।'

'কিন্তু এত সুন্দর টেবিল, লেটি।'

মিস বানার তার বন্ধুর জিনিসপত্র নিজের মতই ভালবাসেন। বাণ্ড বারমনের ভালই মনে হল কথাটা।

'টেবিলটা সত্যিই সুন্দর', মিস মারপল বললেন বিনীতভঙ্গীতে, 'আর ওর উপরে রাখা চীনা লণ্ঠনটাও চমৎকার।'

আবারও মিস বানার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যেন এসব তারই নিজের।

'ভারি সুন্দর নয়? এটা ড্রেসডেনের। এক জোড়া আছে। অন্যটা বোধ হয় আছে মালপত্র রাখার ঘরে।'

'তুমি আমার চেয়েও আমার জিনিস বেশি ভালবাস ডোরা', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'এ বাড়ির কোথায় কি আছে তোমারই বেশি ভাল জানা আছে।'

একটু লাল হয়ে গেলেন মিস বানার।

'ভাল জিনিস আমার খুবেই ভাল লাগে— ।'

'আমিও স্বীকার করছি আমার সামান্য যা কিছু আছে তা আমার খুবেই ভাল লাগার জিনিস', মিস মারপল বললেন। 'এর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়ানো থাকে। ফটোগ্রাফের ব্যাপারেও তাই। আজকাল লোকে এত কম ফটো রাখতে চায়। আমি আমার ভাইপো ভাইঝিদের সব ফটো রেখে দিয়েছি— একেবারে তাদের বাচ্চা বয়স থেকে— ।'

'আমার তিন বছর বয়সের একটা বিশ্রী ছবি তোমার কাছে আছে, জেন মাসী।' বাণ্ড বললেন। 'একটা টেরিয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়ানো।'

'আমার মনে হয় আপনার পিসীর কাছে আপনারও অনেক ছবি আছে', মিস মারপল প্যাট্রিককে বললেন।

'ওহ্, আমরা খুবেই দূর সম্পর্কের,' প্যাট্রিক বলল।

'আমার মনে হয় এলিনর তোর বাচ্চা বয়সের একটা ছবি পাঠিয়েছিল আমাকে, প্যাট" মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'তবে খারাপ লাগছে সেটা আমি রেখে দিইনি। আমি সত্যই ভুলে গেছি ওর কটা ছেলেমেয়ে আর তাদের নামই বা কি। তোরা যে এখানে আছিস ও লিখেছে পরেই সেকথা জানতে পারি।'

'এত আজকের যুগের চিহ্ন', মিস মারপল বললেন। 'আজকাল কেউ আর তাদের তরুণ প্রজন্মের কাউকে চেনেন না। আগেকার দিনে পারিবারিক মেলামেশায় এটা সম্ভব হত না।'

'আমি প্যাট আর জুলিয়ার মাকে একটা বিয়ের সময় প্রায় ত্রিশ বছর আগে দেখেছিলাম,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'ও খুব সুন্দরী ছিল।'

'সেইজন্যই তার এত সুন্দর ছেলেমেয়ে হয়েছে', হেসে বলল প্যাট্রিক।

'তোমার চমৎকার একটা পুরনো অ্যালবাম আছে', জুলিয়া বলল। 'মনে আছে, লেটি পিসী, সেদিন ওটা দেখছিলাম। কি সব টুপি।'

'আর নিজেদের আমরা কি স্মার্ট ভাবছিলাম', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিস ব্ল্যাকলক।

'ভেবো না, লেটি পিসি', প্যাট্রিক বলে উঠল', জুলিয়া ত্রিশ বছরের মধ্যে ওর নিজের একটা ছবি পেয়ে যাবে—আর বোধ হয় ভাববে কি দারুণ চেহারা ওর।'

'তুমি কি ইচ্ছে করেই ওটা করেছিলে?' বাণ্ড বললেন মিস মারপলের

সঙ্গে ফিরে আসার মুখে। 'মানে, ওই ফটোগ্রাফের কথাটা ?'

'হ্যাঁ, প্রিয় বাণ্ড, মিস ব্ল্যাকলক যে তার ওই দুই তরুণ আত্মীয়কে চিনতেন না, তাদের তিনি যে দেখেন নি...হ্যাঁ, ইনসপেক্টর ক্র্যাডক কথাটা শুনতে আগ্রহী হবেন।'

বার ॥ চিপিং ক্লেগহর্নে সকালের কাজকর্ম

১

এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম কিছুটা বিপজ্জনকভাবে একটা বাগানের রোলারের উপর বসেছিল।

'সুপ্রভাত' ফিলিপাও বলল।

'হ্যাল্লো।'

'খুব ব্যস্ত আছ ?'

'কিছুটা।'

'কি কাজ করছ ?'

'দেখতে পাচ্ছ না ?'

'না, আমি বাগান পরিচর্যার কাজ জানি না। মনে হচ্ছে মাটি দিয়ে কিছু করছ।'

'আমি শীতকালের লেটুস পাতা তুলছি।'

'পাতা তুলছ ? কি অদ্ভুত কথা।'

'বিশেষ কোন দরকার আছে তোমার ?'

'হ্যাঁ, আমি তোমায় দেখতে এসেছি।'

ফিলিপা চার পাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল।

'এভাবে এখানে এস না। মিসেস লুকাস ভাল চোখে দেখবেন না।'

'উনি তোমার কেউ পিছনে অনুসরণ করুক চান না ?'

'বোকার মত কথা বোল না।'

'অনুসরণ'। ভারি লাগসই কথাটা। আমার মনের কথা ঠিক বোঝান গেছে। বেশী সম্মানজনকভাবে—বেশ দূর থেকে অথচ দৃঢ়ভাবে পিছনে ঘোরা।'

'দয়া করে যাও; এডমণ্ড। এখানে আমার কোন দরকার নেই তোমার।'

'ভুল করছ', এডমণ্ড বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলল। 'আমার দরকার আছে

এখানে। মিসেস লুকাস যাকে আজ সকালে ফোন করে বলেছেন তার কাছে অনেক চালকুমড়ো আছে।'

'প্রচুর সংখ্যায়।'

'আর আমরা মধুর বদলে তার কিছু নিতে পারি কি না।'

'এটা তেমন ভাল বদলাবদলি হল না। চালকুমড়ো এসময় প্রত্যেকের ঘরেই অঢেল থাকে।'

'স্বাভাবিক। আর তাই মিসেস লুকাস ফোন করেছেন। গতবার যতদূর মনে পড়ছে, বদলাবদলির বিষয় ছিল গুঁড়ো দুধ—মনে রেখ, গুঁড়ো দুধের বদলে লেটুস। প্রতিটির দাম এক শিলিং।'

ফিলিপা কথা বলল না।

এডমণ্ড পকেট থেকে একপাত্র মধু বের করল।

'এই দেখ', ও বলল; এটাই আমার আসার অজুহাত। মিসেস লুকাস তার বিরাট বুক নিয়ে আচমকা যদি এসেও পড়েন আমার অস্ত্রও তৈরি। আমি চালকুমড়োর খোঁজে এসেছি। এতে কোনরকম খেলার ব্যাপার নেই।'

'বুঝলাম।'

'কোন টেনিসনের কবিতা পড়েছ?' এডমণ্ড জানতে চাইল।

'খুব বেশি না।'

'পড়া উচিত। টেনিসন খুব শিগ্গিরই বেশ ভাল করে দেখা দিতে চলেছেন। সন্ধ্যেবেলা বেতার যন্ত্রটা চালিয়ে দিলেই 'আইডিলস অব দ্য কিং' শুনতে পাবে। টেনিসনের কথায় মনে পড়ল তুমি 'মড' পড়েছ?'

'একবার অনেকদিন আগে।'

ওতে জানার মত অনেক কিছু আছে যেমন, ভ্রমাত্মক ভ্রমহীনা, তুষারাবৃত প্রথমা, অপরূপা অনিন্দিতা। তুমি হলে তাই, ফিলিপিয়া!'

'এটা কোন প্রশংসা নয়!'

'না, তা করার জন্যও বলিনি। যতটা জানি লড বেচারির বুক ভেদ করেছিল যেমন তুমি আমার করেছ।'

'পাগলামি করো না, এডমণ্ড।'

'ওহ্, ফিলিপিয়া, তুমি যা তাই কেন? তোমার সুন্দর আকৃতির মধ্যে কি বলে বলতে পার? কি ভাবো তুমি? কি অনুভব কর? তুমি কি সুখী না মনমরা বা ভীতা কপোতী বা আর কি? কিছু একটা তো হবেই।'

ফিলিপা শান্তস্বরে বলল, আমি যা অনুভব করি তা আমার নিজস্ব

ব্যাপার।

'এবং আমারও। আমি তোমার কথা বলতে চাই। আমি জানতে চাই তোমার এই ঠাণ্ডা মাথায় কোন ভাবনা কিলবিল করে। আমার জানার অধিকার আছে। আমি তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়তে চাইনি। আমি শান্ত হয়ে বসে বই লিখতে চেয়েছি। এমন চমৎকার বই, এই দুঃখে ভরা পৃথিবীর কথায় ভরা। প্রত্যেকেই কেমন হতভাগ্য সেটা বলা কত সহজ। আর এ একটা অভ্যাস। আমি হঠাৎই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি। বার্ন জোন্সের জীবনী পড়ার পরেই।'

ফিলিপিয়া পাতা তোলা বন্ধ করে বিহ্বলভাবে তাকাল।

'এর সঙ্গে বার্ন জোন্সের কি সম্পর্ক?'

'সব কিছুই। রাফায়েলের আগের যুগের সব কিছু পড়লেই বুঝতে পারবে ফ্যাসান কাকে বলে। সবাই তখন ছিল স্ফূর্তিবাজ, আনন্দময়, খুশিতে ভরপুর—তারা হাসত, মজা করত—সবই ছিল চমৎকার, সুন্দর। এটাও ফ্যাসান। তারা আমাদের চেয়ে বেশী সুখী বা খুশি ছিল এমন নয়। আবার তাদের চেয়েও বেশি হতভাগ্য নই। গত যুদ্ধের পর আমরা ছুটলাম মৌনতার পিছনে। আর এখন শুধুই হতাশা। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলছি কেন? কারণ আমার আশাভঙ্গ হয়ে গেছে। এবং তার কারণ তুমি সাহায্য করছ না।'

'আমাকে কি করতে বল?'

'কথা বল। আমাকে সব শোনাও। একি তোমার স্বামীর জন্য? তাকে এখনও ভালবাস? সে তো মৃত আর তাই খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছ? অনেক মেয়েরই স্বামী মারা গেছে—তারাও স্বামীকে ভালবাসত। চোখের জল ফেললেও অন্য কাহারো সঙ্গে তারা একাত্ম হয়—এটাই জীবন। তোমাকে এই ভাব কাটাতে হবে, ফিলিপা। তুমি তরুণী—এত সুন্দর তুমি—তোমাকে আমি প্রাণ দিয়েই ভালসাসি। তোমার ওই স্বামীর কথাই না হয় বল, আমি শুনব।'

'বলার কিছুই নেই। আমাদের আলাপ হয় আর আমরা বিয়ে করি।'

'তোমার বয়স কম ছিল নিশ্চয়ই?'

'খুব কম।'

'তাহলে তাকে নিয়ে তুমি সুখী হওনি? বলে যাও, ফিলিপিয়া।'

'বলে যাওয়ার কিছু নেই। আমরা বিবাহিত ছিলাম। হয়তো সকলের

মত আমরাও সুখী ছিলাম। হ্যারীর জন্ম হল। রোনাল্ড বিদেশে গেল। সে—সে ইটালিতে মারা যায়।'

'আর এখন রয়েছে হ্যারী ?

'হ্যাঁ, এখন রয়েছে হ্যারী।'

'হ্যারীকে আমার ভাল লাগে। সত্যিই ভারি সুন্দর ও। আমাদের দুজনের খুব ভাব। তাহলে কি হবে, ফিলিপা ? আমরা বিয়ে করব ? তুমি বাগান পরিচর্যা করে যাবে আর আমি বই লিখে যাব, তারপর ছুটির সময় সব কাজ ফেলে আনন্দ করব। আমরা কৌশল করে মার কাছ থেকে সরে এসে অন্য কোথাও থাকব। তিনি চেষ্টা করে তার অনুগত ছেলেকে একটু সাহায্য করবেন। আমি অন্যের উপর নির্ভর করি, আমি জঞ্জাল লিখে যাই আর আমি বেশি কথা বলি। এই হল আমার দোষ। একবার চেষ্টা করে দেখবে ?'

ফিলিপিয়া ওর দিকে তাকাল। ওর চোখে পড়ল দীর্ঘাকৃতি এক প্রশান্ত মুখশ্রীর এক তরুণ চোখে উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা। আর বন্ধুত্বের ছায়া।'

'না', ফিলিপা বলল।

'নিশ্চিতভাবেই না ?'

'নিশ্চিতভাবেই না।'

'কেন ?'

'তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না।'

'এই সব ?'

'না, তুমি কোন বিষয়েই কোন কিছু জাননা !

একটু ভাবল এডমণ্ড।

'হয়তো না', ও স্বীকার করল। 'কিন্তু কেই বা জানে ? ফিলিপিয়া, আমার ভালবাসা—আমার—,' ও মাঝপথে থেমে গেল।

কানে ভেসে আসছিল তীক্ষ্ণ এগিয়ে আসা কুকুরের ডাক।

'কুকুরের ডাক ওই বাগানের মাঝে (এডমণ্ডের আবৃত্তি)
নামিছে গোধূলি (যদিও বেলা মাত্র এগারোটা)
ফিল, ফিল, ফিল
শুনি সেই বুলি—'

'তোমার সাথে ছন্দ মিলছে না, তাই না ? যেন ঝরনা কলমের তোষামোদ। তোমার আর কোন নাম আছে ?'

'যোয়ান। দয়া করে যাও। মিসেস লুকাস এসে পড়ছেন।'

'যোয়ান, যোয়ান, যোয়ান, – নাঃ, তাও হচ্ছে না—বিবাহিত জীবনের এ কেমন ছবি— ।'

'মিসেস লুকাস— ।'

'চুলোয় যাক!' এডমন্ড বলে উঠল। 'একটা চালকুমড়ো নিয়ে এস দেখি— ।'

২

লিটল প্যাডকসের পুরো বাড়িখানাই সার্জেণ্ট ফ্লেচারের এক্তিয়ারে এসে গিয়েছিল।

মিৎসির আজ সাপ্তাহিক ছুটি। সে এগারোটার বাসে চেপে বরাবরই মেডেনহ্যাম ওয়েলসে যায়। মিস ব্ল্যাকলকের সঙ্গে কথা বলে সার্জেণ্ট ফ্লেচার বাড়িটা সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি মিস বানারের সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিলেন।

ফ্লেচার দ্রুত কাজে নামলেন। কেউ দরজাটাতে তেল লাগিয়ে ছিল, আর যেই লাগিয়ে থাকুক তার উদ্দেশ্য ছিল অলো নিভে গেলেই সবার অলক্ষ্যে ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। একমাত্র মিৎসি ছাড়া, তার দরজা ব্যবহার করার দরকার ছিল না।

তাহলে আর কারা রইল? পড়শীদের বাদ দেওয়া চলে কারণ তাদের দরজায় তেল দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর রইল প্যাট্রিক আর জুলিয়া সীমন্স, ফিলিপিয়া হেমস আর সম্ভবতঃ ডোরা বানার। সীমন্সরা মিলচেস্টারে, মিসেস হেমস গিয়েছিলেন কাজ করতে। সার্জেণ্ট ফ্লেচার যে কোন গোপন কিছু খুঁজে বের করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও কোন গোপনীয়তা পাওয়া যায়নি। ফ্লেচার বিদ্যুৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তবু তিনি এর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না যাতে জানা যায় সেদিন ফিউজ হয়েছিল কি না। সারা বাড়িতে বিরক্তিকর নিরীহ ভাবই চোখে পড়ে। ফিলিপিয়া হেমসের ঘরে ছিল ছোট একটা ছেলের ছবি, কিছু সাধারণ চিঠি। জুলিয়ার ঘরে ছিল বেশ কিছু দক্ষিণ ফ্রান্সে তোলা ছবি। প্যাট্রিকের ঘরে ছিল নৌবাহিনীতে সে কাজ করার সময়ে কয়েকটা ফটো। ডোরা বানারের ঘরেও তার ব্যক্তিগত সাধারণ কিছু জিনিস।

তবু ফ্লেচারের মনে হল এ বাড়িরই কেউ দরজায় তেল লাগায়।

নিচের সিঁড়িতে সামান্য শব্দ হতেই তিনি দ্রুত উপরে উঠে নিচে তাকালেন।

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম হল ঘরে ঢুকছিলেন হাতে একটা ঝোরা। ড্রয়িং রুমের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে এলেন।

সার্জেণ্ট ফ্লেচার হয়তো সামান্য শব্দ করেছিলেন, সেটা শুনেই ফিরে তাকালেন মিসেস সোয়েটেনহ্যাম।

'মিস ব্ল্যাকলক নাকি?'

'না, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম, আমি,' ফ্লেচার বললেন।

মিসেস সোয়েটেনহ্যাম অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

'উঃ, আপনি চমকে দিয়েছেন আমাকে। ভাবলাম আবার চোর এল নাকি।'

ফ্লেচার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

'এ বাড়িটায় চোরকে আটকানোর কোন ব্যবস্থা নেই', তিনি বললেন। 'যে কেউ ইচ্ছে মত বোধ হয় ঢুকতে পারে?'

'আমি মিস ব্ল্যাকলকের জন্য কিছু ন্যাসপাতি এনেছিলাম। উনি জেলি বানাবেন বলেছিলেন। বাড়িতে তো ন্যাসপাতি গাছ নেই। ওগুলো ডাইনিং রুমের টেবিলে রেখেছি।'

একটু হাসলেন তিনি।

'আপনি ভাবছেন কিভাবে ঢুকলাম? আমি পাশের দরজা দিয়ে এসেছি। আমরা সকলের বাড়িতে এভাবেই সবাই ঢুকি, সার্জেণ্ট। অন্ধকারের আগেই কেউই দরজা বন্ধ করার কথা ভাবিনা। এখন তো আগের দিন নেই যে ঘণ্টা বাজালেই চাকর দরজা খুলে দেবে। আমরা যখন ভারতে ছিলাম আমাদের আঠারোজন চাকর ছিল তা ছাড়াও আয়া। রান্নাঘরে পরিচারিকা না থাকলে মা আবার নিজেদের বড় গরীব মনে করতেন। কিন্তু, আপনাকে আটকাব না, আপনি বোধ হয় খুবেই ব্যস্ত। আশা করি আর কিছু ঘটবে না, কি বলুন?'

'একথা ভাবছেন কেন, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম?'

'মনে হল তাই, আপনাকে দেখে। হয়তো কোন দলের কাজ। আপনি মিস ব্ল্যাকলককে বলবেন ন্যাসপাতিগুলো রেখে গেলাম।'

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন ফ্লেচার। মিসেস সোয়েটেনহ্যাম তার ভাবনা গুলিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণ তিনি ভাবছিলেন বাড়ির কেউ ছাড়া দরজায় তেল লাগানো সম্ভব ছিলনা, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে কারও পক্ষেই তা সম্ভব যখন কেউই বাড়িতে থাকেনি।

৩

'মারগাটরয়েড ?'

'কি ব্যাপার, হিনচ্ ?'

'আমি চিন্তা করছিলাম, বুঝলে ?'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, আমার মাথা কাজ করছিল। বুঝলে, সেদিনের সব ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়াটে।'

'ধোঁয়াটে ?'

'হ্যাঁ। এই খুরপিটাকে রিভলবারের মত মনে কর, মারগাটরয়েড।'

'ওহ—,' মারগাটরয়েড একটু নার্ভাস হয়ে গেলেন।

'ঠিক আছে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? এবার রান্নাঘরের দরজার সামনে এসো। তুমি হবে সেই চোর। হ্যা এখানে দাঁড়াও। এখন রান্নাঘরে ঢুকে একদল বোকাকে ছিনতাই করবে। টর্চটা নিয়ে জ্বালাও।'

'কিন্তু এখন তো দিনের আলো রয়েছে।'

'কল্পনাশক্তি কাজে লাগাও, মারগাটরয়েড। সুইচ টেপো।'

মিস মারগাটরয়েড তাই করলেন।

'হ্যাঁ, এবার ভিতরে ঢোক, তারপর চেঁচিয়ে বল, মাথার উপর হাত তুলুন'। 'দয়া করে' কথাটা ব্যবহার করবে না।'

বাধ্য মেয়ের মত মিস মারগাটরয়েড টর্চটা তুলে, খুরপি উঁচু করে রান্না-ঘরের দরজার দিকে এগোলেন।

টর্চটা ডানহাতে নিয়ে তিনি দ্রুত হাতল ঘুরিয়েই আবার টর্চটা বাঁ হাতে নিলেন।

'মাথার উপর হাত তুলুন!' তিনি বলে উঠলেন। 'কিন্তু—কিন্তু এতো খুব শক্ত কাজ, হিনচ।'

'কেন ?'

'দরজার জন্য। এটাতো স্প্রিংয়ের দরজা খালি পিছিয়ে আসছে। আমার দুটো হাতই ভর্তি।'

'ঠিক তাই,' মিস হিনচক্লিফ উত্তেজনায় বলে উঠলেন।' আর লিটল প্যাডকসের ড্রয়িং রুমের দরজাও দোলখাওয়া দরজা। আমাদের এই দরজার

মত নয়, তবে সেটা খোলা অবস্থায় থাকে না। তাই লেটি ব্ল্যাকলক হাই স্ট্রীটের এলিয়টের দোকান থেকে মজবুত ওই কাঁচের দরজা কিনেছিলেন। আমি এজন্য তাকে কখনও ক্ষমা করতেও পারিনি, আমার আগেই ওটা কিনে ফেলায়। লোকটা আট গিনি থেকে ছ'পাউণ্ড দশ শিলিং-এ নেমেও এসেছিল, তাকে প্রায় হাত করেও ফেলেছিলাম। তারপরেই ব্ল্যাকলক গিয়ে কিনে নেয়। চমৎকার ছিল দরজাটা, কখনও এমন দেখিনি।'

'হয়তো চোর নিজেই দরজাটা প্রথমে খুলে পাল্লা আটকায়,' মারগাটরয়েড বললেন।

'মাথা খাটাও, মারগাটরয়েড। সে দরজা খোলার পর বলল 'মাপ করবেন একটু' তারপর নিচু হয়ে পাল্লাটা আটকে তারপর তার কাজ শুরু করে বলল 'হাত তুলুন?' কাঁধ দিয়ে পাল্লা আটকানোর চেষ্টা করে দেখ।'

'তবুও অসুবিধা হচ্ছে,' মারগাটরয়েড অভিযোগ করলেন।

'ঠিক,' জবাব দিলেন মিস হিনচক্লিফ। 'একটা রিভলবার, একটা টর্চ আর দরজার পাল্লা ধরে থাকা—বড্ড বেশি, তাই না? তাহলে এর উত্তর কি?'

মিস মারগাটরয়েড উত্তর দেবার কোন চেষ্টা না করে তার কর্তৃত্বময়ী বন্ধুর দিকেই সেজন্য তাকালেন।

'আমরা জানি আর একটা রিভলবার ছিল, কারণ সেটা সে ছুঁড়েছিল,' মিস হিনচক্লিফ বললেন। 'আর তার টর্চও ছিল, কারণ আমরা সকলেই তা দেখেছি—অবশ্য যদি না সবাই সম্মোহিত হয়ে থাকি যেমন ভারতীয় সেই দড়ির খেলায় হয় (ইষ্টারব্রুক প্রায়ই এই গল্প বলে মাথা ধরিয়ে দেয়), তাহলে প্রশ্নটা হল কেউ কি ওর জন্য দরজা খুলে ধরেছিল?'

'কিন্তু এটা কে করবে?'

'যেমন, তুমিও করে থাকতে পার, মারগাটেরয়েড। যতদূর মনে পড়ছে, আলো নিভে যাওয়ার সময় ঠিক ওর পিছনেই তুমি ছিলে, মিস হিনচক্লিফ প্রাণভরে হেসে উঠলেন। 'দারুণ সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ তুমি, মারগাটরয়েড, তাই না? কিন্তু কে তোমার দিকে তাকানোর কথা ভাবত। দাও খুরপিটা দাও। ভাগ্য ভাল ওটা রিভলবার নয়, তাহলে নিজেকেই গুলি করতে ইতিমধ্যে।'

৪

'ভারি আশ্চর্য কাণ্ড', কর্ণেল ইষ্টারব্রুক বলে উঠলেন। 'অস্বাভাবিক কাণ্ড। সরা।'

'কি হল, ডার্লিং?'

'এক মুহূর্ত ড্রেসিংরুমে একটু এস।'

'কি ব্যাপার, ডার্লিং?' মিসেস ইষ্টারব্রুক এসে বলে উঠলেন।

'আমার রিভলবারটা তোমায় দেখিয়েছিলাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ. আছে আর্চি। বিচ্ছিরি কালো রঙের জিনিসটা।'

'হ্যাঁ, হুনদের স্মৃতি। ড্রয়ারে রাখা ছিল তাই না?'

'তাইতো।'

'কিন্তু এখন সেটা সেখানে নেই।'

'আর্চি, আশ্চর্য কাণ্ড বলতেই হবে।'

'তুমি কোথাও সরিয়ে রাখনি?'

'ওহ, না। ওই ভয়ানক জিনিসে আমি হাতই দিতাম না।'

'ওই বুড়ি কিথেননাম সে করেনি তো?'

'ওহ, না, তা মনে হয় না। মিসেস বাট কখনও একাজ করবেন না। ওকে জিজ্ঞাসা করব?'

'না-না করাই ভাল। এ নিয়ে আলোচনা হোক চাইছি না। বলতো ঠিক কবে দেখিয়েছিলাম তোমাকে, মনে আছে?'

'ওহ, তা প্রায় এক সপ্তাহ আগে। জামার কলার পাচ্ছিলে না বলে ড্রয়ার খুলেছিলে, তখনই দেখিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এক সপ্তাহ আগে। তারিখটা মনে নেই?'

একটু ভাবলেন মিসেস ইষ্টারব্রুক।

'হ্যাঁ মনে পড়ছে। সেদিন শনিবার ছিল। আমরা ছবি দেখতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু যাওয়া হলনা।'

'হুম—কিন্তু তার আগে নয়? বুধবার বা বৃহস্পতিবার বা তার আগে?'

'না, আমার ঠিক মনে আছে। শনিবার ৩০ শে। বেশ মনে আছে কেন বলব? মিস ব্ল্যাকলকের বাড়ির সেই ডাকাতির ঘটনার ঠিক পরদিন। তখনই আগের দিনের গুলি চালানো দেখে মনে হয়েছিল রিভলবারের কথা।'

'আহ্', কর্ণেল ইস্টারব্রুক বললেন। 'বুক থেকে ভার নেমে গেল।'

'কেন, আন্টি ?'

'কারণ যদি রিভলবারটা ওই ঘটনার আগে হারাত তাহলে ভাবতে হত ওই সুইশ ছোকরা হাতিয়েছে হয়তো।'

'কিন্তু সে জানত কি করে তোমার রিভলবার ছিল ?'

'এই সব লোক সব খবর রাখে।'

'তুমি সত্যিই কত খবর জান, আন্টি।'

'হ্যাঁ, তা রাখতে হয়। তুমি যখন ঘটনাটার পরে দেখেছিলে তখন নিশ্চয়ই লোকটা আমার রিভলবার নিতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই পারে না।'

'উঃ মন শান্ত হল। আমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তোলে। করতে অবশ্য বাধ্য। আসলে এর জন্য কোন লাইসেন্স নিইনি। যুদ্ধের পর লোকে শান্তির সময়ের এসব নিয়ম ভুলে যায়। আমি ওটা যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবেই দেখতাম, বন্দুক হিসেবে নয়।'

'ঠিকই তাই।'

'কিন্তু কথা হল সেটা গেল কোথায় ?'

'হয়তো মিসেস বাটই নিয়েছেন। এমনিতে তিনি সৎ তবে হয়তো ভেবেছেন বাড়িতে একটা রিভলবার রাখবেন বিশেষ করে ওই ছিনতাই হওয়ায়। জিজ্ঞাসাও করতে পারব না, তার মনে লাগবে। তাহলে কি করব—? এত বড় বাড়িতে—।'

'ঠিক কথা', কর্ণেল ইস্টারব্রুক বললেন। 'কিছু না বলাই ভাল।'

তেরো ।। চিপিং ক্লেগহর্নে সকালের কাজকর্ম (আরও)

মিস মারপল ভিকারেজের গেট ছেড়ে বেরিয়ে গলি বেয়ে বড় রাস্তার দিকে চলেছিলেন।

বেশ তাড়াতাড়িই তিনি চলছিলেন রেভারেন্ড জুলিয়ান হারমনের শক্ত বেতের ছড়িটা নিয়ে।

তিনি রেড কাও আর মাংসের দোকান পেরিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে মিঃ এলিয়টের পুরনো জিনিসের দোকানে উঁকি মারলেন। দোকানটা ব্লু বার্ড

টি রুম আর কাদের পাশেই। মিঃ এলিয়টের দোকানের মধ্যে থরে থরে সাজানো নানা রুচির জিনিস। একটা ওয়ালনাট কাঠের ব্যুরো, কিছু টেবিল, মুক্তোর ছড়া আর ভিক্টোরিয় যুগের টুকিটাকি।

মিস মারপল জানালায় উঁকি দিতেই মিঃ এলিয়ট জালের মাঝখানে উপবিষ্ট মাকড়সার মত নতুন মাছিটিকে ফাঁকে ফেলা যাবে কিনা ভাবতে চাইছিলেন। পরক্ষণেই তিনি মিস মারপলকে চিনতে পারলেন। তিনি জানতেন মিস মারপল কে। ইতিমধ্যে মিস মারপলও আড়চোখে দেখে নিয়েছেন মিস ডোরা বানার পাশের ব্লুবার্ড কাফেতে ঢুকছেন। শীতের ঠাণ্ডা টেকাতে এককাপ গরম কফি পান করবেন বলে মিস মারপলও সেখানে ঢুকলেন।

চার পাঁচজন মহিলা সকালের কেনাকাটা শেষ করে চা-পানে ব্যস্ত ছিলেন। মিস মারপল একটু এগোতেই ডোরা বানারের কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

'ওহ, সুপ্রভাত, মিস মারপল। এখানে বসুন, একাই আছি।'

'ধন্যবাদ।'

মিস মারপল নীলরঙের একটা চেয়ারে বসলেন।

'যা বাতাস বাইরে,' তিনি বললেন। বাতের জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারিনা।

'ওহ, আমি বুঝি। গতবছর আমারও সায়টিকা হয়েছিল। উঃ সে কি যন্ত্রণা।'

বেশ কিছুক্ষণ দুই মহিলার মধ্যে গেঁটে বাত, নিউরাইটিস ইত্যাদি নিয়ে কথা হল। গোলাপী পোশাকপরা গোমড়ামুখো একটি মেয়ে তাদের কফি আর কেক পরিবেশন করে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

'এখানকার কেক সত্যিই ভাল,' মিস বানার বললেন।

'মিস ব্ল্যাকলকের বাড়ি থেকে আসতে গিয়ে সেদিন ভারি যে মিষ্টি মেয়েটিকে দেখলাম—বাগানের কাজ করে—কি যেন নাম, হেমস?'

'ওহ, হ্যাঁ, ফিলিপা হেমস। আমাদের বাড়িতেই থাকে। খুব শান্ত। ভাল মেয়ে।'

'আমি একজন কর্নেল হেমসকে চিনতাম ভারতীয় সেনা বাহিনীতে ছিলেন। হয়তো ওঁর বাবা?'

'উনি হলেন মিসেস হেমস। বিধবা! ওর স্বামী সিসিলি বা ইতালিতে মারা যায়। তার বাবা হতে পারেন তিনি।'

'আমার মনে হচ্ছে একটু রোমান্স গড়ে উঠেছে,' মিস মারপল একটু বললেন। 'ওই লম্বা চেহারার তরুণের সঙ্গে?'

'প্যাট্রিকের সঙ্গে বলছেন? ওহ, আমার মনে হয় না—।'

'না। আমি চশমাপরা তরুণের কথা বলছি। তাকে কাছাকাছি দেখেছি।'

'ওহ বুঝেছি, এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম। শুন—ওই ওর মা রয়েছে—ওই কোণের দিকে, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম। আপনার ধারণা ও ফিলিপিয়াকে ভালবাসে? কেমন অদ্ভুত ও—মাঝে মাঝে কি সব কথা বলে। একটু বুদ্ধি থাকলে—,' মিস বানার তিক্তস্বরে বললেন।

'সেটাই সব নয়,' মাথা নেড়ে বললেন মিস মারপল। 'আহ, আমাদের কফি এসে গেছে।'

দুজনে কেক তুলে নিলেন।

'আমার শুনে খুব ভাল লেগেছিল আপনি মিসেস ব্ল্যাকলকের সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলেন। খুব পুরনো বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই আপনাদের?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মিস বানার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'খুব কম মানুষই মিস ব্ল্যাকলকের মত এমন নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু হতে পারে। ওহ, সে কত ভাল হয়ে গেল। এমন সুন্দর এক মেয়ে, জীবনকে এত ভালবেসেছে। সবই কেমন দুঃখের।'

মিস মারপল বুঝতে পারলেন দুঃখের কারণ কি, তিনি শুধু বললেন, 'জীবন সত্যিই বড় কঠিন।'

'আর দুঃখের আঘাত সাহসের সঙ্গে সহ্য করা,' মিস বানার বলতে তার দুচোখ জলে ভরে এল। 'কথাটা বারবার মনে পড়ে। এত সাহস এত সহ্য-শক্তির পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমার মনে হয় মিস ব্ল্যাকলকের জীবনে ভাল কিছু এলে সে তারই যোগ্য।'

'অর্থ মানুষের জীবনের পথ সহজ করে তোলে,' মিস মারপল বললেন।

তিনি বুঝেছিলেন মিস বানার মিস ব্ল্যাকলকের ভবিষ্যতের প্রাচুর্যের কথা ভেবেই তার কথা বলেছেন।

মন্তব্যটা অবশ্য মিস বানারের চিন্তাধারা অন্যদিকে টেনে নিল।

'অর্থ!' তিক্তস্বরে বললেন তিনি। আমি বিশ্বাস করিনা, জানেন, কেউ অর্থ কি, বা তার অভাবই বা কি, না অনুভব করে থাকলে এর বাস্তবতা টের পায় না।'

মিস মারপল সহানুভূতির সঙ্গে মাথা ঝাঁকালেন।

মিস বানার বলে চললেন, 'আমি লোককে বলতে শুনেছি' টেবিলে ফুল না থাকলে আমি খেতে রাজি নই'। অথচ কজন না খেয়ে থাকে বলুন? লোকে জানেনা ক্ষুধা কাকে বলে—অভিজ্ঞতা না থাকলে সে তা টের পায় না। রুটি, আর এক বোতল মাংসের কিমা আর মার্সারিন—দিনের পর দিন। এক প্লেট মাংস আর সব্জীর জন্য কত না আর্তি'। চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত—অথচ সব জায়গা থেকে একই উত্তর 'আপনার বয়স হয়ে গেছে।' তারপর বাড়িভাড়া—না দিতে পারলে আপনাকে পথে নামতে হবে। বৃদ্ধ বয়সের ভাতায় বেশিদূর তো যাওয়া যায় না—।'

'বুঝতে পারছি—,' মিস মারপল মিস বানারের যন্ত্রণাকাতর মুখ লক্ষ্য করে সান্ত্বনার স্বরে বললেন।

'আমি লেটিকে লিখেছিলাম। হঠাৎ কাগজে তার নাম দেখি। মিলচেস্টার হাসপাতালের সাহায্যে মাধ্যাহ্নভোজ। ওর নাম আমার মনে হলে স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। বহু বছর ওর কথা শুনিনি। ও ছিল বিরাট ধনী গোয়েডলারের সেক্রেটারি। দেখতে তেমন কিছু নয় সে তবু ওর চরিত্রের তুলনা ছিল না। আমি ভাবলাম হয়তো আমার কথা ওর মনে আছে। ও এমন একজন যার কাছে সাহায্য চাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধুদের কে অবশ্য এত মনে রাখে—অনেকেই ভাবে শুধু সাহায্য প্রার্থী হয়ে—।'

ডোরা বানারের চোখে অশ্রু টলমল করে উঠল।

'তারপর লেটি এসে আমাকে নিয়ে গেল—ওকে সাহায্য করার জন্য ওর একজনকে দরকার ছিল বলে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে যাই। ওর কি দয়ার্দ্র মন, কি সহানুভূতি। পুরনো সেই কথাগুলো ও ভুলে যায়নি…ওর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি—সব কিছুই। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি তবু মাঝে সব গোলমাল করে ফেলি—আমার আগের মত মাথা আর নেই। খালি ভুল করি, সব ভুলে যাই আর বোকার মত কথা বলি। তবু ওর খুব ধৈর্য। ওর সবচেয়ে ভাল দিক হল ও ভাব করে যেন আমি সত্যিই একে সাহায্য করছি। এটাই সত্যিকার দয়া, তাই না?'

মিস মারপল শান্তস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক।'

'লিটল প্যাডকসে আসার পর খালি চিন্তা করতাম জানেন—মিস ব্ল্যাকলকের কিছু হলে আমার কি হবে। কত দুর্ঘটনাই তো ঘটে কে বলতে পারে। লেটি বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। তাই সে একদিন আমাকে

বলে আমার জন্য কিছু মাসোহারা সে ঠিক করে রেখেছে আর ওর সব আসবাবপত্র ও আমাকে দিয়ে যাবে—আমি নিজের মতই সেগুলো ভালবাসতে পারব অন্যরা এর দাম দেবে না। কাচের উপর কেউ কিছু রাখতে গিয়ে সেটা ভেঙে দেয় এ আমার সহ্য হয় না—,' হঠাৎই চুপ করলেন ডোরা বানার। তারপর বলে চললেন, 'আমাকে যেরকম মনে হয় আমি সত্যিই ততটা বোকা নই। আমি বুঝতে পারি কেউ কেউ যখন লেটির উপর চাপ দেয়। আমি তাদের নাম বলতে চাই না—তবে তারা সুযোগ নেয়। প্রিয় মিস ব্ল্যাকলক বড় বেশি রকম বিশ্বাস করে সবাইকে।'

মিস মারপল মাথা নাড়লেন।

'এটা ভুল কাজ।'

'হ্যাঁ, আপনি বা আমি দুনিয়াটাকে জানি কিন্তু মিস ব্ল্যাকলক—,' মাথা ঝাঁকালেন ডোরা বানার।

মিস মারপল ভাবলেন বড অর্থলগ্নীকারকের সেক্রেটারি থাকায় মিস ব্ল্যাকলকও এই দুনিয়ার অনেক কিছু জানেন। তবে সম্ভবতঃ ডোরা বানার বোঝাতে চাইছিলেন লেটি ব্ল্যাকলক সচ্ছল হওয়ায় মানব চরিত্রের গভীরতম দিকের কথা জানেন না।

'ওই প্যাট্রিক!' ডোরা বানার আচমকা বলে উঠতে মিস মারপল একটু চমকে গেলেন। 'অন্ততঃ দুবার সে পয়সার টানাটানি বলে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ওর দেনা হয়েছিল। লেটি খুব সদয়! ও আমাকে বলেছিল 'ছেলেটার বয়স কম, ডোরা। এ বয়সে ওরা একটু বেপরোয়া হয়েই থাকে।'

'হ্যাঁ একথা ঠিক,' মিস মারপল বললেন। 'ছেলেটি দেখতেও ভাল।'

'যারা ভাল দেখতে তারা ভাল কাজও করে,' ডোরা বানার বললেন। ও মানুষকে নিয়ে তামাশা করে। আর বড় মেয়েদের পিছনে ঘোরে। আমি তো সব সময়েই ওর ঠাট্টার পাত্র। ও বোঝেনা মানুষের একটা অনুভূতি থাকে।'

'অল্পবয়সীরা এ ব্যাপারে একটু খেয়ালশূন্য হয়,' মিস মারপল বললেন।

মিস বানার রহস্যময় ভঙ্গীতে একটু সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

'কাউকে বলবেন না তো একটা কথা বলছি?' তিনি বললেন। আমার বিশ্বাস ওই রহস্যময় ঘটনায় ও জড়িত। আমার ধারণা ও লোকটাকে চিনত —বা জুলিয়া চিনত। আমি মিস ব্ল্যাকলককে বলতে সাহস পাইনি—বা বলে থাকলেও সে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত—ওরা

তারই ভাইপো ভাইঝি। আর ওই সুইশ ছেলেটা নিজেকে গুলি করায় প্যাট্রিককে নৈতিক দিক থেকে দায়ী করা উচিত নয়? মানে, ও যদি ওকে মতলবটা দিয়ে থাকে। সব ব্যাপারটা নিয়ে আমার সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। সবাই ড্রয়িং রুমের ওই দরজা নিয়ে কত কথা বলছে। আমিও ওটা নিয়ে ভেবেছি। ওই ডিটেকটিভ তো বললেন দরজাটায় তেল দেয়া হয়েছিল। কারণ কি জানেন আমি দেখেছিলাম—।'

আচমকা চুপ করে গেলেন মিস বানার।

মিস মারপল একটা লাগসই উত্তর খুঁজতে চাইলেন।

'আপনার পক্ষে কঠিন,' সহানুভূতির স্বরে বললেন। 'স্বাভাবিকভাবেই আপনি পুলিশকে জানাতে পারছেন না।'

'ঠিক তাই,' ডোরা বানার কান্নাভরা গলায় বললেন, 'সারা রাত আমি বিনিদ্র হয়ে কাটাই আর ভাবি···কারণ জানেন, আমি সেদিন প্যাট্রিককে ঝোপের মধ্যে দেখেছিলাম। আমি মুরগীর ডিম আনতে গিয়েছিলাম আর ওকে দেখলাম হাতে অকটা কাপ আর পালক নিয়ে প্যাট্রিক দাঁড়িয়ে কিছু করছে। সেটা তেলমাখা কাপ। ও আমাকে দেখে অপরাধীর মত মুখ করে প্রায় চমকে উঠেছিল, ও বলে উঠেছিল, 'এটা কি তাই দেখছিলাম—।' কথাটা ও ঠিক বলেনি বেশ বুঝেছিলাম—বানিয়ে বলায় ও বেশ ওস্তাদ। ওটা ওখানে গেল কি করে? ওই ঝোপের মধ্যে? অবশ্য আমি কিছুই বলিনি। তবে বেশ কড়া চোখে তাকিয়েছিলাম, ও সেটা বুঝেছিল।'

ডোরা বানার একটু চুপ করে এক টুকরো কেক তুলে নিলেন।

'তারপর আর একদিন জুলিয়ার সঙ্গে ওকে অদ্ভুত এক আলোচনা করতে শুনি। ওরা বোধহয় কিছু নিয়ে ঝগড়া করছিল। ও বলছিল 'যদি জানতাম এরকম কিছুর সঙ্গে তুমি জড়িত আছ। তারপর জুলিয়া বলল (ও খুবই শান্ত) 'ছোট্ট সোনা ভাইটি আমার, তাহলে কি করবে? আর তখন একটা বোর্ডে পা লাগল আমার আর শব্দ শুনে ওরা তাকাল। আমি বললাম, 'আবার ঝগড়া করছিলে বোধ হয়?' প্যাট্রিক বলে উঠল, 'জুলিয়াকে সাবধান করছিলাম ওই সব কালোবাজারিতে যেন মাথা না ঘামায়।' আমি ঠিক জানি ওরা ওই নিয়ে আলোচনা করছিল না। আমার ধারণা প্যাট্রিকই ওই ড্রয়িং রুমের ল্যাম্পটাই কিছু করে যাতে আলো নিভে যায়—আমি—।'

চুপ করে গেলেন মিস বানার, তার মুখ লাল। মিস মারপল মুখ ঘোরাতেই মিস ব্ল্যাকলককে দেখলেন—তিনি সম্ভবতঃ তখনই এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

'কি, কফির সঙ্গে খোশগল্প হচ্ছে, বানি?' গলায় মৃদু অনুযোগের সঙ্গে বললেন মিস ব্ল্যাকলক। 'সুপ্রভাত, মিস মারপল। বেশ ঠাণ্ডা, তাই না?'

'আমরা আজকালকার এত নিয়মের বাড়াবাড়ি নিয়ে কথা বলছিলাম', তাড়াতাড়ি বললেন মিস বানার।

তখনই দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঢুকলেন বাণ্ড হারমন ব্রুবার্ড।

'হ্যাল্লো', তিনি বলে উঠলেন। 'কফি আছে না দেরি করে ফেলেছি?'

'না, প্রিয়', মিস মারপল বললেন। 'বসে এককাপ নাও।'

'আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে', মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'তোমার কেনা-কাটা শেষ, বানি?'

তার কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয় থাকলেও মৃদু অনুযোগের স্পর্শ।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ধন্যবাদ, লেটি। একবার কেমিস্টের দোকানে গিয়ে কটা অ্যাসপিরিন আর বড়ার প্লাণ্টার কিনে নেব।'

ব্রুবার্ডের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাণ্ড বললেন, 'কি নিয়ে আলোচনা

একটু থেমে মিস মারপল বললেন, 'পারিবারিক বন্ধন একটা জোরালো জিনিস। খুবই জোরালো। সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা তোমার মনে আছে—ঠিক মনে আসছে না। শোনা গিয়েছিল স্বামী তার স্ত্রীকে বিষ খাইয়েছিল মদের মধ্য দিয়ে। তারপর বিচারের সময় তার মেয়ে জানাল সে তার মায়ের গ্লাসের মদ অর্ধেকটা পান করেছে। এর ফলে ওর বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ আর টেঁকেনি। লোকে বলে—অবশ্য গুজবও হতে পারে যে লোকটার মেয়ে বাপের সঙ্গে আর কথা বলেনি আর তার সঙ্গে থাকেনি। অবশ্য বাবা ওরকম আর ভাইপো ভাইঝি আর একরকম। তবে আসল কথাটা হল কেউ পরিবারের কারও ফাঁসি হোক তা চায় না।'

'না', বাণ্ড উত্তর দিলেন। 'বোধ হয় চায় না।'

মিস মারপল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তিনি চাপা স্বরে এবার বললেন, 'মানুষ সব জায়গাতেই একরকম।'

'আমি কার মত?'

'তুমি অনেকটা তোমারই মত। অবশ্য—।'

'এইবার আসছে,' বাণ্ড বললেন।

'আমার এক পার্লার মেডের কথা মনে পড়ছিল, প্রিয়।'

'হ্যাঁ, সেও তাই ছিল। টেবিলে যা গুছিয়ে রাখত সে সবই ভুল হত। মাথার টুপি ঠিক জায়গায় থাকত না।'

বাঞ্চের হাত আপনা-আপনি ওর টুপি স্পর্শ করতে চাইল।

'ওকে বহাল রেখেছিলাম কারণ ও ভারি মজার মজার কথা বলত।' মিস মারপল বললেন।

'ও নিশ্চয়ই কোন খুন করেনি?' বাঞ্চ প্রশ্ন করলেন।

'না, অবশ্যই তা করেনি।' মিস মারপল বললেন। 'ও এক ব্যাপটিস্ট মন্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। পাঁচটা ছেলেমেয়েও হয় ওর।'

'ঠিক আমারই মত,' বাঞ্চ বললেন। 'তবে এখন পর্যন্ত আমার শুধু এডওয়ার্ড আর সুশান। কিন্তু এখন কার কথা ভাবছ, জেন মাসী?'

'অনেক অনেকের কথা, প্রিয় বাঞ্চ,' মিস মারপল অস্পষ্টভাবে বললেন।

'তারা সেন্ট মেরী মীডের?'

'বেশির ভাগই..আমি বিশেষভাবে নার্স এলারটনের কথা ভাবছিলাম ...সত্যি খুবই চমৎকার, দয়ালু মহিলা। এক বৃদ্ধা মহিলার সে দেখ-ভাল করত। তারপর বৃদ্ধা মারা গেলেন। তারপর আরও একজন আসেন আর মারা যান মরফিয়ায়। তারপর সব কথা জানা যায়। দয়াপরবশ হয়েই করা। সবচেয়ে ভয়ানক হল স্ত্রীলোকটি স্বীকার করতে চায়নি যে কোন ভুল করেছিল। তাদের বেশিদিন বাঁচার আশা ছিল না, সে বলেছিল, একজনের ক্যান্সার হয়েছিল, বড় যন্ত্রণাও ছিল—তাই।'

'তুমি বলতে চাও—দয়াপরবশে খুন?'

'না, না। তারা তাদের সব টাকা ওকেই দিয়ে যায়। ও টাকা ভালবাসত...।'

'তোমার কোন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্নেলের কথা জানা আছে স্মৃতির ঝুলিতে?'

'খুবই স্বাভাবিক, প্রিয় বাঞ্চ। যেমন মেজর ভগান, তিনি থাকতেন লার্চেস-এ আর কর্নেল রাইট, সিমলা লজে। তবে আমার মিঃ হজসনের কথাই বেশি মনে আছে। তিনি সমুদ্রযাত্রা করে তার মেয়ের বয়সী একজনকে বিয়ে করে আনেন। মেয়েটি কে, কোথা থেকে এসেছিল কিছুই তিনি জানতেন না, সে যা বলছিল তাই তিনি বিশ্বাস করে নেন।'

'আর তার কথা সত্যি ছিল না?'

'না নিশ্চয়ই না।'

'মন্দ নয়,' বাণ্ড বলে হাতের কর গুণে চললেন। 'আমরা পেয়েছি অনুরক্ত ডোরা, সুদর্শন প্যাট্রিক, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম আর এডমণ্ড আর ফিলিপিয়া থেমস, কর্নেল আর মিসেস ইষ্টারব্রুক আর যদি ধরতে চাও তাহলে আমি। তবে মিসেস ইষ্টারব্রুক সম্বন্ধে তোমার কথা ঠিক। তবে তার মিস ব্ল্যাকলককে খুন করার কারণ দেখছি না।'

'মিস ব্ল্যাকলক ওর সম্পর্কে কিছু এমন জানতে পারেন সেটা তিনি চান না কেউ জানুক।'

মিস মারপল অন্যমনস্কভাবে বলে উঠলেন, কিন্তু...কিন্তু তা হতে পারে না। এর কোন কারণ নেই যে— !'

'জেন মাসী!'

মিস মারপল দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসলেন।

'ও কিছু নয়, বাণ্ড,' তিনি বললেন।

একটু ভাবতে চাইলেন এবার বাণ্ড, তারপর সামনে ঝুঁকে বসলেন।

'জেন মাসী, কে খুনটা করেছে তুমি বুঝতে পেরেছ?' তিনি বলে উঠলেন। 'কে হতে পারে?'

'কিছুই আমি জানি না,' মিস মারপল বললেন। 'এক মুহূর্তে আগে কিছু একটা যেন মনে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল—সময় এত কম। বড় কম!'

'কম মানে?'

'স্কটল্যাণ্ডের সেই বৃদ্ধা মহিলা যে যে-কোন সময় মারা যেতে পারেন।'

বাণ্ড অবাক হয়ে তাকালেন।

'তাহলে তুমি পিপ আর এমা বলে কেউ আছে বিশ্বাস কর? তোমার বিশ্বাস, ওরাই ওটা করেছিল—আর আবার চেষ্টা করতে পারে তারা?'

'নিশ্চয়ই তারা আবার চেষ্টা করবে,' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন মিস মারপল। 'একবার চেষ্টা করে থাকলে তারা আবার করবে। তুমি যদি কাউকে খুন করতে ভেবে থাকো তাহলে প্রথমবার ব্যর্থ হলে বলে থেমে থাকবে না। বিশেষ করে কেউ সন্দেহ করেনি ভেবে নিয়ে থাকলে।'

'এটা যদি পিপ আর এমা করে থাকে,' বাণ্ড বললেন, 'তাহলে দুজন আছে যারা হতে পারে। নিশ্চয়ই প্যাট্রিক আর জুলিয়া। ওরা ভাইবোন আর প্রায় ঠিক বয়সের।'

'প্রিয় বাণ্ড, এত সরল না হতেও পারে। নানা প্রশ্নও এতে আছে।

বিবাহিত হলে পিপের স্ত্রী বা এমার স্বামী থাকতে পারে। তাছাড়া ওদের মাও আছেন—তিনি সরাসরি টাকা না পেলেও ধরা যায়। মিস ব্ল্যাকলক ত্রিশ বছর তাকে দেখেননি তাই এখন না চিনতেও পারেন। বৃদ্ধারা প্রায় একই রকম। মিস ব্ল্যাকলকের চোখ খারাপ, কিভাবে উনি তাকান দেখনি? তাছাড়া ওদের বাবাও আছেন। সত্যিকার খারাপ লোক।'

'হ্যাঁ, তবে তিনি বিদেশী।'

'জন্মসূত্রে। এমন কারণ সেই তিনি ভাঙা ইংরাজী বলেন। আমার বিশ্বাস তিনি সহজেই সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্নেলের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবেন।

'তুমি তাহলে এরকমই ভাবছ?'

'না তা ভাবিনি। আমি শুধু জানি অনেক টাকাই এর সঙ্গে জড়িত—বহু টাকা। আর আমার ভয় মানুষ টাকার জন্য ভয়ংকর কিছু করতে পারে।'

'আমি তা বিশ্বাস করি,' বাঞ্চ বললেন। 'তবে এতে শেষ পর্যন্ত তাদের কোন লাভ হয় না।'

'হ্যাঁ—তবে তারা সেটা বুঝতে চায় না।'

'আমি বুঝতে পারছি,' হাসলেন বাঞ্চ। 'টাকা থাকলে কত কি ভাবে মানুষ···আমি করি···নানা পরিকল্পনা···অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম··· অসহায় স্ত্রীলোকদের জন্য বাড়ি···।'

মিস মারপল হাসলেন।

'তুমি কি ভাবছ বুঝেছি,' বাঞ্চ বললেন। 'হয়তো আমি খুনও করে বসতে পারি এজন্য—কিন্তু না, আমি সত্যিই কাউকে মারতে পারব না। কারণ কি জানো? মানুষ বাঁচতে চায় যেমন মাছিও; তিনি কফির কাপ থেকে একটা মাছি তুলে টেবিলে রাখলেন তারপর তাকে উড়িয়ে দিলেন। এইভাবে বেঁচে থাকতেও সকলের আনন্দ—। ভেবো না, জেন মাসী, আমি কখনই কাউকে খুন করব না।'

চোদ্দ ॥ অতীতে ভ্রমণ

একরাত ট্রেনে কাটিয়ে ইনস্পেক্টর ক্র্যাডক হাইল্যাণ্ডস-এর একটা ছোট স্টেশনে নামলেন।

তার মনে হল ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত ধনবতী মিসেস গোয়েন্ডলার—পঙ্গু হয়ে যিনি শয্যাশায়ী—যার লণ্ডনে অভিজাত এলাকায় চমৎকার বাড়ি, হ্যাম্পসায়ারে জমিদারী, দক্ষিণ ফ্রান্সে একটা ভিলা, তিনি সুদূর স্কটল্যাণ্ডে বাস করে চলেছেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর যোগাযোগ নেই। বড়ই একাকীত্ব ভরা জীবন—নাকি তিনি এতই অসুস্থ যে এসবে তাঁর কোন নজর নেই?

ক্র্যাডকের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। পুরনো মডেলের একটা ডেমলার। সোফারই গাড়ি চালাচ্ছিল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন—ক্র্যাডক বিশ মাইলের এই ভ্রমণ বেশ উপভোগ করছিলেন। তিনি ওই একাকীত্ব সম্পর্কে একটু মন্তব্য করতেই সোফারের কাছ থেকে তিনি কারণ জানতে পারলেন।

'তিনি যখন ছোট ছিলেন এটাই ছিল তাঁর বাড়ি। পরিবারের তিনি শেষ জন। তিনি আর মিঃ গোয়েন্ডলার এখানেই দুঃখ-সুখে থাকতেন, অবশ্য লণ্ডনে অনেক সময় কাটাতে হত।

পুরনো বাড়িটার ধূসর রঙের চোখে পড়তে ক্র্যাডকের মনে হল তিনি যেন অতীতে প্রবেশ করছেন। একজন বয়স্ক বাটলার তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর স্নান করে নিতে তাকে বিরাট একটা কামরায় প্রাতরাশের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে বিরাট একটা চুল্লী জ্বলছিল।

প্রাতরাশের পর একজন মধ্যবয়স্ক নার্সের পোষাক পরিহিত সপ্রতিভ মহিলা এসে মিষ্টার ম্যাকলেল্যাণ্ড বলে নিজের পরিচয় দিলেন।

'আমার রোগিণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরি, মিঃ ক্র্যাডক। তিনি দেখা করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছেন।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তার কোন উত্তেজনা যাতে না হয়,' ক্র্যাডক বললেন।

'কি ঘটবে আপনাকে একটু বলে রাখি। আপনি মিসেস গোয়েন্ডলারকে এমনিতে স্বাভাবিকই মনে করবেন। তিনি কথা বলে যাবেন—কথা বলতে তাঁর ভালই লাগে—তারপর আচমকাই তাঁর শক্তি শেষ হয়ে যাবে। ওই মুহূর্তেই ঘর ছেড়ে চলে এসে আমাকে জানাবেন। আসলে তাঁকে সারা মাসই মরফিয়া দিয়ে রাখা হয়। আপনার আসা উপলক্ষ্যেই তাঁকে খুব জোরালো উত্তেজক ওষুধ খাওড়ানো হয়েছে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়ে এলেই তিনি অর্ধ অচেতন হয়ে যাবেন।'

'আমি একথা বুঝতে পারছি, মিস ম্যাকলেল্যান্ড। মিসেস গোয়েডলারের স্বাস্থ্যের অবস্থা ঠিক কেমন জানাতে আপত্তি আছে?'

'আসলে, মিঃ ক্র্যাডক, তিনি প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী। তাঁর জীবনের স্থায়িত্ব বড় জোর আর কয়েক সপ্তাহ। তিনি বহুদিন আগেই মরে যেতে পারতেন, শুনলে আশ্চর্য হবেন, তবে কথাটা ঠিক। মিসেস গোয়েডলারের জীবিত থাকার কারণ তাঁর বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা। গত পনেরো বছর তিনি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি—উনি খুব স্বাস্থ্যবতীও ছিলেন তবু তাঁর ছিল অসীম জীবনীশক্তি।' নার্স ম্যাকলেল্যান্ড হাসলেন। 'তার সঙ্গে পরিচয় হলেই বুঝবেন অতি চমৎকার মানুষ তিনি।'

ক্র্যাডককে একটা বিরাট ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন ঘরে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে আর বিশাল চাঁদোয়া লাগানো এক শয্যায় এক বৃদ্ধা মহিলা শায়িত। তাঁর বয়স সম্ভবতঃ লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের চেয়ে সাত বা আট বছর বেশিই হবে। বয়স অনুপাতে অসুস্থতার জন্যই তাঁকে বয়স্কা লাগছে।

তাঁর শুভ্র কেশ হালকা নীলাভ পশকে গুচ্ছ করে বেঁধে রাখা ছিল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন তবু মিষ্টত্বের রেখাও প্রকট। ক্যাডকের কেমন মনে হল তার চোখের তারায় সামান্য দুষ্টুমির ঝিলিক।

'খুবই কৌতূহলের ব্যাপার,' তিনি বলে উঠলেন। 'পুলিশের কেউ বড় একটা এখানে আসে না। আমি শুনলাম লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক খুব বেশি আহত হয়নি ওই আক্রমণে? কেমন আছে প্রিয় ব্ল্যাকি?'

'তিনি ভালই আছেন, মিসেস গোয়েডলার। তিনি আপনাকে তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন।'

'বহুকাল হয়ে গেল তাকে শেষবার দেখেছি···বহুদিন ধরে শুধু বড়দিনে একখানা কার্ড পাই। ও যখন শার্লটের মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডে আসে আমি ওকে এখানে আসতে বলি কিন্তু ও জানায় এত বছর পরে ব্যাপারটা খুব যন্ত্রণাদায়কই হবে। ও ঠিকই বলেছিল···ব্ল্যাকির চিরকালই বুদ্ধি ছিল। আমার এক পুরনো স্কুলের বন্ধু সেদিন এসেছিল—হাসলেন তিনি—'দুজনেই প্রায় বিরক্ত হয়েই উঠেছিলাম কথা খুঁজে না পেয়ে। শুধু 'তোমার মনে আছে' গোছের কথা।'

প্রশ্ন করার আগে ক্র্যাডক বৃদ্ধাকে কথা বলে যেতেই দিলেন। তিনি গোয়েডলার ব্ল্যাকলকের আসল বন্ধন কোথায় এটাই জানার চেষ্টা করছিলেন।

'আমার মনে হয়,' বেল গোয়েন্ডলার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'আপনি টাকার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইবেন ? র‍্যাণ্ডাল সবই আমার মৃত্যুর পর ব্ল্যাককে দিয়ে যায়। র‍্যাণ্ডাল কখনই ভাবেনি আমি ওর পরেও বেঁচে থাকব। ও বেশ শক্ত কাঠামোর মানুষই ছিল, কোনদিন অসুখে ভোগেনি, আর আমার শরীর চিরদিনই খারাপ, সর্বদাই ডাক্তারের স্মরণ নিতে হয়েছে। সবসময় যন্ত্রণার অভিযোগ—।'

'একে অভিযোগ বলা বোধ হয় ঠিক নয়,' ক্র্যাডক বললেন।

'না, আমি সেভাবে বলিনি', বৃদ্ধা মহিলা মৃদু হাসলেন। 'নিজের জন্য কখনই দুঃখবোধ করিনি। এটা ধরেই নেয়া হয়েছিল আমি স্বামীর আগেই বিদায় নেব। কিন্তু বাস্তবে সেটা হল না...।'

'আপনার স্বামী ঠিক কি কারণে সব টাকা এইভাবে দিয়ে যান ?'

'অর্থাৎ ব্ল্যাককে কেন দিয়ে গেলেন ? যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়,' তার চোখে আবার দুষ্টুমি ঝিলিক দিল। 'আপনাদের পুলিশের কি আশ্চর্য মন। র‍্যাণ্ডালের সঙ্গে তার কোন ভালবাসার ব্যাপার ছিল না। লেটিসিয়ার মন ছিল পুরুষের মত। নারীসুলভ অনুভূতি বা দুর্বলতা ওর ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না তার সঙ্গে কোন পুরুষের ভালবাসা হতে পারত। সে দেখতেও সুরূপা ছিল না। নারী হওয়ার মজা সে জানত না।'

আবার দুষ্টুমি খেলে গেল তার চোখে।

'আমার সবসময় মনে হয়েছে পুরুষরা বড়। আমার ধারণা র‍্যাণ্ডাল সব সময়েই ব্ল্যাককে ওর ছোটভাই বলেই ভাবত। সে ওর বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করত, সেটা সত্যিই ছিল চমৎকার। বহুবার তাকে বিপদ থেকে বাঁচায়।'

'শুনেছি তিনি একবার অর্থ দিয়েও সাহায্য করেন ?'

'সেকথা ঠিকই, তবে আমি বলছি তার চেয়েও বেশি কিছু। র‍্যাণ্ডাল আসলে বুঝতে পারত না কোনটা খারাপ আর কোনটা ঠিক। ব্ল্যাকই তাকে সঠিক পথে রাখত। সে একদম সোজা পথে চলত। কখনই সে অসৎসঙ্গ করেনি। এ এক অসামান্য চরিত্র। আমি ওর সবসময়েই প্রশংসা করেছি। কিশোর বয়সে ওদের ভয়ঙ্কর সময় কেটেছিল, ওদের বাবা ছিলেন এক গ্রামের ডাক্তার। লেটিসিয়া লণ্ডনে চলে এসে চার্টার অ্যাকাউণ্ট্যান্ট হয়। অন্য বোনটি ছিল পঙ্গু। তাই ওর বাবার মৃত্যুর পর সে বোনের দেখাশোনা করতে চলে যায়।'

'এটা আপনার স্বামীর মৃত্যুর কতদিন আগে ?'

'কয়েক বছর হবে। লেটিসিয়া প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ার আগেই র‍্যান্ডাল উইল করেছিল আর তা বদলায়নি। ও বলেছিল, 'ডেল, আমাদের নিজের কেউ নেই (আমাদের একমাত্র ছেলে দুবছর বয়সে মারা যায়), তুমি চলে গেলে ব্ল্যাকিই এসব পাক। সে অনেকটাই বাড়াতে পারবে বাজারের মধ্য দিয়ে।'

একটু থামলেন ডেল গোয়েডলার।

তারপর আবার বললেন, 'র‍্যান্ডাল এই টাকা বরাদ্দ ব্যাপারটায় দারুণ আনন্দ পেত। ঝুঁকি নেয়া ওর কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মতই ছিল। ঠিক এরকম কিছু ছিল ব্ল্যাকিরও। বেচারি এটা করতে গিয়ে ভালবাসা, সন্তান এসবের মজা উপভোগ করতে পারেনি—জীবনের কোন মজাই সে পায়নি।'

ক্র্যাডক ভাবলেন সত্যিই বিচিত্র জীবন। এক অশক্তা পঙ্গু মহিলা যিনি স্বামীকে হারিয়েছেন, সন্তানকেও হারিয়েছেন তিনিই জীবনের মাধুর্য সম্পর্কে অপরের জন্য দুঃখবোধ করছেন।

বৃদ্ধা তার দিকে তাকালেন।

'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু জীবনের সবকিছুই আমি একদিন পেয়েছিলাম। যাকে ভালবাসতাম তাকেই বিয়ে করি···দুটো মূল্যবান বছরের জন্য সন্তানও পেয়েছিলাম...প্রত্যেকেই আমাকে স্নেহ করেছে...আমি সত্যিই ভাগ্যবতী।'

ক্র্যাডক এই সুযোগে তাঁর প্রশ্নে চলে এলেন।

'মিসেস গোয়েডলার আপনি বললেন আপনার স্বামী তাঁর সব অর্থ মিস ব্ল্যাকলককে দিয়ে যান। কিন্তু, বোধ হয় তার এক বোন ছিল ?'

'ওহ, সোনিয়া। কিন্তু বহুবছর আগে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয় আর ছাড়াছাড়ি হয়।'

'তিনি তার বিয়ে মেনে নেননি ?'

'ঠিক তাই। ও বিয়ে করে কিমিট্রি স্ট্যামফোরডিসকে। র‍্যান্ডাল বরাবর বলত সে প্রতারক। গোড়া থেকেই দুজনে দুজনকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু সোনিয়া তাকে উন্মত্তের মত ভালবাসত আর বিয়ে করার জন্য মনস্থির করে ফেলেছিল। আমিও ভাবতাম কেন সে করবে না। এসব বিষয়ে পুরুষের অদ্ভুত মনোবৃত্তি থাকে। সোনিয়া বাচ্চা ছিল না—ওর বয়স তখন পঁচিশ, তাই কি করছে সে ভালই জানত। লোকটা যে শঠ ছিল

তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। ওর পুলিশ রেকর্ড ছিল বলে ভাবত র‍্যান্ডাল। আরও ভাবত লোকটার নামও আসল ছিল না। র‍্যাণ্ডাল যেটা বুঝত না, তাহল ডিমিট্রির মেয়েদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় ছিল আর সেও সোনিয়াকে দারুণ ভালবাসত। র‍্যাণ্ডাল বলত সে সোনিয়ার টাকার জন্যই তাকে বিয়ে করতে চায়। তবে কথাটা ঠিক নয়। সোনিয়া খুবই সুন্দরী ছিল আর মনের জোর ছিল খুব। যদিও বিয়েটা কোনভাবে সফল না হত তাহলে সে অনায়াসেই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে চলে আসতে পারত। সে প্রচুর অর্থেরও মালিক ছিল।'

'ঝগড়া কোনদিন মেটেনি ?'

'না। র‍্যাণ্ডাল আর সোনিয়ার কোনদিন বনিবনা হয়নি। র‍্যান্ডালকে সোনিয়া একদিন বলে, 'তুমি আশ্চর্য মানুষ। ঠিক আছে, আমার কথা এই শেষ।'

'কিন্তু আপনি বোধ হয় শেষবারের মত শোনেননি ?'

বেল হাসলেন।

'না, প্রায় আঠারো মাস পরে আমি একটা চিঠি পাই। ও বুদাপেস্ত থেকে লিখেছিল, তবে ঠিকানা দেয়নি। ও আমায় লিখেছিল র‍্যান্ডালকে জানাতে যে সে খুবই সুখী আর ওর সবেমাত্র যমজ সন্তান হয়েছে।'

'সে আপনাকে তাদের নাম জানিয়েছিল ?'

আবার বেল হাসলেন। 'ও জানিয়েছিল ওরা দুপুরে জন্মেছিল—তাই তাদের নাম রেখেছে পিপ আর এমা। হয়তো সবটাই তামাসার জন্য।'

'ওর আর খবর পাননি ?'

'না। সে লিখেছিল বাচ্চাদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সে আমেরিকায় যাচ্ছে। তারপর আর খবর পাইনি।'

'সেই চিঠিটা সম্ভবতঃ রেখে দেননি ?'

'না দুঃখিত...র‍্যাণ্ডালকে জানাতে সে বলেছিল ওই লোকটাকে বিয়ে করবার জন্য সোনিয়াকে একদিন অনুতাপ করতে হবে। এরপর সে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়।'

'ওহ, সেটা আমারই কথায়। আমি ওকে বলেছিলাম ব্ল্যাকি যদি আমার আগে মারা যায় ?' ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'ব্ল্যাকি ঘোড়ার মত শক্তিমান আর আমি দুর্বল···তবু দুর্ঘটনাও তো ঘটে··· মোটর গাড়িতে বা এইরকম কিছু···। ও বলে 'আর কেউই নেই···।' আমি

তখন বলি, 'কেন সোনিয়া ?' 'কক্ষণও না, আমার টাকা ওই লোকটাকে নিতে দেব ?' আমি বলি 'বেশ, ওর সন্তানদের দাও।' পিপ আর এমা··· হয়তো আরও কেউ হয়ে থাকতে পারে। তবে আমার স্বামী গজ গজ করলেও তাই করে।'

'তারপর আর ওদের কথা শোনেননি ?' ক্র্যাডক বললেন।

'না,—তারা মরে গিয়ে থাকতে পারে—বা যে-কোন দেশেও থাকতে পারে।'

তারা চিপিং ক্লেগহর্নে'ও থাকতে পারে ভাবলেন ক্র্যাডক।

ক্র্যাডকের মন পড়ে নিয়েই যেন বেল বললেন, 'ওদের ব্ল্যাকির কোন ক্ষতি করতে দেবেন না—ব্ল্যাকি সত্যিই ভাল—অত্যন্ত ভাল—ওর কোন ক্ষতি না হয় দেখবেন ·।'

আচমকা তাঁর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এল। ক্র্যাডক একটা ধূসর ছায়া দেখতে পেলেন তাঁর চোখ আর মুখে।

'আপনি ক্লান্ত,' ক্র্যাডক বললেন। 'আমি যাচ্ছি।'

মাথা নোয়ালেন বেল গোয়েডলার।

'ম্যাককে পাঠিয়ে দিন,' ফিসফিস করে বললেন বেল। 'হ্যাঁ, ক্লান্ত··· ব্ল্যাকিকে দেখবেন···কিছু যেন ওর না হয়... ।'

'আমি যথাসাধ্য করব, মিসেস গোয়েডলার,' উঠে দরজার কাছে এগোলেন ক্র্যাডক।

ক্ষীণ স্বর ভেসে এল তার কানে।

'...আর দেরি নেই আমি মারা না যাওয়া পর্যন্ত ওর বড় বিপদ··· সাবধান থাকবেন ···।'

সিস্টার ম্যাকলেল্যান্ডকে দেখে একটু বিচলিত হলেন ক্র্যাডক।

'আশা করি ওঁর ক্ষতি করিনি।'

'ওহ, তা মনে হয় না, মিঃ ক্র্যাডক। আমি আগেই বলেছি, হঠাৎই এমন হয়।'

'একটা কথা জানা হল না', ক্র্যাডক বললেন। 'মিসেস গোয়েডলারের কাছে কোন পুরনো ফটো আছে কিনা '

বাধা দিলেন সিস্টার। আমি দুঃখিত এরকমন কিছুই নেই। যুদ্ধের গোড়ায় তার সব ব্যক্তিগত কাগজপত্র আর বাকি জিনিস লণ্ডনের বাড়িতে রাখা ছিল। বোমার আগুনে সবই পুড়ে যায়। মিসেস গোয়েডলার এতে

খুবই বিচলিত হন। তিনি সে সময় খুবই অসুস্থ। অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি-চিহ্নই নষ্ট হয়।

তাহলে এই ভাবলেন ক্র্যাডক। চলে আসার পর তার তবু মনে হল এ ভ্রমণ একেবারে ব্যর্থ হয়নি। 'একভাই আর বোন ইউরোপের কোথাও বড় হয়েছে। সোনিয়া গোয়েডলার অর্থবতী ছিলেন, তবে ইউরোপে টাকা আর টাকা থাকেনি। আর দুই ভাই রয়েছে যাদের জন্মদাতা পিতার পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসেবে নাম ছিল। যদি ধরা যায় তারা কপর্দক শূন্য হয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল? সেসময় তারা কি করতে পারে? ধনী কোন আত্মীয় আছে কিনা তারই খোঁজ। প্রথমেই তাদের কাজ হবে তাদের মামার উইল দেখা। সমারসেট হাউসে গিয়ে তারা জানতে পারে মিস ব্ল্যাকলকের কথা। তারা র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারের বিধবা স্ত্রীর খোঁজও নিতে পারে। ওরা বুঝে নিতে পারে ওই লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক তার আগে মারা গেলে ওরা বিপুল অর্থের মালিক হতে পারে। তারপর কি?

ভাবলেন ক্র্যাডক। 'তারা স্কটল্যাণ্ডে যাবেনা। তারা খোঁজ করবে লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক কোথায় থাকেন। তারা সেখানেই যাবে—একা একা না একসঙ্গে? এমা…আশ্চর্য হচ্ছি? পিপ আর এমা…আমি কানমলা খেতে রাজি আছি পিপ আর এমা যদি এখন চিপিং ক্লেগহর্নে না থাকে…।'

পনেরো ॥ মধুর মরণ

১

লিটল প্যাডকসের রান্নাঘরে মিস ব্ল্যাকলক মিৎসিকে রান্নার জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

'সার্ডিনের স্যান্ডউইচ, তার সঙ্গে টম্যাটো। আর সেই ছোট কেক বানাবে যেমন সুন্দর করে বানাও। তোমার বিশেষ সেই কেকও বানাবে।'

'এত সব বলছেন কোন পার্টি হবে?'

'আজ মিসেস বানারের জন্মদিন, কয়েকজন লোক আসবেন।'

'এত বয়সে কারও জন্মদিন হয়না। এটা ভুলে গেলেই ভাল।'

'উনি ভুলতে চান না। অনেকে তার জন্য উপহার আনবেন—তাই সুন্দর একটা পার্টি হলে ভাল হবে।'

'গতবারেও তো তাই বলেছিলেন—দেখলেন তো কি ঘটল!'

মিস ব্ল্যাকলক রাগ সামলে নিলেন।

'ঠিক আছে, এবার তা হবে না।'

'আপনি কি করে জানলেন এ বাড়িতে কি হতে পারে? সারা দিন আমি খালি কাঁপি আর রাত্তির বেলা আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখি আর আলমারীটা দেখে নিই কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।'

'এতেই তো নিরাপদে থাকতে পারো, আর ভয় কি?' মিস ব্ল্যাকলক শীতল স্বরে বললেন।

'আপনি যে কেক বানাতে বললেন সেটা সেই—?' মিৎসি বলতে মিস ব্ল্যাকলকের মনে হল একটা বিড়াল গর্‌গর্‌ করে উঠল।

'হ্যাঁ, ওটাই। খুব ভাল হওয়া চাই।'

'হ্যাঁ, কিছুই তো নেই বানাব কি দিয়ে, অসম্ভব। আমার চকোলেট চাই, বেশি মাখন, চিনি—।'

'আমেরিকা থেকে যেটা এসেছে সেই মাখনের টিন নিতে পারো। বড়দিনের জন্য রাখা কিসমিস, আর চকোলেট আর এক পাউন্ড চিনি।'

মিৎসির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'দারুণ কেক বানিয়ে দেব', আনন্দে ও বলে উঠল। 'উপরে চকোলেট লাগিয়ে 'শুভ কামনা' লিখেও দেব। দারুণ মধুর হবে, মধুর—।'

ওর মুখে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

'মিঃ প্যাট্রিক। তিনি এর নাম দিয়েছেন মধুর মরণ। আমার কেক। আমি কিছুতেই আমার কেকের এরকম নাম দিতে দেবনা।'

'এটা তোমার প্রশংসা করেছেও', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'ও বলতে চেয়েছে এরকম খাওয়ার জন্য মরাও ভাল।'

মিৎসি সন্দেহের চোখে তাকাল।

'মানে ওই মরার কথাটা ভাল লাগেনা। আমার কেক খেয়ে তো ওরা মরে না···ওদের আরও ভাল লাগে···।'

'আমাদেরও তাই লাগবে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিস ব্ল্যাকলক। মাথা খারাপ করে দেয় মিৎসি।

বাইরে তার দেখা হল ডোরা বানারের সঙ্গে।

'ওহ্, লেটি, মিৎসিকে স্যান্ডউইচ কিভাবে কাটে দেখিয়ে দেব?'

'না', মিস ব্ল্যাকলক বন্ধুকে জোর করেই প্রায় হলঘরে টেনে আনলেন।

'ওর মেজাজ ভাল আছে, ওকে বিরক্ত করার দরকার নেই।'

'আমি শুধু দেখিয়ে দিতাম—।'

'দয়া করে তাকে কিছু দেখিও না, এই মধ্য ইউরোপীয়রা কেউ তাদের কিছু দেখিয়ে দিক চায় না। এরা তা ঘৃণা করে।'

ডোরা বানার একটু তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল।

'এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম এইমাত্র ফোন করেছিল। সে বলল এমন দিন বারবার আসুক। ও উপহার হিসেবে এক শিশি মধু নিয়ে আসবে বিকেলে। খুব সুন্দর না? আমি ভাবছি ও কি করে জানল আমার জন্মদিন?'

'প্রত্যেকেই জানে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই তুমিই বলাবলি করছিলে, ডোরা।'

'আমি শুধু বলেছিলাম আজ আমি উনষাটে পা দিচ্ছি।'

'তোমার চৌষট্টি হল', মিস ব্ল্যাকলকের চোখে ঝিলিক খেলল।

আর মিস হিনচক্লিক বললেন, 'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না। আমার কত মনে হয়? ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কারণ মিস হিনচক্লিকের বয়স যা কিছু হতে পারে। উনি বললেন আমার জন্য কিছু ডিম নিয়ে আসবেন, হ্যাঁ, মানে আমি বলে ফেলেছিলাম আমাদের মুরগীগুলো তেমন ডিম দিচ্ছে না।'

'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে মন্দ হচ্ছে না', মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন। 'মধু, ডিম—চমৎকার একবার চকোলেট দেবে জুলিয়া—।'

'ও এসব কোথায় পায় কে জানে?'

'তাছাড়া তোমার দেখা সুন্দর ব্রুচ', মিস বানার গর্বিতভাবে নিজের বুকে ঝোলানো ছোট হীরের দিকে তাকালেন।

'তোমার পছন্দ হয়েছে? ভাল লাগল। গহনা আমার কোন দিনই ভাল লাগে না।'

'আমি দারুণ ভালবাসি।'

'বেশ। চল, হাঁসগুলোকে খাইয়ে আসি।'

২

'হা', প্যাট্রিক নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল সকলে ডাইনিং রুমের টেবিলের চারদিকে বসার পর। 'আমার চোখের সামনে একি দেখছি? মধুর মরণ।'

'চুপ্।' মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন। 'মিৎসি যেন কথাটা না শোনে। ওর কেকের এরকম নামে ওর আপত্তি আছে।'

'তাহলেও এটা মধুর মরণ। এটা কি বানির জন্মদিনের কেক?'

'হ্যাঁ, তাই', মিস বানার বললেন। 'আমি সত্যি চমৎকার জন্মদিন পালন করছি।'

উত্তেজনায় তার গালে লালের আভা জেগে উঠেছিল কর্নেল ইষ্টারব্রুক তার হাতে ছোট মিষ্টির বাক্স দিয়ে 'মিষ্টির জন্য মিষ্টি' বলার পর থেকেই।

জুলিয়া দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে নেয়ায় মিস ব্ল্যাকলকের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

চায়ের টেবিলের ভাল জিনিসগুলোর সদ্ব্যবহারের পর পটকা ফাটানো হল। সবাই এরপর উঠে পড়লেন।

'শরীর কেমন যেন খারাপ লাগছিল', জুলিয়া বলল। 'এটা ওই কেকের জন্য। আগের বারেও তাই হয়েছিল মনে আছে।'

'এটা যোগ্যতার পরিচয়।' প্যাট্রিক বলল।

'এই বিদেশীরা কেক বানাতে ভালই জানে', মিস হিনচক্লিফ বললেন। 'ওরা শুধু সেদ্ধ পুডিং বানাতে জানেনা।'

প্রত্যেকেই সসম্মানে নীরব রইলেন শুধু প্যাট্রিকের ঠোঁটে প্রায় এসে গিয়েছিল 'কারও ওই সেদ্ধ পুডিং চাই কিনা।'

'নতুন মাসী এল নাকি?' ড্রয়িংরুমে ফেরার পর মিস হিনচক্লিফ মিস ব্ল্যাকলককে বললেন।

'না, কেন?'

'মুরগী খাঁচার কাছে একজন লোককে ঘুরঘুর করতে দেখলাম। ঠিক গোড়া সৈন্যের মত সুন্দর চেহারা।'

'ওহ, উনি? উনি আমাদের ডিটেকটিভ', জুলিয়া বলল।

মিসেস ইষ্টারব্রুকের হাত থেকে তার হাত ব্যাগ পড়ে গেল।

'ডিটেকটিভ?' তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন। 'কিন্তু—কেন?'

'তা জানিনা', জুলিয়া বলল। 'উনি ঘুরে ঘুরে বাড়ির উপর নজর রাখেন। বোধ হয় লেটি পিসীকে রক্ষা করতে।'

'একদম বাজে কথা', মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন। 'আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি, ধন্যবাদ।'

'কিন্তু সেসব তো শেষ হয়ে গেছে', মিসেস ইষ্টারব্রুক বলে উঠলেন। 'কিন্তু ওরা ইনকোয়েস্ট পিছিয়ে দিল কেন?'

'পুলিশ সন্তুষ্ট নয়, তাই,' তার স্বামী উত্তর দিলেন।

'কিসে সন্তুষ্ট নয়?'

কর্নেল ইস্টারব্রুক এমনভাবে মাথা ঝাঁকালেন যেন ইচ্ছে হলে অনেক কিছুই বলতে পারেন। এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম কর্নেলকে পছন্দ করেনা। সে বলল, 'আসল কথা হল আমরা সবাই সন্দেহের তালিকায় আছি।'

'কিন্তু কিসের সন্দেহ ?' মিসেস ইস্টারব্রুক তবু বললেন।

'ও নিয়ে ভেবোনা, সোনা', কর্নেল উত্তর দিলেন।

'মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো', এডমণ্ড বলল। 'উদ্দেশ্য হল প্রথম সুযোগেই খুন করা।'

'একথা বলবেন না দয়া করে। মিঃ সোয়েটেনহ্যাম', ডোরা বানার কাঁদতে শুরু করলেন। 'আমি নিশ্চয় জানি এখানকার কেউ আমার প্রিয় লেটিকে খুন করতে চায় না।'

ক্ষণিকের জন্য ভয়ানক একটা অবস্থারই যেন জন্ম হল। এডমণ্ড প্রায় লাল হয়ে বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম।' ফিলিপিয়া বলল, সন্ধ্যা ছ'টার খবর শোনা যাক, সকলে তাই মেনে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

প্যাট্রিক জুলিয়াকে ফিসফিস করে বলল, 'এখানে আমাদের মিসেস হারমনকে দরকার। তিনি বেশ দরাজ গলায় বলতেন, 'আমার তবু মনে হয় সুযোগ মত আপনাকে খুন করতে, মিস ব্ল্যাকলক।'

'আমি খুশি যে উনি আর মিস মারপল এখানে আসতে পারেন নি,' জুলিয়া বলল। 'ওই বুড়ি খালি ছোঁক ছোঁক করে বেড়ান। ভীষণ প্যাঁচালো মন। একেবারে সত্যিকার ভিক্টোরীয় যুগের মত।'

খবর শোনার পরেই নানা আলোচনা শুরু হল। কর্নেল ইস্টারব্রুক বললেন, দেশের আসল বিপদ হল রাশিয়া। পরমাণু যুদ্ধের কথাও উঠল। এডমণ্ড বলল, তার বেশ কজন চমৎকার রুশ বন্ধু আছে—কথাটা বেশ ঠাণ্ডা ভাবে গ্রহণ করা হল।

গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পার্টি শেষ হল।

'কি রকম উপভোগ করলে রানি ?' শেষ অতিথি বিদায় নিলে মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'ওহ, খুব মজা হল। কিন্তু আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে। উত্তেজনাতেই বোধ হয়।'

'এটা ওই কেকের জন্য' প্যাট্রিক বলল, 'আমারও পেট কেমন করছে।'

'গিয়ে একটু শুয়ে পড়ব ভাবছি', মিস বানার বললেন। 'কটা অ্যাসপিরিন খেয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

মিস বানার উপরে উঠে গেলেন।

'হাঁসের খাঁচা বন্ধ করে দেব, লেটি পিসী ?'

মিস ব্ল্যাকলক কড়া চোখে প্যাট্রিকের দিকে তাকালেন।

'যদি দরজাটা ঠিক মত বন্ধ করতে পারিস, তবেই।'

'কথা দিচ্ছি, ঠিক করব।'

'এক প্লাস শেরী খেয়ে নাও, লেটি পিসী', জুলিয়া বলল। 'আমাদের নার্স যেমন বলত, এতে পেট ঠিক হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, হয়তো সেটাই ভাল, তবে আমার তেমন এসবে অভ্যাস নেই। ওহ, বানি, কি হল ?'

'আমার অ্যাসপিরিনগুলো খুঁজে পাচ্ছিনা,' মিস বানার অসুখী ভঙ্গীতে বললেন।

'তাহলে আমার থেকে নাও, বিছানার কাছে আছে।'

'আমার ড্রেসিং টেবিলের উপরেও আছে,' ফিলিপিয়া বলল।

'ধন্যবাদ। দেখি আমারটা যদি না পাই, কোথায় যেন রেখেছি। একটা নতুন বোতল। কোথায় রেখে থাকতে পারি ?'

'বাথরুমে একগাদা আছে,' অধৈর্য ভঙ্গীতে বলল জুলিয়া। 'সারা বাড়িই অ্যাসপিরিনে বোঝাই।'

'আমি এত খেয়ালশূন্য—বড় বিরক্ত লাগে', ডোরা বানার কথাটা বলে আবার উপরে চলে গেলেন।

'বেচারি বানি', জুলিয়া বলল। 'ওকে একটু শেরী দিলে বোধ হয় ভাল হত ?'

'না', মিস ব্ল্যাকলক বললেন, 'ঢের উত্তেজনা ভোগ করেছে ডোরা, এতে কাল শরীর খারাপ হতে পারে। তবু ভাবছি খুবই আনন্দ পেয়েছে ও।'

'তাহলে আমাদের মিৎসিকে এক গ্লাস শেরী দেওয়া যাক', জুলিয়া প্রস্তাব করল। 'হাই, প্যাট্রিক, মিৎসিকে পাকড়াও করে নিয়ে আয়।'

এরপর মিৎসিকে ধরে আনা হলে জুলিয়া তাকে এক গ্লাস শেরী ঢেলে দিল।

মিৎসি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করল প্যাট্রিক যেই বলল, 'পৃথিবীর সেরা রাঁধুনির জন্য।'

তবে মিৎসি একটু প্রতিবাদ করা দরকার ভেবে বলল, 'না, না, আমি

সত্যিই ভাল রাঁধুনি নই। আমাদের দেশে আমি লেখাপড়ার কাজ করি।'

'তাহলে তোমার সব ব্যর্থ", প্যাট্রিক বলল। 'মধুর মরণের' রাঁধুনির সঙ্গে লেখাপড়ার তুলনা?'

'উঁ—বলেছি না এরকম বলবেন না, আমার ভাল লাগেনা—।'

'তোমার ভাল লাগা নিয়ে ভেবোনা, লক্ষ্মী মেয়ে', প্যাট্রিক বলল। আমি এই নামই দিয়েছি। এস, সবাই মধুর মরণের জন্য পান করে পরে কি হয় দেখি।'

৩

'প্রিয় ফিলিপা, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন, মিস ব্ল্যাকলক।' একটু অবাক হয়ে বলল ফিলিফা হেমস।

'কোন ভাবনায় পড়েছ কোন ব্যাপারে?'

'ভাবনা?

'হ্যাঁ, দেখছি ইদানীং বেশ ভাবনায় পড়েছ। কোন কিছু হয়েছে?'

'ওহ, না, মিস ব্ল্যাকলক। কি হবে?'

'যাই হোক—এটাই ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম তুমি আর প্যাট্রিক হয়তো?'

'প্যাট্রিক?' সত্যিই অবাক হল ফিলিপিয়া।

'তাহলে তা নয়। আমার ধৃষ্টতা হয়ে থাকলে ক্ষমা কোরো। তবে তোমাদের দুজনকে এত মেলামেশা করতে দেখেছি—আর যদিও প্যাট্রিক আমার আত্মীয় তবু বলছি ভাল স্বামী হওয়ার যোগ্য ও নয়।'

ফিলিপিয়ার মুখ কঠিন হতে চাইল।

'আমি আর বিয়ে করব না', ও বলল।

'ওহ, হ্যাঁ, ভবিষ্যতে কোনদিন করবে, বাছা। তোমার বয়স কম। তবে সে আলোচনা থাক। আর কোন ভাবনা নেই তো? টাকাকড়ির অভাব নেই?'

'না, আমি ভালই আছি।'

'আমি জানি ছেলের শিক্ষা নিয়ে মাঝে মাঝে তুমি ভাব। তাই কিছু বলতে চাই। আমি সেদিন মিলচেষ্টারে আমার আইনজ্ঞ বেডিংফেল্ডের কাছে গিয়েছিলাম। ইদানীং সব ব্যাপার খুব ভাল মনে না হওয়ায় একটা নতুন উইল করব ঠিক করি—বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বানির মাসোহারা

ছাড়া বাকি সব কিছু তুমিই পাবে, ফিলিপা।'

'কি?' ফিলিপা ঘুরে দাঁড়াল। ওর দুচোখ বিস্ফারিত। প্রচণ্ড ভীত বলেই ওকে মনে হল।

'কিন্তু আমি তা চাইনা—সত্যিই চাইনা···ওহ, আমার নেয়া উচিত নয়··· তাছাড়া, কেন? আমাকে কেন?'

'হয়তো', মিস ব্ল্যাকলক অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'আর কেউ নেই বলে।'

'কিন্তু প্যাট্রিক আর জুলিয়া রয়েছে। তারা আপনার আত্মীয়।'

'তারা দূর সম্পর্কের আত্মীয়,' এবারও অদ্ভুত স্বরে বললেন মিস ব্ল্যাকলক। ওদের আমার টাকায় কোন দাবী নেই।'

'তবু আমি—আমি চাইনা—আপনি কি ভাবছেন জানিনা—তবু চাইনা।' ফিলিপিয়ার কৃতজ্ঞতার বদলে প্রতিশোধ দেখা দিল, কেমন ভয় মাখা।

'আমি কি করছি জানি, ফিলিপা। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে—তাছাড়া তোমার ছেলে রয়েছে···আমি এখন মারা গেলে খুব বেশি কিছু পাবেনা তবে—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারে।'

তার চোখ স্থির হয়ে রইল ফিলিপার উপর।

'কিন্তু আপনি মারা যাচ্ছেন না!' ফিলিপা প্রতিবাদ করল।

'না, যদি আমি উপযুক্ত সাবধানতা নিয়ে ঠেকাতে পারি।'

'সাবধানতা?'

'হ্যাঁ। ভেবে দেখতে পার···আর কোন দুশ্চিন্তা কোরনা।'

তিনি হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। ফিলিপা তাকে হলঘরে জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুনল।

কিছুক্ষণ পরে জুলিয়া ড্রয়িং রুমে ঢুকল। ওর চোখে ধারালো ইস্পাতের মত প্রখর দৃষ্টি।

'হাতের তাস বেশ ভালই খেলেছ তাইনা, ফিলিপিয়া? তোমাকে বেশ শান্ত বলেই ভেবেছিলাম···আসলে কালো ঘোড়া।'

'তাহলে তুমি শুনেছ?'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আমার ধারণা আমাকে শোনাতে চাওয়া হয়েছিল।'

'তার মানে?'

'আমাদের লেটি বোকা নন···যাই হোক তুমিই ঠিক ফিলিপা। বেশ আঁটোসাটো হয়ে বসে আছ তাই না?'

'ওহ, জুলিয়া—আমি কখনই ভাবিনি—'।

'তাই বুঝি? নিশ্চয়ই ভেবেছ। টাকার টানাটানি আছে তোমার। তবে একথা মনে রেখ লেটি পিসীকে খতম করলে তুমি হবে এক নম্বর সন্দেহভাজন।'

'না, না, কখনও তা হবনা। তাকে এখন মারলে আমি খুব বোকামি করব—আমি অপেক্ষা করি—।'

'ওহ, তাহলে তুমি জান মিসেস কিমেননাম স্কটল্যাণ্ডে মরতে বসেছেন? অবাক লাগছে···ফিলিপিয়া—এখন মনে হচ্ছে তুমি সত্যিই কালো ঘোড়া।'

'আমি তোমাকে আর প্যাট্রিককে বঞ্চিত করতে চাইনা।'

'চাওনা বুঝি, প্রিয় ফিলিপিয়া? আমি দুঃখিত—কিন্তু আমি তোমায় বিশ্বাস করিনা।'

॥ ষোল ॥ ইন্সপেক্টর ক্র্যাডকের প্রত্যাবর্তন

বাড়ি ফিরে আসার ভ্রমণ বিশেষ সুখকর হলনা ইন্সপেক্টর ক্র্যাডকের। তার দেখা নিশাস্বপ্ন কিছুটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। বারবার স্বপ্নের মধ্যে তিনি বিরাট দুর্গের মত একটা বাড়ির বারান্দায় ছুটে বেড়াচ্ছিলেন কিছু একটা সময় মত নিবারণ করতে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বপ্ন দেখলেন তিনি জেগে উঠেছেন। দারুণ নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। এরপর আস্তে আস্তে তার কামরার দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল আর লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক তার দিকে তাকালেন—তার মুখ রক্তমাখা, তিনি অভিযোগ জানালেনঃ 'কেন আপনি আমাকে রক্ষা করলেন না? আপনি চেষ্টা করলে এটা পারতেন।'

এবার সত্যিই তিনি জেগে উঠলেন।

মিলচেষ্টারে পেঁছিতে পেরে ক্র্যাডক নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি সোজা রাইডেসডেলের কাছে গিয়ে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন।

'খুব বেশি এগোতে পারলাম না আমরা', তিনি বললেন। 'তবে মিস ব্ল্যাকলক যা বলেছেন তা প্রমাণিত হল—পিপ আর এমা—হুম্, আশ্চর্য লাগছে।'

'প্যাট্রিক আর জুলিয়া সীমন্সের বয়স ওদের কাছাকাছি, স্যর। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি মিস ব্ল্যাকলক তাদের কখনও বাচ্চা বয়সের পরে দেখেননি—।'

দুমকুড়ি ছুড়ে রাইডেসডেল বললেন। আমাদের সাথী মিস মারপল সে কাজ ইতিমধ্যেই আমাদের হয়ে করেছেন। আসলে মিস ব্ল্যাকলক তাদের দু মাস আগে ছাড়া কখনও দেখেন নি।'

'তাহলে, নিশ্চয়ই, স্যর— ?'

'অত সহজ নয়, ক্র্যাডক। আমরা যাচাই করছি। যা দেখেছি তাতে প্যাট্রিক আর জুলিয়া এর মধ্যে নেই মনে হয়। ওর নৌবাহিনীর রেকর্ড আসল—খুব ভাল রেকর্ড, সামান্য সংখলাহীনতা ছাড়া, 'আমরা ক্যানেডে খবর নিয়েছি, অনিচ্ছুক মিসেস সীমস জানিয়েছেন তার ছেলে ও মেয়ে চিনিং ক্লেগহর্নে তার আত্মীয়া লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের কাছে আছে।'

'আর মিসেস সীমস সত্যিই মিসেস সীমস ?'

'বেশ কয়েক বছর ধরে তাই আছেন বলতে পারি', রাইডেসডেল শুষ্কস্বরে বললেন।

'ওরা দুজনই একমাত্র হতে পারত', ক্র্যাডক বললেন।

চিপ কনষ্টেবল একখণ্ড কাগজ ক্র্যাডকের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'মিসেস ইষ্টারব্রুক সম্পর্কে এটা জানা জানা গেছে দেখতে পার।'

ইন্সপেক্টর পড়তে তার ভ্রু উঠে গেল।

'লক্ষ্যণীয় ব্যাপার', তিনি মন্তব্য করলেন। 'এই বুড়ো গাধাকে খুব ধাপ্পা দিয়েছেন, তাই না ? কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে এর সম্বন্ধ পাচ্ছি না।

'আপাত দৃষ্টিতে নেই। মিসেস হেমস সম্পর্কেও এটা আছে।'

এবারেও ভ্রু তুললেন ক্র্যাডক।

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে আর একবার কথা বলতে হবে', তিনি বললেন।

'এ খবর প্রসঙ্গিক বলতে চাও ?'

'হতে পারে, স্যর।'

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

এরপর ক্র্যাডক বললেন, 'ফ্লেচার কি রকম এগিয়েছে, স্যর ?'

'সে কাজ করে চলেছে, সমস্ত বাড়ি সার্চ করে দেখেছে মিস ব্ল্যাকলকের অনুমতি নিয়ে। কে দরজায় তেল লাগাতে পারে সেটাও সে পরীক্ষা করে দেখেছে। বাড়িতে কেউ না থাকার সময় যে কেউ ঢুকতে পারে—দরজায় তালা থাকে না। অবশ্য এখন তা নয়।'

'ফ্লেচারের বক্তব্য কি ? খালি খাবার সময় লোক ঢুকেছিল ?'

'প্রায় সবাই', রাইডেসডেল একটা কাগজ দেখে নিলেন। মিস

মারগাটরয়েড একটা মুরগী সহ ঢুকেছিলেন ডিমে তা দেয়ানোর জন্য (জটিল হলেও তিনি তাই বলেছেন) ; ফ্লেচার তার কথায় দোষের কিছু দেখেনি। এরপর আসেন মিসেস সোয়েটেনহ্যাম কিছু ঘোড়ার মাংস নিতে। মিস ব্ল্যাকলক সেটা রান্নাঘরের টেবিলে রেখে সেদিন গাড়িতে মিলচেস্টার গিয়েছিলেন। তিনি বরাবর মিসেস সোয়েটেনহ্যামের জন্য ঘোড়ার মাংস এনে দেন। কোন অর্থ বুঝলে ?'

ক্র্যাডক চিন্তা করে বললেন, 'মিস ব্ল্যাকলক মিসেস সোয়েটেনহ্যামের বাড়ির সামনে দিয়ে আসার সময় ওটা দিয়ে যাননি কেন ?'

'তা জানিনা, তবে তিনি তা করেন নি। মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বলেছেন তিনি (মিস বি) বরাবরই এটি রান্নাঘরের টেবিলে রেখে যান আর তিনি (মিসেস এস) মিৎসির অনুপস্থিতিতেই সেটা নিয়ে যেতে অভ্যস্ত কারণ ব্যবহার কর্কশ।'

'কথাটা ভালই। তাছাড়া ?'

'মিস হিনচ্‌লিফ। তিনি বলেছেন ইদানীংকালে যাননি। কিন্তু গিয়ে-ছিলেন। কারণ মিৎসি তাকে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে, এছাড়া দেখে মিসেস বাট (স্থানীয় একজন)। মিস এইচ তাতে বলেন হয়তো গিয়ে থাকতে পারেন তবে মনে নেই। কেন গিয়েছিলেন মনে নেই। হয়তো এমনিই।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।'

'আপাতদৃষ্টিতে তার ব্যবহারও। তারপর মিসেস ইষ্টারব্রুক। তিনি কুকুরদের নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় একবার ঢুকেছিলেন মিস ব্ল্যাকলকের কাছ থেকে সেলাইয়ের প্যাটার্ন জানতে, তবে তিনি ছিলেন না।

'হয়তো এমনি ঘুরছিলেন, হয়তো দরজায় তেল লাগাচ্ছিলেন। আর কর্নেল ?'

'একদিন ভারতের উপর লেখা একখানা বই মিস ব্ল্যাকলকের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, উনি সেটা পড়তে চেয়েছিলেন।'

'উনি চেয়েছিলেন ?'

'চেষ্টা করেছিলেন তবে কিছুই বুঝতে পারেন নি। মিস মারপলও কাজ করছিলেন। ফ্লেচার জানিয়েছে উনি ব্লু বার্ডে সকালে কফি পান করতে গিয়েছিলেন। তিনি বুন্ডানে শেরী পান করতে আর লিটল প্যাডকসে চা খেতে গিয়েছিলেন। তিনি মিসেস সোয়েটেনহ্যামের বাগানের প্রশংসা

করেন আর কর্নেল ইষ্টারব্রুকের ভারতীয় কিউরিও সংগ্রহের তারিফ করেন।'

'তিনি বলতে পারবেন কর্নেল ইষ্টারব্রুক একজন পাক্কা কর্নেল কি না।'

'উনি জানবেন স্বীকার করি। তবে সুদূর প্রাচ্যের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাচাই করতে হবে।

'আর ইতিমধ্যে—', ক্র্যাডক বললেন—'আপনার কি মনে হয় মিস ব্ল্যাকলক এখান থেকে চলে যেতে রাজি হবেন ?'

'চিপিং ক্লেগহর্ন থেকে চলে যেতে ?'

'হ্যাঁ। বিশ্বস্ত বানারকে সঙ্গে নিয়ে কোন অজানা জায়গায়। উনি স্কটল্যাণ্ডে মিসেস গোয়েডলারের কাছেই বা যাবেন না কেন? খুবই পাণ্ডববর্জিত জায়গা।'

'সেখানে থেকে মিসেস গোয়েডলারের মৃত্যুর অপেক্ষা করা? না, আমার বিশ্বাস হয় না তিনি রাজি হবেন।'

'এটা তার জীবন রক্ষার প্রশ্ন—'

'শোন, ক্র্যাডক, এত সহজে কাউকে খতম করা সম্ভব নয়।'

'সত্যিই নয়, স্যর ?'

'হ্যাঁ—এক হিসেবে খুবই সহজ স্বীকার করি। নানা পথই আছে। আগাছা মারার ওষুধ। মুরগীর খাঁচার কাছে খাওয়ার সময় মাথায় আঘাত করা, ঝোপের মধ্য থেকে গুলি করা। যা কিছুই হতে পারে। তবে কাউকে মারা আর সন্দেহের তালিকায় না পবা আলাদা ব্যাপার। তারা সবাই এখন নজরবন্দী।'

'তা জানি, স্যর। তবে সময়ের ব্যাপারটা মাথায় রাখা দরকার। মিসেস গোয়েডলার মৃত্যুপথযাত্রী—যে কোন সময় মারা যেতে পারে। তার মানে আমাদের খুনীর পক্ষে দেরী করার সময় নেই।'

'কথাটা সত্য।'

'আরও একটা বিষয়—সে স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক, জানে আমরা সকলকেই পরীক্ষা করছি।'

'এতেও সময় লাগবে,' রাইডেসডেল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এর অর্থ ভারতে যাচাই করতে হবে। হ্যাঁ, খুবই সময়ের ব্যাপার।'

'এই জন্যই তাড়াতাড়ি করা দরকার, স্যর। বিপদ সত্যিই আজ বাস্তব। বহু টাকাই এতে জড়িত। যদি বেল গোয়েডলার মারা যান—।'

একজন কনস্টেবল প্রবেশ করায় থেমে গেলেন ক্র্যাডক।

'চিপিং ক্লেগহর্ন থেকে কনস্টেবল লেগ ফোন করছে, স্যর।'

ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক লক্ষ্য করলেন চিফ কনস্টেবলের মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। যখন তিনি বললেন 'এখানে লাইনটা দাও।' লাইনে কথা শুনে তিনি এবার বললেন, 'বেশ, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক এখনই যাচ্ছেন।'

তিনি এবার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

'তাহলে কি—?' ক্র্যাডক বলে উঠলেন।

মাথা ঝাঁকালেন রাইডেসডেল। 'না। ডোরা বানার। তিনি কিছু অ্যাসপিরিন খুঁজছিলেন, তারপর লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের বোতল থেকেই কয়েকটা নিয়েছিলেন। বোতলে কয়েকটাই মাত্র ছিল। তিনি দুটো নিয়ে একটা রেখে দেন। সেটা নিয়ে ডাক্তার পরীক্ষার জন্য পাঠাচ্ছেন। তিনি বলেছেন ওটা কখনই অ্যাসপিরিন নয়।'

'উনি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় শয্যায় পাওয়া গেছে।' ডাক্তারের মতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন। তিনি একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলতে চান না যদিও তার শরীর ভাল ছিল না। ময়না তদন্ত আজ রাত্রিতেই হবে।'

'লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের বিছানার কাছে রাখা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট। চতুর শয়তান। প্যাট্রিক বলেছিল মিস ব্ল্যাকলক আধ বোতল শেরী সরিয়ে দিয়েছিলেন—আর নতুন এক বোতল খুলেছিলেন। অ্যাসপিরিনের বেলাতেই তিনি তাই করতেন মনে হয় না। দু একদিনের মধ্যে বাড়িতে কে এসেছিল? ট্যাবলেটগুলো ওখানে বেশি থাকতে পারেনা।'

রাইডেসডেল সটান তাকালেন।

'আমাদের দলের সকলেই গতকাল হাজির ছিল,' তিনি বললেন। 'মিস বানারের জন্মদিনের পার্টি। ওদের যে কেউ এক ফাঁকে উপরে উঠে ট্যাবলেট বদলে রাখতে পারে। অবশ্য বাড়িতে যারা ছিল তাদের পক্ষেও তা সম্ভব।'

॥ সতেরো ॥ অ্যালবাম

গায়ে ভাল করে পোশাক জড়ানো অবস্থায় মিস মারপল ভিকারেজের দরজার সামনে বাঞ্চের হাত থেকে লেখাটা নিলেন।

'মিস ব্ল্যাকলককে জানিও যে জুলিয়ান খুবই দুঃখিত সে নিজে যেতে পারল না। লক হ্যামলেটে একজন প্রায় মারা যেতে বসেছেন ওকে সেখানে

যেতে হবে। মিস ব্ল্যাকলক চাইলে মধ্যাহ্নভোজের পরও যেতে পারে। ওই লেখা অন্ত্যেষ্টির জন্য। ইনকোয়েস্ট মঙ্গলবার হলেও বলছে বুধবার হতে পারে। বেচারা বানি। অন্যের জন্য রাখা বিষাক্ত অ্যাসপিরিন খাওয়া ওরই উপযুক্ত। আশা করি, জেন মাসী, এতটা পথ হাঁটতে কষ্ট হবে না। আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে এখনই হাসপাতালে যেতে হবে।'

মিস মারপল বললেন তার কষ্ট হবে না আর বাণ্ডও চলে গেলেন।

মিস ব্ল্যাকলকের জন্য অপেক্ষার ফাঁকে মিস মারপল ড্রয়িং রুমটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি অবাক হলেন সেদিন বুবার্ডে ডোরা বানার ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন প্যাট্রিক ল্যাম্পে কারসাজি করে যাতে আলো নিভে যায়? কোন ল্যাম্প? আর সে কি রকমভাবে কারসাজি করেছিল?

মিস মারপলের মনে হল সে নিশ্চয়ই খিলানের কাছে টেবিলে থাকা ছোট ল্যাম্পটার কথাই বলে। সে বলেছিল ড্রেসডেনের চীনামাটির তৈরি একটা ল্যাম্প। আগে বাতিদান ছিল পরে বিদ্যুতের বানিয়ে নেয়া হয়। সে বলেছিল ওটা ছিল এক চাষী বউয়ের মূর্তির আকারের ল্যাম্প, মাথায় মস্ত শেড—কিন্তু পরের দিন—' নিশ্চিত ভাবেই এটা কোন চাষী এখন।

মিস মারপলের স্মৃতিপটে জেগে উঠল প্রথম দিন চা খেতে আসার সময় ডোরা বানার বলেছিল ল্যাম্পটা জোড়ার একটা। অবশ্যই চাষী আর চাষী-বউ। ছিনতাইয়ের দিন ওটা ছিল চাষী-বউ আর তার পরদিন যেটা দেখা গেল সেটা চাষীর মূর্তি। ল্যাম্পটা রাতের মধ্যে বদলে দেয়া হয়। আর ডোরা বানারের বিশ্বাস ছিল এই বদলের কাজ প্যাট্রিকের।

কেন? কারণ প্রথম ল্যাম্পটা পরীক্ষা করলেই জানা যেত কেন আলো নিভে গিয়েছিল। কিন্তু সে করল কি ভাবে? মিস মারপল মনোযোগ দিয়ে তার সামনে থাকা ল্যাম্পটা দেখতে চাইলেন। ল্যাম্পের তার টেবিলের উপর দিয়ে গিয়ে প্ল্যাগে পৌঁছেছে। তারের মাঝবরাবর একটা সুইচ। তিনি এর তেমন কিছু বুঝলেন না কারণ বিদ্যুতের ব্যাপারে তাঁর কোন জ্ঞান নেই।

সেই চাষী-বউ ল্যাম্পটা কোথায়? ভাবলেন তিনি। গুদামঘরে না অন্য কোথাও? মিস মারপল ব্যাপারটা ইন্সপেক্টর ক্র্যাডককে জানাবেন ভাবলেন।

গোড়ায় মিস ব্ল্যাকলক ভেবেছিলেন বিজ্ঞাপনটা প্যাট্রিকই দিয়েছিল। এ ধরনের চিন্তার একটা কারণ থাকে বিশেষ কাউকে বিশেষ ভাবে জানলে এটা হয়।

প্যাট্রিক সীমন্স…।

সুদর্শন এক যুবক। এমন কাউকে তরুণী বা বয়স্কা সকলেই পছন্দ করে। এমন কাউকেই র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারের বোন বিয়ে করেছিল। প্যাট্রিক সীমন্সই কি তবে 'পিপ'? তবে সে যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীতে ছিল, পুলিশ সহজেই সেটা যাচাই করতে পারে।

একমাত্র যদি দারুণ কোন ছদ্মবেশ না হয়ে থাকে। সাহসী হলে অনেকেই একাজ করতে পারে।

দরজা খুলে ওই সময় ঢুকলেন মিস ব্ল্যাকলক। তিনি তাকাতে মিস মারপলের মনে হল তার বয়স যেন আরও বেড়ে গেছে। জীবনের সব শান্তি আর আনন্দ যেন লুপ্ত।

'আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' মিস মারপল বললেন, ভাইকার একজন মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য যাওয়ায় আসতে পারলেন না আর বাঞ্চ একটা বাচ্চাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ভাইকার আপনাকে কিছু লিখে পাঠিয়েছেন।'

হাত বাড়াতে মিস ব্ল্যাকলক কাগজটা নিয়ে খুলে দেখলেন।

'বসুন, মিস মারপল,' তিনি বললেন। 'আপনি এটা নিয়ে এসে সহৃদয়তার কাজই করেছেন।'

কাগজটা এবার পড়লেন মিস ব্ল্যাকলক।

'ভাইকার খুবই দরদী মানুষ,' তিনি শান্তস্বরে বললেন। 'তাকে বলবেন তার কথা মতই সব হতে পারে। ডোরার—ডোরার প্রিয় সঙ্গীত ছিল —'পথ দেখাও আমার আলো।'

আচমকা ভেঙে পরলেন মিস ব্ল্যাকলক।

মিস মারপল সদয় কণ্ঠে বললেন, 'আমি অচেনা একজন, তবু অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি।'

হঠাৎ বাঁধ ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লেন লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক। যন্ত্রণা যেন তার বুক গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল। মিস মারপল নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন।

শেষ পর্যন্ত স্থির হলেন মিস ব্ল্যাকলক। তার মুখ কান্নার ফলে কিছুটা স্ফীত।

'আমি দুঃখিত,' তিনি বললেন। 'হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলাম। কি হারালাম আমি। ওই ছিল অতীতের সঙ্গে আমার একমাত্র যোগসূত্র। একমাত্র ওই আমায় মনে রেখেছিল। ও চলে গেছে—আমি আজ একা।

'আপনার ব্যথা বুঝতে পারছি', মিস মারপল বললেন। 'যে মনে রাখে সে চলে গেলে সত্যিই একা হয়ে যায় মানুষ। আমারও ভাইপো, ভাইঝি, বন্ধুবান্ধব আছে—তবু এমন কেউ নেই যে আমাকে কিশোরী বয়স থেকে চেনে—পুরানো দিনের কেউ। বহুকাল ধরেই আমিও একা।'

দুজন স্ত্রীলোকই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

'আপনি সুন্দর উপলব্ধি করেছেন', লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক বললেন। তিনি উঠে ডেস্কের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাইকারকে কিছু লিখে দিতে হবে।' অদ্ভুতভাবে কলম ধরে তিনি লিখতে চাইলেন। 'গেঁটে বাতের জন্য ঠিক মত লিখতে পারি না আজকাল।'

খামের মুখ বন্ধ করে এঁটে নিলেন এবার মিস ব্ল্যাকলক।

'যদি অনুগ্রহ করে এটা নিয়ে তাকে দেন।' কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বললেন 'নিশ্চয়ই ইনস্‌পেক্টর ক্র্যাডক।'

মিস ব্ল্যাকলক দ্রুত আয়নার কাছে গিয়ে মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নিতেই ইনস্‌পেক্টর ক্র্যাডক প্রবেশ করলেন, তাঁর মুখে ক্রোধের চিহ্ন।

মিস মারপলকে দেখে অসন্তুষ্টভাবে তিনি বললেন, 'ওহ্, আপনি এসে গেছেন।'

মিস ব্ল্যাকলক ম্যাণ্টলপিসের কাছে ঘুরে তাকালেন।

'মিস মারপল ভাইকারের কাছ থেকে একটা লেখা নিয়ে এসেছেন।'

মিস মারপল গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন, 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আপনার কাজে কোন বাধা হতে চাই না।'

'গতকাল বিকেলে আপনি পার্টিতে ছিলেন?'

মিস মারপল একটু নার্ভাস ভঙ্গীতে বললেন, 'না—না, আমি ছিলাম না। বাঞ্চ আমাকে ওর কয়েকজন বান্ধবীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না', ক্র্যাডক উদ্দেশ্যমূলকভাবে দরজা খুলে ধরলেন আর মিস মারপল কিছুটা বিরক্তির ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেলেন।

'নাকগলানে সব বুড়ি', ক্র্যাডক বললেন।

'আমার মনে হয় ওঁর প্রতি অবিচার করছেন', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'উনি সত্যিই ভাইকারের কাছ থেকে লেখা এনেছিলেন।'

'তা এনেছিলেন।'

'আমার মনে হয় না নিছক কৌতূহল।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, মিস ব্ল্যাকলক। তবে আমার মনে হয় এটা প্রচণ্ড রকম নাকগলানে রোগেরই আক্রমণ থেকেই হয়েছে।'

'উনি নিরীহ এক বৃদ্ধা', মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'র‍্যাটল সাপের মতই ভয়ংকর, যদি জানতেন,' ইন্সপেক্টর গম্ভীর হয়ে ভাবলেন, তবে কাউকে একথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন না তিনি। এখন খুনী যখন ওৎ পেতে আছে তখন যত কম বলা যায় ততই ভাল। তিনি চান না পরের শিকার মিস মারপলই হোন।

একজন খুনী ওৎ পেতে আছে···কিন্তু কোথায়?

'আপনাকে সহানুভূতি জানিয়ে সময় নষ্ট করব না, মিস ব্ল্যাকলক', তিনি বললেন। 'সত্যি কথা বললে মিস বানারের মৃত্যুতে আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগছে। এটা আমাদের ঠেকানো উচিত ছিল।'

'আপনারা কি করতে পারতেন জানি না।'

'না, তা হয়তো সহজ হত না। কিন্তু এখন আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। এসব কে করছে, মিস ব্ল্যাকলক? কে দুবার আপনাকে গুলি করে মারতে চেয়েছে, আর দ্রুত কিছু না করলে সম্ভবতঃ সে আবার তা করবে?'

লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক কেঁপে উঠলেন। 'আমি জানিনা, ইন্স্পেক্টর—আমি কিছুই জানিনা।'

'আমি মিসেস গোয়েডলারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, তবে বেশি নয়। এমন কয়েকজন আছে যারা সত্যিই আপনার মৃত্যুতে লাভবান হবে। প্রথমতঃ পিপ ও এমা। প্যাট্রিক আর জুলিয়া সীমন্সের ওই একই বয়স, তবে তাদের অতীত জীবন পরিষ্কার। যাই হোক, আমরা শুধু ওই দুজনের উপরেই নজর রাখতে পারি না। বলুন, মিস ব্ল্যাকলক, সোনিয়া গোয়েডলারকে দেখলে আপনি এখন চিনতে পারবেন?'

'সোনিয়াকে চিনতে পারব কিনা? নিশ্চয়ই, অবশ্য—', আচমকা তিনি থেমে গেলেন। 'না, মনে হচ্ছে নাও পারা সম্ভব। বহুকালের কথা। প্রায় ত্রিশ বছর···তার বয়সও এখন যথেষ্ট।'

'যে সময় তাকে দেখেছিলেন তখন তিনি কেমন ছিলেন?'

'সোনিয়া?' একটু ভাবলেন মিস ব্ল্যাকলক। 'একটু ছোটখাটো চেহারা, গাঢ় রঙ···।'

'কোন বিশেষত্ব? কোন মুদ্রাদোষ?'

'না—না, তেমন কিছু নেই। সে বেশ হাসিখুশি উজ্জ্বল ছিল।'

'এখন হয়তো আর হাসিখুশি থাকবেন না', ক্র্যাডক বললেন, তার কোন ফটোগ্রাফ আছে?'

'সোনিয়ার? দাঁড়ান দেখি—সঠিক ফটোগ্রাফ নয়। পুরনো কয়েকটা ছবি আছে—কোথাও একটা অ্যালবামের মধ্যে—অন্ততঃ একটা ছবি আছে ওর।'

'আহ। একবার সেটা দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু অ্যালবামটা কোথায় রেখেছি?'

'বলুন, মিস ব্ল্যাকলক, আপনার কি কোনভাবে মনে হয় মিসেস সোয়েটেনহ্যাম সোনিয়া গোয়েডলার হতে পারেন?'

'মিসেস সোয়েটেনহ্যাম?' মিস ব্ল্যাকলক বেশ অবাক হয়েই তাকালেন। 'কিন্তু ওর স্বামী সরকারী চাকরি করতেন, প্রথমে ভারতে তারপর হংকং এ।'

'সেটা তো ওরই কথায় জেনেছেন। নিজে থেকে জানেন?'

'না। তা অবশ্য নয়', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'কিন্তু, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম...অবাস্তব ব্যাপার!'

'সোনিয়া গোয়েডলার কোনদিন অভিনয় করতেন? অপেশাদার কোন অভিনয়?'

'ওহ, হ্যাঁ। ভালই করত।'

'তাহলেই দেখুন! আর একটা কথা, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম পরচুল পরেন। অন্ততঃ মিসেস হারমন তাই বলেন।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, পরচুল হতে পারে। ওই রকম থোকা। তবু আমার ধারণা এটা অসম্ভব। ও খুবই ভাল আর মাঝে মাঝে মজার হয়ে ওঠে।'

'এছাড়া আছেন মিস হিনচলিফ আর মিস মারগাটরয়েড। ওদের কেউ সোনিয়া গোয়েডলার হতে পারেন?'

'মিস হিনচলিফ খুব লম্বা, প্রায় পুরুষের মত।'

'তাহলে মিস মারগাটরয়েড?'

'ওহ—না, আমার মনে হয় না মারগাটরয়েড সোনিয়া হতে পারে।'

'আপনি তো চোখে ভাল দেখেন না, তাই না, মিস ব্ল্যাকলক?'

'কাছের জিনিস ভাল দেখি না, তাই বলছেন তো?'

'হ্যাঁ। আমি সোনিয়া গোয়েডলারের ছবিখানা দেখতে চাই অনেকদিন আগের হলেও। কোন মিল থাকলে সাধারণ লোক তা পারলেও আমার অভিজ্ঞ

চোখে তা ধরা পড়বে।'

'আপনার জন্য খুঁজে রাখব তাহলে।'

'এখনই?'

'সেকি এখনই চান?'

'তাহলে ভাল হয়।'

'বেশ। দাঁড়ান একটু ভেবে নিই কোথায় থাকতে পারে। আলমারী সাফ করার সময় সেদিন সেখানেই অ্যালবামটা দেখেছিলাম। জুলিয়া সঙ্গে ছিল। ড্রয়িং রুমে কি রেখেছি? আমার স্মৃতিশক্তি বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। জুলিয়া আজ বাড়িতে আছে, ও যদি—।'

'আমি ওকে ডেকে আনছি।'

ক্র্যাডক খোঁজ করে জুলিয়াকে পেলেন না।

মিৎসিকে প্রশ্ন করতে সে রাগতঃস্বরে বলল, 'আমি! আমি রান্নাঘরে শুধু রান্না করি আর নিজের তৈরি করা কিছু ছাড়া কোন জিনিস খাইনা শুনেছেন?'

ইনসপেক্টর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এবার 'মিস সীমন্স' বলে হাঁক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই জুলিয়ার সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হল। সে একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল।

'আমি চিলেকুঠুরিতে ছিলাম', ও বলল। 'কি হয়েছে?'

ক্র্যাডক ব্যাখ্যা করে জানালেন।

'ওই পুরনো ফটো এ্যালবাম? হ্যাঁ, মনে আছে। সেগুলো সব স্টাডি-রুমে রাখা আছে মনে হয়। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।'

জুলিয়া নিচে নেমে স্টাডিরুমের দরজা খুলে জানালার কাছে একটা আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাল্লা খুলতে চোখে পড়ল নানা ধরনের জিনিসপত্রে সেটা একেবারে ঠাসা।

'যতসব আজেবাজে জিনিস', জুলিয়া বলল। 'বয়স্করা কোন জিনিসই ফেলে দিতে চায় না।'

ইনসপেক্টর ক্র্যাডক ঝুঁকে নিচের তাক থেকে কয়েকখানা পুরনো আমলের অ্যালবাম টেনে বের করলেন।

'এগুলিই কি?'

'হ্যাঁ।'

মিস ব্ল্যাকলক এসে যোগ দিলেন এবার।

'ওহ্, এখানেই রেখেছিলাম। একেবারেই মনে ছিল না।'

ক্র্যাডক অ্যালবামগুলো টেবিলে রেখে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। নানা আকারের টুপি মাথায় মেয়েদের ছবি, দেহে ঢোলা পোশাক। তলায় কালি দিয়ে বর্ণনা থাকলেও বয়সের ভারে তা জীর্ণ।

'বোধ হয় এইটাতে আছে', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাতায়। অন্য বইটাতে যা আছে তা সোনিয়া বিয়ে করে চলে যাওয়ার পর', তিনি একটা পাতা ওল্টালেন। 'এখানেই থাকা উচিত।' তিনি থমকে গেলেন।

পাতাটায় বেশ কয়েকটা ফাঁকা জায়গা। ক্র্যাডক ঝুঁকে পড়ে লেখার পাঠোদ্ধার করলেন। 'সোনিয়া ও আমি আর. জি.।' তারপর একটু পরে, 'সোনিয়া আর বেল সমুদ্রের তীরে…'। আবার পরের পাতায়, 'স্কীন-এ পিকনিক'। তিনি আরও একটা পাতা উল্টে গেলেন, 'শার্লট, আমি আর সোনিয়া, আর জি।'

ক্র্যাডক উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখ অন্ধকার।

'কেউ এই ফটোগুলো সরিয়েছে—খুব বেশিক্ষণ আগে নয়, বলতে পারি।'

'সেদিন আমরা যখন দেখি তখন এত ফাঁকা জায়গা ছিল না, তাই না, জুলিয়া?'

'আমি ভাল করে দেখিনি—কিন্তু না, তুমি ঠিকই বলেছ, লেটি পিসী, কোন ফাঁকা জায়গা ছিল না।'

ক্র্যাডককে আরও গম্ভীর লাগল।

'কেউ সোনিয়া গোয়েডলারের সমস্ত ছবিই অ্যালবামটা থেকে সরিয়ে নিয়েছে', তিনি বললেন।

॥ আঠারো ॥ চিঠি

১

'আপনাকে আর একটু বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিসেস হেমস।'

'তাতে কি হয়েছে', ফিলিপা হেমস শীতল স্বরে বলল।

'আমরা কি ওই ঘরে যেতে পারি?'

'স্টাডিরুমে? যেতে চাইলে চলুন, ইন্সপেক্টর। খুব ঠাণ্ডা এ ঘরে, আগুনত নেই।'

'তাতে কিছু হবে না। বেশিক্ষণ লাগবে না, আর কেউ আমাদের ডাকও শুনতে পাবে না।'

'তাতে কিছু যাবে আসবে ?'

'আমার নয়, আপনার, মিসেস হেমস।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি ?'

'আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন আপনার স্বামী ইতালিতে যুদ্ধে মারা যান ?'

'এর উদ্দেশ্য ?'

'আসল সত্য আমাদের জানালেই ভাল করতেন যে তিনি সেনাবাহিনী থেকে একজন পলাতক।'

ক্র্যাডক দেখলে ওর মুখ সাদা হয়ে গেল আর ও বারবার হাত মুঠো করতে চাইল।

ফিলিপা তিক্তস্বরে বলল, 'অতীতকে এভাবে খুঁড়ে বের করতেই হবে ?'

ক্র্যাডক শুষ্কস্বরে বললেন, 'আমরা আশা করি সকলে নিজেদের সম্পর্কে সত্য কথা বলে।'

একটু স্থির হয়ে রইল ফিলিপা।

তারপর ও বলল, 'তাহলে ?'

'তাহলে "বলে কি বোঝাতে চাইছেন, মিসেস হেমস ?"

'আমি বলতে চাই একথা কি সবাইকে বলে বেড়াবেন ? এর—সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে ?'

'কেউ জানেনা ?'

'এখানে কেউ জানেনা। হ্যারী', ওর কণ্ঠস্বর বদলে গেল—'আমার ছেলে জানেনা। সে কখনও জানুক তা চাই না।'

'তাহলে আমি বলছি আপনি বিরাট ঝুঁকি নেবেন। মিসেস হেমস। সে যখন বড় হয়ে বুঝতে পারবে তখনই তাকে জানাবেন। সে যদি কোনদিন নিজে জানতে পারে তাহলে সেটা ওর পক্ষে ভাল হবে না। ওর বাবা বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছেন একথা যদি বলেন—।'

'আমি তা করব না। আমি পুরোপুরি অসৎ নই। আমি এ নিয়ে কথা বলিনা। ওর বাবা যুদ্ধে মারা যায়—আমাদের এ কথাই সব।'

'কিন্তু আপনার স্বামী এখনও জীবিত ?'

'হয়তো। আমি কি করে জানব ?'

'তাকে শেষ কবে দেখেন, মিসেস হেমস ?'

ফিলিপা দ্রুত উত্তর দিল' 'বহুবছর তাকে দেখিনি।'

'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ? তাকে দিন পনেরো আগে দেখেন নি ?

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'আমি বিশ্বাস করিনি সামারহাউসে সেদিন আপনি রুডি সার্জে'র সঙ্গে দেখা করেন। তবে মিৎসি বারবার কথাটা বলেছে। আমার কথা হল, মিসেস হেমস, সেদিন সামারহাউসে আপনার স্বামীর সঙ্গেই আপনার দেখা হয়।'

'সামারহাউসে কারও সঙ্গেই আমি দেখা করিনি।'

'তার টাকার দরকার ছিল, আপনি হয়তো তাকে তাই দিয়েছিলেন ?'

'আমি তাকে দেখিনি বলছি। কারও সঙ্গেই আমার সামারহাউসে দেখা হয়নি।'

'পলাতকরা সাধারণতঃ মরিয়া হয়। কখনও তারা ডাকাতিও করে। ছিনতাইও করে বসে, আর তাদের কাছে বিদেশী রিভলবারও থাকতে পারে যা বিদেশ থেকে আনা।'

'আমার স্বামী কোথায় আমি জানি না। বহু বছর তাকে দেখি নি।'

'এটাই আপনার শেষ কথা, মিসেস হেমস ?'

'আমার আর কিছুই বলার নেই।'

২

ক্র্যাডক ফিলিপা হেমসের সঙ্গে কথা বলে রাগতঃ ভাবেই ফিরলেন, কিছুটা ধাঁধায় পড়েও।

'নেহাত একগুঁয়ে মেয়ে', রাগতঃ স্বরেই স্বগতোক্তি করলেন তিনি। তিনি নিশ্চিত যে ফিলিপা মিথ্যা বলেছে তবে কিছুতেই তিনি তার একগুঁয়েমি ভাঙতে পারেননি।

প্রাক্তন ক্যাপ্টেন হেমস সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারলে ভাল হত। তবে সে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা তার বিশ্বাস হল না। তাছাড়া ওই দরজায় তেল লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাড়ির কেউই একাজ করেছিল বা এমন কেউ যার সহজ যাতায়াত ছিল।

আচমকা তার মনে হল চিলেকুঠুরিতে জুলিয়া কি করছিল ? ওর মত খুঁতখুঁতে মেয়ের পক্ষে এটা মানানসই নয়।

তিনি নিঃশব্দে দোতলায় উঠলেন। ধারে কাছে কেউ নেই। জুলিয়া যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিল সেটা ঠেলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন তিনি।

নানা আকারের ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ আর ভাঙা আসবাবে বোঝাই চিলেকুঠুরি। একটা পায়া ভাঙা চেয়ার, একটা চীনামাটির ল্যাম্প, কাপ ডিশ।

তিনি একটা ট্রাঙ্কের তালা খুললেন।

ট্রাঙ্কভর্তি শুধু কাপড়। পুরনো আমলের দামী মেয়েদের কাপড়; সম্ভবতঃ সবই মিস ব্ল্যাকলকের বা ওর বোন মারা গেছেন।

তিনি আর একটা ট্রাঙ্ক খুললেন এরপর।

সেটায় শুধুই পরদার কাপড়।

ক্র্যাডক একটা ছোট অ্যাটাচি কেস তুলে নিলেন। সেটায় শুধু কাগজপত্র আর চিঠি। তিনি ঠিকই আন্দাজ করলেন এসব লেটিসিয়ার বোন শার্লটের। তিনি একটা চিঠি খুললেন। সেটা শুরু এইভাবে: 'প্রিয় শার্লট। গতকাল বেলের শরীর পিকনিকে যাওয়ার মতই ভাল ছিল। আর. জি-ও ছুটি নিয়েছিল। অ্যাসভোগেল শেয়ার চমৎকার উৎরেছে। আর. জি. দারুন খুশি। প্রিমিয়ামে প্রেফারেন্স শেয়ার।'

ক্র্যাডক বাকিটা ছেড়ে সইটা দেখতে চাইলেন।

'তোমার প্রিয় বোন, লেটিসিয়া।'

ক্র্যাডক অন্য একটা চিঠি তুলে নিলেন।

'প্রিয় শার্লট। আমার মনে হচ্ছে তুমি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কর। তুমি বড় বেশি বাড়িয়ে ভাবতে চাইছ। এটা যা ভাবছ ততটা খারাপ নয়। লোকে এ নিয়ে তেমন ভাবেনা। এটা যেমন ভাবছ সেরকম বিকৃতি নয়।'

ক্র্যাডকের মনে পড়ল বেল গোয়েডলার বলেছেন শার্লট ব্ল্যাকলকের কোন অঙ্গবিকৃতি ঘটেছিল। লেটিসিয়া বোনের পরিচর্যা করতেই চাকরি ত্যাগ করে চলে যান। এই চিঠিতে একজন পঙ্গু বোনের জন্য তার মানসিক দুশ্চিন্তা আর ভাবনা পরিষ্কার। বোনের কাছে তিনি প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বর্ণনা সহ চিঠি লিখেছিলেন আর শার্লট সেসব চিঠি রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে দুএকটা ফটোও পাঠিয়েছিলেন তিনি।

হঠাৎ উত্তেজনা বোধ করলেন ক্র্যাডক। এখানেই তিনি হয়তো কোন সূত্র পেতে পারেন। এই চিঠিতে এমন কিছু থাকা সম্ভব লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক যা বহুদিন আগে লিখেছিলেন কিন্তু আজ তা মনে নেই। এখানে আছে আগেকার এক বিশ্বস্ত বর্ণনা যা থেকে অজানা কিছু জানা সম্ভব। ফটোও রয়েছে। এতে সোনিয়া গোয়েডলারেরও কোন ফটো থাকতে পারে, যে তার অন্যসব ফটো সরিয়ে নিলেও এটার কথা জানত না।

ইন্‌সপেক্টর ক্র্যাডক চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে বাক্স বন্ধ করে নিচে নেমে এলেন।

সিঁড়ির মুখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক।

'চিলেকোঠায় আপনিই ছিলেন? পায়ের শব্দ শুনে ভাবলাম কে—?'

'মিস ব্ল্যাকলক, আমি কিছু চিঠি খুঁজে পেয়েছি, বহু বছর আগে আপনি আপনার বোন শার্লটকে লিখেছিলেন। এগুলো নিয়ে গিয়ে একটু পড়তে দেবেন আমাকে?'

মিস ব্ল্যাকলক রাগে জ্বলে উঠলেন।

'এ ধরনের কাজ করতেই হবে? কেন? এতে আপনি কি পাবেন?'

'এটা থেকে হয়তো সোনিয়া গোয়েডলারের একটা ছবি পেতে পারি, তার চরিত্রের কোন ছবি—কোন ঘটনার কথা—এতে সাহায্য হতে পারে।'

'এগুলো সব ব্যক্তিগত চিঠি, ইনস্‌পেক্টর।'

'আমি তা জানি।'

'আমার মনে হয় আপনি এগুলো নিয়ে যাবেন...আপনার সে ক্ষমতা আছে মনে হয়। নিয়ে যান—নিয়ে যান! তবে এতে সোনিয়ার বিষয় কিছুই পাবেন না। আমি র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারের কাছে কাজ আরম্ভ করার দুএক বছরের মধ্যেই সে বিয়ে করে চলে যায়।'

ক্র্যাডক তবু একগুঁয়ের মত বললেন, 'হয়তো কিছু থাকতে পারে। সব কিছুই ঘেঁটে দেখা দরকার। আমি বলছি বিপদটা সম্পূর্ণ বাস্তব।'

মিস ব্ল্যাকলক ঠোঁট কামড়ালেন।

'আমি জানি। বানি মারা গেছে—আমারই জন্য রাখা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে। হয়তো প্যাট্রিক বা জুলিয়া বা ফিলিপা বা মিৎসিই এরপর হতে চলেছে—তরুণ প্রাণ যাদের সামনে। আমার জন্য রাখা সুরা পান করে বা চকোলেট খেয়ে। ওহ! চিঠিগুলো নিয়ে যান আপনি—। পড়া হয়ে গেলে সব পুড়িয়ে ফেলবেন। শার্লট আর আমার কাছে ছাড়া এর কোন দামই নেই। সব শেষ হয়ে গেছে আজ—সবই আজ অতীতের স্মৃতি। কেউ আর কিছু মনে রাখেনি...।' মিস ব্ল্যাকলকের হাত তার গলায় ঝোলানো কৃত্রিম মুক্তোগুলো নাড়াচাড়া করে চলল। ক্র্যাডকের মনে হল ওর টুইডের কোট আর স্কার্টের সঙ্গে এটা কি আশ্চর্য রকম বিসদৃশ বেমানান।

উনি আবার বললেন, "নিয়ে যান চিঠিগুলো।"

৩

পরের দিন বিকেলে ইন্সপেক্টর ডিকারেজে উপস্থিত হলেন।

দিনটা ছিল প্রচণ্ড ধুলোভরা বতাসের দিন।

মিস মারপল গায়ে চাদর জড়িয়ে চুল্লীর সামনে বসে সেলাই করে চলেছিলেন। বাণ্ড মেঝের উপর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নকশা তৈরি করছিলেন।

ক্র্যাডক ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন বাণ্ড।

'এটা বিশ্বাসভঙ্গ কিনা জানিনা, তবু আমি চাই আপনি এই চিঠিটা দেখুন,' তিনি মিস মারপলকে লক্ষ্য করে বললেন। চিঠিটা কিভাবে পেয়েছেন সেটাও ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'বেশ আকর্ষণ করার মতই চিঠি-গুলো। কোন বোনের জন্য হৃদয়ের আকুতি মেশানো আর একবোনের লেখা চিঠি। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে এক বৃদ্ধ পিতারও ছবি। সত্যিকার এক মোটাবুদ্ধি মানুষ, তিনি নিজে যা জানেন তাই সঠিক বলে যার ধারণা ছিল। হয়তো তার ওই একগুঁয়েমী বহুরোগীকেই শেষ করেছে।'

'তাকে তেমন দোষ দেয়া যায় মনে হয় না,' মিস মারপল উত্তরে বললেন। 'আমার ধারণা তরুণ প্রজন্মের ডাক্তাররা বড় বেশি পরীক্ষা করতে আগ্রহী। আমাদের সব দাঁত তুলে, গ্ল্যান্ড অপসারণ করে, ভিতরের কিছু টেনে বাদ দিয়ে তারা বলেন আর কিছু করার নেই। আমি আগেরকালের বোতলে ভরা ওষুধই পছন্দ করি,' মিস মারপল কথা শেষ করে চিঠিটা নিলেন।

'চিঠিটা আপনাকে পড়তে বলছি কারণ সেই প্রজন্মের কথাটা আপনিই বেশী উপলব্ধি করতে পারবেন আমার চেয়ে। সে আমলের মানুষের মন কিভাবে কাজ করত আমি জানি না।'

মিস মারপল প্রায় জীর্ণ হয়ে আসা কাগজটা খুলে ধরলেন।

'প্রিয় শার্লট,

আমি দুদিন চিঠি লিখতে পারিনি কারণ এখানে প্রচণ্ড এক পারিবারিক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। র‍্যান্ডালের বোন সোনিয়া (তাকে মনে আছে? সেই যে সে একবার তোমাকে গাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়?) সোনিয়া জানিয়েছে সে ডিমিট্রি স্ট্যামফোরডিস নামে একজনকে বিয়ে করবে। তাকে একবারই মাত্র আমি দেখেছি। খুবই আকর্ষণীয় সে, তবে বিশ্বাস করা

উচিত না। আর. জি. তাকে সহ্য করতে পারে না, সে বলে লোকটা প্রতারক আর শঠ। সোনিয়াকে শান্ত শিষ্ট মনে হলেও তার রাগ প্রচণ্ড। আর. জি.-র উপর সে ক্ষেপে আছে। আমি ভাবছিলাম ও আর. জি.-কে না খুন করে বসে।

আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। সোনিয়া আর আর. জি.'র সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে বলে তাদের এক জায়গাতেই আমার পরেই ওরা আবার শুরু করেছিল। আর. জি লোকটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে, যতদূর বুঝি সত্যিই সে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিমধ্যে ব্যবসায় বড় অবহেলা হয়েছে। অফিস আমিই দেখছি, কাজটায় মজা আছে। আর. জি. আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। গতকাল সে আমাকে বলেছিল: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এমন কেউ আমার পাশে আছে। তুমি কোন-দিন কোন প্রতারকের প্রেমে পড়বে, ব্র্যাকি?' আমি উত্তরে বলেছিলাম: 'আমি কারও প্রেমেই পড়ব না।' আর. জি. মাঝে মাঝে বেশ দুষ্টুমি করে। সে বলে, 'তুমি সব সময়েই আমাকে সোজাপথে রাখার চেষ্টা কর ব্র্যাকি।' আর জি. এমন কিছু করে না যা আইনের বাইরে।

বেল এসব দেখে হাসে। সোনিয়ার ব্যাপার নিয়ে এসব দেখে বলে এটা বাড়াবাড়ি। 'সোনিয়ার নিজের টাকা আছে,' বেল বলে, 'যাকে ও চায় তাকে বিয়ে করতে পারবে না কেন?' আমি বলেছিলাম, 'হয়তো এটা বিরাট ভুল প্রমাণ হতে পারে।' তাতে বেল বলে, 'যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করায় কোন ভুল নেই—অনুশোচনা করলেও।' তারপর ও বলে, 'তবে আমার মনে হয় সোনিয়া র‍্যাণ্ডালের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না কারণ সোনিয়া টাকা ভালবাসে।

এখন এ পর্যন্তই। বাবা কেমন আছেন? তাকে আমার ভালবাসা জানিও অবশ্য বলব না। ইচ্ছে হলে জানিও। মনমরা হয়ে থেকোনা, লোকজনের সঙ্গে দেখা কোর।

সোনিয়া তাকে মনে রাখার কথা তোমায় জানাতে বলেছে। সে এইমাত্র এল। সে বারবার ওর হাতের মুঠো খুলেছে আর বন্ধ করে চলেছে, ওকে দেখাচ্ছে একটা রাগী বিড়ালের মতই, সে যেন হাতের নখে শান দিচ্ছে। আমার ধারণা আর. জি.-র সঙ্গে ওর আবার ঝগড়া হয়েছে। মাঝে মাঝে সোনিয়াকে খুবই বিরক্তিকর লাগে।

অনেক অনেক ভালবাসা রইল। এই আয়োডিন চিকিৎসায় বেশ তফাৎ

বোঝা যাবে। আমি এ বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি, নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

তোমার প্রিয় বোন,
লেটিসিয়া।'

চিঠিটা ভাজ করে মিস মারপল এগিয়ে দিলেন। তাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হল।

'তাহলে ওর সম্পর্কে কি ধারণা হল আপনার?' ক্র্যাডক জানতে চাই-লেন। 'ওর কি ছবি গড়ে তুলেছেন?'

'ওহ, সোনিয়া সম্পর্কে? অন্য একজনের মন পড়ে কারও সম্পর্কে ধারণা গড়ে নেয়া কঠিন। সে নিজের মতে চলতে চাইত একথা ঠিক।'

'সে বারবার হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে, ওকে দেখাচ্ছে রাগী বিড়ালের মতই, সে যেন তার নখে শান দিচ্ছে...।' ক্র্যাডক বিড়বিড় করে উঠলেন। 'বুঝেছেন, ওর কথায় একজনের কথা আমার মনে পড়ছে...।'

'ওই চিঠি দেখে তোমার সেণ্ট মেরী মীডের কারোও কথা মনে হচ্ছে না, জেন মাসী?' বাণ্ড হারসন জানতে চাইলেন মুখভর্তি পিন নিয়ে।

'ঠিক মনে হচ্ছে বলব না, প্রিয় বাণ্ড...ওর ব্র্যাকলক অনেকটা যেন মন্ত্রী মিঃ কার্টিসের মত। তিনি তার ছোট মেয়েকে কিছুতেই দাঁতে প্লেট লাগাতে দেবেন না। তিনি মত পোষণ করতেন মেয়ের দাঁত বাইরে বেরিয়ে থাকা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি বলেছিলাম তাকে, 'তাহলে আপনি চুল কাটেন কেন আর দাঁড়ি কামান কেন। এও তো ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ওগুলো বাড়তে থাকুক।' তিনি বলেন এটা আলাদা ব্যাপার। যাক, সে ব্যাপারে আমাদের এখন কোন সাহায্য হবে না।'

'আমরা রিভলবারটা কোথা থেকে আসে তার খোঁজ এখনও পাইনি। ওটা রুডি সার্জের নয়। যদি জানতাম চিপিং ক্লেগহর্নে কারও রিভলবার আছে—,' ক্র্যাডক বললেন।

'কর্নেল ইণ্টারব্রুকের একটা আছে,' বাণ্ড বললেন। 'তিনি সেটা কলার রাখার ড্রয়ারে রাখেন।'

'আপনি কি করে জানলেন, মিসেস হারসন?'

'মিসেস বাট বলেছিলেন। সে আমার রোজকার লোক। বা বলা যায় সপ্তাহে দুদিনের কাজের লোক। সৈন্যদলের লোক, তাই স্বাভাবিকভাবেই চোর ডাকাতের ভয়ে তিনি ওটা রাখেন। মিসেস বাট তাই বলেছেন।'

'তিনি কবে বলেছিলেন?'

'বহুদিন আগে। প্রায় ছ'মাস হবে মনে হয়?'

'কর্নেল ইষ্টারব্রুক?' আপনমনেই বললেন ক্র্যাডক।

'আপনার অবস্থা মেলায় ঘুরে বেড়ানোর মত,' তখনও মুখ ভর্তি পিন নিয়ে বললেন বাঞ্চ, 'প্রতিবারেই আলাদা আলাদা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন।'

'আমাকে একটা কথা বলছেন?' ক্র্যাডক একটু অসন্তুষ্টভাবে বললেন।

'কর্নেল ইষ্টারব্রুক একদিন লিটল প্যাডকসে একটা বই দিতে গিয়েছিলেন। তিনি সে সময় দরজায় তেল লাগাতে পারতেন।

তবে তিনি যে সেখানে গিয়েছিলেন তা সহজভাবেই বলেছেন। মিস হিনচলিফের মত না।'

মিস মারপল মৃদু হাসলেন। 'যে যুগে আমরা বাস করি তার জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে ইনস্পেক্টর।'

ক্র্যাডক না বুঝেই তার দিকে তাকালেন।

'যতই হোক,' মিস মারপল বললেন, 'আপনারা হলেন পুলিশ, তাই পুলিশকে সব কথা মানুষ বলতে পারে না।'

'কেন পারেনা তাই ভাবি,' ক্র্যাডক বললেন, 'যদি না তাদের কোন অপরাধ লুকিয়ে রাখার থাকে।'

মিস মারপল বলে উঠলেন, 'বাঞ্চ, ইনস্পেক্টরকে মিস ব্ল্যাকলকের লেখা কাগজটা দেখাও।'

'কোথায় যেন রাখলাম সেটা? এটাই কি, জেন মাসী?'

মিস মারপল কাগজটা নিয়ে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই।' তিনি সেটা ইনস্পেক্টরের হাতে তুলে দিলেন।

'আমি খোঁজ করেছি—দিনটা বৃহস্পতিবার,' মিস ব্ল্যাকলক লিখেছিলেন। 'যে কোন সময় তিনটের পর। আমার জন্য কিছু থাকলে সাধারণতঃ যেখানে থাকে সেখানেই রেখে যাবেন।'

বাঞ্চ হেসে উঠলেন। মিস মারপল ক্র্যাডকের মুখভাব লক্ষ্য করছিলেন।

ভাইকারের স্ত্রীই এবার ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিলেন।

'এখানে বৃহস্পতিবারেই একটা খামারে মাখন তৈরি হয়। সেখান থেকে যার দরকার নিয়ে আসতে পারে। সকলের হয়ে মিস হিনচলিফই এটা করেন। সব ব্যাপারটার মধ্যে একটু গোপন ব্যাপারও আছে। এ অনেকটা বদলাবদলির মত। কেউ মাখন পেয়ে তার বদলে শস পাঠিয়ে দেয়—বা কোন

শুয়োর মারা হলে কিছু মাংস। এই রকম এক জিনিসের বদলে অন্য কিছু। সবটাই কিছুটা বে-আইনী—তবে সব খুব জটিলতায় ভরা।'

ক্র্যাডক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনাদের মত মহিলার কাছে এসেছি বলে আমি খুশি।'

'এছাড়া আবার একধরনের কাপড়ের কুপনও ছিল,' বাণ্ড বললেন। 'কেনার কোন ব্যাপার থাকত না—কোন টাকা পয়সাও লাগত না। আর মিসেস বাট বা মিসেস ফিণ্ড বা মিসেস হাগিনসের মত কেউ ভাল একটা পশমী পোশাক বা কোট, যা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি, কুপনের বদলে টাকা না দিয়ে কিনতেন।'

'আপনারা এসব কথা আমাকে আর বেশি বলবেন না,' ক্র্যাডক বললেন। 'এর সবই বেআইনী।'

'তাহলে এরকম আইন না থাকাই ভাল,' বাণ্ড বললেন। 'তবে আমি এসবে থাকিনা, জুলিয়ান পছন্দ করে না। তবে এসব যে চলে তা ভালই জানি।'

ইন্‌সপেক্টরের মধ্যে একটা হতাশার ছায়া জেগে উঠল।

'সবই কেমন সহজ আর স্বাভাবিক,' তিনি বললেন। 'তবু একজন মহিলা আর একজন পুরুষ খুন হয়েছেন আর আমরা নির্দিষ্ট কিছু জানতে না পারলে আরও একজন মহিলা খুন হতে চলেছেন। আমি আপাতত পিপ আর এমা'কে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিনা। আমার নজর সোনিয়ার দিকে। তিনি কিরকম দেখতে জানলে ভাল হত। চিঠিতে তার সম্পর্কে লেখা থাকলেও প্রকৃত ছবি তাতে ফুটে ওঠেনি।'

'চিঠির ছবি যে তার নয় কিভাবে জানলেন?'

'তিনি ছিলেন ছোটখাটো চেহারার, গাঢ় বর্ণের,' মিস ব্ল্যাকলক এ কথাই বলেছেন।

'সত্যি?' মিস মারপল বললেন, 'আগ্রহ জাগার মত কথা।'

'একটা ছবি ছিল যেটা দেখে অস্পষ্ট ভাবে কারো কথা মনে করিয়ে দেয়। বেশ ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে, চুল ঝুঁটি করে মাথার উপর বাঁধা। আমার জানা নেই সে কে হতে পারে। তবে যাই হোক সে সোনিয়া হতে পারে না। আপনার কি মনে হয় মিসেস সোয়েটেনহ্যাম অল্পবয়সে গাঢ় রঙের ছিলেন?'

'খুব গাঢ় রঙ ছিলনা,' বাণ্ড বললেন। 'তার চোখের তারা নীল।'

'আমার আশা ছিল ডিমিট্রি স্ট্যামফোরডিসের একটা ফটো থাকতে পারে—তবে এরকম আশা করা অন্যায়···যাই হোক'—ক্র্যাডক চিঠিটা তুলে বললেন—'আমি দুঃখবোধ করছি, মিস মারপল, এটা থেকে আপনার মনে কোন ধারণা জন্মায় নি ভেবে।'

'ওহ! হয়েছে বৈকি,' মিস মারপল বললেন। 'অনেক ধারণাই জন্মেছে। ইন্‌সপেক্টর সেই জায়গাটা আর একবার পড়ে দেখুন, ঠিক যেখানে লেখা আছে র‍্যান্ডাল গোয়েডলার ডিমিট্রি স্ট্যামফোরডিসের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।'

ক্র্যাডক অবাক হয়ে তাকালেন। তখনই বেজে উঠল টেলিফোন।

বাণ্ড উঠে হলঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। ভিক্টোরিয় যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে টেলিফোন সেখানেই ছিল।

তিনি আবার ফিরে এসে ক্র্যাডককে বললেন, 'আপনার টেলিফোন।'

একটু আশ্চর্য হয়েই টেলিফোনের কাছে গেলেন ক্র্যাডক, সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

'ক্র্যাডক? রাইডেসডেল বলছি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমি তোমার রিপোর্ট দেখলাম। ফিলিপ হেমসের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা থেকে দেখলাম সে দৃঢ়ভাবে বলেছে তার স্বামীর সঙ্গে সে দলছুট হওয়ার পর আর দেখা হয়নি?'

'তাই, স্যার—তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন। তবে আমার মনে হয় তিনি সত্যি বলেন নি।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত। তোমার কি দিন দশেক আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে আছে—একটা লোক লরী চাপা পড়েছিল—যাকে মিলচেষ্টার হাসপাতালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ আর মেরুদণ্ড ভাঙা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়?'

'সে লোকটা প্রায় লরীর নিচ থেকে একটা বাচ্চাকে উদ্ধার করার পর নিজে চাপা পড়ে?'

'হ্যাঁ, সেই! তার কাছে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নি আর কেউ তাকে সনাক্ত করতেও আসেনি। মনে হয় সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। জ্ঞান না ফিরে পেয়ে সে গতরাত্রিতে মারা গেছে। তাকে সনাক্তও করা হয়েছে—সেনাবাহিনী থেকে পলাতক—রোলাণ্ড হেমস, দক্ষিণ লোমসায়ারের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন।'

'ফিলিপা হেমসের স্বামী ?'

'হ্যাঁ। ওর কাছে চিপিং ক্লেগহর্নের বাসের টিকিট ছিল—আর বেশ কিছু টাকাও।'

'তাহলে স্ত্রীর কাছ থেকে সে টাকা পেয়েছিল? আমার বরাবর ধারণা ছিল মিৎসি মিসেসকে তার সঙ্গেই সামারহাউসে কথা বলতে দেখে। তবুও, লরীর ওই দুর্ঘটনা ঘটে ওই—।'

'হ্যাঁ,' রাইডেসডেল প্রায় মুখের কথা কেড়ে নিলেন ক্র্যাডকের, 'হ্যাঁ তাকে মিলচেষ্টার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ২৮শে আর লিটল প্যাডকসের ডাকাতির ঘটনা ঘটে ২৯শে। অতএব লোকটার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকা সম্ভব ছিল না, তবে তার স্ত্রীর দুর্ঘটনার বিষয় কিছুই জানত না। ও হয়তো ভেবেছিল ওই ঘটনায় তার স্বামী জড়িত। তাই সে স্বভাবতই মুখ বন্ধ রেখে ছিল—যতই হোক সে ওর স্বামী।'

'কাজটা বীরত্বেরই, তাই নয় কি, স্যার ?' ক্র্যাডক আস্তে আস্তে বললেন।

'লরী থেকে শিশুটিকে বাঁচানো ? হ্যাঁ। সেকথা ঠিক। আমার মনে হয় না হেমস কাপুরুষতার জন্য পলাতক হয়। যে মানুষের জীবনে এরকম দাগ পড়েছিল তার পক্ষে যোগ্য মৃত্যু।'

'মিসেস হেমসের জন্যই আমি খুশি', ক্র্যাডক বললেন। 'আর ওদের ছেলের জন্যেও।'

'হ্যাঁ, বাবার জন্য তাকে তেমন লজ্জিত হতে হবেনা। আর এই তরুণী মেয়েটিও আবার বিয়ে করতে পারবে।'

ক্র্যাডক ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম, স্যার... এতে কিছু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

'যেহেতু গোড়া থেকে এটা তোমারই তদন্ত, খবরটা তাকে তুমিও জানিও।'

'তাই করব স্যার। উনি লিটল প্যাডকসে ফেরার পরেই বলব। ওর খুবই আঘাত লাগবে—আর আমি এর আগে একজনের সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই।'

॥ উনিশ ॥ অপরাধ ফিরে দেখা

১

'একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে যাব যাওয়ার আগে, এ জায়গাটা খুব অন্ধকার', বাঞ্চ বললেন। 'মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে।'

তিনি টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে মিস মারপল যেখানে বসে সেলাই করছিলেন তার কাছে বসিয়ে দিলেন যাতে তিনি আলো পেতে পারেন।

ল্যাম্পটা তার টেবিলের উপর রাখার পরক্ষণেই টিগলাথ পিকেজার নামে পেশা বিড়ালটা তড়াক করে লাফিয়ে টেবিলে উঠে তারগুলো ভীষণভাবে আঁচড়াতে শুরু করল।

'না, না টিগলাথ পিলেজার, এ রকম করেনা...তারটা একদম ছিঁড়ে গেছে...আরে শক লাগবে যে—।'

'ধন্যবাদ, বাঞ্চ,' মিস মারপল বলে ল্যাম্পের সুইচ টিপতে গেলেন।

'সুইচটা তারের শেষে আছে, জেন মাসী। একটু দাঁড়াও, ফুলগুলো এখান থেকে সরিয়ে দিই।'

বাঞ্চ একটা ফুলদানী থেকে কিছু বড়দিনের লাল গোলাপ ফুল সরিয়ে নিতে গেলে টিগলাথ পিলেজার ওর হাত আঁচড়ে দিল। বাঞ্চের হাত কেঁপে গিয়ে বেশ খানিকটা জল ফুলদানী থেকে উপচে পড়ল বৈদ্যুতিক তারের ছিঁড়ে যাওয়া অংশে।

মিস মারপল লম্বাকৃতি সুইচটা এবার টিপতে চাইলেন। টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাশ করে একটা শব্দ আর আলোর ঝিলিক জেগে উঠল।

'ওহ, সেটা ফিউস হয়ে গেল,' বাঞ্চ বলে উঠলেন। 'সব অন্ধকার হয়ে গেছে। টেবিলের এ জায়গাটা পুড়েও গেছে দেখেছ? দুষ্টু টিগলাথ—সবই ওর দোষ। কি হল, জেন মাসী? চমকে গেছ?'

'না, কিছু না, প্রিয় বাঞ্চ হঠাৎ যেন কিছু দেখতে পেলাম সেটা আগেই দেখা উচিত ছিল আমার...।'

'আমি ফিউজটা ঠিক করে জুলিয়ানের ল্যাম্পটা বরং নিয়ে আসি—।'

'না, না, ব্যস্ত হয়োনা। দেরী হয়ে গেলে বাস পাবেনা। আমার আর আলো দরকার নেই। আমি চুপচাপ বসে একটু ভাবতে চাই।'

বাঞ্চ বলে গেলে মিস মারপল প্রায় দু মিনিট নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। ঘরে বেশ গুমোট, বাইরে খুব সম্ভব ঝড়েরই পূর্বাভাস।

মিস মারপল একখন্ড কাগজ টেনে নিলেন।

তিনি প্রথমে লিখলেন: 'ল্যাম্প'? তার তলায় দাগও টেনে রাখলেন।

দু এক মিনিট কাটার পর তিনি এবার আর একটা কথা লিখলেন। তার পেন্সিল এগিয়ে চলল কাগজের বুকে...।

২

বুন্ডার্সের প্রায় আধো আঁধারি ঘেরা নিচু ছাতের পরদা ঘেরা শয়ন কক্ষের মিস হিনচক্লিফ আর মিস মারগাটরয়েডের মধ্যে বিতর্ক চলছিল।

'তোমাকে নিয়ে অসুবিধা হল, মারগাটরয়েড যে তুমি কোন চেষ্টা করতে চাওনা', হিনচলিফ বললেন।

'কিন্তু আমি তো বারবার বলছি আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

'শোন, অ্যামি, আমরা এবার গঠনমূলক একটু চিন্তা করব। এতক্ষণ আমরা গোয়েন্দারা যেভাবে দেখে সেভাবে দেখিনি। ওই দরজার ব্যাপারে আমার খুবই ভুল হয়েছিল। খুনীর জন্য দরজা তুমি খোলনি। তুমি বেকসুর, মারগাটরয়েড!'

মিস মারগাটরয়েড এ কথায় হালকাভাবে হাসলেন।

'চিপিং ক্লেগহর্ণের সবচেয়ে চুপচাপ কাজের মেয়েই আমাদের আছে', মিস হিনচক্লিফ বলে চললেন। 'আর সারা গ্রামের মানুষ সেখানে সেই দরজার ব্যাপারটা জানে, আমরা তখন সবেমাত্র গতকালই টের পেয়েছি— ।'

'আমি কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনা কি ভাবে যে— ।'

'খুব সোজা। আমাদের আগের ধারণাই ঠিক। কারো পক্ষে একই সঙ্গে দরজা খুলে হাতে টর্চ নিয়ে রিভলবার দিয়ে গুলি করা সম্ভব নয়। আমরা টর্চ আর রিভলবার হাতে করে দরজা খোলার চেষ্টা করে চেয়েছি সবই যে ভুল সেটাও দেখেছি। রিভলবার হাতে রাখা সম্ভব ছিলনা।'

'কিন্তু লোকটার হাতে তো রিভলবার ছিল', মিস মারগাটরয়েড বললেন। 'আমি দেখেছি। লোকটার পাশে মাটিতে পড়ে ছিল।'

'হ্যাঁ সে মরে যাওয়ার পর। সবই বেশ পরিষ্কার। সে ওই রিভলবার ছোঁড়েনি।'

'তাহলে ছুঁড়ল কে?'

'সেটাই আমরা খুঁজে বের করব। তবে যেই করে থাকুক, সেই একই লোক লেটি ব্ল্যাকলকের বিছানার পাশে রাখা বোতলে—একটা বিষ মাখানো অ্যাসপিরিনের বড়ি রেখে দিয়েছিল—আর তাতেই বেচারি ডোরা বানারকে সে শেষ করে। আর সে বুড়ি সাজ হতে পারত না কারণ সে তার আগেই মরে কাঠ হয়ে ছিল। সে এমন কেউ যে ওই ছিনতাইয়ের সময় হাজির ছিল আর সম্ভবতঃ ওই জন্মদিনের পার্টিতেও ছিল। আর একমাত্র যে তা হতে পারে না সে হল মিসেস হারসন।'

'তুমি বলছ জন্মদিনের পার্টি যেদিন হয় সেদিনই কেউ ওই অ্যাসপিরিন

রেখে দেয় ?'

'নয় কেন ?'

'কিন্তু কিভাবে সে করল ?'

'আমরা সবাই মত্ত ছিলাম', মিস হিনচলিফ বললেন, 'আমি বাথরুমে হাত ধুয়ে নিচ্ছিলাম সেই আঠালো কেকের জন্য। আর 'আমাদের দুইটি ইণ্টারব্রুক ব্র্যাকলকের শোবার ঘরে ওর অপূর্ব মুখখানায় পাউডার ঘসতে ব্যস্ত ছিল, তাই নয়কি ?

'হিনচ ! তোমার কি মনে হয় সে— ?'

'এখনও তা জানিনা। সে করে থাকলে ব্যাপারটা পরিষ্কার। তবে আমার মনে হয় না তুমি কারও ঘরে কোন বড়ি রেখে দিতে চাইলে কেউ তোমায় দেখুক সেটা চাইবে না। হ্যাঁ, সুযোগ প্রচুর ছিল।'

'পুরুষেরা উপরে যায় নি।'

'পিছনে সিঁড়ি আছে। কোন পুরুষ কোথাও কেউ তার পিছন গিয়ে দেখতে চায়না সে কোথায় যাচ্ছে। এ কাজ ভদ্রলোকের নয়। যাই হোক, তর্ক কোরনা, মারগাটরয়েড। আমি লেটি ব্র্যাকলকের উপর আক্রমণের প্রথম চেষ্টাটাই দেখে নিতে চাইছি। এখন সব ঘটনা মাথায় ভাল করে ঢুকিয়ে নাও, কারণ সবই তোমার উপর নির্ভর করছে।'

মিস মারগাটরয়েডকে দারুণ ভীত মনে হল।

'ওহ প্রিয় হিনচ্, তুমি তো জান আমি সবই গোলমাল করে ফেলি !'

'এটা তোমার মস্তিষ্কের কোষের কথা নয়। এটা হল চোখের প্রশ্ন। এটা হল তুমি কি দেখেছিলে তার প্রশ্ন।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই দেখিনি।'

'তোমাকে নিয়ে সবচেয়ে বড় গোলমাল হল, মারগাটরয়েড, তুমি কোন চেষ্টা করতে চাওনা। এবার মন দিয়ে শোন। কি ঘটেছিল বলছি। সে যেই হোক, যে লেটি ব্র্যাকলকের জন্য ঢুকেছিল সে ওই সন্ধ্যাই ওই করে ছিল। আমি লোকটা বলছি তার কারণ এটা বলতে সহজ ; তবে তাকে যে পুরুষ হতে হবে তার কারণ নেই, মেয়ে মানুষও হতে পারে, তবে পুরুষেরা অতি নোংরা কুত্তার মত। যাই হোক সে আগেই দরজায় তেল লাগিয়ে রেখেছিল, সে দরজা বরাবর বন্ধ থাকত। সে একাজ কখন করেছিল জানতে চেওনা, কারণ তাতে সব গুলিয়ে যেতে পারে। একাজ কঠিন নয়, কারণ চিপিং ক্লেগহর্ণে যে কোন বাড়িতে ঢুকে কারও নজরে না পড়ে যে কোন কিছুই

করা যায়। সে দরজায় তেল লাগানোয় সেটা নিঃশব্দে খুলত। দৃশ্যপটটা এই রকম ছিল ঃ আলো নিভে গেল, বা দরজা (নিয়মিত দরজা) খুলে গেল ঃ টর্চ নিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা শুরু হল। ইতিমধ্যে আমরা যখন হল্লোড় করে চলেছি, তখন 'এক্স'। এই নাম ব্যবহার করলেই সুবিধা (নিঃশব্দে 'খ') দরজা দিয়ে ঢুকে সেই বোকা সুইশ ছোকরার পিছন এসে দাঁড়িয়ে তাকে গুলি করল। তারপর রিভলবারটা ওর পাশে ফেলে দিল যাতে আসলে ভাবনা যাদের তারা ভেবে নেয় এটাই প্রমাণ ওই সুইশই গুলি ছুঁড়েছে আর এরপর সে আলো জ্বলে ওঠার আগেই আবার ঘরে ঢুকে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝেছ ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কিন্তু সে কে ?'

'তুমি যদি সে কথা না জান তাহলে কেউই বলতে পারবে না, মারগাটরয়েড !'

'আমি ?' মিস মারগাটারয়েড স্পষ্টতই বেশ ভীত। কিন্তু আমি তো তা জানি না। সত্যিই জানিনা, হিনচ।'

'তোমার মস্তিষ্ক নামে যে পদার্থটা আছে সেটাই কাজে লাগাও। তাহলে শুরু করতে পারি এটা দিয়েই আলো নিভে যাওয়ার সময় সকলে কোথায় ছিল ?'

'আমি জানিনা।'

'হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি মাথা খারাপ করে দাও, মারগাটরয়েড। তুমি কোথায় ছিলে সেটাতো জানো ? তুমি দরজার পিছনে ছিলে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই ছিলাম। দরজাটা খুলে যেতেই আমার পায়ের কড়ায় লেগেছিল।'

'কড়ার ঠিক মত চিকিৎসা করাও না কেন ? কোন দিন পা নিয়ে ভুলে রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাবে। এস এবার আরম্ভ করি—তুমি দরজার পিছনে ছিলে। আমি ম্যান্টলপীসের গায়ে হেলান দিয়ে এক পাত্র পানীয়র জন্য হা পিত্যেশ করছিলাম। লেটি ব্ল্যাকলক খিলানের কাছে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট নিতে চাইছিলেন। প্যাট্রিক সীমন্স খিলানের নিচে দিয়ে ছোট ঘরটাতে পানীয় আনতে গিয়েছিল। ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সবই মনে আছে।'

'বেশ, এখন কেউ একজন প্যাট্রিককে অনুসরণ করেছিল, কোন একজন পুরুষ। নিজের উপর দারুণ রাগ হচ্ছে সে কে তা মনে না পড়ার জন্য—

সে কি ইষ্টারব্রুক না এডমন্ড সুইয়েটেনহ্যাম ? মনে আছে তোমার ?

'না, আমার মনে নেই।'

'তোমার সে ক্ষমতা নেই। এছাড়া আরও একজন ওই ছোট ঘরটায় গিয়েছিল—ফিলিপা হেমস। কথাটা আমার মনে আছে কারণ ওর পিঠটা ভারি সুন্দর টান টান, ঘোড়ায় চড়লে চমৎকার দেখাবে। ওকে দেখে এ কথাটাই ভাবছিলাম। সে অন্য ঘরের ম্যান্টলপীসের কাছে গিয়েছিল। আমার জানা নেই ও সেখানে কি চাইছিল কারণ তখনই আলো নিভে গেল। অবস্থাটা ছিল এই। একটু দূরে ড্রয়িং রুমে ছিল প্যাট্রিক সীমন্স, ফিলিপা হেমস আর হয় কর্ণেল ইষ্টারব্রুক বা এডমন্ড সোয়েটেনহ্যাম—আমাদের জানা নেই তো। এবার মন দিয়ে শোন, মারগাটরয়েড। সবচেয়ে সম্ভাব্য হল এদের মধ্যেই কেউ একাজ করেছে। দূরের ওই দরজা দিয়ে কেউ যদি বেরোতে চাইত তাহলে আলো নিভে যাওয়ার আগে তাকে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় থাকতে হত। তাই সব দিক ভেবে দেখলে ওদের তিনজনের মধ্যে কেউ। আর সেক্ষেত্রে, মারগাটরয়েড, তোমাকে মাথা খেলাতে হবে!'

মিস মারগাটরয়েডের চোখ উজ্জ্বল হতে চাইল।

'অন্য দিকে', মিস হিনচক্লিফ বলে চললেন, 'এমনও হতে পারে ওই তিনজনের কেউ নয়। আর তা যদি হয় সেখানেই আসছ তুমি, মারগাটরয়েড।'

'আমি এ ব্যাপার কি করে জানব?'

'আমি আগেই যেমন বলেছি তুমি না জানলে কেউই জানতে পারে না।'

'আমি তো সত্যিই জানি না। কিছুই আমি দেখতে পাইনি, বার-বার বলছি।'

'হ্যাঁ, তুমি দেখতে পারতে। তুমি একমাত্র মানুষ যে দেখে থাকতে পারে। তুমি ছিলে দরজার পিছনে—তোমার পক্ষে টর্চের দিকে তাকানো সম্ভব ছিলনা। তুমি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলে, যে দিকে টর্চের আলো পড়ছিল। আমাদের বাকি সকলের পথ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তোমার তা হয়নি।'

'না—না, তা বোধ হয় নি, কিন্তু আমি তো কিছুই দেখিনি, টর্চের আলো ঘুরে ঘুরে পড়ছিল—।'

'সেই আলোয় কি দেখা যাচ্ছিল? ওটা মুখগুলোর উপর পড়ছিল, নয় কি? আর টেবিলের উপর?'

'হ্যাঁ—তা—তা ঠিক...মিস বানার হাঁ হয়ে গিয়েছিল, সে বিহ্বল হয়ে

তাকাচ্ছিল চোখ পিটপিট করে।'

'এটাই চাইছিলাম। তোমার মাথার ছিল এবার নড়েছে, যা করানো বেশ শক্ত। বেশ, এবার মাথাটা ঠিকঠাক রাখতে চেষ্টা কর।'

'কিন্তু আমি তো এর বাইরে কিছু দেখিনি, সত্যিই দেখিনি।

'তুমি বলতে চাও তুমি একটা খালি ঘর দেখেছিলে? কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলনা? কেউ বলেও ছিলনা?'

'না, তা অবশ্য নয়। মিস বানার হাঁ ক'রে বসেছিল আর মিসেস হারসন একটা চেয়ারের হাতলের উপর বসেছিলেন। তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন আর শিরাগুলি ফুলে গিয়ে মুখখানা যেন গোল হয়ে উঠেছিল।'

'বেশ, এ হল মিস বানার আর মিসেস হারমনের ব্যাপার। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ না। অসুবিধা যে আমি তোমার মাথায় কোন ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চাইছি না। তবে কাদের তুমি দেখেছ এটা বের করতে পারলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল একথাই জানা যে, এমন কেউ কি ছিল যাকে তুমি দেখনি? কথাটা বুঝেছ? অনেকেই ছিল এ তো জানা কথা—যেমন জুলিয়া সিমন্স, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম, সিমথ ইষ্টারব্রুক ওরাই সব। ঠিক আছে এবার ভাবতে চেষ্টা কর, মারগাটরয়েড ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ ছিল যে ওখানে ছিলনা?'

—মিস মারগাটরয়েড একটু চমকে চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলেন।

তিনি বিড়বিড় করলেন, 'টেবিলের উপর ফুল...বিরাট আরাম কেদারা... টর্চের আলো পড়ছিল, হিনচ্—মিসেস হারসন হ্যাঁ...।'

আচমকা টেলিফোন বেজে উঠতে মিস হিনচক্লিফ এগিয়ে গেলেন।

'হ্যাল্লো!! বলুন? পুলিশ স্টেশন?'

মারগাটরয়েড বাধ্য মেয়ের মত আবার বলে চললেন '...টর্চের আলো ঘুরছিল...সোফা...ডোরা বানার—দেয়াল...টেবিল আর ল্যাম্পটা...খিলান... তারপরেই আচমকা রিভলবার থেকে গুলির আওয়াজ...।' সত্যিই আশ্চর্য কাণ্ড!" মিস মারগাটরয়েড বলে উঠলেন।

'কি?' মিস হিনচক্লিফ রিসিভারে মুখ রেখে চিৎকার করে বললেন, সকাল থেকে ওখানে আছে? কটার সময়? চুলোয় যান আপনারা। পশুক্লেশ নিবারণ সমিতিকে আপনাদের পিছনে লাগিয়ে দেব। কি বললেন? ভুল করেছেন? ব্যাস, এটুকুই?'

দুম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'কুকুরটা নাকি সকাল থেকে থানায় রয়েছে—একফোঁটা জলও জোটেনি বেচারার। আর আমাকে কিনা খবর দিল এখন। ওটাকে এখন আনতে যাচ্ছি।'

তিনি বেরোতে যেতে মিস মারগাটরয়েড চিৎকার করে উঠলেন।

'কিন্তু শোন, হিনচ, দারুণ একটা ব্যাপার···কিছুই বুঝতে পারছি না··· ।'

মিস হিনচক্লিফ ততক্ষণে গ্যারেজের কাছে পৌঁছে গেছেন বেশ দ্রুত গতিতে।

'ফিরে আসার পর কথা হবে', তিনি বললেন। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই দ্রুত এগোলেন মিস মারগাটরয়েড।

'কিন্তু কথাটা তোমায় শুনতেই হবে হিনচ—আমায় বলতেই হবে— ।'

গাড়ি চলতে শুরু করতে মিস মারগাটরয়েডের গলায় আরও উত্তেজনার আভাস জেগে উঠল।

'কিন্তু, হিনচ, ওই মহিলা ওখানে ছিলেন না... ।'

৩

মাথার উপর আকাশে দেখা দিয়েছিল ঘন কালো মেঘ। মিস মারগাটরয়েড গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকার ফাঁকেই জলের প্রথম ফোঁটা নেমে এল।

উত্তেজিত ভাবে মিস মারগাটরয়েড যে পশমী কিছু পোশাক রোদ্দুরে দিয়েছিলেন সেগুলো তুলতে ছুটলেন।

তাড়াতাড়ি সোয়েটারগুলো ক্লিপ খুলে তোলার সময় তিনি কারও পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। তার মুখে স্বাগত হাসি ফুটে উঠল।

'ভিতরে ঢুকুন—ভিজে যাবেন না হলে।'

'আমিও সাহায্য করি একটু।'

'তা হলে তো ভালই হয়···এত করে শুকোলাম আবার সব ভিজল—ওই দিকটায় যেতে যেতে সবই ভিজে যাবে।'

'এই যে আপনার স্কার্ফ। গলায় জড়িয়ে দেব ?'

'ওহ, ধন্যবাদ—হ্যাঁ। ঠিক আছে—।'

পশমী স্কার্ফটা তার গলায় জড়িয়ে দিল কেউ, আর তারপর আচমকা তা সজোরে চেপে বসল···।

মিস মারগাটরয়েডের মুখ হ্যাঁ হয়ে গেল। কিন্তু গলা থেকে বেরিয়ে

এল শুধু দম বন্ধ হয়ে ওঠা ঘড় ঘড় আওয়াজ।

স্কার্ফ আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল···।

৪

থানা থেকে ফেরার পথে মিস হিনচক্লিফ রাস্তা দিয়ে মিস মারপলকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে দেখে তাকে গাড়িতে তুলে নিলেন।

'হ্যাল্লো। গাড়িতে আসুন না হলে ভিজে যাবেন। চলুন আমাদের কাছে চা খাবেন। আমি আর মারগাটরয়েড ওই খুনের ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করছিলাম। মনে হচ্ছে কোথাও পৌঁছতে চলেছি। দেখুন না এই কুকুর-টাকে ওরা সারাদিন থানায় আটকে রেখেছিল।'

'ভারি সুন্দর কুকুর।'

'সে কথা ঠিক।'

গাড়ি ইতিমধ্যে কিছু বড় পাথরের পাশে থেমেছিল। একরাশ হাঁস আর মুরগী দুই মহিলার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

'সত্যি মারগাটরয়েড যেন কি রকম,' মিস হিনচক্লিফ বলে উঠলেন, 'ওদের দানা খেতে দেয়নি এখনও।'

'দানা পাওয়া যাচ্ছে না?' মিস মারপল কুতূহলী প্রশ্ন করলেন।

'না, তা নয়। বেশি ভেজেন নি তো, কিন্তু মারগাটরয়েড কোথায় গেল? মারগাটরয়েড! কুকুরটাই বা গেল কোথায়?'

বাইরে থেকে কুকুরের উত্তেজিত ডাক শোনা গেল।

মিস হিনচক্লিফ দরজার সামনে গিয়ে চিৎকার করে কুকুরের নাম ধরে ডাকলেন, কিউটি···কিউটি। কিন্তু—এ কি মারগাটরয়েড জামাগুলোও তোলেনি। সে গেল কোথায়? এটুকু বুদ্ধিও ওর নেই?'

কিউটি ইতিমধ্যে তারে ঝুলতে থাকা কিছু পোশাকের নিচে পড়ে থাকা কোন জিনিস শুঁকতে চেষ্টা করছিল।

'কুকুরটার হল কি?' কথাটা বলে মিস হিনচক্লিফ ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

মিস মারপলও কিছু চিন্তা করে দ্রুত তার পিছনে গেলেন। দুজনেই এবার বৃষ্টিধারার মধ্যে থমকে দাঁড়ালেন। বয়স্কা মহিলার হাত দুটো চেপে বসল কম বয়সীর কাঁধে। তিনি টের পেলেন মিস হিনচক্লিফের শরীরের পেশীগুলো টান টান হয়ে গেছে, তার দৃষ্টি পড়েছিল সামনে পড়ে থাকা

প্রাণহীন নীলাভ হয়ে ওঠা মৃতদেহটির উপর।

'এ কাজ যে করেছে তাকে আমি খুন করব...' মিস হিনচাক্লিফ। চাপা স্বরে কাতরে উঠলেন—'মেয়েমানুষটাকে একবার যদি হাতে পাই...।'

'মেয়ে মানুষ?' মিস মারপল প্রশ্ন করলেন।

মিস হিনচাক্লিফ অসহায় ভঙ্গীতে তাকালেন।

'হ্যাঁ। আমি প্রায় জেনে ফেলছিলাম সে কে...মানে তিনটে সম্ভাবনা থাকতে পারে।' কিছুক্ষণ তিনি তার মৃতা বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে থেকে বাড়ির দিকে ফিরলেন, তারপর কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, 'পুলিসকে জানাতে হবে। মারগাটরয়েড-এর দেহ যে ওখানে পড়ে আছে তার জন্য আমিই কিছুটা দায়ী...আমি ব্যাপারটা খেলা বলে ভেবেছিলাম...কিন্তু খুন খেলা নয়।'

'না,' মিস মারপল উত্তর দিলেন, 'খুন খেলা নয়।'

'এ সব সম্পর্কে আপনি অনেক জানেন, তাই না?' বলে মিস হিনচাক্লিফ রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগলেন।

সব কথা পুলিশকে অল্প কথায় জানালেন মিস হিনচাক্লিফ।

'ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে...হ্যাঁ বলেছিলাম যে এরকম ব্যাপারে আপনি আগেও জড়িয়ে পড়েছিলেন...

আমার মনে হয় এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম কথাটা বলেছিল।

আমরা, মানে মারগাটরয়েড আর আমি কি করছিলাম শুনবেন?'

পুলিশস্টেশনে যাওয়ার আগের সব ঘটনা এ বার বলে গেলেন মিস হিন-চাক্লিফ।

'আমি যখন থানায় যাচ্ছিলাম তখনই ও কিছু বললে বুঝেছিলাম লোকটা পুরুষ নয় মেয়ে...উঃ শুধু যদি একটু শুনতাম ওর কথা। কুকুরটা না হয় আরও কিছুক্ষণ ডাকত।'

'নিজেকে দোষ দেবেন না, তাতে লাভ নেই। আগে তো কেউ বুঝতে পারে না।'

'না, তা পারেনা। খুব সম্ভব মেয়েমানুষটা কাছাকাছিই ছিল...হয়তো এখানেই আসছিল...তাছাড়া আমি আর মারগাটরয়েড বেশ জোরেই কথা বলছিলাম · আমাদের সব কথাই সে শুনতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই...।'

'আপনার বন্ধু কি বলেছিলেন তা কিন্তু এখনও বলেন নি।'

'শুধু একটা কথা—ওই মহিলা এখানে ছিল না।' একটু থামলেন মিস হিনচাক্লিফ, তারপর বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? তিনজন মহিলা

ছিলেন যাদের আমরা বাদ দিতে পারিনি, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম, মিসেস ইষ্টারব্রুক, জুলিয়া সীমন্স। এদেরই একজন এখানে ছিল না…যে ছিল না সে নিশ্চয়ই অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে হলঘরে চলে যায়।'

'হ্যাঁ,' মিস মারপল বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।'

'এই তিনজন মেয়ে মানুষের মধ্যেই একজন। কিন্তু কে তা আমার জানা নেই, তবে ঠিক জেনে নেব!'

'মাপ করবেন,' মিস মারপল বললেন। 'উনি—মানে মিস মাচগাটরয়েড ঠিক যা বলেছিলেন আপনি ঠিক সেইভাবেই বললেন সব কথা?'

'মানে, ঠিক তাই বলেছি কিনা মানে?'

'কি ভাবে বোঝাব আপনাকে? আপনি বললেন উনি বলেন মহিলা ওখানে ছিলেন না। প্রত্যেকটা কথার উপর সমান জোর ছিল। আসলে তিনরকম ভাবে কথাটা বলতে পারেন আপনি। আপনি এভাবে বলতে পারেন—'মহিলা এখানে ছিলেন না'। কথাটা নিছক ব্যক্তিগত শোনাবে। বা এভাবে বলতে পারেন 'মহিলা ওখানে ছিলেন না' যার মধ্যে একটু সন্দেহের ছোঁয়া মেশানো থাকবে। অথবা এরকম ভাবে বলতে পারেন, 'মহিলা ওখানে ছিলেন না…' 'ওখানে' কথাটার উপরে এক্ষেত্রে জোর পড়বে—।'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না,' মিস হিনচক্লিফ মাথা ঝাঁকালেন…'আমার মনে পড়ছে না কিভাবে মনে রাখব। ও বেশ স্বাভাবিকভাবেই বোধ হয় বলেছিল কথাটা…কিন্তু সঠিক মনে পড়ছে না! কিন্তু এতে কিছু যায় আসে কি?'

'হ্যাঁ,' মিস মারপল চিন্তিতভাবে বললেন। 'আমার সেটাই মনে হচ্ছে। খুব সামান্য একটা সম্ভাবনা, একটা সন্দেহজনক ইংগিত হয়তো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এতে অনেকখানিই বদলে যেতে পারে ব্যাপারটা।'

কুড়ি ॥ মিস মারপল নিখোঁজ

১

ডাক পিওন বেশ বিরক্তই হয়েছিল যেহেতু চিপিং ক্লেগহর্নে সকালের মত বিকেলেও তাকে চিঠি বিলি করার হুকুম দেয়া হয়েছিল।

ওইদিন সে বিকেলে লিটল প্যাডকসে ঠিক পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে

তিনটে চিঠি দিয়ে এসেছিল।

চিঠিগুলোর একটায় বাচ্চা কোন ছেলের হাতে ফিলিপা হেমসের নাম লেখা। বাকি দুটো মিস ব্ল্যাকলকের। চায়ের টেবিলে দুজনে বসার পর মিস ব্ল্যাকলক তার চিঠি দুটো খুললেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ফিলিপা আজ একটু আগেই ডায়াস হল থেকে চলে এসেছিল আর গ্রীণহাউসে কিছু করার না থাকায় সেটা বন্ধ করেও দিয়েছিল।

মিস ব্ল্যাকলক প্রথম খামখানা খুলেই রান্নাঘরের বয়লারের বিল দেখে বেশ রেগে গেলেন।

'ডাইমণ্ডের দাম অস্বাভাবিক বেশি—অসম্ভব। অন্যদেরও বোধ হয় একই রকম খারাপ।'

তিনি এবার দ্বিতীয় চিঠিখানা খুললেন। হাতের লেখা তার একেবারে অপরিচিত।

চিঠিটাতে লেখা ঃ

প্রিয় লেটি পিসী,

আশা করি আমি যদি মঙ্গলবার আপনার ওখানে যাই তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। আমি প্যাট্রিককে দুদিন আগে লিখেছিলাম কিন্তু সে কোন উত্তর দেয়নি। তাই ভাবলাম সব ঠিক আছে। মা আগামী মাসে ইংল্যাণ্ডে আসছেন তখন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

আমার ট্রেন চিপিং ক্লেগহর্নে সওয়া ছটায় পৌঁছবে, তাতে নিশ্চয়ই সুবিধা হবে ?

আপনার স্নেহের,

জুলিয়া সীমন্স।

মিস ব্ল্যাকলক সম্পূর্ণ আশ্চর্য হয়েই চিঠিটা পড়ে ফেললেন তারপর আবার যখন পড়লেন তার মুখে অদ্ভুত একটা ভাব। তিনি ফিলিপার দিকে তাকাতে দেখতে পেলেন যে তার ছেলের চিঠিখানা হাসিমুখে দেখে চলেছেন মগ্ন হয়ে।

'জুলিয়া আর প্যাট্রিক ফিরেছে কিনা জান ?' মিস ব্ল্যাকলক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আমার আসার সময়েই ওরাও ফিরেছে। ওরা পোশাক পাল্টাতে উপরে গেছে। একেবারে ভিজে গেছিল ওরা।'

'দয়া করে ওদের একটু ডাকবে ?'

'নিশ্চয়ই, যাচ্ছি— ।'

'এক মিনিট দাঁড়াত—এই চিঠিটা একটু পড়ে দেখ আগে।' চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলেন মিস ব্ল্যাকলক।

চিঠিটা পড়তেই ফিলিপার ভ্রূ-কুচকে গেল,—'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি-না।'

'আমিও না···মনে হয় এবার বোঝা প্রয়োজন। ওদের ডেকে আনো— ।'

সিঁড়ির নিচে গিয়ে ফিলিপা হাঁক ছাড়ল 'প্যাট্রিক! জুলিয়া! মিস ব্ল্যাকলক তোমাদের একবার ডাকছেন।'

প্যাট্রিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকল।

'ফিলিপা, চলে যেওনা', মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'আমাকে ডাকছিলে, লেটি পিসি ?' হাসি মুখে বলল প্যাট্রিক।

'হ্যাঁ, ডাকছিলাম। দয়া করে এর অর্থ কি একবার বলবে ?' চিঠিটা বাড়িয়ে বললেন মিস ব্ল্যাকলক। প্যাট্রিকের মুখে প্রায় অদ্ভুত একটা হাস্যকর ভঙ্গী ফুটে উঠল চিটিটা পড়তে।

'আমি টেলিগ্রাম করব ভেবেছিলাম! সত্যিই আমি কি গাধা!'

'এই চিঠিখানা মনে হচ্ছে তোমার বোন আমার ভাইঝির কাছ থেকেই এসেছে ?'

'মানে—আসলে, লেটি পিসী—সব ব্যাখ্যা করে বলছি—আমি জানি আমার একাজ করা উচিত হয়নি—আমি ভেবেছিলাম একটু মজার ব্যাপারই হবে। তাই ভাবলাম— ।'

'তোমার ব্যাখ্যাই শুনতে চাইছি। এই তরুণীটি কে ?'

'বেরিয়ে আসার পর ওর সঙ্গে একটা ককটেল পার্টিতে দেখা হয় আমার। আমরা কথাবার্তা বলার ফাঁকে আমি ওকে বলি এখানে আসছি···তখনই মনে হল ওকেও এখানে নিয়ে এলে ব্যাপারটা চমৎকার হতে পারে···আসলে সত্যি-কার জুলিয়া মঞ্চে অভিনয় করার জন্য একদম পাগল, তার উপর মাত্র এ-ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি। যাই হোক, জুলিয়া পার্থে একটা নাটকে দলের কাছ থেকে চমৎকার একটা বায়না পেয়ে যাওয়ায় আমরা মতলব করি ও পার্থে যাবে অথচ মা জানবে ও আমার সঙ্গে এখানে পড়াশোনা করছে।

'আমি তবুও জানতে চাই এই মেয়েটি আসলে কে ?'

প্যাট্রিক তখনই শান্ত, দৃপ্ত ভঙ্গীতে জুলিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'বেলনুন ফেটে গেছে', ও বলল।

জনুলিয়া ওর ভ্রূ তুলে তাকিয়ে বসল।

ও বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চয়ই খনুব রেগে গেছেন? শান্ত, নির্লিপ্ত ভাবেই ও বলে চলল মিস ব্ল্যাকলকের মনুখের দিকে তাকিয়ে 'আমিও আপনার জায়গায় থাকলে রাগ করতাম।'

'তুমি কে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জনুলিয়া। আমার মনে যা সব কথাই খনুলে বলার সময় এসেছে। আমি পিপ আর এমার জোড়ার একজন। আমার নাম হল এমা জোসলিন স্ট্যামফোর্ডিস—যদিও বাবা স্ট্যামফোর্ডিস পদবী ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এর বদলে নিজেকে দ্য কুর্সি বলতেন।

'আমার বাবা আমার আর পিপের জন্মের পর তিন বছর পর আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আলাদা থাকতেন। আর আমরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বাবার লনুঠের ভাগেই পড়ে যাই আমি। বাবা হিসেবে তিনি অতি খারাপ হলেও মাননুষটি মন্দ ছিলেন না। আমি একা একা জীবন কাটিয়েছি, কনভেন্টে পড়েছি—বিশেষ করে বাবার হাতে যখন টাকাকড়ি ছিলনা বা তিনি কোন বদ কাজে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে তার যখন হাতে টাকা থাকত বেশ বড়লোকী দেখিয়ে টাকা পাঠাতেন আর তা না থাকলে আমাকে নানের দয়ায় দনু' এক বছর কাটাতে হত। এর ফাঁকে ফাঁকে কিছনু সময় বাবার সঙ্গে বেশ আনন্দেই কাটত আমার সমাজের নানা জায়গায়। যাই হোক যনুদ্ধ লাগলে আমরা একদম আলাদা হয়ে যাই। বাবার কি হয় কিছনুই জানতে পারিনি। আমার নিজেরও অ্যাডভেঞ্চার কম হয়নি। কিছনুদিন আমি ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিলাম। দারনুণ উত্তেজনার ব্যাপার ছিল ওটা। এবার অল্প কথায় বলি, আমি লন্ডনে পৌঁছই আর ভবিষ্যতের ভাবনা শনুরনু করি। আমার জানা ছিল মায়ের সঙ্গে তার ভাইয়ের দারনুণ ঝগড়া হয়েছিল যদিও তিনি প্রচুর অর্থবান মানন্ষ হিসেবে মারা যান। আমি তার উইলটায় দেখলাম আমার জন্য কিছনু রেখে গেছেন কিনা—কিন্তু দেখলাম কিছনুই না, অন্ততঃ সরাসরি নয়। আমি তার বিধবা স্ত্রীর খোঁজও নিই—দেখলাম তিনি একদম মনুমনুর্ষ হয়ে ওষনুধ খেয়ে কোন রকমে বেঁচে মনুত্যুর দিন গনুনছেন। তখনই বনুঝলাম একমাত্র আপনিই আমার শেষ ভরসা। আমি বনুঝেছিলাম আপনি বিশাল অর্থের মালিক হতে চলেছেন, আর এত টকা খরচ করার মতও আপনার কেউ নেই। খোলাখনুলিই

বসছি। আমি ভেবেছিলাম কোনভাবে এখানে এসে পড়ে আপনার সংস্পর্শে পড়তে পারলে আমার একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে কারণ র‍্যান্ডাল মামা মারা যাওয়ার পর অবস্থা সত্যিই বেশ পাল্টে গেছে, তাই না? আমি একেবারে নিঃস্ব ছিলাম। তাই ভাবলাম আপনার কাছে এলে এই গরীব অনাথা মেয়েটাকে নিশ্চয়ই কিছু মাসোহারা আপনি দেবেন।'

'তুমি এরকম ভেবেছিলে তাহলে?' মিস ব্ল্যাকলক গম্ভীর হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি আপনাকে তখনও দেখিনি···মনে মনে আপনাকে কল্পনায় এঁকেছিলাম। তারপর দারুণ ভাগ্যের ব্যাপার হল প্যাট্রিকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ায়—দেখলাম সে আপনার আত্মীয়। দারুণ একটা সুযোগ হাতে পেয়েছি বলেই ভেবেছিলাম। আমি কৌশলে প্যাট্রিককে নানা গল্প বলতে ও একদম গলে গেল। সত্যিকার জুলিয়া নাটক নিয়ে পাগল আমিও তাকে বোঝালাম যে ওর নাটক করা উচিত যাতে পার্থে গিয়ে নতুন একজন সারা বানছার্ড হয়ে উঠতে পারে।

'প্যাট্রিককে দোষ দেবেন না। ও সত্যিই আমার জন্য দুঃখ বোধ করছিল। তাই ভেবেছিল আমি জুলিয়া হলে দারুণ ব্যাপার হবে।

'আর সে পুলিশের কাছে তোমার ওইসব বাজে কথা বলতে অনুমতি দিল?'

'মন স্থির করুন, লেটি। বুঝতে পারছেন না ওই ডাকাতির ব্যাপার যখন ঘটল—বা অভিনীত হল তখন ভেবেছিলাম মস্ত ঝামেলায় পড়তে চলেছি। সত্যি কথা বললে আপনাকে খতম করার আমার যথেষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। তবে আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি সে চেষ্টা করিনি। নিশ্চয়ই নিজেকে এতে জড়াবো না। এমন কি মাঝে মাঝে প্যাট্রিকও আমার সম্পর্কে বিশ্রী ধারণা করেছে পুলিশ কি ভাবছে ভেবে? তবে ইনসপেক্টর লোকটিকে আমার সন্দেহ প্রবণ মনে হলে আমি জুলিয়ার ভূমিকাই পালন করে যাব ঠিক করি।

'আমি তো বুঝিনি সত্যিকার জুলিয়া বোকার মত প্রযোজকের সঙ্গে ঝগড়া করে চিঠি লিখে বসবে। সে তো এমন না করলেই ভাল হত আর প্যাট্রিকও যদি ওকে জানাত তাহলেও এমন ঘটত না। এত বড় গাধা সে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। কি ভাবে আমার কষ্টে দিন কেটেছে, বাজে সিনেমা দেখে আপনি বুঝবেন না।

'পিপ আর এমা', বিড়বিড় করলেন মিস ব্ল্যাকলক। 'আমি ইনসপেক্টর বললেও

একবারও ভাবিনি তারা সত্যিই আছে— ।'

তিনি তাঁর দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে তাকালেন। 'তুমি এমা—তাহলে পিপ কোথায়?'

জুলিয়ার নিরীহ চোখ পড়ল তার দিকে।

'আমি জানি না, কোন ধারণাই আমার নেই।'

'আমার মনে হয় মিথ্যা বলছ। তাকে শেষ বার দেখেছ?'

জুলিয়া উত্তর দেয়ার আগে সামান্য ইতস্ততঃ ভাব জাগল কি?

স্পষ্ট স্বরে সে জবাব দিল, 'আমাদের তিন বছর বয়সের পর আর তাকে দেখিনি। মা'কেও দেখিনি, ওরা কোথায় আমার ধারণাই নেই।'

'এটুকুই শুধু তোমার বলার আছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া। 'আমি দুঃখিত বলতে পারতাম কিন্তু সেটা সত্যি হতনা। পারলে আবারও করতাম তবে এই খুনের ঘটনা থাকবে জানতাম না।'

'জুলিয়া', মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'তোমাকে ওই নামেই ডাকছি যেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি বলছ তুমি ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিলে?'

'হ্যাঁ। আঠারো মাস।'

'তাহলে নিশ্চয়ই গুলি চালাতে পারো?'

আবার শীতল দুটো চোখে চোখ পড়ল।

'নিশ্চয়ই পারি। আমার হাত প্রথম শ্রেণীর। আমি কিন্তু আপনাকে গুলি করিনি, লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক। তবে আমার কথায় আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে আপনাকে বলতে পারি যে আমি যদি আপনাকে গুলি করতাম তাহলে সম্ভবতঃ অসফল হতাম না।'

২

অগ্রসরমান গাড়ির শব্দে উত্তেজনায় টানটান মুহূর্তটা কেটে গেল।

'কে এল?' মিস ব্ল্যাকলক বলে উঠলেন।

মির্ৎসি ঘরে মাথা বাড়াল, ওর চোখ গেল।

'আবার পুলিশ এসেছে', ও বলল। 'এ আমাদের পিছনে লাগা ছাড়া কিছুনা। আমি এ সহ্য করব না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে লিখব। আপনাদের রাজাকে জানাব।'

ক্র্যাডকের হাত ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ক্র্যাডকের মুখ গম্ভীর যেন অন্য

নতুন কোন মানুষ তিনি। সবাই তার দিকে তাকাল।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'মিস মারগাটরয়েড খুন হয়েছেন। একঘণ্টাও হয়নি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়', তার চোখ যেন জুলিয়া সীমন্সকে খুঁজে নিল। 'মিস সীমন্স—আপনি আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?'

ক্লান্ত স্বরে জুলিয়া বলল, 'মিলচেস্টারে। এইমাত্র ফিরেছি।'

'আর আপনি?' ক্র্যাডকের চোখ প্যাট্রিকের উপর।

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ আপনারা একসঙ্গে ফেরেন?'

'হ্যাঁ—তাই।'

'না, প্যাট্রিক, এধরনের মিথ্যা ধরা প'ড় যাবে। বাসের লোক আমাদের চেনে', জুলিয়া বলল। আমি আগের বাসেই এখানে এসেছি, ইন্সপেক্টর। যেটা চারটেয় পৌঁছয়।

'তারপর কি করেন?'

'একটু হাঁটতে যাই।'

'বোল্ডার্সের দিকে?'

'না, মাঠের দিকে।'

ক্র্যাডক সোজা তাকালেন। জুলিয়ার মুখ ফ্যাকাসে। ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠলে মিস ব্ল্যাকলক রিসিভার তুললেন।

'হ্যাঁ—কে? ওহ, বাঞ্চ! কি হল? না, না, উনি আসেন নি। আমার ধারণা নেই···হ্যাঁ, উনি এখানে আছেন।'

তিনি ক্র্যাডকের দিকে তাকালেন।

'মিস হারসন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। মিস মারপল ভিডারেজে ফেরেন নি, তাই মিসেস হারসন চিন্তায় পড়েছেন।'

ক্র্যাডক এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলেন।

'ক্র্যাডক বলছি।'

'আমি দুশ্চিন্তায় পড়েছি, ইন্সপেক্টর', ছেলে মানুষী গলা ভেসে এল বাঞ্চের। 'জেন মাসী কোথাও গেছেন আমি জানিনা। শুনলাম মিস মারগাটরয়েড মারা গেছেন। কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি, মিসেস হারসন। মিস মারপল মিস হিনচক্লিফের কাছে দেহ আবিষ্কারের সময় ছিলেন।'

'ওহ, তাহলে উনি সেখানেই আছেন', নিশ্চিত লাগল বাঞ্চকে।

'না—না—তিনি সেখানে এখন নেই। আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে যান। উনি বাড়ি ফেরেন নি ?

'না। ওখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ। তাহলে কোথায় গেলেন ?'

'পড়শীদের কারও বাড়িতে হয় তো ?'

'না—আমি সবাইকে ফোন করেছি। আমার ভয় লাগছে, ইন্সপেক্টর।'

'আমারও তাই' ক্র্যাডক ভাবলেন। তিনি শুধু বললেন, 'আমি আপনার ওখানে আসছি।'

'হ্যাঁ, তাই করুন। একটা কাগজ পেয়েছি, জেন মাসী যাওয়ার আগে লিখেছিলেন। আমার আবোলতাবোল মনে হচ্ছে। জানিনা এর কোন মানে হয় কিনা—।'

ক্র্যাডক রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

মিস ব্ল্যাকলক উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মিস মারপলের কিছু হয়েছে ? ওহ্, আশা করি কিছু না।'

'আমিও তাই আশা করি', গম্ভীর হয়ে ক্র্যাডক বললেন।

'ওর বয়স হয়েছে, শরীরও ভালনা।'

'জানি।'

মিস ব্ল্যাকলক গলায় ঝোলানো মুক্তোর মালাটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন চাপা গলায়, 'ব্যাপারটা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, ইন্সপেক্টর। যে এসব করছে সে উন্মাদ—বদ্ধ উন্মাদ···।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি!'

মিস ব্ল্যাকলকের উত্তেজনাময় হাতের স্পর্শে তার গলার মুক্তোর মালা ছিঁড়ে গোলাকার মুক্তোগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

লেটিসিয়া যন্ত্রণাদগ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার মুক্তো—আমার মুক্তো—', তার গলার স্বর এতটাই যন্ত্রণাময় যে সবলে ঘুরে তাকাল। গলায় হাত দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন মিস ব্ল্যাকলক।

ফিলিপা মুক্তোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। সে বলল, 'ওঁকে এত ভেঙে পড়তে দেখিনি কখনও। সবসময় এটা পড়তেন। বিশেষ কেউ ওঁকে এটা দিয়েছিল বোধ হয়। র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারই হয়তো ?'

'হতে পারে', ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক বললেন।

'মুক্তোগুলো কি আসল হতে পারে ?' ফিলিপা সেগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল।

ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক একটা মুক্তো হাতে নিয়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, 'আসল ? কখনই না', কিন্তু কথাটা বলতে পারলেন না ?

সত্যিই এগুলো যদি আসল হয় ?

মুক্তোগুলো এত বড় যে আসল হওয়া শক্ত। আচমকা ক্র্যাডকের একটা পুলিশী তদন্তের কথা মনে পড়ল যেখানে মাত্র কয়েক শিলিংএ একজন পুরনো বন্ধকী দোকান থেকে আসল মুক্তোর মালা কিনেছিল।

লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক বলেছেন এ বাড়িতে কোন মূল্যবান জিনিস নেই। এই মুক্তোগুলো কোনভাবে যদি আসল হয় তাহলে এগুলো অমূল্য। আর র‍্যান্ডাল গোয়েডলার যদি এটা দিয়ে থাকেন তাহলে কতদাম হবে তা কল্পনা শুধু করা যাবে।

দেখে এগুলো নকলই মনে হয়। কিন্তু যদি আসল হয় ?

হতে পারে নাই-বা কেন ? হয় তো উনি এর আসল দাম জানেন না বা জেনেও কোন দামই নেই বোঝানোর জন্য কথাগুলো বলেন। আসল হলে এর দাম হবে অকল্পনীয়। আর এর জন্য যে জানে সে অনায়াসে খুনের ঝুঁকি নিতে পারে ··।

একটু ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন ক্র্যাডক।

মিস মারপল নিখোঁজ। তাকে এখনই ডিকারেজে যেতে হবে।

৩

তিনি বাঞ্চ আর তার স্বামীকে চিন্তিত মুখে বসে থাকতে দেখতে পেলেন।

'উনি এখনও ফেরেন নি', বাঞ্চ বলল।

'বোল্ডার্স' থেকে উনি ফিরছেন বলেন নি' ? জুলিয়ান প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তা বলেন নি', ক্র্যাডক বললেন। ক্র্যাডকের মনে পড়ল মিস মারপলের কঠিন প্রত্যয়ের ছাপ ছিল। কিছু একটা করার কথা তিনি ভাবছিলেন বা কোথাও যাওয়ার কথা।

ক্র্যাডক বললেন, 'উনি তখন সার্জেন্ট ফ্রেচারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সে হয় তো কিছু বলতে পারবে।'

কিন্তু সার্জেন্ট ফ্রেচারকে পাওয়া গেলনা। সে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে কোন কারণে মিলচেস্টারে ফিরে গেছে।

ক্র্যাডক মিলচেস্টারে ফোন করলেও সেখানে ফ্রেচারের চিহ্ন ছিল না।

ক্র্যাডক এবার বাঞ্চের দিকে তাকালেন, 'কোন কাগজের লেখার কথা বলছিলেন ?'

বাঞ্চ কাগজটা এনে দিতে ক্র্যাডক সেটা টেবিলে বিছিয়ে রেখে পড়তে চাইলেন। কাঁপা হাতে তাতে লেখা ছিল, বাঞ্চও পড়ল :

ল্যাম্প।

তারপর বেগুনী ফুল।

তারপর একটু পরে :

অ্যাসপিরিনের বোতল কোথায় গেল ?

পরের কথাটার অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন 'রমণীর মৃত্যু', বাঞ্চ পড়ল 'মিৎসির চেক।'

'উনি খোঁজ খবর করছিলেন', ক্র্যাডক পড়লেন।

'খোঁজ খবর ? কিসের ? এসবের মানেই বা কি ? 'দারুণ দুঃখ' সহ্য করেছেন···।'

'আয়োডিন', ইন্সপেক্টর পড়লেন। 'মুক্তো! আর মুক্তো!' আর তারপর লোটি—না, লেটি। ওঁর 'ই' কথাটা 'ও' এর মতই। আর তারপর বের্ণ। তারপর এটা কি ? বৃদ্ধ বয়সের মতো।

'এর কোন অর্থ সত্যিই আছে ?' বাঞ্চ জানতে চাইল।

'তা জানি না। আশ্চর্য ব্যাপার উনি মুক্তোর উল্লেখ করলেন কেন ?'

'মুক্তো মানে ?'

'মিস ব্ল্যাকলক কি সব সময় ওই তিন সারি মুক্তোর মালা ব্যবহার করেন ?'

'হ্যাঁ। আমরা হেসেছি। দেখতে একদম নকল। তবে ওঁর ধারণা ভাল দেখায় ওটা।'

'অন্য কারণও থাকতে পারে,' ক্র্যাডক বললেন।

'আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না ওগুলো আসল ? কখনও হতে পারে না।'

'ওই আকারের মুক্তো কখনও দেখেছেন, মিসেস হারসন ?'

'এত ঝকঝকে—।'

'একথা থাক। এখন আসল কথা মিস মারপল কোথায় ? তাকে খুঁজে পেতেই হবে।

দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে পেতে হবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গিয়ে থাকে ? এই পেন্সিলের লেখা দেখে বোঝা যায় উনি সূত্র অনু-অনুসরণ করছিলেন—কিন্তু সেটা বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। তাছাড়া

চুলোর ফ্রেচারই বা গেল কোথায় ?

ক্র্যাডক ভিকারেজ ছেড়ে তাঁর গাড়ির দিকে এগোলেন। এখন শুধু অনুসন্ধান চালানো ছাড়া পথ নেই। এটাই শুধু তিনি করতে পারেন।

লরেল ঝোপের মধ্য থেকে একজন তাকে ডাকল এবার।

'স্যর!' সার্জেণ্ট ফ্লেচারের গলা শোনা গেল, 'স্যর···।'

একুশ ।। তিনজন স্ত্রীলোক

লিটল প্যাডকসে নৈশভোজ শেষ। নিঃশব্দ, নিরানন্দময় নৈশভোজ।

প্যাট্রিক নিজের সত্তা হারিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলতে চেষ্টা করলেও কেউ তাকে আসলে আনেনি। ফিলিপা হেমস যেন দূরে ভেসে চলেছিল। মিস ব্ল্যাকলক তাঁর স্বাভাবিক হাসিখুশি ভাব বজায় রাখতে পারেন নি। পোশাক বদলে নৈশভোজে এলেও তাঁর গলায় ঝুলছিল পুরনো আমলের একটা মাদুলি। এই প্রথম যেন তাঁকে ভীতা মনে হচ্ছিল, বারবার হাত মুঠো করছিলেন তিনি।

একমাত্র জুলিয়াই যেন সব কিছুর উর্ধে।

'আমি দুঃখিত লেটি,' ও বলল। 'আমি এখনই ব্যাগ নিয়ে চলে যেতে পারতাম কিন্তু পুলিশ বোধ হয় তা করতে দেবে না। আপনাকে জ্বালাতন করার ইচ্ছা আমার নেই! মনে হয় ইন্‌সপেক্টর যে কোন সময়েই হাতকড়া নিয়ে হাজির হবেন। আসলে আগেই কেন তা হলনা তাই ভাবছি।

'তিনি সেই বৃদ্ধা—মিস মারপলকে খুঁজছেন।' মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'তোমার কি মনে হয় তাকেও খুন করা হয়েছে?' প্যাট্রিক বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা চাইল যেন। 'উনি কি জানতে পেরেছেন?'

'তা জানি না,' মিস ব্ল্যাকলক বললেন। 'হয়তো মিস মারগাটরয়েড তাকে কিছু বলেছিলেন।'

'তাকেও যদি খুন করা হয়ে থাকে। তাহলে যুক্তির দিক থেকে একজনই তা করতে পারে,' প্যাট্রিক বলল।

'কে?'

'মিস হিনচক্লিফ অবশ্যই,' বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলল প্যাট্রিক। 'তাকে ওখানেই শেষবার জীবিত দেখা যায়। আমার সমাধান হল উনি বোল্ডার্স ছেড়ে কোথাও যাননি।'

'আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে,' মিস ব্ল্যাকলক বেজার মুখে বললেন। 'হিন-চক্লিফ তাকে মারবে কেন ? এর কোন অর্থ হয় না।'

'হয়, যদি হিনচক্লিফ মারগাটরয়েডকেও খুন করে থাকে।' বিজয়ীর ভঙ্গী করল আবার প্যাট্রিক।

ফিলিপা এবার মুখ খুলল, 'হিনচ কখনই মারগাটরয়েডকে খুন করবে না।'

'করতে পারে যদি বুঝতে পারা যায় হিনচক্লিফই দোষী, মারগাটরয়েড হয়তো সে কথাই জেনে ফেলেন।'

'যতই হোক, মারগাটরয়েড খুন হওয়ার সময় হিনচক্লিফ পুলিশের দপ্তরে ছিলেন।'

'ওখানে যাওয়ার আগেই তিনি খুন করে থাকতে পারেন। সকলকে চমকে দিয়ে মিস ব্ল্যাকলক আচমকা চিৎকার করে উঠলেন।

'খুন, খুন আর খুন—! অন্য বিষয়ে কথা বলতে পার না ? আমার ভয় লাগছে বুঝতে পারছ না ? আগে পাইনি কিন্তু এখন পাচ্ছি—ভেবে-ছিলাম নিজেকে রক্ষা করতে পারব—কিন্তু একজন খুনী যখন ওৎ পেতে আছে—সে সময় খুঁজছে। ওহ ভগবান!' দুহাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। একমুহূর্ত পরেই তিনি মুখ তুলে মাপ চাইলেন।

'আমি দুঃখিত। নিজেকে সামলাতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, লেটি পিসি' প্যাট্রিক স্নেহার্দ্র স্বরে বলল। 'আমিই তোমাকে দেখব।'

'তুমি ?' মিস ব্ল্যাকলকের কন্ঠস্বরে মোহভঙ্গের স্পর্শ যেন প্রচ্ছন্ন ছিল।

ঘটনাটা নৈশ ভোজের একটু আগের। এরপরেই মিৎসি নাটকীয় ভাবে এনে বলে সে এবাড়িতে আর থাকবে না, আর রান্নাও করবে না।

'এ বাড়িতে আর কিছুই করব না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকব সকাল না হওয়া পর্যন্ত। আমার খুবই ভয় লাগছে—টপাটপ লোক মরছে—ওই মারগাটরয়েড খুন হলেন। কে তাকে মারল ? নিশ্চয়ই কোন উন্মাদ খুনী। উন্মাদরা কাকে মারছে সেটা দেখেনা। আমি খুন হতে চাই না। প্রায়ই রান্নাঘরের আশে পাশে শব্দ শুনি আমি। তাই এখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেব। তারপর সকাল হলেই ওই নিষ্ঠুর পুলিশ-টাকে বলব আমি চলে যাব। উনি আমায় বলতে না দিলে শুধু চিৎকার

করতে থাকব। আমি তাই নিজের ঘরে চললাম।' আচমকা চলে গেল মিৎসি।

জুলিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে আমিই খাওয়ার সব ব্যবস্থা করব চিন্তা নেই। ভয় নেই আমি খাবারে বিষ মেশাবো না।'

জুলিয়াই তাই রান্না করল। ফিলিপা সাহায্য করতে চাইলেও ও বাধা দেয়।

'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, জুলিয়া—।'

'মেয়েলী কথা শোনার সময় এটা নয়। নিজের ঘরে যাও, ফিলিপা।'

নৈশভোজের পর সাড়ে আটটায় ইনসপেকটর ক্র্যাডক ফোন করলেন।

'পনেরো মিনিটের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি,' তিনি জানিয়ে দিলেন। 'আমার সঙ্গে থাকবেন কর্নেল ইষ্টারব্রুক, আর মিসেস ইষ্টারব্রুক। মিসেস সোয়েটেন-হ্যাম আর তার ছেলে।'

'কিন্তু ইনসপেক্টর আজ রাত্রিতে আমার পক্ষে এদের কোন রকম আপ্যায়ন করা—', মিস ব্ল্যাকলক বসতে গেলেন।

'জানি, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন উপায় নেই, এটা খুবই জরুরী।'

'আপনারা—আপনারা মিস মারপলকে খুঁজে পেয়েছেন?'

'না,' ক্র্যাডক ফোন ছেড়ে দিলেন।

জুলিয়া কফির ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেই দেখল মিৎসি একরাশ ডিম আর প্লেট নাড়াচাড়া করছে সিঙ্কের উপর।

মিৎসি এবার ফেটে পড়ল।

'দেখুন, আমার সুন্দর রান্নাঘরের কি হাল করেছেন। ওই ভাজার প্যানটা —ওটা আমি শুধু ওমলেট ভাজার সময় ব্যবহার করি! আর আপনি কি করেছেন দেখুন?'

'পেঁয়াজ ভেজেছি।'

'একদম শেষ হয়ে গেছে ওটা। এবার ওমলেটের প্যান মাজতে হবে যা কখনও করিনা, ওটা আস্তে আস্তে তেলা কাগজে ঘষি।

'ঠিক আছে, এবার আমাকে দেখতে দাও। তুমি তো ঘরে বসে থাকবে বললে। যাও, সব আমাকে সাফ করতে দাও।' জুলিয়া রেগে বলল।

'না, আমার রান্নাঘর অন্যকে ব্যবহার করতে দেবনা।'

'ওঃ মিৎসি, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। জুলিয়া ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে

বেরিয়ে আসতেই বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

'আমি দরজা খুলেছি না,' মিৎসি বলে উঠল।

জুলিয়া চাপা গলায় গান দিয়ে এগিয়ে গেল।

মিস হিনচক্লিফ এসেছিলেন।

'আপনি আসছেন তো বলেন নি।'

'ইনসপেক্টর বলেছিলেন ইচ্ছা না হলে আসতে হবে না,' হিনচক্লিফ উত্তর দিলেন। 'কিন্তু আমার ইচ্ছা হল।'

কেউই মিস হিনচক্লিফকে সহানুভূতি জানাল না বা মারগাটরয়েডের মৃত্যুর কথাও প্রশ্ন করল না। ভদ্রমহিলার মুখভাবেই বোঝা যাচ্ছিল সহানুভূতি প্রয়োজন হবে না। সেটা অপ্রয়োজনীয়।

'সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও,' মিস ব্লাকলক বললেন। 'আর চুল্লীর আগুনটা বাড়িয়ে দাও। আমার অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। আসুন, মিস হিনচক্লিফ, আগুনের কাছে বসুন। ইনসপেক্টর বললেন পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছেন। সময় প্রায় হয়েছে।'

'মিৎসি আবার নেমে এসেছে', জুলিয়া বলল।

'তাই নাকি? একদম পাগল বলে মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে। হয়তো এক হিসেবে আমরা সবাই পাগল।'

'যারা অপরাধ করে তারা পাগল একথা আমি এখনই মেনে নিতে তৈরি নই, মিস হিনচক্লিফ বললেন। তারা সবাই সাংঘাতিক রকম প্রকৃতিস্থ আর বুদ্ধিমান। আমার মতে একজন অপরাধী ঠিক তাই।'

একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল তখনই, আর ঘরে ঢুকলেন ইন্‌সপেক্‌টর ক্র্যাডক, তার সঙ্গে কর্নেল আর মিসেস ইষ্টারব্রুক, মিসেস সোয়েটেনহ্যাম আর তার ছেলে এডমণ্ড।

প্রত্যেকেই কিছুটা ম্রিয়মাণ।

কর্নেল ইষ্টারব্রুক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বললেন, 'হুঃ! চমৎকার আগুন।'

মিসেস ইষ্টারব্রুক তার লোমের কোট না খুলে স্বামীর পিছনে বসলেন। তার হাসিখুশি মুখখানা বেজীর মত লাগছিল। এডমণ্ডের মেজাজ খারাপ, সে বিরক্তি প্রকাশ করছিল। মিসেস সোয়েটেনহ্যাম নিজেকে প্রাণপণে ঠিক রাখতে চেষ্টা করছিলেন অথচ যেন সফল হচ্ছিলেন না।

'ভয়ংকর ব্যাপার, তাই না?' তিনি বললেন। 'সব কিছুই। তবে যত

কম বলা যায় ততই ভাল। কারণ পরের বার কার পালা কে জানে। এ সেই প্লেগের মত। প্রিয় মিস ব্ল্যাকলক, আমার মনে হয় সামান্য একটু ব্র্যান্ডি থাকলে ভাল হত নাকি ? আধ গ্লাস হলেই হয়। আমার তো মনে হয় ব্র্যান্ডির মত জিনিস হয় না। এই যে ইন্‌সপেক্টর ক্র্যাডক আমাদের জোর করে এখানে টেনে আনলেন সেটা ভাল লাগছে না। তার উপর ওই মহিলা ভিকারেজ থেকে নিখোঁজ সেটাও ভয়নক ব্যাপার। বা‌ঞ্চ হারসন তো ভয়ে সিটিয়ে আছে। বাড়ি না ফিরে তিনি কোথায় গেলেন কেউ জানেনা। বাড়ি ফিরলে আমি জানতে পারতাম, এডমণ্ডও ওর স্টাডিতে লেখাপড়া করছিল। ভগবানকে ডাকছি ওর যেন কিছু না হয়—।'

'ওহ, মা দয়া করে একটু চুপ করবে ?' এডমণ্ড খিঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক আছে, আমরা কিছু বলব না,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম জুলিয়ার পাশে বসে বললেন।

ইনসপেক্টর ক্র্যাডক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার প্রায় মুখোমুখি ছিলেন তিনজন মহিলা। জুলিয়া আর মিসেস সোয়েটেনহ্যাম সোফায় বসে, মিসেস ইণ্টারব্রুক স্বামীর চেয়ারের হাতলে।

মিস ব্ল্যাকলক আর মিস হিনচক্লিফ চুল্লীর আগুনের সামনে আর এডমণ্ড তাদের পাশে। জুলিয়া ছায়ার মধ্যে একটু দূরেই বসে।

মুখবন্ধ ছাড়াই শুরু করলেন ক্র্যাডক।

'আপনারা সকলেই জানেন মিস মারগাটরয়েড খুন হয়েছেন,' তিনি বললেন। 'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে তাকে যে খুন করে সে একজন স্ত্রীলোক। বিশেষ কারণে আমরা গণ্ডীটা ছোট করে আনতে পারি। এখানে উপস্থিত বিশেষ মহিলাদের কাছে আমি তাই জানতে চাই তারা বিকাল চারটে থেকে চারটে বিশ মিনিট পর্যন্ত কোথায় কি করেছেন ? আমি একজনের কাছ থেকে অবশ্য তার সমস্ত কথা শুনেছি যিনি নিজেকে মিস সীমন্স বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি তাকে তার বক্তব্য আবার শোনাতে বলছি। আমি একথাও বলছি ইচ্ছে না হলে আপনি নাও বলতে পারেন কারণ আপনার বক্তব্য কনষ্টেবল এডওয়ার্ডস লিখে নেবে। আর সেটা আদালতে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা হতে পারে।

'কথাটা বলতেই হবে আপনাকে ?' জুলিয়া বলল। সে একটু ফ্যাকাসে হলেও দৃঢ়তা মাখানো স্বর। 'আমি আবার বলছি চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত আমি নদীর ধারে এম্পটন ব্রুকের পথ ধরে হাঁটছিলাম। পথে কারও

সঙ্গে আমার দেখা হয়নি আর আমি বোল্ডার্সের দিকেও যাই নি।'

'মিসেস সোয়েটেনহ্যাম ?'

এডমণ্ড বলে উঠল, 'আপনি কি আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ?' ক্র্যাডক উত্তর দিলেন, 'না। আপাতত শুধু মিস সীমন্সকেই। তবে আমার মনে হয় না কেউ কিছু বললেই জড়িয়ে পড়বেন। তবে কারও ইচ্ছে হলে একজন উকিল রাখতে পারেন।'

'ওহ, সেটা বোকার মত কাজ হবে আর সময়ও নষ্ট হবে,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন। 'আমি কি করছিলাম বলছি। সেটাই তো জানতে চান ?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'বলছি, ভেবে নিই—হ্যাঁ, মারগাটরয়েডকে খুন করার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এখানে সবাই তা জানে। তবে আমি দুনিয়াটা কি তা জানি। পুলিশ এমন প্রশ্ন করতেই পারে। তবে উত্তর ভেবে-চিন্তে দিতে হবে কারণ সব তো নথিবন্ধ হয়ে যায়। বেশি তাড়াতাড়ি বলছি না তো ?' তিনি কনস্টেবল এডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন। সে শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিচ্ছিল কথাগুলো।

'একটু আস্তে বললে ভাল হয় মাদাম', এডওয়ার্ডস বলল।

'বেশ। কিন্তু ঠিক সময় মনে রাখা শক্ত। ঘড়িগুলোর বেশ কয়েকটা খারাপ হয়ে আছে দম দেবার সময়ও পাইনা। যতদূর মনে পড়ছে চারটের সময় মোজাগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। 'না, না, আমি বোধ হয় তখন শুকনো ক্রিমানথিমাম ফুলের গন্ধ শুঁকে দেখতে চাইছিলাম—না, তাও তো না, সে বোধ হয় বৃষ্টি আসার আগে।'

'বৃষ্টি নেমেছিল ঠিক চারটে দশ মিনিটে,' ক্র্যাডক বললেন।

'তাই কি ? বোধ হয় তাই। আমি তখন উপরে বারান্দায় একটা হাত ধোয়ার বেসিন রাখছিলাম। বারান্দায় জল আসে, তাই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে বর্ষাতি আর জুতো নিয়ে যাই। এডমণ্ডকে ডেকেছিলাম কিন্তু সে বই লিখায় ব্যস্ত বলে সাড়া দেয়নি। আমি তাই ওকে বিরক্ত করিনি। তারপর ঝাঁটা দিয়ে জানালার নিচের দিকে ঠেলে দিতে শুরু করি।'

'তার মানে আপনি নর্দমা সাফ করছিলেন ?' ক্র্যাডক তার অধস্তন কর্মচারীকে অবাক হতে দেখে বললেন।

'হ্যাঁ, পাতা বোঝাই হয়ে ওগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে। অনেক সময়

লেগেছিল, আমি ভিজেও যাই। ঝাঁটা বুরুশ দিয়ে কাজটা করি। সব সাফ হয়ে গেলে উপরে গিয়ে পোশাক বদলাই আর রান্নাঘরে ঢুকে কেতলি চাপিয়ে দিই। ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ছটা।

'আপনাকে কেউ নর্দমা সাফ করতে দেখেছে ?'

'না, কেউ না,' মিসেস সোয়েটেনহ্যাম বললেন। 'একা হাতে এসব কাজ করা বড্ড কঠিন। কেউ সাহায্য করার ছিল না।'

'অতএব আপনার নিজের কথা অনুযায়ী আপনি বাইরে বর্ষাতি গায়ে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁটা বুরুশ নিয়ে নর্দমা সাফ করছিলেন। কিন্তু কেউ এটা দেখেনি ?'

'আপনি নর্দমাটা দেখতে পারেন। একদম পরিষ্কার।'

'আপনার মায়ের ডাক শুনেছিলেন, মিঃ সোয়েটেনহ্যাম ?'

'না, এডমণ্ড উত্তর দিল। 'আমি দারুণ ঘুমোচ্ছিলাম।'

'এডমণ্ড,' ওর মা অনুযোগের স্বরে বললেন। 'আমি ভেবেছি তুই লিখছিস।'

ইনসপেক্টর ক্র্যাডক এবার মিসেস ইণ্টারব্রুকের দিকে তাকালেন।

'এবার, মিসেস ইণ্টারব্রুক ?'

'আমি আর্চির সঙ্গে স্টাডিতে বসেছিলাম,' নিরীহ চোখ তুলে বললেন মিসেস ইণ্টারব্রুক। 'আমরা রেডিও শুনছিলাম, তাই না আর্চি ?'

এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল। কর্নেল ইণ্টারব্রুক স্ত্রীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

'তুমি সব ঠিক মত বোঝ না, সোনা,' তিনি বললেন। 'আ-আমি বলতে চাই, ইনসপেক্টর, ব্যাপারটা আপনি আমাদের উপর প্রায় চাপিয়ে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছে, ওর স্নায়ুর উপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। কোন কিছু বলার আগে সে সাতপাঁচ কিছুই ভাবতে পারে না।'

'আর্চি ; মিসেস সোয়েটেনহ্যাম অনুযোগের স্বরে স্বামীকে বলে উঠলেন, 'তুমি বলতে চাও আমার সঙ্গে ছিলেনা ?'

'না সোনা ছিলাম না, ছিলাম কি ? আমার মনে হয় আসল কথাটাই বলা উচিত। এ ধরনের তদন্তে সেটা জরুরী। আমি ল্যাম্পিয়নের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে ক্রফট এণ্ড থেকে এসে মুরগীর জালের সম্বন্ধে কথা বলছিল। তখন প্রায় সওয়া চারটে। বৃষ্টি থামার আগে আমার যেয়া হয়

নি। ঠিক চায়ের আগে। তখন পোনে পাঁচটা। লরা কেক তৈরি করছিল।'

'আপনিও বাইরে গিয়েছিলেন, মিসেস ইস্টারব্রুক ?'

নিরীহ মুখটা আরও বেশি করে বেজীর মত দেখাল। সেখানে ফাঁদে পড়ার ভঙ্গী।

'না—না, আমি শুধু রেডিও শুনছিলাম, বাইরে যাইনি। তখন না। আগে গিয়েছিলাম। প্রায়—প্রায় সাড়ে তিনটের সময়। একটু হাঁটতে। বেশি দূর যাইনি অবশ্য।'

আরও প্রশ্ন আশা করলেও ক্রাডক বললেন, 'ঠিক আছে আপাতত এতেই চলবে মিসেস ইস্টারব্রুক। এইসব বক্তব্য টাইপ করে দেখা হবে আপনারা পড়ে ঠিক আছে কিনা দেখে সই করে দেবেন।'

মিসেস ইস্টারব্রুক গলায় বিষ ঢেলে বলে উঠলেন, 'অন্যদের কাছে জানতে চাইলেন না কেন তারা কোথায় ছিল। ওই হেমন্স মেয়েটা ? এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম ? কি করে জানলেন সে ঘরে ঘুমোচ্ছিল ? কেউ তাকে দেখেনি।'

ইনসপেক্টর ক্র্যাডক শান্তস্বরে বললেন, 'মিস মারগাটরয়েড মারা যাওয়ার আগে বিশেষ একটা কথা বলেছিলেন। সেই ছিনতাইয়ের রাত্রিতে বিশেষ একজন ঘরে অনুপস্থিত ছিলেন যার সে ঘরে থাকার কথা সব সময়। মিস মারগাটরয়েড তার বন্ধুকে যাদের তিনি দেখেছিলেন তাদের কথা বলেছিলেন কিন্তু বাদ দিতে দিতে তিনি বোঝেন একজন ছিলেন না।'

'কারও কিছু দেখার সম্ভাবনা ছিল না,' জুলিয়া বলে উঠল।

'মারগাটরয়েডের ছিল', গম্ভীর স্বরে আচমকা মিস হিনচক্লিফ বলে উঠলেন। সে ওখানে দরজার পিছনে ছিল যেখানে ইনসপেক্টর ক্র্যাডক দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মারগাটরয়েডের পক্ষেই সেদিন দেখা সম্ভব ছিল ঘরে কি ঘটছে।'

'আহ। এই রকমই ঘটে বলে আপনারা ভাবছেন, তাই না!' আচমকা কখন বলে উঠল মিৎসি।

সে নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকেছিল দরজা হাঁ করে খুলে প্রায় ক্র্যাডককে ধাক্কা লাগিয়ে। যে উত্তেজনায় কাঁপছিল যেন।

'আহ! আপনি অন্যদের সঙ্গে মিৎসিকে ঘরে ডাকেন নি তাই না বীর-পুরুষ পুলিশ! আমি মিৎসি। রান্নাঘরের মিৎসি! তাকে রান্নাঘরেও রেখে দেবেন ভেবেছিলেন। তবে আমার কথা শুনুন মিৎসি অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি চালাক, সে অনেক বেশি জানে আর দেখতে পায়। হ্যাঁ সে দেখতে

পায়। চুরির দিন আমি অনেক কিছু দেখেছিলাম। যা দেখেছি বিশ্বাস করিনি তাই মুখবন্ধ রেখেছি। আমি নিজেকে বলেছি যা দেখেছি তা এখনই বলব না। অপেক্ষায় থাকব।

'তারপর সব শান্ত হয়ে গেলে বিশেষ একজনের কাছে তুমি টাকা কিছু টাকা চাইবে ভেবেছিলে?' ক্র্যাডক বললেন।

ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতই মিৎসি ক্র্যাডকের দিকে তাকাল।

'কেন নয়? চোখ নামিয়ে কথা বলে লাভ কি? চুপ করে থাকার বদলে কিছু টাকা আদায় করব নাই বা কেন? বিশেষ করে একদিন যখন অনেক টাকা আসবে—আমি জানি কি সব চলছে, মিৎসি জুলিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'উনি এক গুপ্তচর। হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করে থাকতাম টাকা চাইবার জন্য কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। আমি নিরাপত্তা চাই। কারণ হয়তো শিগগিরই আমাকে কেউ খুন করবে। তাই আমি যা জানি এখনই বলব।'

'তাহলে তো ঠিকই আছে, ইনসপেক্টর সন্দেহের সুরে বললেন। তুমি কি জান?'

'বলব,' মিৎসি শান্তগলায় বলল। 'ওই সে রাতে আমি পার্টিতে ছিলাম না, আমি রান্নাঘরে বাসনপত্র সাফ করছিলাম—আমি ডাইনিং কামরায় ছিলাম আর তখনই গুলির শব্দ হল। হলঘর একদম অন্ধকার তবু আবার বন্দুকের আওয়াজ হল আর টর্চটা পড়ে গেল—আর আমি তখনই মেয়ে মানুষটাকে দেখলাম। আমি তাকে সেই লোকটার পাশে হাতে বন্দুক নিয়ে দেখলাম। আমি মিস ব্ল্যাকলককে দেখলাম।'

'আমি?' মিস ব্ল্যাকলক হতবাক। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'কিন্তু তা যে অসম্ভব!' এডমণ্ড বলে উঠল, 'মিৎসি কখনই মিস ব্ল্যাক-লককে দেখতে পারে না।'

ক্র্যাডক গলায় তীব্র বিষ মাখানো স্বরে খিঁচিয়ে উঠলেন,' উনি পারেন না বুঝি, মিঃ সোয়েটেনহ্যাম? কেন নয়? কারণ মিস ব্ল্যাকলক বন্দুক হাতে সেখানে ছিলেন না। ছিলেন আপনিই, তাই না?'

'আমি—কখনও না—কি সব বলছেন?'

'আপনি কর্নেল ইস্টারব্রুকের রিভলবার সরিয়ে ছিলেন। আপনি রুডি সার্জের সঙ্গে রফায় আসেন—মজা করার জন্য। আপনি প্যাট্রিক সীমন্সকে অনুসরণ করে অন্য ঘরে যান তারপর আলো নিভে যেতেই তেল লাগানো দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। আপনি মিস ব্ল্যাকলককে গুলি করে রুডি সার্জকে

খুন করেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড পরে ড্রয়িংরুমে ঢুকে লাইটার জ্বালার ভান করেন।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলা ক্ষমতা রইল না এডমণ্ডের, তারপর সে চিৎকার করে বলল, 'আমি কেন? আমার একাজ করার উদ্দেশ্য কি থাকা সম্ভব! সব ব্যাপারটাই ষড়যন্ত্র।'

'মিস ব্ল্যাকলক যদি মিসেস গোয়েডলারের আগে মারা যান তাহলে দু-জনের খুবই উপকার মনে রাখবেন। সেই দুজনকে আমরা চিনি পিপ আর এমা হিসেবে। জুলিয়া সীমন্সই এমা বলে জানা গেছে—।

'আর আমিই পিপ বলে ভাবেন?' হেসে উঠল এডমণ্ড। 'অবাস্তব! একেবারে গাঁজাখুড়ি গালগপ্প! আমার বয়স হয়তো কাছাকাছি, এর বেশি কিছু নয়। আর আমি আপনার মত জ্ঞানীকে বুঝিয়ে দিতেও পারব যে আমি এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম। জন্মের সার্টিফিকেট, স্কুল, কলেজের সার্টি-ফিকেট সব দেখাতে পারি।'

'ও পিপ নয়,' অন্ধকারের মধ্য থেকে গলা শোনা গেল। এবার এগিয়ে এল ফিলিপা হেমন্স, তার মুখ রক্তহীন। 'আমিই পিপ, ইন্সপেক্টর।'

'আপনি, মিসেস হেমন্স?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেকে ধরে নিয়েছিল পিপ ছেলে—কিন্তু জুলিয়া জানত যে ওর যমজ এক মেয়ে—আমি জানিনা সে কথা কেন বলল না—।'

'পারিবারিক বাঁধন,' জুলিয়া বলল। 'আমি হঠাৎই বুঝতে পারি যে তুমি কে! তার আগে পর্যন্ত জানতাম না।'

'জুলিয়ার মত আমারও তাই মনে হয়েছিল,' চাঁপা গলায় বলল ফিলিপা। 'আমার স্বামী গেলে যুদ্ধ থামার পর ভাবছিলাম কি করব। মা অনেক আগে মারা গিয়েছিলেন। আমি গোয়েডলারে সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতে পারি। আমি শুনেছিলাম মিসেস গোয়েডলারর মারা গেলে তার টাকাকড়ি এক মিস ব্ল্যাকলক পাবেন। আমি মিস ব্ল্যাকলক কোথায় যাবেন জেনে এখানে চলে আসি। আমি মিসেস লুকাসের কাছে একটা কাজ নিই। আমি ভেবে-ছিলাম মিস ব্ল্যাকলক যখন বয়স্কা মহিলা তখন আমার মত কাউকে সাহায্য করবেন। আমাকে নয় আমি কাজ করতে পারি, শুধু হ্যারীর শিক্ষার জন্য। তাছাড়া টাকাটা গোয়েডলারের আর ওঁরও খরচ করার বিশেষ কেউই ছিলেন না।

'আর তারপর,' ফিলিপা যেন প্রথম কথার খেই হারিয়ে ফেলল আর ওর

সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। ও বলল, ওই ছিনতাইটার ঘটনাটা ঘটতে আমি ভয় পেলাম। কারণ আমি জানতাম মিস ব্ল্যাকলককে মারার মোটিভ একমাত্র আমার থাকা সম্ভব বলে ধরে নেয়া হবে। জুলিয়াকে আমার কণামাত্র ধারণাই ছিল না—আমরা যমজের মত একরকম দেখতে নই। তাই আমি জানতাম সন্দেহটা আমার উপরেই পড়বে।'

ফিলিপা চুপ করতেই ক্র্যাডকের মনে হল বাঙ্কের মধ্যে পাওয়া ছবিটা অবশ্যই ফিলিপার মায়ের। দুজনের মিল অনস্বীকার্য। তাছাড়া বারবার হাত মুঠো করার কথাটা তার মনে পড়ল, ফিলিপা এখন যা করছিল।

'মিস ব্ল্যাকলক আমার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করেছেন। খুবই ভাল, আমি তাকে মারার চেষ্টা করিনি—কখনও তা ভাবিনি। তাহলেও আমিই পিপ,' ফিলিপা বলে চলল, 'তাই এডমণ্ডকে আর সন্দেহ করার কারণ নেই।'

'নেই বুঝি? ক্র্যাডক বললেন তার গলায় একই রকম ঝাঁঝ। 'এডমণ্ড সোয়েটেনহ্যাম তরুণ আর তার টাকার প্রয়োজন। একজন তরুণ যে কোন ধনবতীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। অথচ মিস ব্ল্যাকলক মিসেস গোয়েডলারের আগে মারা না গেলে এরকম অর্থবতীকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। আর তাই মিস গোয়েডলার যখন মিস ব্ল্যাকলকের আগে অবশ্যই মারা যাবেন তাই কিছু একটা করার প্রয়োজন ছিল—তাই না, মিঃ সোয়েটেনহ্যাম?'

'এ সর্বৈব মিথ্যা!' চিৎকার করে উঠল এডমণ্ড।

আর তখনই রান্নাঘর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল। দীর্ঘ কাতর অপার্থিব এক ভয়ের আর্তনাদ।

'এতো মিৎসি নয়!' জুলিয়া বলে উঠল।

'না,' ইনসপেক্টর ক্র্যাডক বললেন, 'এ কণ্ঠস্বর এমন কারো যে তিনজন মানুষকে খুন করেছে...'

বাইশ ॥

ইনসপেক্টর এডমণ্ডকে নিয়ে পড়ার সময় মিৎসি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। সে সিঙ্কে জল ছাড়ার সময় মিস ব্ল্যাকলক ঢুকেছিলেন।

মিৎসি তাকে লজ্জিতভাবে পাশে তাকিয়ে লক্ষ্য করল।

'তুমি কি মিথ্যুক, মিৎসি', মিস ব্ল্যাকলক হাসিমুখে বললেন মিষ্টি ভরে,

'আগে রুপোর বাসন ধোবে আর সিংকটা জলে ভর্তি করে নাও। দু ইঞ্চি জলে বাসন সাফ করা যায় না।'

মিৎসি বাধ্য মেয়ের মত তাই করল।

'আমি যা বলেছি তার জন্য রাগ করেন নি তো, মিস্ ব্ল্যাকলক?' ও জানতে চাইল।

'তোমার সব মিথ্যে কথায় রাগ করলে কখনই মেজাজ ঠিক রাখতে পারতাম না', মিস ব্ল্যাকলক বললেন।

'আমি তবে ইন্সপেক্টরকে গিয়ে বলব সব বানিয়ে বলেছি, বলব?'

'তিনি সেটা আগেই বুঝেছেন', মিষ্টি করে বললেন মিস ব্ল্যাকলক।

মিৎসি কল বন্ধ করতে যেতেই দুটো হাত দ্রুত তার মাথা চেপে ধরে সিংকের জলে ঠেসে ধরতে চাইল।

'এবারই কেবল জেনেছি তুমি প্রথম সত্যি কথা বলেছ', হিসহিস করে উঠলেন মিস ব্ল্যাকলক।

মিৎসি উন্মত্তের মত ছাড়া পেতে চাইলেও মিস ব্ল্যাকলক ঢের শক্তিমতী হওয়ায় জোরে ওর মাথা জলে চেপে ধরে ছিলেন।

তারপরক্ষণেই তার কাছেই বাতাসে যেন ডোরা বানারের কাতর কণ্ঠ ভেসে উঠল।

'ওই লোটি—লোটি—এমন কাজ কোরনা···লোটি!'

আর্তনাদ করে উঠলেন মিস ব্ল্যাকলক। তার দুহাত শূন্যে দোল খেতে চাইল আর মিৎসি ছাড়া পেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল।

মিস ব্ল্যাকলক আর্তনাদের পর আর্তনাদ করে চললেন। কারণ রান্না ঘরে তার সঙ্গে কেউ ছিল না···।

'ডোরা, ডোরা, আমায় মাপ কর। আমাকে একাজ করতেই হয়েছিল··· করতেই হয়েছিল—।'

তিনি কোথায় যাচ্ছেন না বুঝেই বাসন মাজার ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন—আর তখনই সার্জেণ্ট ফ্লেচারের বিশাল শরীর তার পথ আটকাল, ঠিক তখনই মিস মারপল খুশির ভঙ্গীতে বিজয়িনীর মত একটু লাল হয়ে ঝাটাবুরুশ রাখার আলমারি খুলে বেরিয়ে এলেন।

'আমি মানুষের গলা ভালই নকল করতে পারি', মিস মারপল বললেন।

'আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে, মাদার', সর্জেণ্ট ফ্লেচার বললেন। 'এই মেয়েটিকে আপনি জলে ডুবিয়ে খুন করতে চেষ্টা করছিলেন আমি তার

সাক্ষী। এ ছাড়াও অনেক অভিযোগ আছে। আমি আপনাকে সতর্ক করছি, লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক—।'

'শার্লট ব্ল্যাকলক', ভুল শুধরে দিলেন মিস মারপল। 'আসলে উনিই যে। গলায় উনি যে মুক্তোর মালা পড়েন তার নিচেই অপারেশনের দাগ দেখতে পারেন।'

'অপারেশান?'

'গলগণ্ড অপারেশান।'

মিস ব্ল্যাকলক ততক্ষণে শান্ত হয়ে মিস মারপলের দিকে তাকালেন।

'তাহলে আপনি সবই জানেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, কিছুদিন হল জানতে পেরেছিলাম।'

শার্লট ব্ল্যাকলক টেবিলের সামনে বসে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

'আপনি এরকম না করলেই ভাল হত', তিনি বললেন। 'ডোরার গলা নকল করা আপনার উচিত হয়নি। আমি ডোরাকে ভাল বাসতাম—সত্যিই ভালবাসতাম তাকে।'

ইতিমধ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক আর অন্য সকলে।

কনষ্টেবল এডওয়ার্ডস প্রাথমিক চিকিৎসা জানে বলে সে ইতিমধ্যে মিৎসির শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করছিল। মিৎসি সুস্থ হতেই আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

'আমি ভাল অভিনয় করিনি? আমি খুব চালাক! দারুণ সাহস আমার! আমি দারুণ সাহসী! আমিও প্রায় খুন হয়েছিলাম। কিন্তু আমি এত সাহসী যে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছি—।'

সকলকে ধাক্কা মেরে এবার টেবিলের কাছে মিস ব্ল্যাকলকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিস হিনচক্লিফ।

শার্লট ফ্লেচার তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমসিম খেয়ে গেলেন।

'দাঁড়ান—দাঁড়ান। না, না, হিনচক্লিফ এরকম করবেন না—।'

দাঁত কড়মড় করে মিস হিনচক্লিফ বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন ওকে ধরতে দিন। ও এমি মারগাটরয়েডকে খুন করেছে—।'

শার্লট ব্ল্যাকলক ফুঁপিয়ে মুখ তুললেন।

'আমি ওকে মারতে চাইনি। আমি কাউকেই মারতে চাই নি—তবুও মারতে হল—সবচেয়ে বেশি ডোরা বানারের কথা আমার মনে পড়ছে—ডোরা মারা যেতে আমি বড় একা হয়ে গেছি—একদম একা—ওহ্ ডোরা—

জোন্না—।'

দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

তেইশ ॥ ভিকারেজে সন্ধ্যা

মিস মারপল আরাম কেদারায় বসেছিলেন। হাঁটুতে হাত রেখে চুল্লীর সামনে বসেছিলেন বাণ্ড।

রেভারেণ্ড জুলিয়ান হারসন সামনে ঝুঁকে প্রায় স্কুলের ছেলের মত বসেছিলেন তার আপাতত গাম্ভীর্য ভুলে। ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক পাইপ টানতে টানতে হুইস্কি আর সোডায় চুমুক দিচ্ছিলেন; তিনি একেবারে ছুটির মেজাজে। বাকি শ্রোতা জুলিয়া, প্যাট্রিক, এডমণ্ড আর ফিলিপা।

'আমার মনে হয় এ কাহিনী আপনার মিস মারপল', ক্র্যাডক বললেন।

'ওহ না, না, বাচ্ছা। আমি শুধু একটু আধটু সাহায্য করেছি। তুমিই সব তদন্তের কাজ করে সামলেছ। তুমি অনেক কিছু জান যা আমি জানি না।'

'ঠিক আছে তোমরা দুজনে মিলে বল', বাণ্ড অধৈর্য ভঙ্গীতে বলে উঠল। 'তবে জেন মাসী শুরু করুন কারণ তার কথা বলার কায়দা দারুণ। তুমি কখন বুঝলে সব ব্যাপারটাই মিস ব্ল্যাকলকেরই সাজানো?'

'মানে প্রিয় বাণ্ড, কথাটা বলা শক্ত। অবশ্য গোড়া থেকেই আমার মনে হয়েছিল তিনিই এর হোতা হতে পারেন, আর তাহলে স্বাভাবিক হয়—কারণ ওই ছিনতাইয়ের দৃশ্য সাজানো তার পক্ষেই সহজ ছিল। তিনিই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে রুডি সার্জের পরিচয় ছিল। তাছাড়া নিজের বাড়িতে এটা করা তারই পক্ষে ছাড়া কারই বা সহজ ছিল? যেমন কেন্দ্রীয় তাপ ব্যবস্থা। কোন চুল্লী ছিলনা, কারণ তাহলে ঘরে আলো থাকত। এই আগুন না রাখার ব্যবস্থা করা একমাত্র কর্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।'

'অবশ্য এত কথা গোড়াতেই ভেবে নিই তা নয়, সেটা সম্ভব ছিল না আর এত সরলও ছিল না। ওহ না, আমি সকলের মতই ধাঁধায় ছিলাম ভেবে যে কেউ লেটিসিয়া ব্ল্যাকলককে খুন করতে চাইছিল।'

'আমি যা ঘটেছিল আগে বুঝতে চাই', বাণ্ড বলল। 'ওই সুইশ রুডি সার্জ কি ওকে চিনতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ। ও কাজ করত—।' মিস মারপল ক্র্যাডকের দিকে তাকালেন।

'বের্নের ডঃ অ্যাডলফ কখে'র ক্লিনিকে', ক্র্যাডক বললেন, ডঃ কখ বিশ্বখ্যাত গলগণ্ডের চিকিৎসক। শার্লট ব্ল্যাকলক সেখানে তার গলগণ্ড অপারেশান করাতে যান আর রুডি সার্জ ছিল সেখানকার একজন আর্দালী। রুডি সার্জ এরপর ইংল্যান্ডে এসে মিস ব্ল্যাকলককে কোন হোটেলে দেখে যিনি ক্লিনিকে রোগী হিসেবে এক সময় ছিলেন। সে মিস ব্ল্যাকলককে চিনতে পেরে ঝোঁকের মাথায় তার সঙ্গে কথা বলে। একটু চিন্তা করলে কাজটা সে হয়তো করত না, কারণ সে কিছু গোলমেলে কাজে জড়িয়ে ক্লিনিক ছেড়েছিল। অবশ্য শার্লট চলে আসার পরে সে ঘটনা ঘটে।'

'তাই সে রশিট্রউস্ক এর কোন কথা বলেনি যে ওর বাবা সেখানকার হোটেল মালিক?'

'ওহ না, এটা মিস ব্ল্যাকলকই বানিয়ে বলেছিলেন কথা বলার অজুহাত হিসেবে।'

'এব্যাপারটায় দারুণ একটা ধাক্কা খান মিস ব্ল্যাকলক, মিস মারপল বললেন।' তিনি নিজেকে বেশ নিরাপদ বলেই ধরে নিয়েছিলেন – তারপরেই ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল—একজন তাকে চিনে ফেলল। দুজন মিস ব্ল্যাকলকের বলে নয়, নির্দিষ্টভাবে মিস শার্লট ব্ল্যাকলক বলে যার গলগণ্ড অপারেশান হয়।

ঘটনার সূত্রপাত অনেক আগেই হয়—ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে বলব এক উজ্জ্বল হাসিখুশি তরুণী শার্লট ব্ল্যাকলকের গলায় যখন আচমকা গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়, এটা তার জীবন শেষ করে দিয়েছিল। কারণ তিনি অতি ভাবপ্রবণ তরুণী ছিলেন, নিজের বাইরের রূপ সম্পর্কে খুবই সচেতনও থাকতেন। আমার মনে হয় তাদের মা জীবিত থাকলে বা সহানুভূতি সম্পন্ন বাবা হলে এতটা ভেঙে পড়তেন না তিনি। এরকম হলে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন না, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। তাছাড়া অন্য কোন পরিবারের মেয়ে হলে গলগণ্ড অপারেশানও করানো হত।

'কিন্তু ডঃ ব্ল্যাকলক আমার মনে হয় অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী সংকীর্ণমনা মানুষ ছিলেন, একটু গোঁয়ারও। তার ওই অপারেশানে কোন আস্থা ছিলনা। শার্লট তার কার কাছে শুনেছিল আয়োডিন ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগ ছাড়া আর করার কিছু ছিলনা। তার বোনও বোধ হয় এটাই মেনে নিয়েছিলেন।

'শার্লট ওর বাবার অনুরক্ত ছিলেন তাই তার কথা মেনে নিয়ে ভেবেছিলেন

কিছুই করার নেই। কিন্তু গলগণ্ড ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে তিনি আর কারও সামনে বেরোতে চাইতেন না। আসলে তিনি একটু স্নেহাভিলাষী মেয়ে ছিলেন।

'কোন খুনীর বর্ণনার সঙ্গে এটা বেমানান', এডমণ্ড বলে উঠল।

'একথা আমার জানা নেই', মিস মারপল বললেন। 'দুর্বল আর সহানুভূতিশীল মানুষেরা মাঝে মাঝে দারুণ বিশ্বাসহন্তা হয়ে থাকে। জীবনের প্রতি তাদের যদি কোন ক্ষোভ থাকে তাহলে তাদের মানসিক স্থৈর্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

'লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের ব্যক্তিত্ব ছিল আলাদা। ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক আমায় বলেছেন। বেল গোয়েডলার তার সম্পর্কে খুবই ভাল কথা বলেছেন। তিনি অতি সৎ মহিলা ছিলেন। কোন অসৎ কাজ মানুষ কিভাবে করে তিনি বুঝতে পারতেন না। লেটিসিয়া ব্ল্যাক কখনই কোন অন্যায় কাজ করতে পারতেন না।'

'বোনকে ভালবাসতেন লেটিসিয়া। যা কিছু ঘটত তিনি বোনকে লিখে জানাতেন। বোনের মানসিক বিপর্যয়ের জন্য তার দুশ্চিন্তা ছিল প্রচণ্ড।'

'শেষ পর্যন্ত ডঃ ব্ল্যাকলক মারা গেলেন। লেটিসিয়া সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাণ্ডাল গোয়েডলারের কাজ ছেড়ে শার্লটের দিকেই নজর দিলেন। তিনি বোনকে সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে গেলেন অপারেশানের ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। বেশ দেরী হয়ে গেলেও আমরা জানি অপারেশান সফল হয়। খুঁতটা সারিয়ে ফেলা হল—অপারেশানের দাগ ঢাকা রইল একছড়া মুক্তোর মালায়।'

'ইতিমধ্যে যুদ্ধ লেগেছিল। ইংল্যাণ্ডে ফেরা বেশ কঠিন ছিল। তাই দুই বোন সুইজারল্যাণ্ডে রেড ক্রশের কাজে নেমেছিলেন। তাই না, ইন্সপেক্টর।

'হ্যাঁ, মিস মারপল।'

'ওদের কাছে ইংল্যাণ্ডের খবর পৌঁছছিল যে বেল গোয়েডলার বেশিদিন বাঁচবেন না। আমার মনে হয় এটা স্বাভাবিক যে তারা ভবিষ্যতে বিরাট সম্পদ লাভ করার রঙিন কল্পনায় বিভোর ছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক এই সম্পদে লোভ শার্লটেরই লেটিসিয়ার চেয়ে বেশি ছিল। কারণ তার জীবনে এই প্রথম বেঁচে থাকার স্বাদ কি তা তিনি উপলব্ধি করতে চলেছিলেন—সারা জীবন তার সামনে পড়েছিল। দেশ বিদেশ ভ্রমণ—নতুন পোশাক,

নিজস্ব কোন বাড়ি, যেখানে থাকবে বাগান আর খেলার মাঠ, সঙ্গীত। কোন পরীর রাজ্যেই বিচরণ করতেন শার্লট।

'আর তারপরেই অঘটন ঘটল—স্বাস্থ্যবতী লেটিসিয়া ফ্লু'তে আক্রান্ত হলেন, সেটা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াল আর তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। শার্লট যে শুধু বোনকেই হারালেন তা নয়, তার ভবিষ্যতের সব রঙিন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার রাগ হল লেটিসিয়ার উপর। কেন সে বেল গোয়েডলারের আগে মারা গেল। সে আর একমাস বেঁচে থাকলেই হয়তো সব টাকা ওদেরই হত, লেটিসিয়ার পর তা আসত শার্লটেরই হাতে...।

'আমার মনে হয় দুই বোনের তফাত তখনই প্রকট হয়। লেটিসিয়া বোধ হয় ভাবেন নি তিনি যা করতে চলেছেন তাতে কোন অন্যায় ছিল। টাকাটা লেটিসিয়ারই হত কয়েক মাসের ভিতর, তিনি তাই লেটিসিয়া আর নিজেকে একাত্ম ভেবে নিয়েছিলেন।

'আমার ধারণা মতলবটা তার মাথায় ডাক্তার তার বোনের নাম জিজ্ঞাসা করার আগে খেলেনি। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল—লোকে তাদের দুই বয়স্কা ইংরেজ মহিলাই ধরে নিত, তাহলে শার্লটই মারা গেছে লেটিসিয়া বেঁচে আছে বলায় দোষের কি আছে ?

'এটা কোন পরিকল্পনা ছিল না হঠাৎ কোন আবেগ বলাই ভাল। শার্লট তাই মারা গেল আর 'লেটিসিয়া' ইংল্যান্ডে ফিরল। এতদিনের সজীব কর্মকুশলতা যেন তার নিষ্প্রভ। শার্লট লেটিসয়ার মত দাপট দেখাতে শুরু করে। সেই হাবভাব রপ্ত করতেও লাগলেন, মানসিকভাব যেমনই থাকুক।

'শার্লটকে অবশ্য দুএকটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইংল্যান্ডের অজানা অঞ্চলে তিনি একটা বাড়ি কিনলেন। যেসব মানুষকে তার এড়িয়ে চলতেই হত তারা হল তার পেশ কাম্বারল্যান্ডের লোকজন, আর বেল গোয়েডলার যারা তাকে চিনে ফেলতে পারত। হাতে গেঁটে বাত হয়েছে বলে হাতের লেখার অমিলকে এড়ানো গিয়েছিল। কাজটা সবই সহজ হল কারণ কম লোকেই শার্লটকে ভালভাবে চিনত।

'কিন্তু যদি তার সঙ্গে লেটিসিয়ার পরিচিত কারও দেখা হত ?' বাণ্ড প্রশ্ন করল ? 'এরকম তো অনেকেই ছিল।'

'তাতে কিছু এসে যেত না। কেউ হয়তো দেখা হলে বলত 'লেটিসিয়ার সঙ্গে দেখা হল সেদিন। কত বদলে গেছে ও। সে যে লেটিসিয়া নয় এমন

সন্দেহ কারোই মনে হত না কারণ দশ বছরে মানুষ বেশ বদলে যেতে পারে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে শার্লট লেটিসিয়ার হাবভাব-চালচলন ভালভাবেই জানত আর রপ্ত করেছিল—কার সঙ্গে তার পরিচয় কার কোথায় আসা যাওয়া, প্রত্যেক খুঁটিনাটি। লেটিসিয়ার চিঠিপত্রের ব্যাপার ওর জানা ছিল।

'তিনি লিটল প্যাডকসে বাস শুরু করলেন। পড়শীদেরও জেনে নিলেন। তারপর তিনি যখন দুজন ভাইপো-ভাইঝির চিঠি পেলেন তাদের দয়া দেখিয়ে আশ্রয়ও দিলেন, তাদের কখনও দেখেন নি জেনেও। এতে তার নিরাপত্তাও বেড়ে ওঠে।

'সব কিছুই চমৎকার চলেছিল। এরপরই তিনি সব চেয়ে বড় ভুল করলেন এটা ঘটল তার দয়ার্দ্র মন থেকে। তিনি স্কুলের এক সহপাঠিনীর বিপদে সাড়া দিলেন তাকে বাঁচাতে। হয়তো এটা তার একাকীত্বের জন্যেই। নিজের উদ্দেশ্যের জন্য যেটা তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। ডোরা বানারকে তার স্কুল জীবনে ভাল লাগত। যাই হোক আবেগের তাড়নায় তিনি ডোরা বানারকে চিঠি লিখলেন। ডোরা খুবই আশ্চর্য হয়ে যায় কারণ সে লেটি-সিয়াকে চিঠি লিখেছিল অথচ উত্তর এল শার্লটের কাছ থেকে। ডোরার কাছে নিজেকে লেটিসিয়া বলে লাভ হত না কারণ অসুখী দিনগুলোয় একমাত্র ডোরাই তার কাছে আসত।

'তাছাড়া তিনি জানতেন সব ব্যাপারটা ডোরা তার মত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে তাই তিনি সব কথা তাকে খুলে বলেন। ডোরা সব ব্যাপারটা একে-বারে মন থেকে সমর্থন করে। তার এলোমেলো মানসিক অবস্থায় ডোরা ভেবে নেয় লেটিসিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে শার্লট বঞ্চিত হবে এরকম হওয়া কখনই উচিত নয়। চেনা শোনা নেই তার হাতে সব টাকাকড়ি চলে যাবে এটা হওয়া উচিত নয় কখনই।

'সে ভালই বুঝেছিল কোন কথা কখনও প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না। ডোরা এরপর লিটল প্যাডকসে চলে এল—কিন্তু শার্লট অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন কি মারাত্মক ভুল করেছেন তিনি। ডোরা তার অদ্ভুত মান-সিক বিপর্যয়ের জন্য শুধু যে সব কাজে গোলমাল করে বসে তাই নয়, তার সঙ্গে বাস করাই প্রায় পাগলামি। শার্লট এটাও মেনে নিতে পারতেন কারণ ডাক্তারের কথা অনুযায়ী ডোরার বেশিদিন বাঁচার কথা ছিল না। তবে ডোরা অচিরেই ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। যদিও লেটিসিয়া আর শার্লট পরস্পরকে পুরো নাম ধরেই ডাকতেন। ডোরা তাদের ছোট্ট করে সম্বোধন

করল। ডোরার কাছে দুই বোন ছিলেন লোট আর লোটি। যদিও ডোরা বন্ধুকে সতর্ক থেকে লোটি বলে ডাকত তবুও মাঝে মাঝে এতে ভুল হয়ে আসল নাম বেরিয়ে আসত। পুরনো স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতাই এই ভুল হত, তাই শার্লটকে সদা সতর্ক থাকতে হত। ব্যাপারটা তার স্নায়ুর উপর চাপ তুলতে শুরু করে।'

'তবু কেউ ডোরার ওই ভুল নজরে আনেনি। আসল ভয়ের ব্যাপারটা নিরাপত্তার দিক থেকে ঘটল রয়্যাল স্পা হোটেলে রুডি সার্জ যখন তাকে চিনে ফেলে কথা বলল।'

'আমার মনে হয় হোটেলের টাকা তছরুপ মিটিয়ে দেয়ার টাকাটা শার্লট ব্ল্যাকলকের কাছ থেকেই পেয়েছিল রুডি সার্জ। ইনসপেক্টর ক্র্যাডক বিশ্বাস করেন না—এবং আমিও করি না যে রুডি সার্জ তাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য তার কাছে টাকা চেয়েছিল।'

'রুডি সার্জের মাথায় ব্ল্যাকমেলের কোন ধারণাই ছিল না,' ইনসপেক্টর ক্র্যাডক বললেন। সে জানত সে সুপুরুষ একজন তরুণ তাই সহজেই একজন বয়স্কা মহিলার কাছ থেকে নিজের দুরবস্থার কথা বলে বেশ সাহায্য আদায় করতে পারবে এইমাত্র।'

কিন্তু মিস ব্ল্যাকলক ব্যাপারটা অন্যভাবেই দেখেছিলেন। তিনি ভেবে থাকতে পারেন এটা নোংরা কোন ব্ল্যাকমেল। হয়তো রুডি সার্জ কিছু সন্দেহ করেছে—পরে কাগজে যদি কোন খবর প্রকাশ হয় বিশেষতঃ বেল গোয়েডলারের মৃত্যুর পর যা স্বাভাবিক তাহলে রুডি ভাবতে পারে সে সোনার খনি আবিষ্কার করেছে।'

'তাছাড়া তিনি জালিয়াতিতে বেশ ভালই জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজেকে লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক বলে পরিচিত করেছেন। বিশেষ করে ব্যাঙ্কে। মিসেস গোয়েডলারের কাছে। একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই সন্দেহজনক চরিত্রের সুইশ হোটেলের কেরানী সম্ভবতঃ যে একজন ব্ল্যাকমেলার। ওকে পথ থেকে সরাতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত।'

'তিনি পরিকল্পনা ছকে ফেললেন আর সেই মত এগোতে লাগলেন। সবটাই একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে ঘটে চলল। জীবনে তার নাটকীয়তা ছিল না। তাই একাজ করে দারুণ উত্তেজনার শিকার হলেন শার্লট।

'তিনি রুডি সার্জকে একটা ডাকাতির মহড়ার কথা জানালেন। তাকে বোঝালেন যে তিনি একজন অচেনা কাউকে ডাকাতের ভূমিকায় চান, আর

এজন্য প্রচুর অর্থ দিতে চান।

'তিনি তাকে বিজ্ঞাপনটা দিতে দিলেন আর একবার লিটল প্যাডকসে ঘুরিয়ে এনে আটঘাট বুঝিয়েও দিলেন। যেখানে তার সঙ্গে দেখা করবেন তাও, দেখিয়ে দিলেন। ডোরা বানার এ সবের বিন্দু বিসর্গও জানত না।

'সেদিন এবার এসে গেল—,' ক্র্যাডক থামলেন।

মিস মারপলই আবার শান্ত গলায় খেই ধরলেন।

'সারাটা দিন তিনি বিমর্ষ ছিলেন। তখনও পিছিয়ে আসার সময় ছিল ...ডোরা বানার আমাদের বলেছিল লেটি সেদিন বেশ ভীত ছিল। ভয় অবশ্যই মতলব ভেস্তে যাওয়ার—তবে পিছিয়ে আসতে ভয় ছিল না।'

'সবটাই এবার মজার ছিল বিশেষতঃ কর্নেল ইস্টারব্রুকের রিভলবার সরানো। ডিম বা জ্যাম নিয়ে তিনি ফাঁকা বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তারপর দরজায় তেল ঢালার কাজ, যাতে নিঃশব্দে খোলে। এরপর টেবিলটা সরিয়ে ফিলিপিয়ার ফুলের ব্যবস্থা করানো। সবই খেলার মত। পরে আর যা খেলা ছিল না। ডোরা বানার ঠিকই বলে...তিনি ভীত ছিলেন।'

'যাই হোক তিনি পরিকল্পনা মাফিক এগোলেন,' ক্র্যাডক বললেন। ঠিক ছ'টার পর তিনি হাঁসদের বন্ধ করতে বেরোলেন। তখনই রুডি সার্জকে ঢুকতে দিয়ে তাকে মুখোস, দস্তানা, পোশাক আর টর্চ দেন। সাড়ে ছ'টায় ঘড়ির ঘন্টা বাজল। তিনি টেবিলের কাছে সিগারেটে হাত রেখে দাঁড়ালেন। সবই স্বাভাবিক। প্যাট্রিক গৃহস্বামীর মত পানীয় আনতে যায়। তিনি সিগারেট নিচ্ছিলেন আর জানতেন সকলেই ঘড়ির দিকে তাকাবে। তাই করল সবাই। একমাত্র একজন ছাড়া। ডোরা বানার শুধু বন্ধুকে চোখে চোখে রাখে। সে আমাদের বলে তার বান্ধবী ঠিক কি করেন। তিনি বেগুনীফুলের ফুলদানীটা তুলে নেন।'

'তিনি ল্যাম্পের তারের উপরের অংশ আগেই ছিঁড়ে রেখে ছিলেন তাই সেটা খোলাই ছিল। সামান্যই আর করার ছিল—ফুলদানীটা তুলে তারে জলটা ঢেলে দেয়া। তিনি তাই করে আলোর সুইচ টিপে দিলেন। জল ভাল বিদ্যুতের পারিবাহক তাই ফিউজ হয়ে গেল।

'সেদিন ভিকারেজে সন্ধ্যায় যেমন হয়', বাণ্ড বলল। 'আর তাই তুমি চমকে উঠেছিলে, জেন মাসী?'

'হ্যাঁ সোনা। আলোর ব্যাপারটা বাধায় ফেলেছিল। আমি খুঁজেছিলাম দুটো ল্যাম্প ছিল, একটা বদলে অন্যটা রাখা হয় রাত্রিবেলা।'

'ঠিক তাই,' ক্র্যাডক বললেন, 'পরদিন ফ্রেচার যখন ল্যাম্পটা পরীক্ষা করে সে কোন ত্রুটি দেখতে পায়নি, কোন ফিউজও ছিল না।'

'আমি বুঝলাম ডোরা বানার যে চাষী বউয়ের কথা বলেছিল তা ঠিক,' মিস মারপল বললেন, তবে আমার ভুল হয় কারণ আমার মনে হয়েছিল আসলে প্যাট্রিকই দোষী। ডোরা বানারকে আস্থাবান মনে করা যায় না কারণ তার কথায় ধারাবাহিকতা ছিল না। তবে একটা বিষয় সে ঠিক বলে, লেটিসিয়া ভায়োলেটগুলো তুলে নেন—।'

'আর তিনি দেখেন একটা ঝিলিক আর চিড়চিড়, ক্র্যাডক বললেন।

'এরপর বানার যখন গোলাপফুলের জল ঢালল ল্যাম্পের তারের উপর তখনই আমি বুঝে ফেলি একমাত্র মিস ব্ল্যাকলকই ফিউজ করে থাকতে পারতেন কারণ তিনিই টেবিলের কাছে ছিলেন।'

'আমার নিজেকে দোষ দিতে ইচ্ছে করছে', ক্র্যাডক বললেন, 'কারণ মিস বানার টেবিলে পোড়া দাগের কথা বলেছিলেন কেউ সিগারেট রেখেছিল বলেই হয়তো, অথচ সে সন্ধ্যায় কেউই সিগারেট ধরায় নি...আর ভায়োলেটগুলোও শুকিয়ে যায় যেহেতু ফুলদানীতে কোন জলই ছিল না—এটা লেটিসিয়ার একটা ভুল, ওটা ভর্তি করা উচিত ছিল। ডোরা বানার বোধহয় ভেবে নেন তিনিই জল দিতে ভুলে গেছেন।'

'ডোরা বানারের কথায় অনেক সত্য ছিল। মিস ব্ল্যাকলক সেটা কাজে লাগান অন্যভাবে। তিনিই বানারের মনে প্যাট্রিকের প্রতি সন্দেহ ফুটিয়ে তোলেন!'

'আমাকে বেছে নেয়ার কারণ?' প্যাট্রিক ব্যথিত স্বরে বলল।

'আমার মনে হয় না এটা তেমন ভেবেচিন্তে করা, তবে এতে ডোরা বানারের মনে সন্দেহ ঠেকানো যেত যে সবটাই মিস ব্ল্যাকলকের তৈরি মতলব। যাই হোক এরপর কি হল আমরা জানি। আলো নিভে যেতে তিনি নিঃশব্দে দরজা দিয়ে রুডি সার্জের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে কখনই টের পায়নি রিভলবার হাতে উনি ওরই পিছনে। এরপর টর্চের আলো জ্বলতেই তিনি ওকে গুলি করলেন তারপর ঘুরে আরও দুবার। পরে রুডির দেহে কাছ থেকে আবার গুলি করে অস্ত্রটা তার পাশে ফেলে দেন। পরে হলঘরের টেবিলে দস্তানা রেখে নিজের জায়গায় ফিরে যান আর নিজের কানে কোনভাবে আঘাতও করেন, কিভাবে জানিনা—।'

'সম্ভবতঃ নখ কাটার যন্ত্র দিয়ে,' মিস মারপল বললেন। 'কানের লতিতে

একটু খোঁচা দিলেই চের রক্ত পড়ে। রক্ত দেখে সবাই ভেবে নেয় তিনি গুলিতে আহত আর গুলি ঠিক মত লাগেনি তাই বেঁচে গেছেন।'

'সবই ঠিকঠাক হত,' ক্র্যাডক বললেন। 'ডোরা বানার বারবার বলেন যে রুডিসার্জ মিস ব্ল্যাকলককেই গুলি করেছিল। না বলেও ডোরা বুঝিয়েছিলেন বন্ধুকে তিনি আহত হতে দেখেন। ঘটনাটা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বলেই ধরে নেয়া হত আর তদন্ত বন্ধ হত, একমাত্র মিস মারপলের জন্যই তা হয়নি।'

'ওহ, না, না, মিস মারপল বলে উঠলেন। 'আমি যা করেছি তা নিছক কাকতালীয়। তদন্ত হয়েছে আপনার জন্যই মিঃ ক্র্যাডক। আপনি সন্তুষ্ট হননি তাই।'

'আমি বুঝেছিলাম কোথাও গোল আছে, ক্র্যাডক বললেন। 'কিন্তু কোথায় জানিনা, যতক্ষণ না আপনি দেখান। এরপর মিস ব্ল্যাকলকের ভাগ্য খারাপ হল, আমি আবিষ্কার করি দরজাটায় কেউ কারচুপি করেছে। দরজার ব্যাপারটা হাতলে হাত দিয়ে হঠাৎই আবিষ্কার করি। যাই হোক আবার তদন্ত চলল। তবে এবার অন্য দিকে। আমরা লেটিসিয়া ব্ল্যাকলকের সম্ভাব্য খুনীকে খুঁজতে থাকি।

'আর একজনের মোটিভ থাকা সম্ভব আর মিস ব্ল্যাকলক তা জানতেন', মিস মারপল বললেন। 'কারণ মনে হয় তিনি ফিলিপাকে দেখেই চিনতে পারেন। কারণ তাকে অনেকটাই তার মায়ের মত দেখতে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ফিলিপাকে দেখে খুশিই হন তিনি। মনে হয় তিনি ভেবে নেন টাকা হাতে এলে ফিলিপাকে দেখবেন, তাকে মেয়ের মত গ্রহণ করবেন। কিন্তু ইনসপেক্টর পিপ আর এমার সম্পর্কে খোঁজ খবর শুরু করতে তিনি তাকে আড়াল করার চেষ্টা চালান। তিনি বুদ্ধিমতী তাই অ্যালবাম থেকে ওর মায়ের ছবি লেটিসিয়ার ছবি, সবই সরিয়ে ফেলেন।'

'আর আমি ভেবে নিই মিসেস সোয়েটেনহ্যাম সোনিয়া গোয়েডলার,' বিরক্তভঙ্গীতে বললেন ক্র্যাডক।

'বেচারি মা, এডমণ্ড বলল, এত নিরীহ জীবন—।'

'তবে আসল বিপদ ছিল ডোরা বানার। প্রতিদিনই সে ভুল করতে চাইত আর বেশি বকবক করত। ছয়দিন চা খেতে ওখানে যাই মিস ব্ল্যাকলককে ওর দিকে ফেলা দৃষ্টি দেখেই তা বুঝেছি। কেন জানেন? ডোরা তাকে লোটি বলে সম্বোধন করেছিল। আমরা ভেবেছি এটা নিছক কথার ভ্রম। কিন্তু এতে ভীত হন শার্লট। যেদিন ব্লুবার্ডে কফি খাচ্ছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল

ডোরা বানার দুজনের কথা বলছে। বন্ধুর কথায় একবার সে বলে তিনি দৃঢ় চরিত্রের পরক্ষণে বলে হালকা চরিত্রের মেয়ে সে। একবার সে বলে লেটি কত চালাক আর বুদ্ধিমতী ও সফল—আবার পরক্ষণেই তার দুঃখ সইবার কথা—যা লেটিসিয়ার জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। কাফেতে এসে সম্ভবত তিনি সেদিন আমাদের শব কথাই শুনে ফেলেন। বিশেষতঃ ডোরা যখন বলে ল্যাম্পটা কৃষক বউয়ের নয়, নিশ্চয়ই কেউ সেটা বদলে দিয়েছে। তখনই তিনি বোঝেন ডোরা বানার তার কাছে কতটা বিপজ্জনক।

'আমার ধারণা কাজেই আমার সঙ্গে কথাবার্তাই ডোরার ভাগ্যে সীলমোহর এঁকে দিয়েছিল—এই নাটকীয়তা মাপ করবেন…যেহেতু ডোরা বানার জীবিত থাকলে শার্লটের শান্তি থাকতে পারেনা। তবু বেচারি ডোরা বানারের শেষ লগ্নে যাতে কষ্ট না হয় তা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। সেই জন্মদিনের পার্টি—বিশেষ কেক…।

'মধুর মরণ,' ফিলিপা কেঁপে উঠে বলল।

'হ্যাঁ—অনেকটা তাই…তিনি বন্ধুকে মধুর মরণই দিতে চেয়েছিলেন ওই পার্টি—ওর ইচ্ছে মত খাবার—পার্টির সকলে যাতে তাকে বিচলিত করার মত কিছু না বলে সেটা দেখা। তারপর তার সেই অ্যাসপিরিনের বোতল—যখন ডোরা নিজেরটা খুঁজে না পেয়ে তারই ঘর থেকে বোতলটা নেবে। এতে মনে হবে ওগুলো লেটিসিয়ার জন্যই রাখা ছিল…।'

'অতএব ডোরা বানার ঘুমের মধ্যেই মারা গেল, বেশ সুখকর এক নিদ্রায় আর শার্লট নিরাপদও হলেন। তবে তিনি ডোরা বানারের অভাব বোধ করতে লাগলেন—আগেকার কথা বলার সুযোগই রইল না—তাই তার দুঃখ সত্যিকারই। তিনি তার প্রিয় বন্ধুকে খুন করেছেন…।'

'কি ভয়ানক!' বাঞ্চ বলে উঠল। 'সত্যি সাংঘাতিক!'

'তবে অনেকটা মানবিক', জুলিয়াস হারসন বললেন। 'লোকে ভুলে যায় খুনীরা কত মানবিক।'

'জানি,' মিস মারপল বললেন। মানবিক। তবে অত্যন্ত বিপজ্জনকও, বিশেষতঃ শার্লট ব্ল্যাকলকের মত দুর্বলচিত্ত খুনীর পক্ষে। কারণ এরকম দুর্বলেরা ভয় পেলে ভয়ানক নির্মম হয়ে ওঠে, নিজের উপর আর নিয়ন্ত্রণ থাকেনা তাদের।

'মারগাটরয়েড?' জুলিয়াস বললেন।

'হ্যাঁ, বেচারি মারগাটরয়েড। শার্লট কটেজে এসে ওদের খুনের ঘটনা

রিহার্শাল দিতে দেখেন। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সবই শোনেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তার ধারণাই ছিল না আর কারও কাছ থেকে কোন বিপদ আসতে পারে। কেউ কিছু দেখেছে তিনি ভাবতেই পারেন নি। সবাই রুডি সার্জকে দেখবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। তারপর মিস হিনচক্লিফ থানায় যাওয়ার মুখে মারগাটরয়েড আচমকা সম্ভবতঃ সত্য আবিষ্কার করে চেঁচিয়ে বললেন··· 'মহিলা ওখানে ছিলেন না ···।'

'আমার কাছে এটা সূক্ষ্ম সূত্র হয়ে উঠেছিল, ক্র্যাডক বললেন। মিস মারপল তার রক্তিম মুখ তুলে তাকালেন।

'মারগাটরয়েড মনের কথাটা ভাবুন—ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ যেমন দেখে—আচমকা একটা শব্দ, প্রচণ্ড আঘাত চোখের সামনে জানা দৃশ্য···। কিন্তু অনেক অনেক পরে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় পুরনো কথা মনে করলে অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারে। তার বহু ছোট ছোট বিষয় মনে পড়ে যায়।

'আমার মনে হয় তিনি ম্যান্টলপিস থেকে শুরু করেন। তারপর দুটো জানালা, সেখানে দাঁড়িয়েছিল কেউ কেউ। ডোরা বানার হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ল্যাম্প আর সিগারেটের বাক্সের দিকে। তারপর শোনা গেল গুলির শব্দ—তখনই আচমকা তার আশ্চর্য কিছু মনে পড়ে যায়। তিনি দেয়ালে যেখানে গুলি লেগেছিল সেটা দেখেছিলেন, সেখানে দুটো গুলির শর্ত ছিল। ওই দেয়ালের সামনেই লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তার দিকে গুলি ছোঁড়া হয়, অথচ মারগাটরয়েড বুঝলেন লেটি সেখানে ছিলেন না...।

'আমি কি বলছি বুঝেছেন? তিনি তিনজন মহিলার কথা ভাবছিলেন মিস হিনচক্লিফ যাদের কথা ভাবতে বলেন। এর মধ্যে বিশেষ একজনের কথাটাই বিশেষ ভাবে তিনি মনে করতে বলেন। মারগাটরয়েড ভাবতে গিয়ে আচমকা বুঝতে পারেন একজন যার সেখানে থাকার কথা তিনি সেখানে ছিলেন না। একটু চিন্তা করতেই তার মনে জাগে যার কথা তিনি তখন বলে ওঠেন 'হিনচ', তিনি ওখানে ছিলেন না···। এতে বুঝতে পারা যায় তিনি লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক ছাড়া অন্য কেউ নন...'

'কিন্তু তুমি বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিলে তাই না?' বাণ্চ বলল। 'যখন ল্যাম্প ফিউজ হয়ে গিয়েছিল, কাগজে যখন লিখেছিলে?'

'হ্যাঁ, শোনা। তখনই সব মনে পড়ে যায়। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো ঠিক খাপে খাপে মিলে যায়।'

বাণ্ড বলে উঠল, ল্যাম্প? হ্যাঁ, ভায়োলেট? হ্যাঁ। অ্যাসপিরিনের বোতল। তুমি বলতে চাও মানি সেদিন নতুন অ্যাসপিরিন কিনতে যাচ্ছিলেন। তাই লেটিসিয়ার যা নেয়ার দরকার ছিল না?'

'যদি না তার বোতল কেউ নিয়ে থাকে বা লুকিয়ে রেখে থাকে। এতে আপাত দৃষ্টিতে বোঝানো হচ্ছিল যেন কেউ লেটিসিয়াকেই মারতে চাইছিল।'

'হ্যাঁ, এবার বুঝলাম। আর তার পরেই সেই মধুর মরণ। কেক, না কেকের চেয়েও বেশি? জন্মদিনের পার্টি। বানির মৃত্যুর আগে এক আনন্দময় ক্ষণ। এ যেন কোন কুকুরকে মেরে ফেলার···। এটাই ভয়ঙ্কর —লোক দেখানো ভালবাসা।'

'উনি দয়ালু প্রকৃতির স্ত্রীলোক। রান্না ঘরে তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যি—'আমি কাউকেই মারতে চাইনি।' তিনি আসলে যা চেয়েছিলেন তা হল প্রচুর অর্থ যা তার নয়। জীবনে যা কোনদিন তিনি পাননি ওই অর্থে তাই করতে চেয়েছিলেন তিনি। জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ। আমার জীবনে এরকম ঢের ঘটনা দেখেছি। শার্লট ব্ল্যাকলকের জীবনের সব আনন্দ একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাই ফিরে পেতে চেয়েছিলেন নতুন আশায় ভর করে।' মিস মারপল থামলেন।

'আয়োডিনের কথা শুনে তোমার গলগণ্ডের কথাটা মনে হয়েছিল, জেন মাসী?' বাণ্ড প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। তখনই সুইজারল্যাণ্ডের কথা ভাবি। মিস ব্ল্যাকলক বোঝাতে চেয়েছিলেন তার বোন যক্ষ্মারোগে মারা যায়। কিন্তু আমি জানতাম গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা সুইজারল্যাণ্ডেই হয়, আর বড় চিকিৎসকরা সেখানেই আছেন। একথা আর লেটিসিয়া যে কত অদ্ভুত আকারের মুক্তোর মালা পড়ে থাকতো সেটাই আমাকে সন্দিহান করে তুলেছিল। এটা তার স্টাইল নয়, অপারেশানের চিহ্ন ঢাকার জন্য।

'আমার মনে পড়ছে সে রাতে মালাটা ছিঁড়ে গেলে তার ব্যবহার অদ্ভুত হয়ে ওঠে। ঠিক তার সঙ্গে খাপ খেতে চায়নি', ক্র্যাডক বললেন।

'তুমি তাই লিখেছিলে 'লোটি', লেটি নয়?' বাণ্ড বলল।

'হ্যাঁ। আমি জানতাম ওর বোনের নাম ছিল শার্লট আর ডোরা বানার মিস ব্ল্যাকলককে দু' একবার লোটি বলেছিলেন আর যতবারই তা বলেছিলেন তারপরেই একটু অপ্রতিভ হয়ে ওঠেন।

'বের্নের কথা কেন বলেছিলেন?'

'কারণ রুডি সার্জ ওখানেই হাসপাতালে আরদালী ছিল।' মিস মারপলের কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে এল। 'মারগাটরয়েড মারা যেতে বুঝলাম কিছু এবার করা দরকার এবং কত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবু হাতে কোন প্রমাণই ছিল না। আমি কিছু পরিকল্পনা ছকে নিয়ে সার্জেণ্ট ফ্রেচারের সঙ্গে কথা বললাম।'

'আর আমি এজন্যই ফ্রেচারকে ধমকেছি', ক্র্যাডক বলে উঠলেন। 'আমার সঙ্গে আগে পরামর্শ না করে তার একাজ করার অধিকার ছিলনা।'

'ও এটা করতে চায়নি বরং আমিই ওকে প্রায় রাজী করিয়েছিলাম', মিস মারপল বললেন। 'এবার আমরা লিটল প্যাডক্সে যাই আর মিৎসিকে পাকড়াও করি।'

'জুলিয়া শ্বাস টেনে বলল, অবাক হচ্ছি আপনাকে মিৎসিকে দিয়ে কিভাবে কাজটা করালেন।'

'ওকে একটু প্রশংসা করেছিলাম', মিস মারপল বললেন। 'ও নিজের সম্পর্কে দারুণ উচ্ছ্বসিত। আমি বলেছিলাম অন্যের জন্যও যদি কিছু একটা করে তাহলে আরও চমৎকার হবে। ওকে বলি নিজের দেশে ও প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিল নিশ্চয়ই। ও তাতে জানায় 'হ্যাঁ'। আমি বুঝে নিই একাজের জন্যও উপযুক্ত। আমি প্রতিরোধ আন্দোলনে থাকা অনেক মেয়ের কথা বলি, এর কিছু সত্যি কিছু বানানো। ও দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠে-ছিল এতে।'

'দারুণ', প্যাট্রিক বলে উঠল।

'এরপর মিৎসিকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলাম। বারবার মহড়া দিয়ে ওকে নিখুঁত করে দেখাতে বললাম। তারপর ওকে উপরে যেতে বললাম, যতক্ষণ না ইন্সপেক্টর ক্র্যাডক আসেন। এধরনের মেয়েরা প্রায়ই আগে বাড়া-বাড়ি করে ফেলে বলেই এই সতর্কতা।'

'ও তো চমৎকার করেছে', জুলিয়া বলল।

'কিন্তু এতসব করার উদ্দেশ্য কি তাই তো বুঝলাম না', বাঞ্চ বলল।

'ব্যাপারটা একটু জটিল তাই ঠিক। পরিকল্পনাটা ছিল মিৎসি স্বীকার করবে ব্ল্যাকমেল করার বাসনাই ওর মনে ছিল। শেষ পর্যন্ত সে খুব ভয় পেয়ে সত্যি কথাটা প্রকাশ করে ফেলে। ও ডাইনিং কামরার চাবির গর্ত দিয়ে দেখেছে মিস ব্ল্যাকলক একটা রিভলবার হাতে নিয়ে রুডি সার্জের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কি ঘটেছিল ও পরিষ্কার করে দেখেছে। এখন আসল

ভয় ছিল মিস ব্ল্যাকলক যদি ধরে নেন যে চাবির ফুটো দিয়ে মিৎসির পক্ষে সত্যিই কিছু দেখে থাকা কখনও সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু কোন শক্ পেলে এধরনের কোন কিছু কারও মাথায় কখনও আসতে পারে না। এই কারণেই আমরা ঝুঁকি নিই।'

ক্র্যাডক এবার কাহিনী ধরে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু—এর খুবই প্রয়োজন ছিল—আমি সব ব্যাপারটা সন্দিহান থেকেই গ্রহণ করি আর আমি আক্রমণ করি একেবারে অন্য দিক থেকেই—বিশেষ করে একজনকে বেছে নিয়ে যার পক্ষে একাজ করা কখনও সম্ভব ছিলনা। সে হল এডমণ্ড—আমি তাকেই অভিযুক্ত করলাম।

'আর আমিও আমার অংশ চমৎকার অভিনয় করে গেছি', এডমণ্ড বলল। 'কড়াভাবে অস্বীকার করলাম। সবই পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী। যেটা ছকের মধ্যে ছিলনা তা হল, প্রিয় জুলিয়া, তুমি হঠাৎ উপযাচক হয়েই বলে ফেললে তুমিই পিপ। আমিই পিপ হব ভেবেছিলাম। আমি আর ইন্সপেক্টর দুজনেই কিছুটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তা ঠিক, তবে ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যাপারটা সামলে নেন আর বলেন আমি কোন অর্থবতী মহিলাকে বিয়ে করতে চাইব আর ভবিষ্যতে অসুখী হব।'

'এরকম করার কি প্রয়োজন ছিল বুঝতে পারছি না?'

'পারছেন না? এর অর্থ হল শার্লট ব্ল্যাকলকের দিক থেকে এ কথাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করানো যে মিৎসি সত্যিই কিছু দেখে থাকবে। এতদিন পর্যন্ত সবাই মিৎসিকে মিথ্যাবাদী বলেই জানত। তবে মিৎসি বারবার যদি একই কথাটা বলে চলে তাহলে সকলে তার কথা নিশ্চয়ই না শুনে পারবে না। তাই তাকে চুপ করাতেই হবে।'

'এবার মিৎসি সোজা ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে যায়—আমি যেমন তালিম দিয়েছিলাম', মিস মারপল বললেন। 'মিস ব্ল্যাকলক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। আপাত দৃষ্টিতে মিৎসি সেখানে একাকীই ছিল।

সার্জেন্ট ফ্লেচার ছিলেন বাসনমাজার ঘরের দরজার পিছনে যেটা রান্নাঘরের পাশেই। আর আমি ছিলাম রান্নাঘরের ঝাঁটা বুরুশ রাখার আলমারির মধ্যে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি বেশ কৃশ।'

বাণ্ড মিস মারপলের দিকে তাকাল।

'জেন মাসী, সত্যিই কি ঘটবে ভেবেছিলে?'

'দুটো ব্যাপারের একটা। হয় শার্লট মিৎসিকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য

টাকা দিতে চাইবেন আর সার্জেণ্ট ফ্রেচার এ ঘটনার সাক্ষী থাকবেন—আর না হয় আমি ধরে নিয়েছিলাম উনি মিৎসিকে খুন করতে চাইবেন।'

'কিন্তু একাজ করলে তিনি পার পেতেন না, তাকে সন্দেহ করা হত।'

'প্রিয় বাণ্ড, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এধরনের যুক্তি মেনে চলার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার অবস্থাটা দাঁড়িয়ে ছিল প্রচণ্ড ভীত কোন কোণ-ঠাসা ইঁদুরের মত। সেদিনের কথাটা মনে করে নাও। মিস হিনচক্লিফ আর মারগাটরয়েডের মধ্যেকার ঘটনাটার কথাই ধরা থাক। মিস হিনচক্লিফ পুলিশ স্টেশনে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এলেই মারগাটরয়েড তাকে বলে দেবেন কোন মহিলা সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ লেটিসিয়া ব্ল্যাকলক সে রাতে ঘরটায় ছিলেন না। মারগাটরয়েড যাতে কথাটি প্রকাশ করতে না পারে তা বন্ধ করার মত মাত্র কয়েক মিনিটেই ছিল তার কাছে। কোন পরিকল্পনা বা অভিনয় করার সময় নেই। চাই নিছক খুন। তিনি বেচারি মারগাটরয়েডকে গলায় ফাঁস এঁটে হত্যা করলেন। তারপর দ্রুত বাড়ি ফিরে পোশাক পাল্টে চুল্লীর পাশে বসা, যেন আদৌ তিনি বাড়ির বাইরে পা দেননি।'

'আর এরপরেই এসে গেল জুলিয়ার সেই আত্মপ্রকাশের ঘটনা। তিনি মুক্তোর মালাটা ছিঁড়ে ফেলে নিদারুণ ভয় পেয়ে গেলেন কেউ যদি অপারেশ-নের দাগ দেখে ফেলে। পরে ইনসপেক্টর ফোনে জানালেন তিনি সকলকে নিয়ে আসছেন। বিশ্রামের বা চিন্তা করার কোন সুযোগই আয় ছিলনা। তার গলা অবধি খুনের অপরাধ, দয়ার্দ্র খুনের কোন পথ নেই—বা কোন অপ্রয়ো-জনীয় তরুণকে পথ থেকে সরানেরও উপায় নেই। তিনি কি নিরাপদ? হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত। তারপরেই এসে গেল মিৎসি—আবার এক নতুন বিপদ। মিৎসিকে খুন করে কথা বলা আটকাতেই হবে তার। ভয়ে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি আর মানুষ ছিলেন না। শুধু এক ভয়ংকর পশু।

'কিন্তু, তুমি ঝাঁটা বুরুশ রাখার আলমারীতে ঢুকেছিলে কেন জেন মাসী? সব সার্জেন্ট ফ্রেচারের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেন না?' বাণ্ড জানতে চাইল।

'দুজনেই ঢের নিরাপদ ছিল সোনা। আর তাছাড়া আমি জানতাম আমি ডোরার গলা নকল করতে পারি। কোন কিছু যদি শার্লট ব্ল্যাকলককে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তা ওটাই।'

'আর ঠিক তাই হয়…!'

'হ্যাঁ…উনি একদম ভেঙে পড়েন।'

কিছু সময়ের নীরবতা নেমে এল ঘরে।

এবার জুলিয়া বলল, 'এতে মিৎসির পক্ষে বেশ নতুনত্ব কিছু হয়েছে। ও আমাকে গতকাল বলেছে ও সাউদাম্পটনের কাছে একটা কাজ নিচ্ছে। ও বলল (জুলিয়া মিৎসির গলা নকল করে বলল)। 'আমি যেখানে যাব আর পুলিশ যদি বলে তুমি বিদেশী তাহলে বলব। হ্যাঁ আমি নথীভুক্ত হব। আমি না থাকলে পুলিশ কখনই একজন ভয়ানক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারত না। আমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমি সাহসী—সিংহের মত সাহসী—আমি ঝুঁকি নিতে ভয় পাই না।' ওরা বলবে 'মিৎসি তুমি একেবারে নায়িকা, তুমি দারুণ।' আমি বলব না, না, এমন কিছুনা...।'

থামল জুলিয়া।

'আমি ভাবছি', এডমণ্ড বলল চিন্তিতভাবে, 'মিৎসি এবার হয়তো পুলিশকে কয়েক'শ তদন্তে সাহায্য করতে শুরু করবে।'

'ও আমার প্রতিও বেশ সদয়', ফিলিপা বলল। 'ও আমাকে আসলে মধুর মরণের তৈরির কৌশল বিয়ের উপহার হিসেবে শিখিয়ে দিয়েছে। ও শর্ত দিয়েছে কথাটা কখনই জুলিয়াকে জানাতে পারব না কারণ সে ওর ওমলেট ভাজার প্যান নষ্ট করে দিয়েছে।'

'মিসেস লুকাস তো জুলিয়াকে নিয়ে গদগদ কারণ বেল গোয়েডলারের মৃত্যুর পর ফিলিপা আর জুলিয়া বিশাল সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। তিনি বিয়ের উপহার বলে আমাদের কিছু রুপোর অ্যাসপারাগাস চিমটে পাঠিয়েছেন। তাকে বিয়েতে না ডাকতে দারুণ আনন্দ হবে।'

'অতএব এরপর থেকে তারা চিরসুখে বাস করে চলেছিল, প্যাট্রিক বলল।' এডমণ্ড আর ফিলিপা—আর জুলিয়াও প্যাট্রিক?' ও কথা শেষ করল।

'উঁহু, আমার সঙ্গে তুমি চিরদিন সুখে থাকতে পারবে না, জুলিয়া বলল। 'ইনসপেক্টর ক্র্যাডক এডমণ্ড সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা তোমার সম্বন্ধে ভাল করে খাটে। তুমি যে রকম ছেলে যে বেশ পয়সাওয়ালা বউই খুঁজবে। এখানে কিছুই করার নেই।'

'হু, কৃতজ্ঞতা ভালই দেখাচ্ছ, প্যাট্রিক বলল। 'মেয়েটার জন্য যা করেছি আমিই জানি।'

'ফলে আমার প্রায় জেলে ঢোকার অবস্থা হয়েছিল খুনের অভিযোগে—তোমার ভুলের মাশুল আমাকে এই ভাবেই দিতে হচ্ছিল, জুলিয়া বলল।' যে সন্ধ্যায় তোমার বোনের চিঠি এল তার কথা কোনদিন ভুলব না। ভেবে-

ছিলাম এবার আমি শেষ, বেরোনোর পথও খোলা ছিল না।' একটু থেমে ও বলল, 'ভাবছি আমিও মঞ্চে যোগ দেব।'

'অ্যাঁ! তুমিও?' হতাশা গলায় বলল প্যাট্রিক।

'হ্যাঁ। আমি পার্শে যেতে পারি। কে জানে হয়তো জুলিয়ার জায়গাটা নিতে পারব। তারপর কাজ শিখে নেয়া। এরপর নাটক পরিচালনা শিখে হয়তো কোনদিন এডমন্ডের নাটক মঞ্চস্থ করব।'

'আমি জানতাম তুমি উপন্যাস লেখ', জুলিয়ান হারসন বললেন।

'তাই করতাম, এডমন্ড বলল। একটা উপন্যাস লিখছিলাম। শুরুটা বেশ ভালই হয়েছিল। একজন লোকের কথা লিখছিলাম যে দাড়ি কামায় না বিছানা ছেড়ে উঠে। এর সঙ্গে ছিল মৃগীরোগগ্রস্ত এক মহিলা আর ভয়ানক গোছের এক তরুণী। তারা সকলে পৃথিবীর অবস্থা নিয়ে ভেবে চলে। আচমকা আমিও ভাবতে লাগলাম—তারপরেই চমৎকার একটা ধারণা মাথায় থেকে গেল···সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম—তারপর কি করছি বুঝতে পারার আগেই তিন অঙ্কের একটা চমৎকার হাসির প্রহসন তৈরি হয়ে গেল।'

'নামটা কি রকম?' প্যাট্রিক প্রশ্ন করল। 'বাটলার যা দেখেছিল?'

'হ্যাঁ—তা হতে পারত...আসলে আমি নামকরণ করেছি হাতিরা ভুলে যায়! সবচেয়ে বড় কথা এটা গৃহীত হয়ে মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে!'

'হাতিরা ভুলে যায়,' বাণ্ড বিড়বিড় করল। 'আমি জানতাম ওরা ভোলে না?'

'এইরে! এমন মজে গিয়েছিলাম। আমাকে এখনই গির্জায় পাঠ করতে যেতে হবে!' রেভারেন্ড জুলিয়ান হারসন ঝাঁকুনি খেয়েই যেন উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি বরং আজকে বলার চেষ্টা করুন, তোমরা হত্যা করবে না', প্যাট্রিক বলল।

'আবার গোয়েন্দা কাহিনী', বাণ্ড বলল। 'এবার বোধ হয় বাস্তব কোন ঘটনা।'

'না,' জুলিয়ান বললেন, এ রকম চলবে না আমার।

'টিগলাথ পিলেজার তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে', বাণ্ড বলল। খুব অহঙ্কার হয়েছে বিড়ালটার। ওই তো আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে ফিউজ হয়েছিল।'

'আমাদের কিছু কাগজ রাখা দরকার, এডমন্ড ফিলিপাকে বলল মধু-চন্দ্রিমা কাটিয়ে ওরা চিপিং ক্লেগহর্নে ফেরার পর। চল, টটম্যানে যাই।'

মিঃ টটম্যান একটু ধীর স্থির মানুষ। তিনি তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

'আপনি ফিরেছেন দেখে খুশি হলাম স্যর। মাদামকেও অভিনন্দন।

'আমরা কিছু কাগজের অর্ডার দিতে চাই।'

'নিশ্চয়ই স্যর। আপনার মা ভাল আছেন তা আশা করি? বোর্ন-সাউথে ভালই আছেন?'

'তার খুব ভাল লেগেছে।'

'হ্যাঁ, স্যর। চমৎকার জায়গা। গতবার ছুটিতে গিয়েছিলাম। মিসেস টটম্যানের খুব ভাল লেগেছিল।'

'শুনে খুশি হলাম। যে কাগজগুলোর কথা বলছিলাম—।'

'শুনলাম লণ্ডনে আপনার নাটক অভিনয় হচ্ছে স্যর। খুব মজার শুনেছি।'

'হ্যাঁ, ভালই চলেছে।'

'নাম নাকি 'হাতিরা ভুলে যায়।' মাপ করবেন, স্যর আমি জানতাম ওরা ভোলেনা।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ নামটা বোধহয় ভুলেই দিয়েছি। সবাই তাই বলছে। যাক, যে কাগজের কথা বলছিলাম।'

'টাইমস, স্যর?' মিঃ টটম্যান পেন্সিল তুলে বললেন।

'ডেইলি ওয়ার্কার', দৃঢ়ভাবে বলল এডমণ্ড। 'আর ডেইলি টেলিগ্রাফ,' ফিলিপা বলল। 'আর নিউ স্টেটসম্যান', এডমণ্ড বলল। 'দি রেডিও টাইমস' ফিলিপা বলল। 'স্পেকটেটর' এডমণ্ড বলল।

'দি গার্ডেনার্স ক্রনিকল', ফিলিপা জানাল।

দুজনেই হাঁফ ছাড়ল।

'ধন্যবাদ, স্যর,' মিঃ টটম্যান বললেন। 'আর সঙ্গে গেজেট নিশ্চয়ই?'

'না', এডমণ্ড বলল।

'না,' ফিলিপা বলল।

'মাপ করবেন আপনারা গেজেটরাখবেন তো ?'

'না।'

'না।'

'তার মানে বলছেন আপনারা নর্থ বেনহ্যাম নিউজ আর চিপিং ক্লেগহর্ন গেজেট রাখবেন না ?'

'না।'

'প্রত্যেক সপ্তাহে এটা পাঠাব না ?'

'না,' এডমণ্ড বলল। 'এবার পরিষ্কার হয়েছে ?'

'ও হ্যাঁ, স্যর—হ্যাঁ।

এডমণ্ড আর ফিলিপা বিদায় নিলে মিঃ টটম্যান পিছনে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে পেন্সিল আছে! আমার কলমে কালি ফুরিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ.' মিসেস টটম্যান বললেন। 'বলে যাও লিখে নিচ্ছি। ওরা কি চাইছেন ?'

'ডেইলি ওয়ার্কার, ডেইলি টেলিগ্রাফ, রেডিও টাইমস, নিউ স্টেটসম্যান, স্পেকটেটর—আর, দাঁড়াও—হ্যাঁ, গার্ডেনার্স ক্রনিকল।'

'আর গেজেট ?' মিসেস টটম্যান বললেন।

'ওরা গেজেট চান না।'

'কি ?'

'তাঁরা গেজেট চাননা। তাই বললেন।'

'বাজে কথা,' মিসেস টটম্যান বললেন। 'তুমি ঠিকমত শোননি। নিশ্চয়ই ওরা গেজেট চায়! প্রত্যেকেই গেজেট চায়। না হলে কি ঘটছে তারা জানবে কি ভাবে ?'

—

Original—**A Murder is Announced**